সুনান আবু দাউদ

৩য় খণ্ড

সুনান আবু দাঊদ

[তৃতীয় খণ্ড]

سُنَنُ اَبِىْ دَاوُدَ

অনুবাদক

মাওলানা আফলাতুন কায়সার

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
প্রধান কার্যালয় :
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ফ্যাক্স : ৯৬৬০৬৪৭
সেল্স এণ্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রথম প্রকাশ
অগাস্ট : ২০০৮
শাবান : ১৪২৯
ভাদ্র : ১৪১৫

মুদ্রণ
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

বিনিময় : তিনশত টাকা

Sunan Abu Dawood (Vol. III)

Translated by Mawlana Aflatun Kaisar and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Head Office 230 New Elephant Road (3rd floor) Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus (1st floor) Dhaka-1000 1st Edition August 2008 Price Taka 300.00 only.

প্রকাশকের কথা

সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের মধ্যে সুনান আবু দাঊদ-এর স্থান হচ্ছে তৃতীয়। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার সহীহ্ মুসলিম ও জামে আত-তিরমিযীর প্রকাশনা সম্পন্ন করার সাথে সাথে সুনান আন-নাসাঈ এবং সুনান আবু দাঊদ-এর তরজমা প্রকাশের কাজও অব্যাহত রেখেছে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে সুনান আবু দাঊদ-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর এবার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো।

সুনান আবু দাঊদ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মূল ইবারতের সাথে অনুবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার দিকে যথাসাধ্য নজর রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে হাদীসের মূল পাঠে সকল রাবীর নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং তরজমায় মূল বর্ণনাকারী অর্থাৎ সাহাবীর, ক্ষেত্রবিশেষে তাবি'ঈর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধস্তন রাবীদের নাম যোগ করা হয়নি। গবেষকদের সুবিধার্থে আবু দাঊদের হাদীস আর কোন্ কোন্ হাদীস গ্রন্থে রয়েছে– এই বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত সূত্র নির্দেশ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা পরিশিষ্ট আকারে যোগ করেছেন যা প্রত্যেক খণ্ডের শেষে সংযোজিত হলো।

বিদগ্ধ পাঠকদের চোখে এর কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানাতে অনুরোধ করছি যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে নেয়া যায়।

গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রন্থখানি প্রকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। কিতাবখানি পাঠ করে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সূচীপত্র

অধ্যায়-১৩ ঃ তালাক ॥ ২৪৭

অধ্যায়-১৪ ঃ রোযা ॥ ৩৩৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ঃ ১১

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

(হজ্জের নিয়ম-কানুন)

بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ হজ্জ ফরয

١٧٢١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْحَجُّ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ اَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ اَبُوْ سِنَانٍ الدُّوَلِىُّ كَذَا قَالَ عَبْدُ الْجَلِيْلِ بْنُ حُمَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِىِّ وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنْ سِنَانٍ.

১৭২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আকরা' ইবনে হাবিস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জ কি প্রতি বছরই করা ফরয, নাকি একবার মাত্র? তিনি বললেন, (না) বরং একবারই, তবে যে ব্যক্তি এর অধিক করলো সে নফল করলো।

١٧٢٢- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ ابْنٍ لِاَبِىْ وَاقِدٍ اللَّيْثِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِاَزْوَاجِهِ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ هٰذِهِ ثُمَّ ظُهُوْرَ الْحُصْرِ.

১৭২২। আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের দিন তাঁর স্ত্রীদের বলতে শুনেছি ঃ

(আমার সঙ্গে তোমরা যে হজ্জ পালন করছো) এটাই (ছিলো তোমাদের উপর ফরয), এরপর মাদুরের পৃষ্ঠ।

টীকা ঃ এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। ১. হজ্জ একবারই ফরয, সুতরাং এবারের পর আর তোমাদের উপর ফরয হজ্জ রইলো না। সুতরাং গৃহে বসে থাকো। ২. এবারের পর হজ্জের জন্য আর গৃহ থেকে বের হয়ো না। 'মাদুরের পৃষ্ঠ' অর্থাৎ ঘরেই বসে থাকো (অনুবাদক)।

بَابٌ فِى الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ মাহ্‌রাম ব্যতীত মহিলাদের হজ্জ করা

١٧٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ لَيْلَةٍ اِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُوْ حُرْمَةٍ مِنْهَا.

১৭২৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো মুসলমান নারীর জন্য সাথে মাহ্‌রাম (যার সাথে বিবাহ হারাম এমন আত্মীয়) ব্যক্তি ভিন্ন এক রাতের রাস্তা সফর করা হালাল নয় (জায়েয নেই)।

١٧٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَالنُّفَيْلِىُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ الْحَسَنُ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِيْهِ ثُمَّ اتَّفَقُوْا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرِ النُّفَيْلِىُّ وَالْقَعْنَبِىُّ عَنْ اَبِيْهِ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ كَمَا قَالَ الْقَعْنَبِىُّ.

১৭২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে নারী আল্লাহ এবং শেষ দিনের (কিয়ামতের) উপর ঈমান রাখে তার জন্য একদিন ও এক রাতের রাস্তা সফর করা হালাল নয়... অতঃপর রাবী (পূর্ব বর্ণিত) হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

١٧٢٥- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ بَرِيْدًا.

১৭২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... অতঃপর রাবী (পূর্ব বর্ণিত) হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তবে (বর্ণনাকারী সুহাইল) বলেছেন, 'এক বারীদ' (এক বারীদ চার ফারসাখ এবং এক ফারসখ তিন মাইল)।

١٧٢٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ اَنَّ اَبَا مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعًا حَدَّثَاهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا اِلاَّ وَمَعَهَا اَبُوْهَا اَوْ اَخُوْهَا اَوْ زَوْجُهَا اَوْ اِبْنُهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا.

১৭২৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে নারী আল্লাহ্ এবং শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য তিন দিন অথবা ততোধিক সময়ের রাস্তা (একাকী) সফর করা হালাল (বৈধ) নয়, যদি না তার সাথে তার পিতা, ভাই, স্বামী, ছেলে অথবা যে কোনো মাহ্‌রাম ব্যক্তি থাকে।

١٧٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْاَةُ ثَلاَثًا اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْمَحْرَمٍ.

১৭২৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো নারী সাথে তার মাহ্‌রাম আত্মীয় ব্যতীত তিন দিনের সফর করবে না।

١٧٢٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرْدِفُ مَوْلاَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا صَفِيَّةُ تُسَافِرُ مَعَهُ اِلَى مَكَّةَ.

১৭২৮। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) সাফিয়্যা নাম্নী তার এক দাসীকে সাওয়ারীর উপর তার পেছনে বসিয়ে নিলেন। সে মক্কা পর্যন্ত তার সাথে সফর করেছে।

بَابٌ لاَ صَرُوْرَةَ فِى الْاِسْلاَمِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ইসলামে বৈরাগ্য বা চিরকুমারত্ব নেই

١٧٢٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ يَعْنِىْ سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانٍ الْاَحْمَرَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ خُوَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَرُوْرَةَ فِى الْاِسْلاَمِ.

১৭২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামে বৈরাগ্যতা নেই।

টীকা ঃ বিবাহ না করে সাধু-সন্ন্যাসীদের মতো একাকী জীবন যাপন করা। অনুরূপভাবে হজ্জ না করাকেও صرورة বলা হয়। এটাও বৈরাগ্য (অনুবাদক)।

بَابُ التَّزَوُّدِ فِى الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ হজ্জের সফরে পাথেয় সাথে নেয়া

١٧٣٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ يَعْنِىْ اَبَا مَسْعُوْدٍ الرَّازِىَّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُخَرَّمِىُّ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوْا يَحُجُّوْنَ وَلاَ يَتَزَوَّدُوْنَ. قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ كَانَ اَهْلُ الْيَمَنِ اَوْ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ وَلاَ يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى.

১৭৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (লোকেরা) হজ্জ করতো কিন্তু পাথেয় (প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্য) সাথে নিয়ে আসতো না। (আবু দাউদের উস্তাদ) আবু মাসউদ বলেন, ইয়ামানবাসীরা অথবা (তিনি বলেছেন) ইয়ামানের কিছু সংখ্যক লোক হজ্জে গমন করতো কিন্তু সফরের পাথেয় সাথে আনতো না এবং তারা বলতো, আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করেছি (কিন্তু মক্কায় পৌঁছার পর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতো)। তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ (তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে) নাযিল করলেন, "তোমরা হজ্জের সফরে পাথেয় সাথে নিয়ে যাও, আর জেনে রেখো তাকওয়াই হলো উত্তম পাথেয়।" (২ ঃ ১৯৭)

١٧٣١- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ. قَالَ كَانُوْا لاَ يَتَّجِرُوْنَ بِمِنًى فَأُمِرُوْا بِالتِّجَارَةِ اِذَا اَفَاضُوْا مِنْ عَرَفَاتٍ.

১৭৩১। মুজাহিদ (র) থেকে ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি (ইবনে আব্বাস রা.) এ আয়াতটি পড়লেন, "এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো দোষ নেই যদি (হজ্জের মওসুমে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে) তোমরা তোমাদের প্রভুর করুণা অনুসন্ধান করো" (২ ঃ ১৯৮)। তিনি (ইবনে আব্বাস রা.) বলেন, 'মিনায়' কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করতো না (এটাকে অন্যায় মনে করতো)। অতএব তাদেরকে আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মিনায় ব্যবসা (কেনা-বেচা) করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

بَابٌ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ

١٧٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مِهْرَانَ اَبِىْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ.

১৭৩২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ করার ইচ্ছা করে সে যেন অবশ্যই তাড়াতাড়ি তা সম্পাদন করে (কেননা হয়তো পরে কোনরূপ বাধা আসতে পারে)।

بَابُ الْكُرٰى

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ পশু ভাড়ায় দেয়া

١٧٣٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَامَةَ التَّيْمِىُّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً اُكْرِىْ فِىْ هٰذَا الْوَجْهِ وَكَانَ نَاسٌ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَلَقِيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنِّىْ رَجُلٌ اُكْرِىْ فِىْ هٰذَا الْوَجْهِ وَاِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ اِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّىْ وَتَطُوْفُ بِالْبَيْتِ

وَتَفِيْضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَاِنَّ لَكَ حَجًّا جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَاَلْتَنِيْ عَنْهُ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَقَالَ لَكَ حَجٌّ.

১৭৩৩। আবু উমামা আত-তাইমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তি যে, হজ্জের সফরে আমার পশু ভাড়ায় খাটাতাম। এ কারণে কিছু সংখ্যক লোক বললো, তোমার হজ্জ হয়নি। অতএব আমি ইবনে উমার (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! আমি এমন এক ব্যক্তি যে, হজ্জের সফরে পশু ভাড়ায় খাটাই। কিছু লোক বলে, তোমার হজ্জ হয় না। তখন ইবনে উমার (রা) বললেন, তুমি কি ইহরাম বেঁধেছো, খানায়ে কাবা তাওয়াফ করেছো, তালবিয়া পড়েছো, আরাফাত থেকে ঘুরে এসেছো এবং কংকর নিক্ষেপ করেছো? আমি বললাম, হাঁ! তিনি বললেন, তোমার হজ্জ হয়ে গেছে। একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে অনুরূপ জিজ্ঞেস করলো যেরূপ তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন, তাকে কোনো জবাব দিলেন না। অবশেষে এ আয়াতটি নাযিল হলো ঃ "এ ব্যাপারে তোমাদের কোন দোষ নেই যদি (হজ্জের মওসুমে) তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তোমাদের রবের করুণা অনুসন্ধান করো।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে এ আয়াতটি পড়ে শোনালেন এবং বললেন, তোমার হজ্জ হয়েছে।

١٧٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّاسَ فِيْ اَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوْقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ فِيْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَالَ فَحَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ اَنَّهُ يَقْرَأُهَا فِي الْمُصْحَفِ.

১৭৩৪। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা হজ্জের প্রাথমিক সময়ে মিনা, আরাফাত, যুল-মাজাযের বাজারে এবং হজ্জের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের স্থানগুলোতে কেনা-বেচা করতো, কিন্তু ইহরামাবস্থায় এসব স্থানে কেনা-বেচা করা (বৈধ হবে কিনা) তাদের সংশয় হলো। তখন আল্লাহ্ পাক নাযিল করলেন, 'এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো দোষ বা অপরাধ নেই যদি (হজ্জের মওসুমে) তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তোমাদের রবের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো, বিশেষ করে হজ্জের অনুষ্ঠানের স্থানগুলোতে। ইবনে আবু যিব্ বলেন, উবাইদ ইবনে উমাইর আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) 'فِىْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ' এ বাক্যটি মূল কুরআনের মধ্যেই পড়তেন (ফলে এটা কিরআতে ইবনে আব্বাস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে)।

টীকা ঃ জাহিলিয়াতের সময় আরবে চারটি প্রসিদ্ধ বাজার ছিল। ওকায, যুল-মাজায, মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে মাররুয্-যাহ্রানের নিকট অবস্থিত মাজান্না এবং মক্কা থেকে ইয়ামানের পথে কিছু দূরে হুবাশা। এ চার বাজার ছিল আরবের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। এখানে যেমন নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী পাওয়া যেতো, তেমনি আরব উপদ্বীপের সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহও এ স্থানগুলোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। বস্তুত এই কেন্দ্রগুলোতেই নারী ও শরাবের পসরা বসতো, কবিতা প্রতিযোগিতার আসর জমতো, দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হতো। মোটকথা বড় বড় ও জঘন্যতম অপরাধ ও পাপ কাজের সবগুলোই এসব কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হতো। তাই ইসলামের আবির্ভাবের পর বিশেষ করে হজ্জের সময় এসব বাজারে কেনা-বেচা করতে মুসলমানরা সংশয় বোধ করতো (অনুবাদক)।

١٧٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ كَلاَمًا مَعْنَاهُ اَنَّهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّاسَ فِىْ اَوَّلِ مَا كَانَ الْحَجُّ كَانُوْا يَبِيْعُوْنَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ اِلَى قَوْلِهِ مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

১৭৩৫। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা প্রাথমিক কালে হজ্জের সময়ে কেনা-বেচা করতো। অতঃপর রাবী 'مَوَاسِمُ الْحَجِّ' পর্যন্ত পূর্ব বর্ণিত হাদীসের সমার্থক বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الصَّبِىِّ يَحُجُّ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ শিশুর হজ্জ প্রসঙ্গ

١٧٣٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّوْحَاءِ فَلَقِىَ رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ فَقَالُوا الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالُوْا فَمَنْ اَنْتُمْ قَالُوْا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَفَزِعَتْ امْرَأَةٌ فَاَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ مَحِفَّتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ.

১৭৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আর-রাওহা' নামক স্থানে এক কাফেলার সাথে সাক্ষাত হলে তাদেরকে সালাম দিলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কোন্ কাফেলা? তারা বললো, আমরা মুসলমান। এরপর তারা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কারা? লোকেরা বললো, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। এতদশ্রবণে জনৈকা মহিলা অস্থির হয়ে উঠলো এবং 'হাওদা' থেকে (তড়িৎবেগে) ছোট একটি শিশুর বাহু ধরে বের করে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ শিশুর হজ্জ হবে কি ঃ তিনি বললেন ঃ হাঁ, সওয়াব তুমিই পাবে।

بَابٌ فِى الْمَوَاقِيْتِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানসমূহ (মীকাত)

١٧٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَاالْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَبَلَغَنِيْ اَنَّهُ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.

১৭৩৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদের জন্য 'যুলহুলাইফা', শামবাসীদের জন্য 'আল-জুহফা' এবং নজদবাসীদের জন্য 'কারন' মীকাত (ইহরাম বাঁধার স্থান) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। (ইবনে উমার রা. বলেন) এবং আমার নিকট এ বর্ণনাও পৌছেছে যে, তিনি ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম' নামক পর্বতকে মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন।

١٧٣٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالاَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ اَحَدُهُمَا وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ اَحَدُهُمَا اَلَمْلَمْ قَالَ فَهُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ مِنْ حَيْثُ اَنْشَاَ. قَالَ وَكَذَالِكَ حَتَّى اَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا.

১৭৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) ও তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজ্জ ও উমরায় গমনেচ্ছুদের জন্য) মীকাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, রাবী পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন। তাদের দু'জনের একজন বলেছেন, ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম', আর একজন বলেছেন 'আলামলাম'। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ এ স্থানগুলো উক্ত লোকদের (অধিবাসীদের) জন্য এবং যারা এ স্থানের অধিবাসী নয় এমন যেসব লোক হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে উক্ত স্থানগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যও এ স্থানগুলো মীকাত (ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দিষ্ট জায়গা হিসেবে) গণ্য হবে। আর যারা মীকাতের অভ্যন্তরের অধিবাসী, ইবনে তাউস বলেন, তারা যেখানে আছে সেখান থেকেই (ইহ্‌রাম বেঁধে) শুরু করবেন। তিনি বলেন, অনুরূপভাবে এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে।

١٧٣٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامٍ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنْ أَفْلَحَ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.

১৭৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাকবাসীদের জন্য 'যাতু ইরক'-কে মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন।

١٧٤٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ.

১৭৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাচ্যবাসীদের জন্য 'আল-আকীক'-কে মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন।

١٧٤١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يُحَنَّسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ الْأَخْنَسِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ حَكِيمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ اَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ شَكَّ عَبْدُ اللّٰهِ اَيَّتَهُمَا قَالَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَرْحَمُ اللّٰهُ وَكِيْعًا اَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَعْنِىْ اِلٰى مَكَّةَ.

১৭৪১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে বায়তুল মাকদিস থেকে মসজিদুল হারাম পর্যন্ত গমনের ইহরাম বাঁধে, তার পেছনের এবং সম্মুখের সমস্ত গুনাহ (অপরাধ) ক্ষমা করে দেয়া হবে অথবা (তিনি বলেছেন) তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানের সন্দেহ জন্মেছে যে, (ইয়াহইয়া ইবনে আবু সুফিয়ান) কোন শব্দটি বলেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আল্লাহ ওয়াকী (র)-কে ক্ষমা করুন। তিনি বাইতুল মাকদিস তেকে ইহ্রাম বেঁধে মক্কায় পৌছেন।

١٧٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِى الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السَّهْمِىُّ حَدَّثَنِىْ زُرَارَةُ بْنُ كَرِيْمٍ اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو السَّهْمِىَّ حَدَّثَهُ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمِنًى اَوْ بِعَرَفَاتٍ وَقَدْ اَطَافَ بِهِ النَّاسُ قَالَ فَتَجِىْءُ الْاَعْرَابُ فَاِذَا رَاَوْا وَجْهَهُ قَالُوْا هٰذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ قَالَ وَوَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لِاَهْلِ الْعِرَاقِ.

১৭৪২। হারিস ইবনে আমর আস-সাহমী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম, তিনি মিনা অথবা আরাফাতে ছিলেন। এ সময় কিছু লোক তাঁকে ঘিরে রেখেছিলো। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এমন সময় ক'জন বেদুঈন এসে উপস্থিত হলো। যখন তারা তাঁর চেহারা মোবারক দেখলো তখন স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠলো, 'সত্যই এটা কল্যাণময় মুখমণ্ডল'। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি এ সময় ইরাকবাসীর জন্য 'যাতু ইরক'-কে ইহরামের জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

بَابُ الْحَائِضِ تَهِلُّ بِالْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ হায়েয অবস্থায় হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা

١٧٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نُفِسَتْ اَسْمَاءُ

بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا بَكْرٍ اَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.

১৭৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা' বিনতে উমাইস্ (রা) যুল-হুলায়ফায় আবু বাক্‌র (রা)-র পুত্র মুহাম্মাদকে প্রসব করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকর (রা)-কে আদেশ করলেন ঃ সে যেন গোসল করে এবং ইহ্‌রাম বাঁধে।

١٧٤٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ اِذَا اَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلاَنِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ. قَالَ اَبُوْ مَعْمَرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ حَتّٰى تَطْهُرَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عِيْسٰى عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا. قَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ عِيْسٰى كُلَّهَا قَالَ الْمَنَاسِكَ اِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

১৭৪৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হায়েয ও নেফাসগ্রস্তা নারী যখন মীকাতে পৌঁছাবে তখন গোসল করবে, ইহ্‌রাম বাঁধবে এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত (হজ্জ ও উমরার) সমস্ত আনুষ্ঠানিক কাজগুলো আদায় করতে থাকবে। আবু মা'মার তার হাদীস বর্ণনায় 'পবিত্র হওয়া পর্যন্ত' বাক্যটি বলেছেন। (ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ) ইবনে ঈসা, হাদীস বর্ণনায় ইকরিমা ও মুজাহিদের নাম উল্লেখ করেননি। কেবলমাত্র "আতা, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন" এটুকুই বলেছেন। আর ইবনে ঈসা, "তাওয়াফে বায়তুল্লাহ্ ব্যতীত হজ্জ ও উমরার কর্মগুলো আদায় করতে থাকবে" এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'কুল্লাহা' (সমস্ত), শব্দটি বলেননি।

بَابُ الطِّيْبِ عِنْدَ الاِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা

١٧٤٥– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُّحْرِمَ وَلاِحْلاَلِهِ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ.

১৭৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহ্রাম বাঁধার সময়– ইহ্রাম বাঁধার পূর্বে এবং ইহ্রাম খোলার সময় বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করার পূর্বে, অমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।

١٧٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ الْمِسْكِ فِىْ مَفْرَقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

১৭৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহ্রাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, তাঁর সিঁথির চাকচিক্য যেন আমি এ মুহূর্তেও দেখতে পাচ্ছি।

بَابٌ فِى التَّلْبِيْدِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ চুল জট পাকানো

١٧٤٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا.

১৭৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর চুল জট পাকানো অবস্থায় ইহ্রাম বাঁধতে বা 'তালবিয়া' পাঠ করতে শুনেছি।

١٧٤٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالْعَسَلِ.

১৭৪৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু দ্বারা তাঁর মাথার চুল জট পাকিয়েছেন।

بَابٌ فِى الْهَدْىِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ হাজ্জীদের কুরবানীর পশু সংক্রান্ত

١٧٤٩- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ

اِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ الْمَعْنٰى قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ نَجِيْحٍ حَدَّثَنِىْ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْدٰى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِىْ هَدَايَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلاً كَانَ لِاَبِىْ جَهْلٍ فِىْ رَأْسِهِ بُرَّةُ فِضَّةٍ قَالَ ابْنُ مِنْهَالٍ بُرَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ زَادَ النُّفَيْلِىُّ يَغِيْظُ بِذٰلِكَ الْمُشْرِكِيْنَ.

১৭৪৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার বছর কুরবানীর জন্য (মক্কায়) যেসব পশু পাঠিয়েছেন তন্মধ্যে আবু জাহলের উটটিও ছিলো যার মাথায় (নাকে) রৌপ্য নোলক লাগানো ছিলো। ইবনে মিনহাল বলেন, স্বর্ণ নোলক ছিলো। নুফাইলী বর্ধিত করেছেন, এ দ্বারা মুশরিকদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশই উদ্দেশ্য।"

بَابٌ فِىْ هَدْىِ الْبَقَرِ

অনুচ্ছেদ-১৪ : গরু কুরবানী করা

١٧٥٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ عَنْ اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَّاحِدَةً.

১৭৫০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে তাঁর পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে একটি গাভী কুরবানী করেছেন।

١٧٥١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ عَمَّنْ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ.

১৭৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছেন, যারা উমরা করেছেন।

টীকা ঃ উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজন বা অন্য মুসলমানের পক্ষ থেকেও কুরবানী করতে পারে (সম্পাদক)।

بَابٌ فِي الْاِشْعَارِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ ইশ'আর করা (উটের কুঁজের পার্শ্বদেশ চিড়ে ফেলা)

١٧٥٢- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَاَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْاَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ وَقَلَّدَهَا بِنَعْلَيْنِ ثُمَّ اُتِيَ بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ.

১৭৫২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) মক্কায় গমনকালে যুল-হুলাইফাতে যুহরের নামায পড়েছেন। অতঃপর তিনি কুরবানীর পশু (উট) আনালেন এবং তার কুঁজের ডান পাশে জখম করে রক্ত প্রবাহিত করলেন, তারপর একজোড়া জুতা তার গলায় বেঁধে দিলেন। পরে তাঁর সওয়ারী (উট) আনীত হলে তিনি তার পিঠে উপবিষ্ট হলেন এবং তা আল-বায়দায় তাকে নিয়ে দাঁড়ালে তিনি হজ্জের 'তালবিয়া' পড়লেন।

١٧٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِمَعْنٰى اَبِي الْوَلِيْدِ. قَالَ ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ بِيَدِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هَمَّامٌ قَالَ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا بِاِصْبَعِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ الَّذِيْ تَفَرَّدُوْا بِهِ.

১৭৫৩। শো'বা (র) থেকে উক্ত হাদীসটি আবুল ওয়ালীদের বর্ণিত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ) স্বহস্তে রক্ত প্রবাহিত করলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাম বর্ণনা করেছেন, নিজের আঙ্গুল দ্বারা রক্ত প্রবাহিত করেছেন। আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি কেবলমাত্র বসরার রাবীগণই বর্ণনা করেছেন।

١٧٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَارِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّهُمَا

قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَاَشْعَرَهُ وَاَحْرَمَ.

১৭৫৪। আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ইবনুল হাকাম (রা) ও মারওয়ান থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার বছর রওয়ানা হলেন। তিনি যখন 'যুল-হুলাইফায়' পৌঁছলেন তখন কুরবানীর পশুর গলায় মালা বেঁধে দিলেন, তাকে ইশ'আর করলেন এবং ইহরাম বাঁধলেন।

টীকা ঃ উটের কুঁজের যে কোনো এক পাশে ধারালো অস্ত্র দ্বারা সামান্য যখম করে রক্ত বের করাকে 'ইশ'আর বলে। তাতে চিহ্নিত হয়ে যায় যে, এটা কুরবানীর হাদী বা পশু (অনুবাদক)।

١٧٥٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْدٰى غَنَمًا مُقَلَّدَةً.

১৭৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বকরী বা মেষের গলায় মালা পরিয়ে তা কুরবানীর জন্য (মক্কায়) পাঠিয়েছেন।

بَابُ تَبْدِيْلِ الْهَدْيِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ কুরবানীর পশু পরিবর্তন করা

١٧٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ خَالِدُ بْنُ اَبِيْ يَزِيْدَ خَالُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ رَوٰى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ الْجَارُوْدِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَهْدٰى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بُخْتِيًّا (نُجِيْبًا) فَاُعْطِيَ بِهَا ثَلَاثُ مِائَةِ دِيْنَارٍ فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَهْدَيْتُ بُخْتِيًّا فَاُعْطِيْتُ بِهَا ثَلَاثُ مِائَةِ دِيْنَارٍ فَاَبِيْعُهَا وَاَشْتَرِيْ بِثَمَنِهَا بُدْنًا قَالَ لَا اِنْحَرْهَا اِيَّاهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا لِاَنَّهُ كَانَ اَشْعَرَهَا.

১৭৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) একটি 'বুখতী উট' (উটের মধ্যে উত্তম যা খোরাসানে পাওয়া যায়) কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলেন। তিনশত দীনারে তা খরিদের প্রস্তাব এলো। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বুখতী উট কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করেছি। এখন আমাকে এর বিনিময়ে তিন শত দীনার দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। আমি কি তা বিক্রি করে সেই মূল্যে অন্য কোনো উট খরিদ করতে পারি? তিনি বললেন ঃ না, বরং সেটাই যবেহ করো। ইমাম আবু দাউদ বলেন, কেননা তিনি ওটাকে ইশ'আর করেছিলেন।

بَابُ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ কোন ব্যক্তি কুরবানীর পশু (মক্কায়) পাঠিয়ে আবাসে অবস্থান করলো

١٧٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَىَّ ثُمَّ اَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا اِلَى الْبَيْتِ وَاَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلاًّ.

১৭৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর পশুর গলায় বাঁধার মালা পাকিয়ে দিয়েছি। আর তিনি নিজ হাতে তাকে ইশ'আর করে তার গলায় ঐ মালা বেঁধে দিয়েছেন, পরে তা (মক্কায়) খানায়ে কা'বায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি মদীনায় অবস্থান করেছেন। কিন্তু তার ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় যা তাঁর জন্য হালাল ছিলো তার কিছুই তাঁর জন্য নিষিদ্ধ হয়নি।

١٧٥٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِيْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَاَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.

১৭৫৮। উরওয়া ও আমরা বিন্তে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে (মক্কায়) কুরবানীর পশু প্রেরণ করতেন, আর আমি তার গলায় বাঁধার জন্য মালা তৈরি করে দিতাম। কিন্তু এগুলো প্রেরণ করার পর হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরামধারী ব্যক্তিকে যা যা বর্জন করতে হয় তিনি তার কিছুই বর্জন করতেন না। [পূর্বোক্ত বরাত]।

١٧٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ زَعَمَ اَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا جَمِيْعًا وَلَمْ

يَحْفَظْ حَدِيْثَ هٰذَا مِنْ حَدِيْثِ هٰذَا وَلاَ حَدِيْثَ هٰذَا مِنْ حَدِيْثِ هٰذَا قَالاَ قَالَتْ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَدْيِ فَاَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا بِيَدَيَّ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا ثُمَّ اَصْبَحَ فِيْنَا حَلاَلاً يَاْتِيْ مَا يَاْتِي الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِهِ.

১৭৫৯। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কায়) কুরবানীর পশু পাঠাতেন। আর আমি নিজ হাতে আমাদের ঘরের তুলা দ্বারা তার গলায় বাঁধার মালা পাকিয়ে দিয়েছি। অতঃপর তিনি আমাদের মাঝে হালাল অবস্থায় (ইহরাম ব্যতিরেকে) থাকলেন এবং কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যা করে তিনিও তা করতেন।

بَابٌ فِيْ رُكُوْبِ الْبُدْنِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কুরবানীর জন্তুর পিঠে আরোহণ করা

١٧٦٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ اَوْ فِي الثَّالِثَةِ.

১৭৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কুরবানীর পশু (উট) নিয়ে যেতে দেখে বললেন ঃ (এর পিঠে) আরোহণ করে নিয়ে যাও। লোকটি বললো, এটি কুরবানীর পশু। তিনি বললেন ঃ তুমি এর পিঠে আরোহণ কর। তিনি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বার বললেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়, তুমি এর পিঠে আরোহণ কর।

١٧٦١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَاَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رُكُوْبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اِذَا اُلْجِئْتَ اِلَيْهَا حَتّٰى تَجِدَ ظَهْرًا.

১৭৬১। আবুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে কুরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন,

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'যদি তুমি বাধ্য হও তাহলে আর একটি সওয়ারী না পাওয়া পর্যন্ত সদয়ভাবে তাতে আরোহণ করো।

টীকা ঃ কোরবানীর পশুকে কর্মে নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। ইমাম আহ্‌মাদ ও ইসহাক (র)-এর মতে সাধারণত তাকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ইমাম মালিকের মতে পশুর ক্ষতি না হয় এতোটুকু পরিমাণ এবং ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে একান্ত বাধ্য হলে তাতে আরোহণ করা যায়। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তাতে আরোহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়। প্রয়োজনবশত তাকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করলে এবং তাতে পশুটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং দান-খয়রাত করতে হবে (সম্পাদক)।

بَابُ الْهَدْيِ اِذَا عَطِبَ قَبْلَ اَنْ يَّبْلُغَ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ কুরবানীর পশু গন্তব্যে পৌঁছার পূর্বেই অচল হয়ে পড়লে

١٧٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْاَسْلَمِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ فَقَالَ اِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَانْحَرْهُ ثُمَّ اَصْبِغْ نَعْلَهُ فِيْ دَمِهِ ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ.

১৭৬২। নাজিয়াতুল আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর কুরবানীর পশুর সাথে (মক্কায়) পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ যদি এগুলোর কোনটি অচল হয়ে পড়ে তবে তা যবেহ করে তার গলায় বাঁধা জুতা তার রক্তের মধ্যে ফেলবে এবং পথচারী লোকদের আহারের জন্য রেখে দিবে।

١٧٦٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَهٰذَا حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلاَنًا الْاَسْلَمِيَّ وَبَعَثَ مَعَهُ بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً فَقَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ اُزْحِفَ عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ تَنْحَرُهَا ثُمَّ تَصْبَغُ نَعْلَهَا فِيْ دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْهَا عَلٰى صَفْحَتِهَا وَلاَ تَاْكُلْ مِنْهَا اَنْتَ وَلاَ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِكَ اَوْ قَالَ مِنْ اَهْلِ رُفْقَتِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الَّذِىْ تَفَرَّدَ بِهِ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَوْلُهُ وَلاَ تَاْكُلْ مِنْهَا اَنْتَ وَلاَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ رُفْقَتِكَ. وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْوَارِثِ اِجْعَلْهُ عَلٰى صَفْحَتِهَا مَكَانَ اضْرِبْهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ اِذَا اَقَمْتَ الْاِسْنَادَ وَالْمَعْنٰى كَفَاكَ.

১৭৬৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলাম গোত্রীয় কোন এক ব্যক্তির সাথে আঠারটি কুরবানীর পশু (মক্কায়) পাঠালেন। লোকটি বললো, যদি এর থেকে কোনো জন্তু (পথিমধ্যে) আমার সামনে অচল হয়ে পড়ে, তখন আমি কি করবো? তিনি বললেন ঃ তা যবেহ্ করো এবং তার গলায় বাঁধা জুতার মালা রক্তে রঞ্জিত করে তার ঘাড়ের সাথে রেখে দাও। কিন্তু তুমি নিজে এবং তোমার কোন সাথী যেন তার গোশত না খায় ইমাম আবু দাউদ বলেন, আবদুল ওয়ারিসের হাদীসে اضْرِبْهَا এর স্থলে اجْعَلْهُ শব্দ বর্ণিত হয়েছে।

টীকা ঃ রাবী যদি হাদীসের মূল পাঠ হুবহু স্মরণ করতে না পারেন, কিন্তু তার বক্তব্য ও সনদসূত্র স্মরণ রাখতে পারেন তবে তিনি নিজ ভাষায় তা বর্ণনা করতে পারেন (সম্পাদক)।

١٧٦٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَعْلَى ابْنَا عُبَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِىٍّ قَالَ لَمَّا نَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلاَثِيْنَ بِيَدِهِ وَاَمَرَنِىْ فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا.

১৭৬৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কুরবানীর পশু (উট) যবেহ্ করেছেন, তখন নিজ হাতে ত্রিশটি যবেহ করেছেন। পরে তিনি আমাকে আদেশ করলে আমি অবশিষ্ট সবগুলো যবেহ্ করেছি।

١٧٦٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسٰى وَهٰذَا لَفْظُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُحَىٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الْاَيَّامِ عِنْدَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ قَالَ عِيْسٰى قَالَ ثَوْرٌ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِىْ وَقَالَ وَقُرِّبَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ اَوْسِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ اِلَيْهِ بِاَيَّتِهِنَّ يَبْدَاُ فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا قَالَ فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيْفَةٍ لَمْ اَفْهَمْهَا فَقُلْتُ مَا قَالَ قَالَ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ.

১৭৬৫। আবদুল্লাহ্ ইবনে কুরত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রাচুর্যময় আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন দিন হচ্ছে কুরবানীর দিন (যিল-হজ্জ মাসের দশ তারিখ), তারপর মেহমানদারী ও জিয়াফতের দিন, আর তা হচ্ছে দ্বিতীয় দিন (অর্থাৎ একাদশ তারিখ)। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর পাঁচ অথবা ছয়টি কুরবানীর পশু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হলো এবং যেটিই

তাঁর নিকট আনা হতো তিনি প্রথম সেটিই যবেহ করলেন। যবেহ-র কাজ সমাপ্ত হলো– বর্ণনাকারী বলেন, তিনি হালকা একটি কথা বলেছেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। পরে আমি আমার (নিকটস্থ ব্যক্তিকে) জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি কি বলেছেন'? সে বললো, তিনি বলেছেন ঃ 'যার ইচ্ছা হয় এখান থেকে গোশত কেটে নিয়ে যেতে পারে'।

١٧٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ الْاَزْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ غَرَفَةَ بْنَ الْحَارِثِ الْكِنْدِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَاُتِيَ بِالْبُدْنِ فَقَالَ اُدْعُوْ لِيْ اَبَا حَسَنٍ فَدُعِيَ لَهُ عَلِيٌّ فَقَالَ لَهُ خُذْ بِاَسْفَلِ الْحَرْبَةِ وَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَعْلاَهَا ثُمَّ طَعَنَا بِهَا فِي الْبُدْنِ فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَاَرْدَفَ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

১৭৬৬। গারাফা ইবনুল হারিস আল-কিনদী (রা) বলেন, আমি বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তাঁর নিকট (কতগুলো) কুরবানীর উট আনা হলে তিনি বললেন ঃ হাসানের পিতাকে ডাকো। অতএব আলী (রা)-কে ডাকা হলো। তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি অস্ত্রের নিম্নভাগে ধরো, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ধরলেন তার উপরিভাগ। এরপর তাঁরা উভয়ে ধারালো অস্ত্রে পশুটি যবেহ করলেন। তিনি অবসর হয়ে তাঁর খচ্চরে আরোহণ করে আলীকে তাঁর পেছনে বসিয়ে চলে গেলেন।

بَابُ كَيْفَ تُنْحَرُ الْبُدْنُ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ উট কিরূপে যবেহ করতে হয়

١٧٦٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَاَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَابِطٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ كَانُوْا يَنْحَرُوْنَ الْبَدَنَةَ مَعْقُوْلَةَ الْيُسْرٰى قَائِمَةً عَلٰى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا.

১৭৬৭। জাবের ও আবদুর রহমান ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ উটের বাম পা বেঁধে, অবশিষ্ট (তিন) পায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় তা যবেহ করতেন।

١٧٦٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى فَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ وَهِيَ بَارِكَةٌ فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৭৬৮। যিয়াদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, আমি মিনায় ইবনে উমার (রা)-র সাথে ছিলাম এবং তিনি এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, সে তখন তার উটকে বসিয়ে যবেহ্ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তিনি বললেন, একে ছেড়ে দাও এবং বেঁধে দাঁড়ানো অবস্থায় যবেহ্ করো। এটাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।

١٧٦٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلٰى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

১৭৬৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর কুরবানীর পশুর রক্ষণাবেক্ষণ করা, চামড়া বিতরণ ও তার আচ্ছাদন সদাকা করার জন্য আদেশ করেছেন এবং কসাইকে তা থেকে কিছু না দেয়ার নির্দেশ দিয়েছনে। বর্ণনাকারী বলেন, অবশ্য আমরা কসাইকে নিজেদের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে পারিশ্রমিক প্রদান করতাম।

بَابُ وَقْتِ الْإِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার সময়

١٧٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَزَرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ عَجِبْتُ لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِهْلَالِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَوْجَبَ فَقَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذٰلِكَ إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حَجَّةً وَاحِدَةً فَمِنْ هُنَاكَ اخْتَلَفُوْا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَلَمَّا صَلَّى فِىْ مَسْجِدِهِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ اَوْجَبَ فِىْ مَجْلِسِهِ فَاَهَلَّ بِالْحَجِّ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ فَسَمِعَ ذٰلِكَ مِنْهُ اَقْوَامٌ فَحَفِظْتُهُ عَنْهُ ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ اَهَلَّ وَاَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْهُ اَقْوَامٌ وَذٰلِكَ اَنَّ النَّاسَ اِنَّمَا كَانُوْا يَأْتُوْنَ اَرْسَالاً فَسَمِعُوْهُ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ فَقَالُوْا اِنَّمَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ ثُمَّ مَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا عَلاَ عَلٰى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ وَاَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْهُ اَقْوَامٌ فَقَالُوْا اِنَّمَا اَهَلَّ حِيْنَ عَلاَ عَلٰى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَايْمُ اللّٰهِ لَقَدْ اَوْجَبَ فِىْ مُصَلاَّهُ وَاَهَلَّ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَاَهَلَّ حِيْنَ عَلاَ عَلٰى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ قَالَ سَعِيْدٌ فَمَنْ اَخَذَ بِقَوْلِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَهَلَّ فِىْ مُصَلاَّهُ اِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ.

১৭৭০। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললাম, হে আবুল আব্বাস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহরাম বাঁধার মুহূর্তকে কেন্দ্র করে যে মতবিরোধ করছেন তাতে আমি স্তম্ভিত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ ব্যাপারে আমি অন্যান্য লোকের চেয়ে অধিক বেশি অবগত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল একবারই হজ্জ করেছেন, এটাই হচ্ছে তাদের পরস্পর বিরোধী মতের মূল উৎস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনা থেকে) হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যখন তিনি যুল-হুলাইফায় তাঁর মসজিদে দুই রাক'আত নামায আদায় করলেন তখন সেই বসাবস্থায় দুই রাক'আত থেকে অবসর হতেই নিজের জন্য হজ্জ ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) করে নিলেন এবং 'তালবিয়া' পড়লেন। সুতরাং এখানে কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে 'তালবিয়া' পড়তে শুনেছে এবং তারা এটাই স্মরণ রেখেছে। অতঃপর তিনি (সওয়ারীতে) আরোহণ করলেন এবং যখন উষ্ট্রী তাঁকে পিঠে তুলে নিয়ে দাঁড়ালো তখনও তিনি 'তালবিয়া' পাঠ করলেন। সুতরাং আরো কিছু সংখ্যক লোক এখানে তাঁকে 'তালবিয়া' পাঠ করতে শুনলো। বস্তুত লোকেরা পৃথক পৃথকভাবে দলে দলে আগমন করছিলো। আর তারা তখন তাঁকে তালবিয়া পাঠ করতে শুনলো যখন তিনি উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করলেন। ফলে তারা একথাই বললো যে, তিনি তখন তালবিয়া পাঠ করেছেন (ইহরাম বেঁধেছেন) যখন উষ্ট্রী

তাঁকে তার পিঠে তুলে নিয়েছে'। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মুখে অগ্রসর হলেন। এবার যখন তিনি 'আল-বায়দার' উচ্চভূমিতে আরোহণ করলেন, এখানেও 'তালবিয়া' পাঠ করলেন। আর এখানেও কিছু লোক তাঁকে তালবিয়া পড়তে শুনলো। ফলে তারা বললো, তিনি তখনই ইহরাম বেঁধেছেন যখন তিনি আল-বায়দার উচ্চভূমিতে আরোহণ করেছেন। আল্লাহর কসম! প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর ঐ নামাযের স্থানেই ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করেছেন এবং পরে উষ্ট্রীর পিঠে ও আল-বায়দার উচ্চভূমিতে, সর্বত্র সর্বাবস্থায় তালবিয়া পাঠ করছিলেন। অতঃপর সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, যে ব্যক্তি ইবনে আব্বাসের বর্ণনানুযায়ী কাজ করে, সে যেন দুই রাক'আত নামায থেকে অবসর হয়ে তার মুসাল্লাতেই ইহরাম বাঁধে।

টীকা ঃ ইহরাম বাঁধার পর উচ্চস্বরে নির্দিষ্ট একটি বাক্য পাঠ করাকে তালবিয়া বলা হয়। যথাস্থানে এর বিবরণ দেয়া হবে (অনু.)।

١٧٧١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ بَيْدَاُكُمْ هٰذِهِ الَّتِىْ تُكَذِّبُوْنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا مَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِىْ مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ.

১৭৭১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এটা তোমাদের সেই 'বায়দা' যেখানে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অনুমানে কথা বলছো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহুলাইফার মসজিদ থেকেই (হজ্জ ও উমরার) ইহরাম বেঁধেছেন।

١٧٧٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَاَيْتُكَ تَصْنَعُ اَرْبَعًا لَمْ اَرَ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَاَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الْاَرْكَانِ اِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ وَرَاَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَاَيْتُكَ تَصْبَغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَاَيْتُكَ اِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ اَهَلَّ النَّاسُ اِذَا رَاَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلَّ اَنْتَ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَمَّا الْاَرْكَانُ فَاِنِّىْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ اِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ وَاَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِىْ لَيْسَ فِيْهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّاُ فِيْهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَلْبَسَهَا وَاَمَّا الصُّفْرَةُ

فَـإِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُـوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَصْـبَغُ بِهَـا وَأَمَّـا الْإِهْلَالُ فَـإِنِّىْ لَمْ أَرَ رَسُـوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَـتّٰى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

১৭৭২। উবাইদ ইবনে জুরাইজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখি, যা আপনার অন্য কোনো সঙ্গীকে করতে দেখি না। তিনি বললেন, হে ইবনে জুরাইজ! সেগুলো কি? তিনি বললেন, তাহলো, (এক) আপনি (হজ্জের সময়) দুই রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোনো রুকন স্পর্শ করেন না। (দুই) আপনি সিবতী (লোমবিহীন) চামড়ার জুতা পরিধান করেন। (তিন) আপনি হলদে রং ব্যবহার করেন এবং (চার) আপনার মক্কায় থাকাবস্থায় লোকেরা যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখে ইহরাম বাঁধে, কিন্তু আপনি 'তারবিয়ার দিন' (অষ্টম তারিখ) না আসা পর্যন্ত ইহরাম বাঁধেন না। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এর উত্তরে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোনো রুকন স্পর্শ করতে দেখিনি। সিবতী জুতার কথা হলো, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোমবিহীন জুতা পরতে দেখেছি এবং তিনি তা পরা অবস্থায় উযুও করতেন। কাজেই আমি তা পরা পছন্দ করি। আর হলদে রং-এর কথা হলো, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হলদে বর্ণ ব্যবহার করতে দেখেছি। অতএব আমি তা পছন্দ করি। আর ইহরাম বাঁধার ব্যাপারটি হচ্ছে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ততক্ষণ নাগাদ ইহরাম বাঁধতে দেখিনি যতক্ষণ তাঁর সওয়ারী সফরের উদ্দেশ্যে না দাঁড়িয়েছে।

টীকা ঃ 'তারবিয়া' অর্থ হচ্ছে খুব পরিতৃপ্ত করে পানি পান করানো। যিলহজ্জ মাসের ৮ম তারিখে সফরের উদ্দেশ্যে উটকে পানি পান করিয়ে প্রস্তুত রাখা হয় বলে ঐ তারিখকে 'তারবিয়ার দিন' বলা হয় (অনু.)।

١٧٧٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُـحَـمَّـدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَنَسٍ قَـالَ صَلّٰى رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْـفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ حَتّٰى أَصْبَحَ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ.

১৭৭৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় যোহরের চার রাক'আত নামায আদায় করেন এবং যুলহুলাইফায় পৌঁছে আসরের নামায পড়েছেন দুই রাক'আত। তিনি সেখানেই রাত যাপন করেছেন এবং সকালবেলা যখন সওয়ারীতে আরোহণ করে সফর শুরু করেন তখন 'তালবিয়া' পাঠ করলেন।

١٧٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا عَلاَ عَلٰى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ.

১৭৭৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনাতে) যোহরের নামায পড়ে সওয়ারীতে আরোহণ করেন। অতঃপর যখন তিনি আল-বায়দার উচ্চভূমিতে আরোহণ করেন তখন 'তালবিয়া' পাঠ করেন।

١٧٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ اَخْبَرَنَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَتْ قَالَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَخَذَ طَرِيْقَ الْفُرْعِ اَهَلَّ اِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَاِذَا اَخَذَ طَرِيْقَ اُحُدٍ اَهَلَّ اِذَا اَشْرَفَ عَلٰى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ.

১৭৭৫। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল-ফুর্'আ-এর পথে গমন করতেন তখন সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করতেই তালবিয়া পাঠ করতেন। তিনি যখন উহুদের পথে সফর শুরু করতেন, তখন আল-বায়দা পর্বতে আরোহণকালে তালবিয়া পাঠ করতেন।

بَابُ الْاِشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ হজ্জের মধ্যে শর্ত যোগ করা

١٧٧٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِلاَلِ ابْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْحَجَّ اَاَشْتَرِطُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَكَيْفَ اَقُوْلُ قَالَ قُوْلِيْ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَمُحِلِّيْ مِنَ الْاَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ.

১৭৭৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব-কন্যা দবা'আহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হজ্জ করার ইচ্ছা রাখি। আমি কি কোনো কিছু শর্ত করতে পারি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। মহিলা বলেন, তা আমি কিরূপে বলবো? তিনি বলেন ঃ তুমি এভাবে

বলো, 'আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত, পথিমধ্যে যেখানেই তুমি আমাকে আটক করবে সেটাই আমার ইহরাম খোলার স্থান।

بَابٌ فِيْ اِفْرَادِ الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ ইফরাদ হজ্জ

١٧٧٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرَدَ الْحَجَّ.

১৭৭৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ হজ্জ করেছেন।

টীকা ঃ হজ্জ তিন প্রকার, 'তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ। প্রথম শুধু উমরার নিয়াতে ইহরাম বেঁধে উমরা আদায়ের পর ইহ্‌রামমুক্ত হয়ে পুনরায় মিনাতে রওয়ানার দিন হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধলে এই প্রকারের হজ্জকে তামাত্তু' হজ্জ বলে। হজ্জ ও উমরা দু'টির জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধা হলে কিরান হজ্জ এবং কেবলমাত্র হজ্জের নিয়াতে ইহরাম বাঁধা হলে ইফরাদ হজ্জ (অনুবাদক)।

١٧٧٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِيْنَ هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَالَ مَنْ شَاءَ اَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ شَاءَ اَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ قَالَ مُوْسَى فِىْ حَدِيْثِ وُهَيْبٍ فَاِنِّىْ لَوْلاَ اَنِّىْ اَهْدَيْتُ لاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَقَالَ فِىْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَاَمَّا اَنَا فَاُهِلُّ بِالْحَجِّ فَاِنَّ مَعِىَ الْهَدْىُ ثُمَّ اتَّفَقُوْا فَكُنْتُ فِيْمَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا كَانَ فِىْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَبْكِىْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ قُلْتُ وَدِدْتُ اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ قَالَ ارْفُضِىْ عُمْرَتَكِ وَانْقُضِىْ رَاْسَكِ وَامْتَشِطِىْ قَالَ مُوْسَى وَاَهِلِّىْ بِالْحَجِّ وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَاصْنَعِىْ مَا يَصْنَعُ الْمُسْلِمُوْنَ

فِىْ حَجِّهِمْ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الصَّدَرِ اَمَرَ يَعْنِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَذَهَبَ بِهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ زَادَ مُوْسٰى فَاَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَضَى اللّٰهُ عُمْرَتَهَا وَحَجَّهَا. قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ شَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ هَدْىٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ زَادَ مُوْسٰى فِىْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ طَهُرَتْ عَائِشَةُ.

১৭৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠলে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। তিনি যুল-হুলাইফায় পৌঁছে বললেন ঃ কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধতে চাইলে সে হজ্জের ইহরাম বাঁধুক। আর কেউ উমরার ইহরাম বাঁধতে চাইলে সে উমরার ইহরাম বাঁধুক। মূসা উহাইবের হাদীসে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি যদি সাথে কুরবানীর পশু না আনতাম তাহলে উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম বাঁধতাম। আর হাম্মাদ ইবনে সালামার হাদীসে আছে, 'আমি হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছি, কেননা আমার সাথে কুরবানীর পশু আছে। এরপর উভয় বর্ণনাকারী একইভাবে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, যারা (কেবলমাত্র) উমরার ইহরাম বেঁধেছিলো, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। পথিমধ্যে আমি হায়েযগ্রস্ত হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন, তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কাঁদছো কেন? আমি বললাম, কতই না ভালো হতো যদি আমি এ বছর (ঘর থেকে) বের না হতাম। তিনি বললেন ঃ তুমি উমরা ছেড়ে দাও, মাথার খোপা (চুলের বেণী) খুলে ফেলো, চুল আঁচড়িয়ে নাও। মূসা বলেন, (অতঃপর বলেছেন) এবং হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও। সুলায়মান বলেন, মুসলমানরা তাদের হজ্জের মধ্যে যে সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করে থাকে তুমিও তা আদায় করো। আর যখন (মক্কা থেকে) ফেরার রাত আসলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমানকে আদেশ করলে তিনি আয়েশা (রা)-কে 'তানঈমে' নিয়ে গেলেন। মূসা বর্ধিত করেছেন, আর তিনি পূর্বের উমরার (যা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন) স্থানে (পুনরায়) উমরার ইহরাম বাঁধলেন, খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করলেন। ফলে আল্লাহু (তায়ালা) তাঁর উমরা ও হজ্জ (উভয়টিই) পূর্ণ করলেন। হিশাম বলেন, কিন্তু এর কোনো ক্ষেত্রেই (কাফফারাস্বরূপ) কুরবানী দিতে হয়নি। আবু দাউদ বলেন, মূসা, হাম্মাদ ইবনে সালামার হাদীসে (এটুকু) বর্ধিত করেছেন, যখন 'বাতহা' (মুহাসসাব) উপত্যকায় প্রবেশের রাত আসলো তখন আয়েশা (রা) পবিত্র হলেন।

١٧٧٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَاَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ اَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوْا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.

১৭৭৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক উমরার ইহ্রাম বেঁধেছিলো, কিছু সংখ্যক হজ্জ ও উমরা দু'টির ইহরাম বেঁধেছিলো এবং কিছু সংখ্যক শুধুমাত্র হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছিলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। যারা শুধু হজ্জ অথবা হজ্জ ও উমরা দু'টির ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা কুরবানীর দিনের পূর্বে ইহ্রামমুক্ত হতে পারেননি।

١٧٨٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ زَادَ فَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَاَحَلَّ.

১৭৮০। আবুল আসওয়াদ (র) থেকে পূর্ব বর্ণিত সনদের মাধ্যমে অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে এটুকু কথা বর্ধিত করেছেন, 'যারা শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা উমরা সমাপন করে ইহ্রামমুক্ত হয়ে যান।

١٧٨١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضِىْ رَاْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَاَهِلِّىْ بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ اَرْسَلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهٖ مَكَانَ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اٰخَرَ بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَانُوْا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرُوْا طَوَافَ الَّذِيْنَ اَهَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَطَوَافَ الَّذِيْنَ جَمَعُوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.

১৭৮১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাজ্জাতুল বিদায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। আর আমরা সবাই উমরার ইহরাম বাঁধলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা উমরার সাথে হজ্জেরও ইহরাম বেঁধে নাও। আর উভয়টির কাজ সমাপন না করে ইহরাম খুলবে না। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপস্থিত হলাম। তাই আমি কা'বা ঘর তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করলাম না। আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি আমাকে বললেন ঃ চুলের খোপা খুলে ফেলো, মাথায় চিরুনী করো, উমরার নিয়াত পরিত্যাগ করে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে নাও। তিনি বলেন, আমি তাই করলাম। অতঃপর আমাদের হজ্জ সমাপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরের সাথে 'তানঈম'-এ পাঠালেন এবং আমি সেখান থেকে উমরা আদায় করলাম। আর তিনি বললেন ঃ এটাই তোমার পূর্বের উমরার পরিপূরক। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছিলো তারা মক্কায় পৌছে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করলো, আর মিনা থেকে ফিরে আসার পর আর একবার হজ্জের জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলো। আর যারা হজ্জ ও উমরা একসাথে আদায় করলো তারা শুধু একবার (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করলো। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইবরাহীম ইবনে সা'দ এবং মা'মার (র) ইবনে শিহাব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে "যারা শুধুমাত্র উমরার ইহরাম বেঁধেছিল তাদের তাওয়াফ এবং যারা হজ্জ ও উমরা উভয়টির ইহরাম বেঁধেছেন তাদের তাওয়াফের কথা" তাঁরা বর্ণনা করেননি।

١٧٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَاَنَا اَبْكِيْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ حِضْتُ لَيْلَتِيْ لَمْ اَكُنْ حَجَجْتُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّمَا ذٰلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَقَالَ انْسُكِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا دَخَلْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ اَنْ يَّجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً اِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَتْ وَذَبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ وَطَهُرَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَرْجِعُ صَوَاحِبِيْ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَاَرْجِعُ اَنَا بِالْحَجِّ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ بَكْرٍ فَذَهَبَ بِهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فَلَبَّتْ بِالْعُمْرَةِ.

১৭৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধলাম কিন্তু 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছতেই আমি ঋতুবতী হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন, আর আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কাঁদছো কেন হে আয়েশা! আমি বললাম, বিগত রাত থেকে আমি ঋতুবতী হয়ে পড়েছি, আমি যে হজ্জ করতে পারলাম না। তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ সর্বময় পবিত্র!) এটা তো সেই বস্তু যা আল্লাহ তা'আলা আদমের কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং তুমি একমাত্র বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য সমস্ত কাজগুলো আদায় করো। আয়েশা (রা) বলেন, যখন আমরা মক্কায় প্রবেশ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে ব্যতীত অন্য যে কেউ তার ইহরাম যেন উমরায় পরিণত করে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন। আর যখন 'বাতহা' (মুহাসসাব উপত্যকা)-এর রাত আসলো আয়েশা (রা) ঋতু থেকে পবিত্র হলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সাথী-সখিগণ হজ্জ ও উমরা (দু'টি) আদায় করে প্রত্যাবর্তন করবে, আর আমি কি শুধু হজ্জ করেই ফিরবো? অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্রকে নির্দেশ দিলে তিনি আয়েশা (রা)-কে 'তানঈম' নামক স্থানে নিয়ে গেলেন এবং তিনি সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা আদায় করলেন।

١٧٨٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نَرٰى اِلاَّ اَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ

فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ أَنْ يُّحِلَّ فَأَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ.

১৭৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (মদীনা থেকে) রওয়ানা করলাম। হজ্জ আদায় করা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলো না। সুতরাং আমরা মক্কায় উপস্থিত হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। অতঃপর যারা কুরবানীর পশু সাথে আনেনি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামমুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতএব যারা কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে আসেনি তারা ইহরামমুক্ত হলো।

١٧٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْىَ. قَالَ مُحَمَّدٌ أَحْسِبُهُ قَالَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ الَّذِيْنَ أَحَلُّوْا مِنَ الْعُمْرَةِ قَالَ أَرَادَ أَنْ يَكُوْنَ أَمْرُ النَّاسِ وَاحِدًا.

১৭৮৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আমি আমার এ ব্যাপারে প্রথমেই জানতে পারতাম যা পরে জানতে পারলাম তাহলে আমি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনতাম না। মুহাম্মাদ (ইবনে ইয়াহইয়া) বলেন, আমার ধারণা যে, আমার উসতাদ (উসমান ইবনে উমার) বলেছেন, 'আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা উমরা সমাপ্ত করে ইহরাম খুলে ফেলেছেন। আবার মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরিউক্ত কথাটি এজন্যই বলেছিলেন যে, সকলের কার্যক্রম যেন একই রকম হয়।

١٧٨٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مُهِلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتّٰى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتّٰى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلٌّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيْبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ

التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِيْ فَقَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتْ شَأْنِيْ اَنِّيْ قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ اَحْلِلْ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُوْنَ اِلَى الْحَجِّ الْاٰنَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاغْتَسِلِيْ ثُمَّ اَهِلِّيْ بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتّٰى اِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيْعًا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَجِدُ فِيْ نَفْسِيْ اَنِّيْ لَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ حِيْنَ حَجَجْتُ قَالَ فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَاَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ وَذٰلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ.

১৭৮৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হলাম। আর আয়েশা (রা) উমরার ইহরাম বেঁধে আসলেন। আর 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি ঋতুবতী হলেন। অবশেষে আমরা (মক্কায়) পৌঁছে কা'বা ঘর এবং সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ সমাপ্ত করতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ দিলেন : যার সাথে কুরবানীর পশু নেই সে ইহরাম খুলে হালাল হতে পারে। আমরা বললাম, কি থেকে হালাল হবো? তিনি বললেন : সবকিছু থেকে হালাল হবে। ফলে আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলাম, গায়ে সুগন্ধি লাগালাম এবং আমাদের স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় পরিধান করলাম, অথচ আমাদের ও আরাফাত দিবসের মাঝে মাত্র চার দিনের ব্যবধান রয়েছে। অতঃপর আমরা যিলহজ্জ মাসের অষ্টম তারিখে হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে দেখলেন তিনি কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমি ঋতুবতী হয়ে পড়েছি। অথচ সমস্ত লোক (উমরা সমাপন করে) ইহরাম খুলে ফেলেছে, আর আমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারিনি। আবার লোকেরা এক্ষণই হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানাও হয়ে যাবে। তিনি বললেন : (এতে তোমার ক্ষতি নেই) আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারটি আদমের সমস্ত কন্যাদের উপর নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এখন গোসল করে নাও এবং হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও। সুতরাং তিনি তাই করলেন এবং সমস্ত অনুষ্ঠান আদায় করলেন, পরে যখন পবিত্র হলেন তখন বায়তুল্লাহ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করলেন। এবার তিনি তাকে বললেন : তুমি তোমার হজ্জ ও উমরা উভয়টি থেকে হালাল হয়ে গেছো। তখন আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার অন্তরে একটা খটকা অনুভব করছি। আমি যে (সর্বপ্রথম) হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলাম তখন তো বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিনি। সুতরাং তিনি বললেন : হে আবদুর রহমান! একে নিয়ে যাও এবং 'তানঈম' থেকে এর উমরা

করিয়ে নাও এবং এটা মুহাস্‌সাব উপত্যকার রাতের ঘটনা। (অর্থাৎ মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যিলহজ্জ মাসের চৌদ্দ তারিখ)।

١٧٨٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا بِبَعْضِ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَاَهِلِّىْ بِالْحَجِّ ثُمَّ حُجِّىْ وَاصْنَعِىْ مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّىْ.

১৭৮৬। আবুয্ যুবাইর (র) এ ঘটনার কিয়দংশ জাবির (রা) থেকে শুনেছেন। তিনি "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ঃ 'এবং তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধো অতঃপর হজ্জ করো এবং অন্যান্য হাজ্জীগণ যা যা করে তুমিও তা করে নাও', তবে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করো না এবং নামায পড়ো না।

١٧٨٧- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ اَبِىْ رَبَاحٍ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَهْلَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا لاَ يُخَالِطُهُ شَيْءٌ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِاَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَطُفْنَا وَسَعَيْنَا ثُمَّ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَحِلَّ وَقَالَ لَوْلاَ هَدْيِىْ لَحَلَلْتُ ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ مُتْعَتَنَا هٰذِهِ اَلِعَامِنَا هٰذِهِ اَمْ لِلْاَبَدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هِىَ لِلْاَبَدِ قَالَ الْاَوْزَاعِىُّ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ اَبِىْ رَبَاحٍ يُحَدِّثُ بِهٰذَا فَلَمْ اَحْفَظْهُ حَتّٰى لَقِيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَاَثْبَتَهُ لِىْ.

১৭৮৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একান্তই হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছি, তার সাথে অন্য কিছু যোগ করা হয়নি। যিলহজ্জ মাসের চার তারিখে আমরা মক্কায় উপস্থিত হয়ে (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ এবং (সাফা ও মারওয়া) সাঈ করেছি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে ইহরাম খুলে হালাল হবার আদেশ দিলেন এবং বললেন ঃ যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকতো তাহলে আমিও ইহরাম খুলে ফেলতাম। এ সময় সুরাকা ইবনে মালেক (রা) উঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই যে আমাদের 'হজ্জে তামাত্তু', কেবল আমাদের এ বছরের জন্যই কি এ সুযোগ, নাকি হামেশার জন্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, বরং এটা সর্বকালের জন্য। ইমাম আওযাঈ'

বলেন, আতা ইবনে আবু রাবাহকে আমি এ হাদীসটি বলতে শুনেছিলাম, তবে আমি তা স্মরণ রাখতে পারিনি। শেষ নাগাদ ইবনে জুরাইজের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি আমাকে তা সঠিকভাবে আয়ত্তে এনে দিলেন।

١٧٨٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ لِاَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَلَمَّا طَافُوْا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوْهَا عُمْرَةً اِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اَهَلُّوْا بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ قَدِمُوْا فَطَافُوْا بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

১৭৮৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীগণ যিলহজ্জ মাসের চার তারিখে (মক্কায়) আগমন করেন। তাঁরা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া সাঈ করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তারা ব্যতীত তোমরা সবাই তোমাদের এ কাজগুলোকে উমরায় রূপান্তরিত করো। সুতরাং যখন তারবিয়ার দিন (অষ্টম তারিখ) আসলো তখন তারা হজ্জের ইহরাম বেঁধে নিলেন, আবার তারা (কুরবানীর দিন) দশম তারিখে (হারাম শরীফে) আগমন করে শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন, সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ (সাঈ) করলেন না।

١٧٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ يَعْنِى الْمُعَلِّمَ عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهَلَّ هُوَ وَاَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ اَحَدٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ هَدْىٌ اِلاَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِىٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالَ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يَّجْعَلُوْهَا عُمْرَةً يَطُوْفُوْا ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَيَحِلُّوْا اِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالُوْا اَنَنْطَلِقُ اِلٰى مِنًا وَذُكُوْرُنَا تَقْطُرُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ اَنِّىْ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ اَنَّ مَعِىَ الْهَدْىُ لاَحْلَلْتُ.

১৭৮৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীগণ হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে রওয়ানা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তালহা (রা) ব্যতীত কারো সাথে কুরবানীর পশু ছিলো না। আলী (রা) ইয়ামান দেশ থেকে আগমন করলেন এবং তাঁর সাথেও কুরবানীর পশু ছিলো। আলী (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও ঠিক সেই উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছি। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গীদের সকলকে (যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিলো না) তাদের হজ্জকে উমরায় রূপান্তরিত করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার নির্দেশ দিলেন ও চুল ছেঁটে ইহরামমুক্ত হতে বললেন, কিন্তু যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিলো তারা ব্যতীত। তারা বললেন, আমরা কিভাবে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো অথচ আমাদের কেউ কেউ স্ত্রী সহবাসে ব্যতিব্যস্ত। এসব কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ যা আমি আমার ব্যাপারে পরে অবগত হয়েছি যদি তা আগেই জানতে পারতাম, তাহলে আমি কুরবানীর পশু সঙ্গে আনতাম না। যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকতো তাহলে আমিও অব্যশই ইহরামমুক্ত হতাম।

١٧٩٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ هٰذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ وَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مُنْكَرٌ اِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.

১৭৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা হজ্জের সাথে উমরা থেকেও উপকৃত হবার সুযোগ পেলাম। অতএব যার সাথে কুরবানীর পশু নেই সে সমস্ত কিছু থেকে পরিপূর্ণভাবে হালাল হয়ে যাবে। আর উমরা আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করলো (অর্থাৎ হজ্জের সাথে উমরাও করা যাবে)। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসটি মুনকার (বিরল)। প্রকৃতপক্ষে এগুলো ইবনে আব্বাস (রা)-র বক্তব্য।

١٧٩١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ

وَهِيَ عُمْرَةٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَطَاءٍ دَخَلَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ خَالِصًا فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً.

১৭৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোনো ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করে সে অবশ্যই ইহরামমুক্ত হয়ে গেলো। আর এটাই হচ্ছে উমরা। আবু দাউদ বলেন, ইবনে জুরাইজ-এক ব্যক্তি-আতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ একান্তভাবে হজ্জের ইহরাম বেঁধেই (মক্কায়) প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা উমরায় রূপান্তরিত করেছেন।

١٧٩٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ (قَالَ ابْنُ مَنِيْعٍ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ الْمَعْنٰى) عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ ابْنُ شَوْكَرٍ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ اَجْلِ الْهَدْيِ وَاَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ اَنْ يَطُوْفَ وَيَسْعٰى وَيُقَصِّرَ ثُمَّ يَحِلَّ زَادَ ابْنُ مَنِيْعٍ اَوْ يَحْلِقَ ثُمَّ يَحِلَّ.

১৭৯২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলেন। তিনি (মক্কায়) পৌঁছে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করলেন। (হাসান) ইবনে শাওকার বলেন, সাথে কুরবানীর পশু থাকার দরুন তিনি চুলও ছাঁটতে পারেননি এবং ইহরাম থেকেও মুক্ত হতে পারেননি। অবশ্য যার সাথে কুরবানীর পশু ছিলো না তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন ঃ সে যেন তাওয়াফ ও সাঈ করে এবং চুল ছেঁটে ইহরামমুক্ত হয়ে যায়। ইবনে মানী' বর্ধিত করেছেন, অথবা মাথার চুল মুড়ে ফেলে যেন ইহরাম থেকে মুক্ত হয়।

١٧٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ حَيْوَةُ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ عِيْسَى الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَشَهِدَ عِنْدَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَرْضِهِ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ يَنْهٰى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ.

১৭৯৩। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট এসে সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মৃত্যুশয্যায় হজ্জের পূর্বে উমরা করতে নিষেধ করতে শুনেছেন।

টীকা ঃ সম্ভবত এর অর্থ হচ্ছে, প্রথমে উমরা করলে পরে হজ্জের কাজ আদায় করতে কিছুটা গৌণ তা অন্তত অলসতা ও দুর্বলতা দেখা দিতে পারে, অথচ আল্লাহ বলেছেন, اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ - অর্থাৎ হজ্জকে প্রথমেই বর্ণনা করেছেন। আর এটাই উত্তম মনে হয়। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, হজ্জের আগে উমরা করাই যাবে না (অনু.)।

টীকা ঃ আল-খাত্তাবী (র) বলেন, এ হাদীসের সনদসূত্র দুর্বল। আল-মুনযিরী (র) বলেন, সঠিক কথা হলো, সাঈদ ইনবুল মুসায়্যাব (র) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট কোন হাদীসই শ্রবণ করেননি। উপরন্তু এ হাদীসের বক্তব্য অনেকগুলো সহীহ হাদীসের বিপরীত। মহানবী (সা) স্বয়ং হজ্জের পূর্বে উমরা করেছেন। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ একমত যে, হজ্জের পূর্বে উমরা করা সম্পূর্ণ সিদ্ধ (সম্পা.)।

١٧٩٤- حَدَّثَنَا مُوْسٰى اَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ شَيْخٍ الْهُنَائِىِّ خَيْوَانَ بْنِ خَلْدَةَ مِمَّنْ قَرَاَ عَلٰى اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ لِاَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ كَذَا وَكَذَا وَعَنْ رُكُوْبِ جُلُوْدِ النُّمُوْرِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَتَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالُوْا اَمَّا هٰذَا فَلاَ فَقَالَ اَمَّا اِنَّهَا مَعَهُنَّ وَلٰكِنَّكُمْ نَسِيْتُمْ.

১৭৯৪। মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে বললেন, আপনারা কি অবগত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক অমুক কাজ থেকে এবং চিতা বাঘের চামড়ায় (তৈরী গদির উপর) আরোহণ করতে নিষেধ করেছেন? তারা বললেন, হাঁ। তিনি (মু'আবিয়া) বললেন, আপনারা কি এ কথাও অবগত আছেন যে, তিনি হজ্জ ও উমরাকে একত্র করতেও নিষেধ করেছেন? তারা বললেন, কিন্তু এটা আমাদের জানা নেই। অতঃপর তিনি বললেন, এটাকেও ঐ সমস্ত জিনিসের সাথে নিষেধ করেছেন, তবে আপনারা ভুলে গেছেন।

টীকা ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রা) মু'আবিয়া (রা)-র সাথে একথায় একমত হননি। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে ইফরাদ ও তামাত্তু' হজ্জ-এর তুলনায় কিরান হজ্জ অধিক উত্তম। উপরোক্ত হাদীসের সনদসূত্র সম্পর্কে সন্দেহ আছে (সম্পাদক)।

بَابٌ فِى الْاِقْرَانِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ কিরান হজ্জের বর্ণনা

١٧٩٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُمْ سَمِعُوْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّىْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيْعًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا.

১৭৯৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য একত্রে 'তালবিয়া' পাঠ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমি উমরা ও হজ্জের জন্য তোমার দরবারে হাযির আছি। উমরা ও হজ্জের জন্যে তোমার কাছে আমি হাযির আছি।

١٧٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِهَا يَعْنِىْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتّٰى اِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَاَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا اَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوْا حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اَهَلُّوْا بِالْحَجِّ وَنَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الَّذِىْ تَفَرَّدَ بِهِ يَعْنِىْ اَنَسًا مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَنَّهُ بَدَاَ بِالْحَمْدِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّ.

১৭৯৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলাইফাতে ভোর পর্যন্ত রাত যাপন করেন, পরে (সফরের জন্য) সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তাসবীহ পাঠ করলেন এবং তাকবীর বললেন। এরপর তিনি হজ্জ ও উমরার জন্য 'তালবিয়া' পাঠ করলে অন্যান্য লোকও হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করলো। অতঃপর আমরা মক্কায় উপনীত হলে তাঁর নির্দেশে সমস্ত লোক তাদের ইহরাম খুলে ফেললো। আবার 'তারবিয়ার' দিন (অষ্টম তারিখ) আসলে সকলেই হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ করলো। কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি উট দণ্ডায়মান অবস্থায় স্বহস্তে কুরবানী করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আনাস (রা) একা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার ভাষা হলো, "তিনি

(সা) প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা, গুণগান ও তাকবীর উচ্চারণ করেছেন, অতঃপর হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।"

١٧٩٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حِيْنَ اَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ فَاَصَبْتُ مَعَهُ اَوَاقًا مِّنْ ذَهَبٍ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَقَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوْحٍ فَقَالَتْ مَا لَكَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَمَرَ اَصْحَابَهُ فَاَحَلُّوْا قَالَ قُلْتُ لَهَا اِنِّىْ اَهْلَلْتُ بِاِهْلاَلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِىْ كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ قُلْتُ اَهْلَلْتُ بِاِهْلاَلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاِنِّىْ قَدْ سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرَنْتُ قَالَ فَقَالَ لِىْ اِنْحَرْ مِنَ الْبُدْنِ سَبْعًا وَّسِتِّيْنَ وَاَمْسِكْ لِنَفْسِكَ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ اَوْ اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ وَاَمْسِكْ لِىْ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِّنْهَا بَضْعَةً.

১৭৯৭। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে ইয়ামান দেশে শাসক নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন তখন আমিও তার সাথে ছিলাম। তিনি বলেন, আমি তার সাথে কয়েক 'আওকিয়া সোনার' অধিকারী হয়েছিলাম। তিনি বলেন, যখন আলী (রা) ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করলেন তখন তিনি (আলী) বলেন, আমি ফাতিমা (রা)-কে দেখলাম, সে রঙ্গিন কাপড় পরিহিতা এবং ঘরটিকেও সুগন্ধি দ্বারা সুগন্ধময় করে রেখেছে। সে আমাকে বললো, আপনার কি হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীদের সকলকে ইহ্‌রাম খোলার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই সকলে ইহ্‌রাম খুলে ফেলেছেন। তিনি (আলী) বলেন, আমি তাকে বললাম, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহ্‌রামের মতই ইহ্‌রাম বেঁধেছি, এ বলে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি কিসের জন্য ইহ্‌রাম বেঁধেছো? আমি বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন আমিও সে উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বেঁধেছি। তখন তিনি বললেন ঃ 'আমি কুরবানীর পশু সাথে এনেছি এবং 'কিরান' হজ্জ করার নিয়াত করেছি'। অতঃপর

তিনি বললেন ঃ আমার জন্য সাতষট্টিটি উট কুরবানী করো, আর তোমার নিজের জন্য তেত্রিশ অথবা চৌত্রিশটি রেখে দাও। আর প্রত্যেকটি উট থেকে আমার জন্য এক এক টুকরা করে গোশত রেখে দিও।

١٧٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبَىُّ بْنُ مَعْبَدٍ اَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَقَالَ عُمَرُ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৭৯৮। আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আস-সুবাই ইবনে মা'বাদ (র) বলেন, আমি হজ্জ ও উমরা দুইটির একত্রে ইহরাম বেঁধেছিলাম। উমার (রা) বললেন, তুমি তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতেরই অনুসরণ করেছো।

١٧٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ الصُّبِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ كُنْتُ رَجُلاً اَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَاَسْلَمْتُ فَاَتَيْتُ رَجُلاً مِنْ عَشِيْرَتِىْ يُقَالُ لَهُ هُذَيْمُ بْنُ ثُرْمُلَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَا هَنَاهْ اِنِّىْ حَرِيْصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَاِنِّىْ وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوْبَيْنِ عَلَىَّ فَكَيْفَ لِىْ بِاَنْ اَجْمَعَهُمَا قَالَ اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَاَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَلَمَّا اَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِىْ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوْحَانَ وَاَنَا اُهِلُّ بِهِمَا جَمِيْعًا فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ مَا هٰذَا بِاَفْقَهَ مِنْ بَعِيْرِهِ قَالَ فَكَاَنَّمَا اُلْقِىَ عَلَىَّ جَبَلٌ حَتّٰى اَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّىْ كُنْتُ رَجُلاً اَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا وَاِنِّىْ اَسْلَمْتُ وَاَنَا حَرِيْصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَاِنِّىْ وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوْبَيْنِ عَلَىَّ فَاَتَيْتُ رَجُلاً مِّنْ قَوْمِىْ فَقَالَ لِىْ اجْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَاِنِّىْ اَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعًا فَقَالَ لِىْ عُمَرُ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৭৯৯। আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আস-সুবাই ইবনে মা'বাদ (র) বলেছেন, আমি ছিলাম খৃস্টান বেদুঈন। আমি ইসলাম গ্রহণের পর আমার গোত্রের হুযাইম ইবনে ছুরমুলা নামীয় এক ব্যক্তির নিকট এসে তাকে বললাম, হে অমুক! আমি

জিহাদে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী। আমি আমার উপর হজ্জ ও উমরা ফরয হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। আমি এ দু'টিকে কিভাবে একত্রে সংযুক্ত করতে পারি? সে বললো, তুমি উভয়টি একত্রে আদায় করো এবং তোমার জন্য সহজলভ্য কুরবানী করো। অতএব আমি একত্রে উভয়টির ইহ্‌রাম বাঁধলাম। আমি আল-উযাইব নামক স্থানে এলে আমার সাথে সালমান ইবনে রবী'আ ও যায়েদ ইবনে সূহান (রা)-র সাক্ষাত হলো। আর আমি উভয়টির একত্রে ইহ্‌রাম বেঁধেছি। তাদের একজন অপরজনকে বললেন, এই লোকটি তার উটের চেয়ে অধিক সমঝদার নয়। রাবী বলেন, এই মন্তব্যে যেন আমার উপর পাহাড় পতিত হলো। শেষে আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট এসে তাকে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি ছিলাম খৃস্টান বেদুঈন। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি জিহাদে যোগদান করতে আগ্রহী। আমি হজ্জ ও উমরা আমার উপর ফরয হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। অতএব আমি আমার কাওমের এক ব্যক্তির নিকট এলাম। সে আমাকে বললো, উভয়টি একত্রে আদায় করো এবং তোমার জন্য সহজলভ্য কুরবানী করো। আর আমি উভয়টির ইহ্‌রাম বেঁধেছি। উমার (রা) আমাকে বললেন, তুমি তোমার নবী (সা)-এর সুন্নাতের দিকেই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছো।

١٨٠٠- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَتَانِى اللَّيْلَةَ اٰتٍ مِّنْ عِنْدِ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ وَقَالَ صَلِّ فِىْ هٰذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقَالَ عُمْرَةٌ فِىْ حَجَّةٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِىْ حَجَّةٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِىْ حَجَّةٍ.

১৮০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আজ রাতে আমার মহান পরাক্রমশালী রবের তরফ থেকে একজন আগমনকারী এসে আমাকে বললেন, এ কল্যাণময় উপত্যকায় নামায আদায় করুন এবং তিনি বলেছেন, উমরাকে হজ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় তিনি আল-আকীক উপত্যকায় ছিলেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম... আওযায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন 'এবং বলুন, উমরা হজ্জের সাথে সংযুক্ত হলো'। ইমাম আবু দাউদ বলেন,

অনুরূপভাবে এ হাদীসের মধ্যে আলী ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেন, 'বলুন, হজ্জের মধ্যে উমরা অন্তর্ভুক্ত হলো।

١٨٠١- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ قَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ هَذَا عُمْرَةً فَإِذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.

১৮০১। আর-রাবী' ইবনে সাবৃরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা করলাম। যখন আমরা 'উস্ফান' নামক স্থানে পৌছলাম তখন সুরাকা ইবনে মালেক আল-মুদলিজী (রা) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে হজ্জের নিয়ম-নীতি নবীন কোন দলের নিকট বিবৃত করার ন্যায় (সহজ ভাষায়) বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ মহাশক্তিশালী আল্লাহ তোমাদের হজ্জের মধ্যে উমরাকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা (মক্কায়) উপনীত হওয়ার পর যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করবে সে ইহরামমুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু যার সাথে কুরবানীর পশু আছে সে নয় (ইহরাম খুলতে পারবে না)।

١٨٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمَعْنَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ. قَالَ ابْنُ خَلاَّدٍ إِنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَخْبَرَهُ.

১৮০২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মারওয়ার (পাহাড়ের) পাশে কাঁচি দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল ছেঁটেছিলাম অথবা তিনি বলেছেন, আমি মারওয়াতে কাঁচি দ্বারা তাঁকে তাঁর চুল ছাঁটতে দেখেছি।

١٨٠٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنٰى قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنِّيْ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ اَعْرَابِيٍّ عَلَى الْمَرْوَةِ. زَادَ الْحَسَنُ فِيْ حَدِيْثِهِ بِحَجَّتِهِ.

১৮০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মু'আবিয়া (রা) তাকে বলেছেন, আপনি কি অবগত আছেন, মারওয়ার উপর এক বেদুঈনের কাঁচি দ্বারা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জের সময় তাঁর চুল ছেঁটেছিলাম?

টীকা ঃ মু'আবিয়া (র) কখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল ছেঁটেছেন? কথাটি সম্পূর্ণ ঘোলাটে। কারণ বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও উমরা দুইটি সমাপ্ত করে দশম তারিখে মিনায় চুল মুড়িয়ে ফেলেন, ছাঁটেননি এবং তখন নাপিতের কাজ আনজাম দিয়েছেন আবু তাইবা, মু'আবিয়া নন। আর যদি বলা হয়, এটি সপ্তম হিজরীতে উমরাতুল কাযার ঘটনা, তাও ঠিক হবে না। কেননা তখন মু'আবিয়া মুসলমান হননি। সুতরাং এটাই বলা যেতে পারে যে, এটা উমরায়ে জি'ঈররানার ঘটনা যখন মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের অভিযানে তিনি উমরা আদায় করেছিলেন এবং মু'আবিয়াও তখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এখানে উমরাকে হজ্জ বলা হয়েছে ('বাযলুল মাজহুদ' দ্রষ্টব্য –অনুবাদক)।

١٨٠٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ اَخْبَرَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةٍ وَاَهَلَّ اَصْحَابُهُ بِحَجٍّ.

১৮০৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বেঁধেছিলেন উমরার জন্য, আর তাঁর সঙ্গীরা ইহরাম বেঁধেছিলেন হজ্জের জন্য।

١٨٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَاَهْدٰى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ اَهْدٰى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ

فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ اَهْدٰى فَاِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَجَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَهْدٰى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةً اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ وَطَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ اَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ اَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشٰى اَرْبَعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِيْنَ قَضٰى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَاَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى قَضٰى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَاَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ النَّاسُ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَهْدٰى وَسَاقَ الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ .

১৮০৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, 'হাজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও উমরা একসাথে সমাপন করে তামাত্তু' হজ্জ করেছেন। তিনি যুল-হুলাইফা থেকে কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে গেলেন। সুতরাং সবাইকে তামাত্তু' করার নির্দেশ দানের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম উমরার জন্য তালবিয়া পাঠ করলেন, এরপর হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ করলেন (অর্থাৎ ইহরাম বাঁধলেন)। লোকেরাও তাঁর সঙ্গে হজ্জের সাথে উমরার নিয়াত করে তামাত্তু' আদায় করলো। অনেকে কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে গিয়েছিলো, আবার অনেকে তা নেয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পৌঁছে লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ 'তোমরা যারা কুরবানীর পশু সাথে এনেছো, হজ্জ আদায় না করা পর্যন্ত কোনো নিষিদ্ধ জিনিস (যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ ছিলো) তাদের জন্য হালাল নয়। আর তোমরা যারা কুরবানীর পশু সাথে আনোনি, তারা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে এবং সাফা ও মারওয়ার সাঈ করে, চুল (কেটে) ছেঁটে, ইহরাম খুলে ফেলো এবং (পুনরায় নতুন করে) হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধো এবং পরে কুরবানী করো। কিন্তু যারা কুরবানী দিতে পারবে না তারা হজ্জের মওসুমে তিনটি রোযা এবং বাড়িঘরে ফিরে গিয়ে সাতটি (মোট দশটি) রোযা রাখবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পৌঁছে প্রথমে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন, পরে 'হাজরে আসওয়াদ' (কালো পাথর) চুম্বন করলেন। তিনি

তাওয়াফের সাত চক্করের প্রথম তিন চক্করে 'রমল' করলেন (শরীর হেলেদুলে বীরের মতো দ্রুত চললেন) এবং অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে চললেন। বায়তুল্লাহ তাওয়াফ শেষ করে তিনি মাকামে ইবরাহীমের পাশে দুই রাক'আত নামায পড়লেন, নামাযের সালাম ফিরিয়ে উঠে সাফা পাহাড়ে গেলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করলেন। অতঃপর হজ্জ সমাপন করে কুরবানীর দিন (দশম তারিখে) কুরবানী করা পর্যন্ত তিনি ইহরাম অবস্থায় রইলেন এবং (সেখান থেকে অর্থাৎ মিনা থেকে) ফিরে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং ইহরাম খুলে যেসব জিনিস এ সময় নিষিদ্ধ ছিলো তা হালাল করলেন। আর যেসব লোক নিজেদের সাথে কুরবানীর পশু নিয়ে গিয়েছিলো তারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করলো।

١٨٠٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَاْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوْا وَلَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ اِنِّىْ لَبَّدْتُ رَاْسِىْ وَقَلَّدْتُ هَدْىِ فَلاَ اُحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ الْهَدْىَ.

১৮০৬। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ব্যাপার কি, লোকেরা সকলেই ইহরাম খুলে ফেলেছে, অথচ আপনি এখনও উমরার ইহরাম খুললেন না? জবাবে তিনি বললেন : আমি আমার মাথার চুলে জট পাকিয়েছি এবং কুরবানীর পশুর গলায় মালা বেঁধেছি। অতএব কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি ইহরাম খুলবো না।

بَابُ الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً

অনুচ্ছেদ-২৫ : যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তা উমরায় পরিবর্তিত করে

١٨٠٧- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ يَعْنِى ابْنَ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ سُلَيْمِ ابْنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ اَبَا ذَرٍّ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ مَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ اِلاَّ لِلرَّكْبِ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৮০৭। সুলাইম ইবনুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। আবু যার (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তা ভেঙ্গে পরে উমরার নিয়াত করেছে এ কাজটি কেবলমাত্র তাঁদের জন্যই জায়েয ছিলো, যারা (বিদায় হজ্জে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন।

١٨٠٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا قَالَ بَلْ لَكُمْ خَاصَّةً.

১৮০৮। আল-হারিস ইবনে বিলাল ইবনুল হারিস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জের ইহরাম ভেঙ্গে উমরার ইহরাম করাটা কি কেবল আমাদের জন্যই নির্ধারিত না আমাদের পরের লোকদের জন্যও সুযোগ আছে? তিনি বললেন ঃ না, কেবল তোমাদের জন্যই নির্ধারিত।

بَابُ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ অন্যের পক্ষ থেকে (বদলি) হজ্জ করা

١٨٠٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَائَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيضَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِيْ شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ اَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

১৮০৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে তাঁর সওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় খাস্‌'আম গোত্রীয় এক মহিলা আগমন করে তাঁর নিকট বিধান জানতে চাইলেন। ফাদল মহিলাটির দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং মহিলাটিও তার দিকে তাকাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাদলের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে থাকলেন। মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মহান শক্তিশালী আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। কিন্তু আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, তিনি সওয়ারীর উপর স্থির হয়ে থাকতে পারেন না। সুতরাং আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। এটি ছিলো বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।

١٨١٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بِمَعْنَاهُ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ قَالَ حَفْصٌ فِىْ حَدِيْثِهِ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ عَامِرٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ احْجُجْ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ.

১৮১০। আবু রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমের গোত্রর জনৈক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ, হজ্জ এবং উমরা আদায় করা তার সাধ্যের বাইরে এবং সওয়ারীতে সফর করার শক্তিও তার নেই। তিনি বললেন ঃ তোমার পিতার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ ও উমরা করো।

١٨١١- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّالَقَانِىُّ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالَ اِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ اَخٌ لِىْ اَوْ قَرِيْبٌ لِىْ قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لاَ قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

১৮১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ 'লাব্বাইকা আন শুবরুমা'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ শুবরুমা কে? সে বললো, আমার ভাই অথবা আমার নিকটাত্মীয়। তিনি বললেন ঃ তুমি কি (পূর্বে) তোমার নিজের হজ্জ আদায় করেছো? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ আগে তোমার নিজের হজ্জ আদায় করো এবং পরে শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।

টীকা ঃ যে ব্যক্তি নিজের হজ্জ আদায় না করে অন্যের তরফ থেকে হজ্জ আদায় করে, এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ বলেন, জায়েব নেই। সুফিয়ান সওরী বলেন, তার নিজের হজ্জই আদায় হবে, অন্যেরটি আদায় হবে না। ইমাম আবু হানীফা বলেন, মাকরূহ হবে। সুতরাং তার নিজের হজ্জ প্রথমে আদায় করা উচিত (অনু.)।

بَابُ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ তালবিয়া কিরূপ?

١٨١٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ

تَلْبِيَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ. قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيْدُ فِىْ تَلْبِيَتِهِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

১৮১২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালবিয়া হলো ঃ "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা।" অর্থ– 'হে রব! (তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে) আমি হাযির আছি। তোমার কোনো শরীক নেই। এ কথার সাক্ষ্য প্রদানে আমি হাযির আছি। সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত একমাত্র তোমারই। এ ঘোষণা দেয়ার জন্য আমি হাযির আছি। আর নিরঙ্কুশ রাজত্ব ও বাদশাহী তোমারই। তোমার কোনো শরীক নেই'। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার তালবিয়ার মধ্যে বর্ধিত করতেন ঃ হে রব! আমি হাযির আছি (তিনবার) এবং সৌভাগ্য ও করুণা তোমারই হাতে, আর আকর্ষণ তোমাতেই। আমাদের কাজকর্মের প্রতিদানও তোমার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল।

١٨١٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ وَالنَّاسُ يَزِيْدُوْنَ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْكَلاَمِ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ فَلاَ يَقُوْلُ لَهُمْ شَيْئًا.

১৮১৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধলেন। এরপর রাবী ইবনে উমারের হাদীসে বর্ণিত তালবিয়ার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লোকেরা তাতে 'যাল-মা'আরিজ' এবং এ জাতীয় বাক্য সংযোজন করতো। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতেন, কিন্তু তাদেরকে কিছুই বলতেন না।

١٨١٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ

السَّلاَمُ فَأَمَرَنِى اَنْ اٰمُرَ اَصْحَابِىْ وَمَنْ مَعِىَ اَنْ يَّرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالْاِهْلاَلِ اَوْ قَالَ بِالتَّلْبِيَةِ يُرِيْدُ اَحَدَهُمَا.

১৮১৪। খাল্লাদ ইবনুস সায়েব আল-আনসারী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আমার সাহাবী এবং যারা আমার সঙ্গে আছে তাদেরকে আদেশ দেই যে, তারা যেন তাদের 'ইহলাল' অথবা 'তালবিয়া' যে কোনো একটি বুলন্দ আওয়াযে পাঠ করে।

بَابُ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ কখন 'তালবিয়াহ' পাঠ বন্ধ করবে?

١٨١٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

১৮১৫। আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করার পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করেছেন।

١٨١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى اِلٰى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّىْ وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.

১৮১৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরা সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিনা থেকে আরাফাতের দিকে রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে তালবিয়া পাঠকারীও ছিলেন এবং তাকবীর পাঠকারীও ছিলেন।

بَابُ مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ উমরা আদায়কারী কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে?

١٨١٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُلَبِّىَ الْمُعْتَمِرُ حَتَّى

يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ وَهَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوْفًا.

১৮১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উমরা আদায়কারী 'হাজরে আসওয়াদ' চুম্বন করা পর্যন্ত 'তালবিয়া' পাঠ করতে থাকবে। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, আবদুল মালেক ইবনে সুলায়মান এবং হাম্মাম (র) আতা (র) থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ হাদীসটি 'মওকূফ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْمُحْرِمِ يُؤَدِّبُ غُلاَمَهُ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ আদব শিখানোর উদ্দেশ্যে মুহরিম ব্যক্তির নিজ চাকরকে শাস্তি দেয়া

١٨١٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِىْ رِزْمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلْنَا فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ اِلٰى جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْتُ اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ بَكْرٍ وَكَانَتْ زِمَالَةُ اَبِىْ بَكْرٍ وَزِمَالَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً مَعَ غُلاَمٍ لِاَبِىْ بَكْرٍ فَجَلَسَ اَبُوْ بَكْرٍ يَنْتَظِرُ اَنْ يَّطْلُعَ عَلَيْهِ فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيْرُهُ قَالَ اَيْنَ بَعِيْرُكَ قَالَ اَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعِيْرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ قَالَ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ وَيَقُوْلُ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ قَالَ ابْنُ اَبِىْ رِزْمَةَ فَمَا يَزِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَنْ يَّقُوْلَ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ وَيَتَبَسَّمُ.

১৮১৮। আসমা বিনতে আবু বাক্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জে) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। যখন আমরা আল-আরজ নামক স্থানে পৌছলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাত্রাবিরতি করলেন এবং আমরাও যাত্রাবিরতি করলাম। আর আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে বসলেন এবং আমি আমার পিতা আবু বাক্র (রা)-এর পাশে বসলাম। আবু বাক্র (রা) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালপত্র একসাথে একটি উটের পিঠে আবু বাক্র (রা)-র এক গোলামের কাছে ছিলো। আবু বাক্র (রা) তার আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন। ইত্যবসরে সে এসে উপস্থিত হলো, কিন্তু তার সাথে উট ছিলো না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার উট কোথায়? সে বললো, গত রাতে তা আমি হারিয়ে ফেলেছি। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আবু বাক্র (রা) বললেন, একটিমাত্র উট, তাও তুমি হারিয়ে ফেলেছো? এই বলে তিনি তাকে মারতে লাগলেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসতে হাসতে বললেন ঃ তোমরা এ 'মুহরিম' (ইহরামধারী) ব্যক্তিটির দিকে তাকাও, সে কি করছে? ইবনে আবু রিযমা বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসতে হাসতে কেবল একথাটিই বললেন, তোমরা এ মুহরিম ব্যক্তিটির দিকে তাকাও সে কি করছে", এর বেশী আর কিছুই বলেননি।

بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِيْ ثِيَابِهِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ কোন ব্যক্তি পরনের কাপড়ে ইহরাম বাঁধলে

١٨١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً اَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَعَلَيْهِ اَثَرُ خَلُوْقٍ اَوْ قَالَ صُفْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَأْمُرُنِيْ اَنْ اَصْنَعَ فِيْ عُمْرَتِيْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اغْسِلْ عَنْكَ اَثَرَ الْخَلُوْقِ اَوْ قَالَ اَثَرَ الصُّفْرَةِ وَاخْلَعِ الْجُبَّةَ عَنْكَ وَاصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِيْ حَجَّتِكَ.

১৮১৯। সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। তখন তিনি (নবী সা.) আল-জি'ইররানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। ঐ ব্যক্তির শরীরে খালূক অথবা

হলদে রংয়ের কিছুটা চিহ্ন ছিলো এবং পরিধানে ছিলো একটি জুব্বা। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার উমরা কিভাবে করতে বলবেন? এ সময় আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল করলেন। ওহী নাযিল হবার অবস্থা তাঁর থেকে দূর হলে তিনি বললেন ঃ উমরা সম্পর্কে যে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলো সে কোথায়? তোমার শরীর থেকে খালূক অথবা হলদে রংয়ের চিহ্ন ধুয়ে ফেলো, জুব্বাটি খুলে নাও এবং হজ্জ সমাপনের জন্য যা কিছু করেছো উমরাতেও তাই করো।

١٨٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ وَهُشَيْمٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْلَعْ جُبَّتَكَ فَخَلَعَهَا مِنْ رَاْسِهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

১৮২০। সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি এ হাদীসের ঘটনায় বর্ণনা করেন যে, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার জুব্বাটি খুলে ফেলো। তখন সে তার মাথার দিক থেকে তা খুলে ফেললো। এরপর রাবী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٢١- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِىُّ الرَّمْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فِيْهِ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّنْزِعَهَا نَزْعًا وَيَغْتَسِلُ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

১৮২১। ইবনে ইয়া'লা ইবনে মুনায়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি তাতে বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জুব্বাটি সম্পূর্ণরূপে খুলে ফেলতে নির্দেশ দিলেন এবং তা (খালূক) দুই অথবা তিনবার ধুয়ে ফেলতে বললেন। এরপর রাবী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٢٢- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَقَدْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَاْسَهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

১৮২২। সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি আল-জি'ইররানা নামক জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। সে এমন অবস্থায় উমরার ইহরাম বেঁধেছে যে, তার গায়ে ছিল জুব্বা এবং তার চুল ও দাঁড়ি হলদে রঙ্গে রঞ্জিত। রাবী এরপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে?

١٨٢٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

১৮২৩। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, মুহরিম ব্যক্তি কিরূপ কাপড় বর্জন করবে? তিনি বললেন ঃ 'মুহরিম ব্যক্তি জামা, টুপি, পায়জামা, পাগড়ী, জাফরান বা ওয়ারাস মাখা কোন কাপড় ও মোজা পরিধান করবে না। তবে যে ব্যক্তির জুতা নেই সে মোজা পরিধান করতে পারবে। তবে সে মোজা দু'টি এমনভাবে কেটে নেবে যাতে তা গোছাদ্বয়ের নীচে থাকে।

١٨٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

১৮২৪। ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক বর্ণনা করেছেন।

١٨٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَيَحْيَى ابْنُ اَيُّوْبَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ

عَلٰى مَا قَالَ اللَّيْثُ. وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ. وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ وَاَيُّوبُ مَوْقُوفًا وَاِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُحْرِمَةُ لاَ تَنْتَقِبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ شَيْخٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ حَدِيثٍ.

১৮২৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন, তাতে আরো আছে ঃ 'মুহরিম নারী মুখাবরণ পরিধান করতে পারবে না, হাতমোজাও পরিধান করতে পারবে না।' হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে ইবনে উমার (রা) থেকে মওকূফরূপেও বর্ণিত আছে এবং মারফূরূপেও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুহরিম নারী মুখাবরণ এবং হাতমোজা পরিধান করবে না। ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইবরাহীম ইবনে সাঈদ আল-মাদীনী মদীনাবাসীদের একজন মর্যাদাসম্পন্ন উস্তাদ। তবে তার থেকে তেমন বেশী হাদীস বর্ণিত নেই।

١٨٢٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمَةُ لاَ تَنْتَقِبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.

১৮২৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুহরিমা নারী মুখাবরণ ও হাতমোজা পরিধান করবে না।

١٨٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ فَاِنَّ نَافِعًا مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِيْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِيْ اِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا اَحَبَّتْ مِنْ اَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا اَوْخَزًّا اَوْ حُلِيًّا اَوْ سَرَاوِيلَ اَوْ قَمِيصًا اَو خُفًّا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَبْدَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ اِلٰى قَوْلِهِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

১৮২৭। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম অবস্থায় নারীদের হাতমোজা ও মুখাবরণ ব্যবহার করতে এবং 'ওয়ারস' ঘাস ও জাফরান মিশ্রিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করতে শুনেছেন। অবশ্য এগুলো ছাড়া যে কোন রঙ্গে রঞ্জিত, রেশমী, কারুকার্য খচিত পায়জামা অথবা জামা অথবা মোজা এগুলোর যেটাই তার ভালো লাগে তা সে পরিধান করতে পারবে। ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইবনে ইসহাক আবদাহ্ এবং মুহাম্মাদ ইবনে সালামা, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক থেকে- "যে কাপড়ে ওয়ারস ও জাফরান মিশ্রিত হয়েছে"... (তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন) এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা উভয়ে এরপরের অংশ বর্ণনা করেননি।

١٨٢٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ وَجَدَ الْقُرَّ فَقَالَ اَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ فَاَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَقَالَ تُلْقِيَ عَلَيَّ هٰذَا وَقَدْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ.

১৮২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ভীষণ শীত অনুভব করছিলেন। তিনি বললেন, হে নাফে! আমাকে একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। আমি টুপি সংযুক্ত মাথা ও মুখমণ্ডল আচ্ছাদানকারী একটি জুব্বা তাঁর শরীরের উপর বিছিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, এটাই তুমি আমার উপর দিলে? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম ব্যক্তিকে এটা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা মুহরিমের জন্য নিষিদ্ধ। সুতরাং লেপ-কম্বলের মতো গায়ে জড়ালে তা পরিধান করা হয় না। শীত নিবারণের জন্য তা জায়েয, তবে তা পরিহার করাই উত্তম (অনুবাদক)।

١٨٢٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ السَّرَاوِيْلُ لِمَنْ لاَ يَجِدُ الْاِزَارَ وَالْخُفُّ (اَلْخُفَّيْنِ) لِمَنْ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثُ اَهْلِ مَكَّةَ وَمَرْجِعُهُ اِلَى الْبَصْرَةِ اِلٰى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالَّذِيْ تَفَرَّدَ بِهِ مِنْهُ ذِكْرُ السَّرَاوِيْلِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَطْعَ فِى الْخُفِّ.

১৮২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ (ইহরাম অবস্থায়) কারো লুঙ্গি না থাকলে সে পায়জামা পরবে, আর কারো একজোড়া জুতা (স্যান্ডেল) না থাকলে সে মোজা পরিধান করবে।

١٨٣٠- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جُنَيْدٍ الدَّامِغَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَاهَا.

১৮৩০। আয়েশা বিনতে তালহা (র) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) তাকে বলেছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (মদীনা থেকে) মক্কায় ভ্রমণ করেছি এবং ইহরামের সময় আমরা আমাদের পরিধেয় বস্ত্রে উত্তম সুগন্ধি মেখে নিয়েছি। ফলে যখন আমাদের কেউ ঘর্মাক্ত হতো এবং তার মুখমণ্ডল থেকে তা বেয়ে পড়তো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখতেন কিন্তু তা ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন না।

١٨٣١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرْتُ لِابْنِ شِهَابٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ يَعْنِيْ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِيْ عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذٰلِكَ.

১৮৩১। সালিম (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এরূপ করতেন অর্থাৎ ইহরামরত নারীর জন্য মোজার উপরের অংশ কেটে ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করতেন। পরে সাফিয়্যা বিনতে আবু উবাইদ (র) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) তাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে মোজা পরিধান করার অনুমতি দান করেছেন। এরপর তিনি তা কর্তন ত্যাগ করেন।

بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلَاحَ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মুহরিম ব্যক্তি সাথে অস্ত্র বহন করতে পারে

١٨٣٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَهُمْ عَلٰى اَنْ لاَ يَدْخُلُوْهَا اِلاَّ بِجُلْبَانِ السِّلاَحِ فَسَأَلْتُهُ مَا جُلْبَانُ السِّلاَحِ قَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيْهِ.

১৮৩২। আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-বারাআ' (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুদাইবিয়াবাসীর (মক্কার মুশরিক) সাথে সন্ধি করলেন, তখন তাদের সাথে এই সন্ধিই করলেন যে, তারা (মুসলমানরা) হাতিয়ার কোষবদ্ধ করেই কেবল তথায় (মক্কায়) প্রবেশ করতে পারবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে (আবু ইসহাককে) জিজ্ঞেস করলাম, 'জুলবানুস সেলাহ' কি? তিনি বললেন, তলোয়ারের খাপ ও তন্মধ্যে যা থাকে।

بَابٌ فِى الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّىْ وَجْهَهَا

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ ইহরাম অবস্থায় নারীর মুখমণ্ডল আবৃত করা

١٨٣٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَاِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ اِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلٰى وَجْهِهَا فَاِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ.

১৮৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাফেলা আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতো। আমরা (নারীগণ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। যখন তারা আমাদের সামনা-সামনি আসতো তখন আমাদের প্রত্যেকে নিজ মুখাবরণ মাথা থেকে নামিয়ে নিজ মুখমণ্ডলের উপর ছেড়ে দিতো। আর যখন তারা অতিক্রম করে চলে যেতো, তখন আমরা তা (মুখ) খুলে দিতাম।

بَابٌ فِى الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ মুহরিমকে ছায়া দান করা

١٨٣٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ اُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ اُسَامَةَ وَبِلاَلاً وَاَحَدُهُمَا اٰخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِىِّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاٰخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

১৮৩৪। উম্মুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করলাম। আমি উসামা ও বিলাল (রা)-কে দেখলাম, তাদের একজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীর লাগাম ধরে আছেন এবং অপরজন 'জামরাতুল আকাবায়' কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তার কাপড় তুলে নবী (সা)-কে (সূর্যের) তাপ থেকে আড়াল করছেন।

بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ মুহরিম ব্যক্তির রক্তমোক্ষণ করানো

١٨٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

১৮৩৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

١٨٣٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِيْ رَأْسِهِ مِنْ دَاءٍ كَانَ بِهِ.

১৮৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো রোগের কারণে ইহরাম অবস্থায় তাঁর মাথায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

١٨٣٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلٰى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ قَالَ ابْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ اَرْسَلَهُ يَعْنِيْ عَنْ قَتَادَةَ.

১৮৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যথার কারণে ইহরাম অবস্থায় তাঁর পায়ের উপরিভাগে রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। ইবনে আবু আরূবা (র) কাতাদা (র) থেকে এটিকে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ মুহরিম ব্যক্তির সুরমা ব্যবহার করা

١٨٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ اشْتَكٰى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَيْنَيْهِ فَاَرْسَلَ اِلٰى اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سُفْيَانُ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَوْسِمِ مَا يَصْنَعُ بِهِمَا قَالَ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ ذٰلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৮৩৮। নুবাইহ্ ইবনে ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মারের চক্ষুদ্বয় রোগাক্রান্ত হলো। তিনি আবান ইবনে উসমান (রা)-এর নিকট জানতে চেয়ে পাঠালেন, এখন কি করা যায়? সুফিয়ান বলেন, এ সময় তিনি (আবান) ছিলেন আমীরুল হজ্জ। তিনি বললেন, 'সাবার' নামক তিতা গাছের রস চোখে দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দাও। কেননা আমি উসমান (রা)-কে এ সংক্রান্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি।

١٨٣٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

১৮৩৯। নাফে' (র) নুবাইহ্ ইবনে ওয়াহব (র) থেকে পূর্বোল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ মুহরিম ব্যক্তি গোসল করতে পারে

١٨٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْاَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَاَرْسَلَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اِلٰى اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ فَوَجَدَهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُنَيْنٍ اَرْسَلَنِىْ اِلَيْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَسْئَلُكَ كَيْفَ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَوَضَعَ اَبُوْ اَيُّوْبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِىْ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لِاِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اُصْبُبْ قَالَ فَصَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ اَبُوْ اَيُّوْبَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ.

১৮৪০। ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইন (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা)-র মধ্যে আল-আবওয়া নামক স্থানে মতানৈক্য হলো। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারে। কিন্তু মিসওয়ার (রা) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারে না। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইনকে এ বিষয়ে জানার জন্য আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি গিয়ে তাকে দুই খুঁটির মাঝখানে একখানা কাপড়ের আড়ালে গোসল করতে দেখলেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইন) বলেন, আমি তাকে সালাম দিলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে আপনার কাছে জানতে পাঠিয়েছেন যে, ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে তাঁর মাথা ধৌত করতেন? তিনি (ইবনে হুনাইন) বলেন, আবু আইয়ুব (রা) তার হাত কাপড়ের উপর রেখে তা নিচু করলেন, এমনকি আমি তার মাথা দেখতে পেলাম। এরপর তিনি একজন লোককে, যে তার দেহে পানি ঢালছিলো, বললেন, পানি ঢালো। সে পানি ঢালতে থাকলো। তিনি তখন দুই হাত দিয়ে মাথা কচলিয়ে হাত দু'খানা একবার সামনে আনলেন, আবার পিছনে নিলেন। অতঃপর বললেন, আমি এভাবে তাঁকে করতে দেখেছি।

بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ মুহরিম ব্যক্তি কি বিবাহ করতে পারে?

١٨٤١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ اَخِىْ بَنِىْ عَبْدِ الدَّارِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَرْسَلَ اِلٰى اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَسْاَلُهُ وَاَبَانُ يَوْمَئِذٍ اَمِيْرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ اِنِّىْ اَرَدْتُ اَنْ اُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَاَرَدْتُ اَنْ تَحْضُرَ ذٰلِكَ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ اَبَانُ وَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ اَبِىْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ.

১৮৪১। আবদুদ্-দার গোত্রীয় নুবাইহ্ ইবনে ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ জনৈক ব্যক্তিকে আবান ইবনে উসমানের কাছে পাঠালেন, আমি (আমার পুত্র) তালহা ইবনে উমারকে শাইবা ইবনে জুবাইরের কন্যার সাথে বিবাহ দিবার ইচ্ছা করেছি। এ সময় আবান ছিলেন আমীরুল হজ্জ এবং তারা উভয়ে ছিলেন মুহরিম। আমার একান্ত ইচ্ছা আপনি এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকুন। আবান উমারের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আমি আমার পিতা উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নিজেও বিবাহ করতে পারে না এবং বিবাহ করাতেও পারে না।

টীকা ঃ হানাফী উলামাদের মতে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা জায়েয, সহবাস জায়েয নেই। তবে বিবাহ না করাই উত্তম (অনু.)।

١٨٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ مِثْلَهُ زَادَ وَلاَ يَخْطُبُ.

১৮৪২। উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... এরপর বর্ণনাকারী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ কথাটুকুও বর্ধিত করেছেন যে, 'বিবাহের প্রস্তাবও দিতে পারবে না'।

١٨٤٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ بْنِ اَخِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلاَلاَنِ بِسَرِفَ.

১৮৪৩। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 'সারিফ' নামক স্থানে বিবাহ করেছেন। সে সময় আমরা উভয়ে হালাল (ইহরামমুক্ত) ছিলাম।

١٨٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

১৮৪৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেছেন।

টীকা ঃ হযরত মায়মূনার বিবাহ ইহরাম অবস্থায় হয়েছে নাকি ইহরামমুক্ত অবস্থায় হয়েছে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে (অনু.)।

١٨٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيْ تَزْوِيْجِ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

১৮৪৫। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা)-এর ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা (রা)-র বিবাহ হওয়ার বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রা) সন্দেহে পতিত হয়েছেন।

بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ মুহরিম ব্যক্তি যেসব প্রাণী হত্যা করতে পারে

١٨٤٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِيْ قَتْلِهِنَّ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ اَلْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْحِدَاَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

১৮৪৬। সালিম (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ প্রাণী হত্যা করতে পারে, এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ বিছা, কাক, ইঁদুর, চিল ও খ্যাপা কুকুর। এ পাঁচ প্রকারের জন্তুকে ইহরাম অবস্থায় কিংবা ইহরাম ব্যতিরেকে অথবা হেরেম এলাকায় বা হেরেমের বাইরে কেউ হত্যা করলে কোন দোষ নেই।

١٨٤٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلاَلٌ فِي الْحَرَمِ اَلْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَاَةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

১৮৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাপ, বিছা, চিল, ইঁদুর ও খ্যাপা কুকুর– এ পাঁচ প্রকারের প্রাণী হারাম এলাকায় হত্যা করা বৈধ।

١٨٤٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفُوَيْسِقَةُ وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلاَ يَقْتُلُهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْحِدَأَةُ وَالسَّبُعُ الْعَادِيْ.

১৮৪৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ প্রাণী হত্যা করতে পারে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ সাপ, বিছা, ইঁদুর, খ্যাপা কুকুর, চিল এবং আক্রমণকারী হিংস্র জন্তু। আর কাকের প্রতি কিছু নিক্ষেপ করে তাড়ানো যাবে, হত্যা করা যাবে না।

بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ মুহরিম ব্যক্তির শিকার করা প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া

١٨٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ الْحَارِثُ خَلِيْفَةُ عُثْمَانَ عَلَى الطَّائِفِ فَصَنَعَ لِعُثْمَانَ طَعَامًا فِيْهِ مِنَ الْحَجَلِ وَالْيَعَاقِيْبِ وَلَحْمَ الْوَحْشِ فَبَعَثَ اِلٰى عَلِيِّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ فَجَاءَهُ الرَّسُوْلُ وَهُوَ يَخْبِطُ لِاَبَاعِرَ لَهُ فَجَاءَهُ وَهُوَ يَنْفُضُ الْخَبَطَ عَنْ يَدِهِ فَقَالُوْا لَهُ كُلْ فَقَالَ اَطْعِمُوْهُ قَوْمًا حَلاَلاً فَاِنَّا حُرُمٌ فَقَالَ عَلِيٌّ اَنْشُدُ اللّٰهَ مَنْ كَانَ هٰهُنَا مِنْ اَشْجَعِ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْدٰى اِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَاَبٰى اَنْ يَّأْكُلَهُ قَالُوْا نَعَمْ.

১৮৪৯। ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আল-হারিস (রা) ছিলেন তায়েফে উসমান (রা)-এর প্রতিনিধি। তিনি (হারিস) উসমান (রা)-এর জন্যে খাবার তৈরী করালেন, তন্মধ্যে ছিলো চকোরী ও চকুরের ছ্যাল ও ইয়া'কীব (এক ধরনের পাখি) এবং নীল গাভীর গোশ্ত। অতঃপর তিনি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। লোকটি তার নিকট আসলো,

তখন তিনি (আলী) উটের জন্য গাছ থেকে পাতা পাড়ছিলেন। তিনি হাত থেকে পাতা ঝাড়তে ঝাড়তে যিয়াফতের স্থলে আসলেন। তারা তাকে বললেন, খাওয়া আরম্ভ করুন। তিনি বললেন, এটা এমন ব্যক্তিদেরকে খেতে দিন যারা ইহরামমুক্ত। কেননা আমরা মুহরিম। অতঃপর আলী (রা) উপস্থিত আশজা' গোত্রীয় লোকদেরকে শপথ দিয়ে বললেন, তোমরা কি অবগত নও যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জংলী গাধার গোশত হাদিয়া দিয়েছিল, তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, তিনি তা খেতে অস্বীকার করেছিলেন? তারা বললো, হাঁ।

টীকা : 'হাজাল' এক প্রকারের পাখি, কবুতরের সমান, তার ঠোঁট ও পায়ের রং লাল, ফার্সি ভাষায় 'কব্ক' এবং হিন্দিতে 'চকুর' বলা হয়। 'ইয়াকিব' এর পুরুষ জাতি (অনুবাদক)।

١٨٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ يَا زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ هَلْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُهْدِىَ اِلَيْهِ عُضْوُ صَيْدٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَقَالَ اِنَّا حُرُمٌ قَالَ نَعَمْ.

১৮৫০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে যায়েদ ইবনে আরকাম! তুমি কি অবগত আছো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি শিকারী প্রাণীর এক টুকরা গোশত উপঢৌকন দেয়া হয়েছিলো এবং তিনি তা গ্রহণ না করে এই বলে ফেরত দিয়েছিলেন : আমরা মুহরিম? তিনি বলেন, হাঁ।

١٨٥١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى الْاِسْكَنْدَرَانِىَّ الْقَارِىَّ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيْدُوْهُ اَوْ يُصَدْ لَكُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ بِمَا اَخَذَ بِهِ اَصْحَابُهُ.

১৮৫১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : স্থলের শিকার তোমাদের জন্য আহার করা ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা (মুহরিম অবস্থায়) তা শিকার না করে থাকো অথবা কেবল তোমাদের উদ্দেশ্যেই কোনো (ইহরামবিহীন) ব্যক্তি শিকার না করে থাকে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণিত হয় তখন সেটাকেই প্রাধান্য দিতে হবে যেটি সাহাবারা গ্রহণ করেছেন।

টীকা ঃ বস্তুত মুহরিম ব্যক্তি যদি নিজে শিকার না করে বা অন্যকে শিকার করতে আদেশ না করে বা তাকে ইশারা-ইঙ্গিত বা সাহায্য-সহযোগিতা না করে বা মৌখিক কিংবা অন্য কোনো অঙ্গের দ্বারা শিকার দেখিয়ে না দেয় ইত্যাদি। এমতাবস্থায় যদি কোনো ইহরামমুক্ত ব্যক্তি শিকার করে মুহরিমকে হাদিয়া দেয়, তা খাওয়া তার জন্য জায়েয (অনু.)।

١٨٥٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ التَّيْمِىِّ عَنْ نَافِعٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاٰى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوٰى عَلٰى فَرَسِهِ قَالَ فَسَاَلَ اَصْحَابَهُ اَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَاَبَوْا فَسَاَلَهُمْ رُمْحَهُ فَاَبَوْا فَاَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبٰى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا اَدْرَكُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا هِىَ طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوْهَا اللّٰهُ تَعَالٰى.

১৮৫২। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (হজ্জের উদ্দেশ্যে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। মক্কার কোন রাস্তা অতিক্রমকালে তিনি তার কিছু মুহরিম সঙ্গীসহ পেছনে রয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন ইহরামবিহীন। অতঃপর তিনি একটি জংলী গাধা দেখতে পেয়ে নিজের ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। তাঁর চাবুকটি নীচে পড়ে গেলে তিনি তার সঙ্গীদেরকে তা তুলে দেয়ার অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাদের কেউ তা তুলে দেননি। এরপর তার তীরটি তুলে দেয়ার অনুরোধ জানালে তাও দিতে তারা অস্বীকার করলেন। অবশেষে তিনি নিজেই তা তুলে নিলেন এবং গাধাটিকে আক্রমণ করে হত্যা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ তার গোশত খেলেন, কিন্তু কেউ কেউ তা খেতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একত্র হলেন, তখন তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ এটা তোমাদের খাবারযোগ্য, আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে এটা খাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

بَابٌ فِى الْجَرَادِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ মুহরিম ব্যক্তির পঙ্গপাল শিকার করা

١٨٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ جَابَانَ

عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.

১৮৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পঙ্গপাল হচ্ছে সামুদ্রিক শিকার।

١٨٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ اَبِى الْمُهَزِّمِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَصَبْنَا صِرْمًا مِنْ جَرَادٍ فَكَانَ رَجُلٌ مِّنَّا يَضْرِبُ بِسَوْطِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ هٰذَا لاَ يَصْلُحُ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ. سَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ يَقُوْلُ اَبُو الْمُهَزِّمِ ضَعِيْفٌ وَالْحَدِيْثَانِ جَمِيْعًا وَهْمٌ.

১৮৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা পঙ্গপালের এক বিরাট দলের মধ্যে পৌঁছলে জনৈক ব্যক্তি তার চাবুক দ্বারা সেগুলোকে আঘাত করতে লাগলো, অথচ সে ছিলো মুহরিম। কেউ বললো, মুহরিমের জন্য এটা করা উচিত নয়। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা জানালে তিনি বলেন ঃ এটা তো সামুদ্রিক শিকার। (রাবী বলেন) আমি আবু দাউদকে বলতে শুনেছি, আবুল মুহাযযিম হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। তার বর্ণিত উভয় হাদীসই সন্দেহযুক্ত।

١٨٥٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ جَابَانَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.

১৮৫৫। কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পঙ্গপাল হচ্ছে সামুদ্রিক শিকারের অন্তর্ভুক্ত।

بَابٌ فِى الْفِدْيَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ ফিদ্‌য়া (ভুল-ত্রুটির কাফ্‌ফারা) সংক্রান্ত বর্ণনা

١٨٥٦- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الطَّحَّانِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ قَدْ اٰذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْلِقْ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا اَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ ثَلاَثَةَ اٰصُعٍ مِّنْ تَمْرٍ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ.

১৮৫৬। কা'ব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার সময় তাকে অতিক্রম করাকালে বললেন ঃ তোমার মাথার উকুন কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেন, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মাথা মুড়ে নাও, অতঃপর একটি বকরী কুরবানী করো অথবা তিন দিন রোযা রাখো অথবা তিন সা' খেজুর ছ'জন মিসকীনের মধ্যে বিতরণ করো।

١٨٥٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اِنْ شِئْتَ فَانْسُكْ نَسِيْكَةً وَاِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَاِنْ شِئْتَ فَاَطْعِمْ ثَلاَثَةَ اٰصُعٍ مِّنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِيْنَ.

১৮৫৭। কা'ব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি চাইলে একটি (বকরী) কুরবানী করো অথবা তুমি চাইলে তিন দিন রোযা রাখো অথবা তুমি চাইলে তিন সা' খেজুর ছ'জন মিসকীনকে দান করো।

١٨٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنّٰى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ اَمَعَكَ دَمٌ قَالَ لاَ قَالَ فَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْ تَصَدَّقْ بِثَلاَثَةِ اٰصُعٍ مِّنْ تَمْرٍ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ بَيْنَ كُلِّ مِسْكِيْنَيْنِ صَاعٌ.

১৮৫৮। কা'ব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার সময় তার পাশ দিয়ে গেলেন।... অতঃপর রাবী পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার সাথে কুরবানীর পশু আছে কি? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে তিন দিন রোযা রাখো অথবা তিন সা' খেজুর ছ'জন মিসকীনের মধ্যে বিতরণ করো, যেন প্রত্যেক দু'জন মিসকীন এক সা' হিসাবে পায়।

١٨٥٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ

الْاَنْصَارِ اَخْبَرَهُ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَانَ قَدْ اَصَابَهُ فِىْ رَأْسِهِ اَذًى فَحَلَقَ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُهْدِىَ هَدْيًا بَقَرَةً.

১৮৫৯। কা'ব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তার মাথায় কষ্ট দেখা দিলে তিনি মাথা মুড়ে ফেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি গরু কুরবানী করার নির্দেশ দিলেন।

١٨٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبَانُ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ اَصَابَنِىْ هَوَامٌّ فِىْ رَأْسِىْ وَاَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتّٰى تَخَوَّفْتُ عَلٰى بَصَرِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىَّ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَأْسِهِ الْاٰيَةُ فَدَعَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِىْ اِحْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ فَرَقًا مِّنْ زَبِيْبٍ اَوِ انْسُكْ شَاةً فَحَلَقْتُ رَأْسِىْ ثُمَّ نَسَكْتُ.

১৮৬০। কা'ব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুদাইবিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমার মাথায় উকুন জন্মেছিলো, এতে আমি আমার চক্ষু নষ্ট হয়ে যাবারও আশংকা করেছিলাম। ঠিক এ সময় মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ নাযিল করলেন, "তবে যে ব্যক্তি পীড়িত হওয়ার কারণে অথবা মাথায় কোনো প্রকার কষ্টদায়ক ব্যাপার থাকার কারণে মাথা মুড়িয়ে নেয়, ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার রোযা রাখা অথবা ফিদ্য়া দেয়া বা কুরবানী করা বিধেয়" (বাকারা ঃ ১৯৬)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন ঃ মাথা মুড়ে ফেলো এবং তিন দিন রোযা রাখো অথবা এক ফারাক কিশমিশ ছ'জন মিসকীনের মধ্যে বিতরণ করো অথবা একটি বকরী কুরবানী দাও। তিনি (কা'ব) বলেন, অতএব আমি আমার মাথা মুড়িয়েছি এবং কুরবানী করেছি।

١٨٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ زَادَ اَىَّ ذٰلِكَ فَعَلْتَ اَجْزَأَ عَنْكَ.

১৮৬১। কা'ব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত।... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এতে আরো আছে ঃ এর যে কোনটি তুমি করতে পারলে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

بَابُ الْاِحْصَارِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ পথিমধ্যে অবরুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত হলে

١٨٦٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْاَنْصَارِىَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُسِرَ اَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالاَ صَدَقَ.

১৮৬২। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জাজ ইবনে আমর আল-আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে (হজ্জে গমনকারী) ব্যক্তির চলার পথে পা ভেঙ্গে যায় অথবা সে খোঁড়া হয়ে যায় সে (কোনো প্রকারের ফিদ্‌য়া ব্যতীত) হালাল হতে অর্থাৎ ইহরাম খুলতে পারে। অবশ্য তাকে আগামীতে হজ্জ করতে হবে। ইকরিমা (র) বলেন, পরে আমি ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা উভয়ে বলেন, (হাজ্জাজ) ঠিকই বলেছেন।

١٨٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِىُّ وَسَلَمَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كُسِرَ اَوْ عَرَجَ اَوْ مَرِضَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ.

১৮৬৩। আল-হাজ্জাজ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার পা ভেঙ্গে যায় অথবা যে খোঁড়া হয়ে যায় অথবা ব্যাধিগ্রস্ত হয়... অতঃপর রাবী পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

١٨٦٤- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَاضِرٍ الْحِمْيَرِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصَرَ اَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَبَعَثَ مَعِىْ رِجَالٌ مِّنْ قَوْمِىْ بِهَدْىٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَى اَهْلِ الشَّامِ مَنَعُوْنَا اَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ فَنَحَرْتُ الْهَدْىَ مَكَانِىْ ثُمَّ

أَحْلَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجْتُ لِأَقْضِيَ عُمْرَتِي فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ أَبْدِلِ الْهَدْيَ فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ.

১৮৬৪। আবু মায়মূন ইবনে মিহরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়াবাসীগণ যে বছর ইবনুয যুবাইর (রা)-কে মক্কায় অবরোধ করেছিলো আমি সেই বছর উমরা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমার স্বগোত্রীয় ক'জন লোক আমার সাথে তাদের কুরবানীর পশুও পাঠালো। আমি সিরিয়াবাসীদের নিকট পৌছলে তারা আমাদেরকে 'হারাম শরীফে' যেতে নিষেধ করলো। তাই আমি সে স্থানেই সাথের পশুগুলি কুরবানী করলাম এবং ইহরাম খুলে ফিরে আসলাম। আবার যখন পরের বছর আমি আমার উমরা (কাযা) পূরণ করার জন্য রওয়ানা হলাম, তখন ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, কুরবানীর পরিবর্তে কুরবানী দাও। কেননা হুদাইবিয়ার বছর লোকেরা যে কুরবানী করেছিলো তার পরিবর্তে উমরাতুল কাযার সময় কুরবানী করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীদেরকে আদেশ করেছিলেন।

بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ মক্কায় প্রবেশ করা

١٨٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ.

১৮৬৫। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) মক্কায় আগমন করলে ভোর পর্যন্ত যি-তুয়া নামক উপত্যকায় রাত যাপন করতেন এবং গোসল করে পরে দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করতেন। আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি এরূপই করেছেন।

١٨٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَابْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي

شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا قَالاَ عَنْ يَحْيٰى اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْبَطْحَاءِ وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلٰى زَادَ الْبَرْمَكِىُّ يَعْنِىْ ثَنِيَّتَىْ مَكَّةَ. وَحَدِيْثُ مُسَدَّدٍ اَتَمُّ.

১৮৬৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সানিয়্যাতুল উলইয়া দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং সানিয়্যাতুস সুফলা দিয়ে মক্কা থেকে বের হতেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর আল-বারমাকীর বর্ণনায় আছে, এ দু'টি স্থান মক্কার দু'টি উঁচু টিলা।

١٨٦٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيْقِ الْمُعَرَّسِ.

১৮৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলাইফার বৃক্ষের পথ দিয়ে মক্কা থেকে বের হতেন এবং যুল-হুলাইফার (মসজিদ) মু'আররাসের পথে মক্কায় প্রবেশ করতেন।

١٨٦٨- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ اَعْلاَ مَكَّةَ وَدَخَلَ فِى الْعُمْرَةِ مِنْ كُدٰى وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا جَمِيْعًا وَاَكْثَرُ مَا كَانَ يَدْخُلُ مِنْ كُدٰى وَكَانَ اَقْرَبُهُمَا اِلٰى مَنْزَلِهِ.

১৮৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত) 'কাদা' নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন এবং উমরা করার সময় 'কুদা' নামক স্থানের পথে প্রবেশ করেছেন। আর উরওয়া (র) কাদা ও কুদা উভয় জায়গা দিয়েই প্রবেশ করতেন এবং অধিকাংশ সময় কুদা নামক স্থান দিয়েই গমন করতেন। কেননা এটি ছিলো তার বাড়ির অধিক নিকটবর্তী।

١٨٦٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ اَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ اَسْفَلِهَا.

১৮৬৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করতেন, তখন তার উচ্চভূমি দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং নিম্নভূমি দিয়ে বের হতেন।

بَابٌ فِيْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ اِذَا رَاٰى الْبَيْتَ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ বায়তুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হলে দুই হাত উত্তোলন করা প্রসঙ্গে

١٨٧٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا قَزَعَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ مَا كُنْتُ اَرٰى اَحَدًا يَفْعَلُ هٰذَا اِلاَّ الْيَهُوْدَ وَقَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ.

১৮৭০। আল-মুহাজির আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলো, যে বায়তুল্লাহ দেখার সাথে সাথে দুই হাত উত্তোলন করে। তিনি বলেন, ইয়াহূদী ব্যতীত এরূপ করতে আমি কাউকে দেখিনি। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করেছি, কিন্তু তিনি এরূপ করেননি।

١٨٧١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِيْنٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ يَعْنِيْ يَوْمَ الْفَتْحِ.

১৮৭১। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাক'আত নামায পড়লেন।

١٨٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ وَهَاشِمٌ يَعْنِى ابْنَ الْقَاسِمِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ اَتَى الصَّفَا فَعَلاَهُ حَيْثُ يَنْظُرُ اِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ اَنْ يَّذْكُرَهُ وَيَدْعُوْهُ قَالَ وَالْاَنْصَابُ تَحْتَهُ قَالَ هَاشِمٌ فَدَعَا وَحَمِدَ اللّٰهَ وَدَعَا بِمَا شَاءَ اَنْ يَّدْعُوَ.

১৮৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে (প্রথমে) মক্কায় প্রবেশ করলেন, এরপর 'হাজরে আসওয়াদ'-এর নিকট গিয়ে তা চুম্বন করলেন এবং বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেন। অতঃপর সাফা পবর্তের চূড়ায় উঠলেন যেখান থেকে বায়তুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হয়। মহামহিম আল্লাহ যতটুকু চাইলেন তিনি দুই হাত উত্তোলন করে তাঁর যিকির করলেন এবং তিনি দু'আ করলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এ সময় সিঁড়ির পাথর তাঁর নীচে ছিলো। হাশিম (র) বলেন, সেখানে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ইচ্ছামত দু'আ করেন।

টীকা ঃ 'আল-'আনসাব' শব্দের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। (ক) ঐ পাথর যা পর্বতে আরোহণ করার সময় সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। (খ) মূর্তি বা প্রতিমা, অর্থাৎ তিনি কাফিরদের মূর্তির ওপর দাঁড়িয়েছিলেন। (গ) শব্দটি 'আনসার' অর্থাৎ তিনি পর্বতে আরোহণ করার প্রাক্কালে আনসারদের লোকেরা তাঁর কথাবার্তা শোনার জন্য সমবেত হয়েছিলো। কিন্তু তিনি তাদেরকে নীচে রেখে আরো উপরে চলে যান (অনু.)।

بَابٌ فِىْ تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ হাজরে আসওয়াদে চুমা দেয়া

١٨٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ جَاءَ اِلَى الْحَجَرِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَنفَعُ وَلاَ تَضُرُّ وَلَوْلاَ اَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

১৮৭৩। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তাতে চুমা দিয়ে বললেন, আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, তুমি একটি পাথর, তোমার উপকার বা ক্ষতি

করার কোন ক্ষমতা নেই। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমায় চুমা দিতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমাকে চুমা দিতাম না।

টীকা ঃ জাহিলিয়াতের যুগে এ পাথরকে উপকারী বা অনিষ্টকারী ধারণা করা হতো। তাই তারা এটাকে চুমা দিতো। উমার (রা) যখন চুমা দিচ্ছিলেন, সে সময় ওখানে অনেক নও মুসলিম উপস্থিত থাকায় তিনি চুমা দেয়ার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন। যেন লোকেরা ইসলাম-পূর্বের ধারণা পাল্টিয়ে নেয় (অনু.)।

بَابُ اِسْتِلاَمِ الْاَرْكَانِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ রুকনগুলোকে চুমা দেয়া

١٨٧٤- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ اِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

১৮৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'টি রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বায়তুল্লাহর অন্য কিছুকে স্পর্শ করতে দেখিনি।

١٨٧٥- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَخْبَرَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ اِنَّ الْحِجْرَ بَعْضَهُ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَظُنُّ عَائِشَةَ اِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَاَظُنُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكْ اِسْتِلاَمَهُمَا اِلاَّ اَنَّهُمَا لَيْسَا عَلٰى قَوَاعِدِ الْبَيْتِ وَلاَ طَافَ النَّاسُ وَرَاءَ الْحِجْرِ اِلاَّ لِذٰلِكَ.

১৮৭৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'হাতীমের' কিছু অংশ বায়তুল্লাহর অংশ। তাই ইবনে উমার (রা) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমার বিশ্বাস, আয়েশা (রা) নিশ্চিতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে একথা শুনেছেন। সুতরাং আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদের নিকটস্থ দু'টি রুকনে (রুকনে শামী দু'টি) চুমা খাওয়া পরিত্যাগ করেছিলেন এজন্য যে, তা ঘরের মূল ভিটির অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। আর লোকেরাও এজন্যই হাতীমের পেছন দিয়ে তাওয়াফ করে।

١٨٧٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ عَنْ

نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدَعُ اَنْ يَّسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِىَ وَالْحَجَرَ فِىْ كُلِّ طَوَافِهِ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

১৮৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক তাওয়াফে রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদে চুমা দেয়া পরিহার করেননি। তিনি (নাফে') বলেন, তাই ইবনে উমার (রা)-ও তা করতেন।

بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ ফরয তাওয়াফ আদায়ের বর্ণনা

١٨٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.

১৮৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উটের উপর আরোহণ করে তাওয়াফ করেছেন এবং লাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন।

টীকা ঃ হাজরে আসওয়াদে মুখ লাগিয়ে চুমা দেয়াই উত্তম। তবে যদি খুব ভিড় থাকে তাহলে লাঠি বা ছড়ি হাজরে আসওয়াদের সাথে লাগিয়ে তাতে চুমা দিলেও চলে। এমনকি লাঠি বা ছড়ি দ্বারা স্পর্শ করাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে হাজরে আসওয়াদের প্রতি হাত দ্বারা ইশারা করে, সেই হাতে চুমা দিলে তাও যথেষ্ট হবে (অনু.)।

١٨٧٨- حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِىُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ ثَوْرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ طَافَ عَلٰى بَعِيْرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فِىْ يَدِهِ قَالَتْ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ.

১৮৭৮। সাফিয়্যা বিনতে শাইবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাপদ হওয়ার পর তাঁর উটে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা হাজরে আসওয়াদে চুমা দিলেন। তিনি (সাফিয়্যা) বলেন, আমি তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম।

١٨٧٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ الْمَعْنٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مَعْرُوْفٍ يَعْنِى ابْنَ خَرَّبُوْذٍ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا اَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عَلٰى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَطَافَ سَبْعًا عَلٰى رَاحِلَتِهِ.

১৮৭৯। আবুত তুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সাওয়ারীর উপর আরোহিত অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে দেখেছি। তিনি তাঁর লাঠির দ্বারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে পরে তাতে চুমা দিয়েছেন। মুহাম্মাদ ইবনে রাফে'-এর বর্ণনায় আরো আছে ঃ অতঃপর তিনি সাফা এবং মারওয়ায় গিয়ে তাঁর সাওয়ারীতে আরোহিত অবস্থায়ই সাতবার তাওয়াফ (সাঈ) করেছেন।

١٨٨٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ طَافَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْاَلُوْهُ فَاِنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ.

১৮৮০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, বিদায় হজ্জে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া সাঈ করেছেন, যেন লোকেরা তাঁকে দেখে, তাঁর কাজকর্মগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়, তাঁর সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত থাকে এবং প্রয়োজনীয় মাসয়ালাগুলো জিজ্ঞেস করে নেয়। কেননা লোকেরা চতুর্দিক থেকে তাঁকে ঘিরে রেখেছিল।

١٨٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِىْ فَطَافَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا اَتٰى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ اَنَاخَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ.

১৮৮১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় মক্কায় আগমন করলেন, তিনি তাঁর সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে তাওয়াফ করেছেন। যখনই তিনি রুকনের নিকট আসতেন তখন লাঠির দ্বারা হাজরে

আসওয়াদ স্পর্শ করতেন। তাওয়াফ থেকে অবসর হওয়ার পর তিনি এক জায়গায় উট বসিয়ে দুই রাক'আত নামায পড়লেন।

١٨٨٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ شَكَوْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ اَشْتَكِىْ فَقَالَ طُوْفِىْ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَئِذٍ يُصَلِّىْ اِلٰى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَاُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ.

১৮৮২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার অসুস্থতার কথা বললাম এবং এ কারণে তাওয়াফ করার অসুবিধার অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, তুমি সওয়ারীতে আরোহণ করে লোকদের পেছনে পেছনে তাওয়াফ করো। তিনি বলেন, আমি সেভাবেই তাওয়াফ করলাম। আর তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহর এক পাশে নামায পড়ছিলেন এবং তিনি "ওয়াত-তূরি ওয়া কিতাবিম মাসতূর" সূরাটি পড়ছিলেন।

بَابُ الْاِضْطِبَاعِ فِى الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ তাওয়াফকালে কাঁধের উপর চাদর রাখা

١٨٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ يَعْلٰى عَنْ يَعْلٰى قَالَ طَافَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ اَخْضَرَ.

১৮৮৩। ইয়া'লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একখানা সবুজ বর্ণের চাদর বগলের নীচ থেকে নিয়ে কাঁধের উপর রাখা অবস্থায় (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করেছেন।

টীকা ঃ ইদতিবা হলো– গায়ের চাদর ডান বগলের নিচে দিয়ে তুলে বাম কাঁধের উপর তার দুই প্রান্ত একত্র করে রাখা (সম্পাদক)।

١٨٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسٰى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ اعْتَمَرُوْا مِنَ الْجِعِرَّانَةِ فَرَمَلُوْا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوْا اَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ اٰبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوْهَا عَلٰى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرٰى.

১৮৮৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ আল-জিই'ররানা নামক স্থান থেকে ইহরাম বেঁধে এসে উমরা করেছেন। তাঁরা বায়তুল্লাহ তাওয়াফের সময় 'রমল' করেছেন। এ সময় তাঁরা তাঁদের গায়ের চাদর নিজেদের বগলের নীচে দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রেখে দিয়েছেন।

بَابٌ فِى الرَّمْلِ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ 'রমল' করার পদ্ধতি

١٨٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الْغَنَوِىُّ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ يَزْعَمُ قَوْمُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَاَنَّ ذٰلِكَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوْا وَكَذَبُوْا قُلْتُ وَمَا صَدَقُوْا وَمَا كَذَبُوْا قَالَ صَدَقُوْا قَدْ رَمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَبُوْا لَيْسَ بِسُنَّةٍ اِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ دَعُوْا مُحَمَّدًا وَاَصْحَابَهُ حَتّٰى يَمُوْتُوْا مَوْتَ النَّغَفِ فَلَمَّا صَالَحُوْهُ عَلٰى اَنْ يَّجِيْئُوْا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيُقِيْمُوْا بِمَكَّةَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشْرِكُوْنَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَصْحَابِهِ ارْمُلُوْا بِالْبَيْتِ ثَلاَثًا وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ قُلْتُ يَزْعَمُ قَوْمُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَاَنَّ ذٰلِكَ سُنَّةٌ فَقَالَ صَدَقُوْا وَكَذَبُوْا قُلْتُ مَا صَدَقُوْا وَمَا كَذَبُوْا قَالَ صَدَقُوْا قَدْ طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَكَذَبُوْا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ كَانَ النَّاسُ لاَ يُدْفَعُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُصْرَفُوْنَ عَنْهُ فَطَافَ عَلٰى بَعِيْرٍ لِيَسْمَعُوْا كَلاَمَهُ وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ وَلاَ تَنَالُهُ اَيْدِيْهِمْ.

১৮৮৫। আবুত তুফাইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললাম, লোকদের ধারণা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ তাওয়াফের সময় রমল করেছেন এবং তা করা সুন্নাত। তিনি বললেন, তারা সত্য বলেছে এবং মিথ্যাও বলেছে। আমি বললাম, তারা কি সত্য বলেছে আর কি মিথ্যা বলেছে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'রমল' করেছেন, এ কথা সত্য। তবে এটাকে সুন্নাত বলা মিথ্যা। হুদায়বিয়ার সময় কুরাইশগণ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভর্ৎসনা ও তিরস্কারস্বরূপ বলেছিলো যে, মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে এভাবেই থাকতে দাও। সে দিন দূরে নয় যখন তারা উট ও বকরীর মত মৃত্যুবরণ করে নিঃশেষ হয়ে যাবে। পরে যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সন্ধি চুক্তি করলো যে, তারা (মুসলমানরা) আগামী বছর এসে মক্কায় তিন দিন অবস্থান করতে পারবে, তদনুযায়ী পরবর্তী বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। আর মুশরিকরা 'কুয়াইকিয়ান পর্বতের পাদদেশে সমবেত হয়ে মুসলমানদের অবস্থান অবলোকন করতে লাগলো। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তাওয়াফের মধ্যে তিনবার 'রমল' করো। ফলে তারা তাই করলেন, সুতরাং এটা সুন্নাত নয়। আমি আবার বললাম, লোকেরা একথাও বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটের পিঠে আরোহিত অবস্থায় সাফা এবং মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ (সাঈ) করেছেন, আর এটাই নাকি সুন্নাত। তিনি বললেন, তারা সত্যও বলেছে এবং মিথ্যাও বলেছে। আমি বললাম, তারা কি সত্য বলেছে আর কি মিথ্যা বলেছে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটের পিঠে সওয়ার অবস্থায় সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ (সাঈ) করেছেন, এই কথা তারা সত্য বলেছে। তবে এটা সুন্নাত নয়। বস্তুত লোকদের অবস্থা তখন এরূপ ছিলো যে, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে সরানোও যেতো না, আর তিনিও তাদের থেকে আলাদা থাকতে পারতেন না। সুতরাং তিনি একটি উটে আরোহণ করে তাওয়াফ বা সাঈ করেছেন, যেন সমস্ত লোক তাঁর কথাবার্তা শুনতে পায়, প্রত্যেকে তাঁকে সরাসরি দেখতে পায় এবং তাদের হাতও তাঁর শরীরে না লাগে।

١٨٨٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا فَاطَّلَعَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا قَالُوهُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَمَلُوا قَالُوا

هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ ذَكَرْتُمْ اَنَّ الْحُمّٰى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هٰؤُلَاءِ اَجْلَدُ مِنَّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ اَنْ يَرْمُلُوا الْاَشْوَاطَ كُلَّهَا اِلاَّ اِبْقَاءً عَلَيْهِمْ.

১৮৮৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন অবস্থায় মক্কায় আগমন করেন যে, ইয়াসরিবের (মদীনার পূর্বনাম) ভাইরাস জ্বর তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছিলো। মুশরিকরা বললো, এমন এক দল লোক তোমাদের কাছে আসছে যাদেরকে (মদীনার) ভাইরাস জ্বর একেবারে দুর্বল করে ফেলেছে। তাই বেচারারা এখন বিপদগ্রস্ত ও অসহায়। এদিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওদের বক্তব্যগুলো জানিয়ে দিলেন। তাই তিনি মুসলমানদেরকে তাওয়াফকালে তিন 'চক্কর' রমল করার (বীরদর্পে হেলেদুলে চলার) এবং উভয় রুকন (রুকনে ইয়ামানী ও হাতীম)-এর মাঝখানে স্বাভাবিকভাবে চলার নির্দেশ দিলেন। যখন মুশরিকরা দেখলো যে, মুসলমানগণ 'রমল' করছে। তখন বললো, এরাই তো তারা যাদের সম্বন্ধে তোমরা মন্তব্য করেছিলে যে, ইয়াসরিবের ভাইরাস জ্বর এদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে! অথচ এখন তো দেখছি ওরা আমাদের চাইতে সবল ও সতেজ। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আর তিনি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) সমস্ত চক্করে 'রমল' করার নির্দেশ দেননি।

١٨٨٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ فِيْمَا الرَّمَلَانُ الْيَوْمَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ اَطَّأَ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَاَهْلَهُ مَعَ ذٰلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৮৮৭। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রমল করা এবং (ইহরামের কাপড় পরিধান করে) বাহু উন্মুক্ত রাখার মধ্যে কোনো প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে পরিলক্ষিত হয় না। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে জয়যুক্ত ও বুলন্দ করেছেন এবং কুফর ও কাফির উভয়টিই নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করেছেন। তবুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে আমরা যে যে কাজ করেছি তা কখনো পরিহার করবো না।

١٨٨٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمِيُ الْجِمَارِ لِاِقَامَةِ ذِكْرِاللّٰهِ.

১৮৮৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রকৃতপক্ষে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ এবং জামরায় কংকর নিক্ষেপ ইত্যাদি আল্লাহর যিকিরকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে।

١٨٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِضْطَبَعَ فَاسْتَلَمَ وَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلاَثَةَ اَطْوَافٍ وَكَانُوْا اِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِىَّ وَتَغَيَّبُوْا مِنْ قُرَيْشٍ مَشَوْا ثُمَّ يَطْلُعُوْنَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُوْنَ تَقُوْلُ قُرَيْشٌ كَاَنَّهُمُ الْغِزْلاَنُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَتْ سُنَّةً.

১৮৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বগলের নীচ দিয়ে চাদর নিয়ে কাঁধের উপর ছেড়ে দিয়েছেন, হাজরে আসওয়াদে চুমা দিয়ে তাকবীর পড়ে তিন চক্করে রমল করেছেন। আর যখন তাঁরা রুকনে ইয়ামানীর কাছে পৌঁছে কুরাইশদের চোখের আড়াল হতেন, তখন স্বাভাবিকভাবে চলতেন, আবার যখন তাদের সম্মুখে এসে যেতেন তখন পুনরায় রমল করতেন। তাঁদেরকে দেখে কুরাইশরা বলতো, মনে হচ্ছে ওরা যেন হরিণ। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাই রমল করা সুন্নাত।

١٨٩٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَهُ اِعْتَمَرُوْا مِنَ الْجِعِرَّانَةِ فَرَمَلُوْا بِالْبَيْتِ ثَلاَثًا وَمَشَوْا اَرْبَعًا.

১৮৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ আল-জিঈররানা নামক জায়গা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা করেছেন এবং বায়তুল্লাহ (তাওয়াফের সময় প্রথম) তিন চক্করে রমল করেছেন, পরবর্তী চার চক্করে স্বাভাবিকভাবে হেঁটেছেন।

١٨٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ اَخْضَرَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ اِلَى الْحَجَرِ وَذَكَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذٰلِكَ.

১৮৯১। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) হাজরে আসওয়াদ থেকে আরম্ভ করে আবার হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করতেন এবং তিনি উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছেন।

بَابُ الدُّعَاءِ فِى الطَّوَافِ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ তাওয়াফকালে দু'আ পড়া

١٨٩٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

১৮৯২। আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুই রুকনের মাঝখানে বলতে শুনেছি ঃ "হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো, আখেরাতের কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২০১)।

١٨٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا طَافَ فِى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَاِنَّهُ يَسْعَى ثَلاَثَةَ اَطْوَافٍ وَيَمْشِى اَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّى سَجْدَتَيْنِ.

১৮৯৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আগমন করার পর হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম যে তাওয়াফ করেছিলেন, তার প্রথম তিন চক্করে রমল করেছেন এবং অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক ধীরগতিতে হেঁটেছেন, এরপর দুই রাক'আত নামায পড়েছেন।

بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ আসরের নামাযের পর তাওয়াফ করা

١٨٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَالْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَاهْ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ

مُطْعِمٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَمْنَعُوْا اَحَدًا يَطُوْفُ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّيْ اَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ. قَالَ الْفَضْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوْا اَحَدًا.

১৮৯৪। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা যে কোনো ব্যক্তিকে রাত বা দিনের যে কোন সময়ে এ ঘরের (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করতে ও নামায পড়তে বাধা দিও না। অধস্তন রাবী আল-ফাদলের বর্ণনায় আছে, হে আবদে মানাফের বংশধর! তোমরা কাউকে বাধা দিও না।

بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ কিরান হজ্জকারীর তাওয়াফ প্রসঙ্গে

١٨٩٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ اَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اِلاَّ طَوَافًا وَّاحِدًا طَوَافَهُ الْاَوَّلَ.

১৮৯৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ (মক্কায় আগমন করার পর) সাফা ও মারওয়ার মাঝে একবারই তাওয়াফ করেছেন, প্রথমবারের তাওয়াফ।

١٨٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَهُ لَمْ يَطُوْفُوْا حَتّٰى رَمَوُا الْجَمْرَةَ.

১৮৯৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যারা (বিদায় হজ্জে) তাঁর সঙ্গে ছিলেন, (প্রথম) জামরায় কংকর নিক্ষেপ (রমী) না করা পর্যন্ত তাওয়াফ করেননি (অর্থাৎ রমী করার পর তাওয়াফ করেছেন)।

١٨٩٧- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ اَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ قَالَ الشَّافِعِيُّ كَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا.

১৮৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন ঃ বায়তুল্লাহ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে তোমার তাওয়াফ তোমার হজ্জ ও উমরার জন্য যথেষ্ট। ইমাম আশ-শাফিঈ (র) বলেন, "সুফিয়ান কখনো বলেছেন, আতা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবার কখনো বলেছেন, আতা (র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলেছেন।"

بَابُ الْمُلْتَزَمِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ 'মুলতাযাম' (কা'বা ঘরের দরজা থেকে হাতীম পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থান)

١٨٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قُلْتُ لَاَلْبَسَنَّ ثِيَابِيْ وَكَانَتْ دَارِيْ عَلَى الطَّرِيْقِ فَلَاَنْظُرَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَعْبَةِ هُوَ وَاَصْحَابُهُ وَقَدْ اِسْتَلَمُوا الْبَيْتَ مِنَ الْبَابِ اِلَى الْحَطِيْمِ وَقَدْ وَضَعُوْا خُدُوْدَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَهُمْ.

১৮৯৮। আবদুর রহমান ইবনে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা জয় করলেন তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি আমার কাপড়-চোপড় পরিধান করবো, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কাজ করেন তাও দেখতে থাকবো। আর আমার ঘরও ছিলো পথের পাশে। সুতরাং আমি চলে গেলাম এবং আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ কা'বা ঘরের ভেতর থেকে বাইরে এসে, তার দরজা থেকে হাতীম পর্যন্ত তারা চুমা দিচ্ছেন এবং তাঁরা তাঁদের গাল ও

চোয়াল রেখেছেন কা'বা ঘরের উপর। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাদের সকলের মাঝখানে।

١٨٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى ابْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ اَلاَ تَتَعَوَّذُ قَالَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ثُمَّ مَضَى حَتّٰى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَاَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَكَفَّيْهِ هٰكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

১৮৯৯। আমর ইবনে শোয়াইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমার ইবনুল আস (রা)-এর সাথে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। যখন আমরা কা'বার পেছনে গেলাম তখন আমি বললাম, আপনি আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর নিকট দোযখ থেকে পানাহ চাই। অতঃপর তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হাজরে আসওয়াদকে চুমা দিলেন, রুকনে ইয়ামানী এবং দরজার মাঝখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন, আর তার বুক, মুখমণ্ডল, উভয় বাহু এবং হাতের তালুদ্বয় এভাবে বিছিয়ে রাখলেন। এই বলে তিনি উভয় হাত প্রসারিত দেখালেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটা করে করেত দেখেছি।

١٩٠٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عَمْرٍو الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْدُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَيُقِيْمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِى الرُّكْنَ الَّذِيْ يَلِى الْحَجَرَ مِمَّا يَلِى الْبَابَ فَيَقُوْلُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اُنْبِئْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ هٰهُنَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ.

১৯০০। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-র হাত ধরে নিয়ে যেতেন এবং বায়তুল্লাহর দরজা সংলগ্ন রুকনের সাথে মিলিত তৃতীয় অংশে দাঁড় করিয়ে দিতেন। অতঃপর ইবনে আব্বাস (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি অবগত আছো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জায়গায় নামায পড়তেন? তিনি বললেন, হাঁ। এরপর ইবনে আব্বাস (রা) সেখানে দাঁড়ালেন এবং নামায পড়লেন।

بَابُ اَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে তাওয়াফের বর্ণনা

١٩٠١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ اَرَاَيْتِ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَا اَرٰى عَلٰى اَحَدٍ شَيْئًا اَلاَّ يَطَّوَّفَ بِهِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُوْلُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِى الْاَنْصَارِ كَانُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ اَنْ يَطَّوَّفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلاَمُ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ.

১৯০১। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন আমি ছিলাম উঠতি বয়সের। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে আপনার অভিমত বা আপনার নিকট এর ব্যাখ্যা কি? "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।" এ আয়াতের প্রেক্ষিতে আমি মনে করি, যদি কেউ এই দুই পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ বা সাঈ না করে তবে তার কোনরূপ গুনাহ হবে না। একথা শুনে আয়েশা (রা) বললেন, 'কখনো নয়, এ আয়াতের তুমি যেরূপ ব্যাখ্যা করলে যদি তা ঠিক হতো তবে আয়াতটি হতো, "তার কোনো গুনাহ নেই যদি সে এই দুই পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ বা সাঈ না করে।" বস্তুত আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা 'মানাত' মূর্তির উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধতো। আর এ মানাত মূর্তি 'কুদাইদ' পাহাড় বরাবরে অবস্থিত ছিলো। সুতরাং তারা সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বা সাঈ করাকে আপত্তিকর মনে করতো। ইসলাম গ্রহণের পর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলো। তখনই মহান শক্তিধর আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫৮)।

টীকা ঃ সাফা ও মারওয়া মসজিদে হারামের নিকটবর্তী দু'টি পাহাড়। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জের জন্য যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ানোও তার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। পরবর্তীকালে মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে শিরক ছড়িয়ে পড়লে সাফা

পাহাড়ের উপর 'আসাফ' নামক একটি মূর্তি এবং মারওয়া পাহাড়ের উপর 'নাইলা' নামক অপর একটি মূর্তি স্থাপন করে সেখানে তার এক আস্তানা গড়ে তোলা হয়। পৌত্তলিকরা এর চতুর্দিকে তাওয়াফ করতো। পরে নবী (সা)-এর আন্দোলনের ফলে আরবের সর্বত্র ইসলামের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়লে সকলেই মনে মনে সন্দেহ পোষণ করতে থাকে যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বা সাঈ করা প্রকৃতই হজ্জের অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত, নাকি শিরক যুগের কাজকর্ম? আমরা এর মাঝে সাঈ করে আবার শিরক করছি না তো? এদিকে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা থেকেও জানা যায় যে, সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ বা সাঈ করা মদীনাবাসীগণ অপছন্দ করতো। কারণ তারা 'মানাত' নামক দেবীর অনুরক্ত ছিলো এবং আসাফ ও নাইলাকে অস্বীকার করতো। এসব কারণে মসজিদুল হারামকে কিবলা নির্ধারিত করার সময় সাফা ও মারওয়ার ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝি দূর করারও প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। সুতরাং কুরআন মজীদের আয়াত নাযিল করে বলে দেয়া হলো যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা হজ্জের অনুষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর সাথে জাহিলী রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং এর পবিত্রতা আল্লাহর তরফ থেকেই নির্ধারিত। গোটা হাদীসটিতে এ বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে (অনুবাদক)।

١٩٠٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَّسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقِيْلَ لِعَبْدِ اللّٰهِ اَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ قَالَ لاَ.

১৯০২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উমরাতুল কাযার সময়) উমরা করতে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে মাকামে ইবরাহীমের পশ্চাতে দুই রাক'আত নামায পড়েছেন, আর তাঁর সঙ্গে ছিলো লোকদের (কাফিরদের সম্ভাব্য আক্রমণ) থেকে তাঁকে রক্ষাকারী লোকেরা। কেউ আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার অন্দরে প্রবেশ করেছিলেন কি? তিনি বললেন, না।

١٩٠٣- حَدَّثَنَا تَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى بِهٰذَا الْحَدِيْثِ زَادَ ثُمَّ اَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَسَعٰى بَيْنَهُمَا سَبْعًا ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ.

১৯০৩। ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি...। এই বর্ণনায় আরো আছে, অতঃপর তিনি সাফা ও মারওয়ায় এসে এর মাঝে সাতবার সাঈ করেছেন, অতঃপর মাথা মুড়িয়েছেন।

١٩٠٤- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنِّىْ اَرَاكَ تَمْشِىْ وَالنَّاسُ يَسْعَوْنَ قَالَ اِنْ اَمْشِ فَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِىْ وَاِنْ اَسْعَ فَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعٰى وَاَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ.

১৯০৪। কাসীর ইবনে জুমহান (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি সাফা এবং মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আবু আবদুর রহমান! আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে স্বাভাবিকগতিতে পদচারণা করছেন, অথচ লোকেরা দৌড়াচ্ছে। তিনি বলেন, যদি আমি হাঁটি (তাতে কোনো দোষ নেই), কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এখানে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে দেখেছি। আর যদি আমি দৌড়াই, তাও করতে পারি, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এখানে দৌড়াতেও দেখেছি। আর এখন আমি একজন বয়ঃবৃদ্ধ লোক।

بَابُ صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জের বিবরণ

١٩٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيَّانِ وَرُبَّمَا زَادَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضِ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءَ قَالُوْا اَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَيْهِ سَاَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَىَّ فَقُلْتُ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَاَهْوٰى بِيَدِهِ اِلٰى رَاْسِىْ فَنَزَعَ زِرِّىَ الْاَعْلٰى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّىَ الْاَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَىَّ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ وَاَهْلاً يَا ابْنَ اَخِىْ سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَاَلْتُهُ وَهُوَ اَعْمٰى وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلٰوةِ فَقَامَ فِىْ نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا يَعْنِىْ ثَوْبًا

مُلْتَحِفًا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلٰى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا اِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا فَصَلّٰى
بِنَا وَرِدَاءُهُ اِلٰى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِىْ عَنْ حَجَّةِ رَسُوْلِ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ اَذَّنَ فِى
النَّاسِ فِى الْعَاشِرَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ فَقَدِمَ
الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ اَنْ يَاْتَمَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى اَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ
عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَيْفَ اَصْنَعُ فَقَالَ اِغْتَسِلِىْ وَاسْتَثْفِرِىْ بِثَوْبٍ وَاَحْرِمِىْ فَصَلّٰى
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ
حَتّٰى اِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ قَالَ جَابِرٌ نَظَرْتُ اِلٰى مَدِّ
بَصَرِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَّمِيْنِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَعَنْ
يَّسَارِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْاٰنُ وَهُوَ يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهُ فَمَا عَمِلَ
بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَاَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالتَّوْحِيْدِ "لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ." وَاَهَلَّ النَّاسُ بِهٰذَا الَّذِىْ يُهِلُّوْنَ
بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَنْوِىْ اِلاَّ
الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتّٰى اِذَا اَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اِسْتَلَمَ الرُّكْنَ
فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ اِلٰى مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَرَاَ "وَاتَّخِذُوْا
مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى" فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ

فَكَانَ اَبِىْ يَقُوْلُ قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ وَعُثْمَانُ وَلاَ اَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ اِلاَّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُلَيْمَانُ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَبِقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ اِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ "اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ" نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِىَ عَلَيْهِ حَتّٰى رَاٰى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللّٰهَ وَوَحَّدَهُ وَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هٰذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ اِلَى الْمَرْوَةِ حَتّٰى اِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِىْ بَطْنِ الْوَادِىْ حَتّٰى اِذَا صَعِدَ مَشٰى حَتّٰى اَتَى الْمَرْوَةَ فَصَنَعَ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا حَتّٰى اِذَا كَانَ اٰخِرُ الطَّوَافِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ اِنِّىْ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ اَسُقِ الْهَدْىَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا اِلاَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِعَامِنَا هٰذَا اَمْ لِلْاَبَدِ فَشَبَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابِعَهُ فِى الْاُخْرٰى ثُمَّ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ هٰكَذَا مَرَّتَيْنِ لاَ بَلْ لِاَبَدِ اَبَدٍ لاَ بَلْ لِاَبَدِ اَبَدٍ قَالَ وَقَدِمَ عَلِىٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيْغًا وَاكْتَحَلَتْ فَاَنْكَرَ عَلِىٌّ ذٰلِكَ عَلَيْهَا وَقَالَ مَنْ اَمَرَكِ بِهٰذَا قَالَتْ اَبِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ عَلِىٌّ يَقُوْلُ بِالْعِرَاقِ ذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلٰى

فَاطِمَةَ فِى الْاَمْرِ الَّذِىْ صَنَعَتْهُ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الَّذِىْ ذَكَرَتْ عَنْهُ فَاَخْبَرْتُهُ اِنِّىْ اَنْكَرْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ اِنَّ اَبِىْ اَمَرَنِىْ بِهٰذَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُهِلُّ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاِنَّ مَعِىَ الْهَدْىُ فَلَا تَحْلِلْ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْىِ الَّذِىْ قَدِمَ بِهِ عَلِىٌّ مِّنَ الْيَمَنِ وَالَّذِىْ اَتٰى بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِأَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا اِلَّا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَوَجَّهُوْا اِلٰى مِنًى اَهَلُّوْا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلًا حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَاَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةَ فَسَارَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَجَازَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتّٰى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتّٰى اَتٰى بَطْنَ الْوَادِىْ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَلَا اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوْعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَاَوَّلُ دَمٍ اَضَعُهُ دِمَاءَنَا دَمُ قَالَ عُثْمَانُ دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ دَمُ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ بَعْضُ هٰؤُلَاءِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِىْ بَنِىْ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ رِبًا اَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

فَانَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ فَانَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَاِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَاِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ مَسْئُوْلُوْنَ عَنِّىْ فَمَا اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَاَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ ثُمَّ قَالَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا اِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا (يَنْكُبُهَا) اِلَى النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ اَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءَ اِلَى الصَّخْرَاتِ وَجَعَلَ جَبَلَ الْمَشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلاً حِيْنَ غَابَ الْقُرْصُ وَاَرْدَفَ اُسَامَةَ خَلْفَهُ فَدَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتّٰى اَنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى السَّكِيْنَةَ اَيُّهَا النَّاسُ السَّكِيْنَةَ اَيُّهَا النَّاسُ كُلَّمَا اَتٰى حَبْلاً مِّنَ الْحِبَالِ اَرْخٰى لَهَا قَلِيْلاً حَتّٰى تَصْعَدَ حَتّٰى اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِاَذَانٍ وَّاحِدٍ وَاِقَامَتَيْنِ قَالَ عُثْمَانُ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اتَّفَقُوْا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ قَالَ سُلَيْمَانُ بِنِدَاءٍ وَاِقَامَةٍ ثُمَّ اتَّفَقُوْا ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقِىَ عَلَيْهِ قَالَ عُثْمَانُ وَسُلَيْمَانُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ زَادَ عُثْمَانُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا ثُمَّ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ

تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ اَبْيَضَ وَسِيْمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِيْنَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلٰى وَجْهِ الْفَضْلِ وَصَرَّفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ وَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ وَصَرَّفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ يَنْظُرُ حَتّٰى اَتٰى مُحَسِّرًا فَحَرَّكَ قَلِيْلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطٰى الَّذِيْ يُخْرِجُكَ اِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى حَتّٰى اَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِيْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ فَرَمٰى مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلاَثًا وَّسِتِّيْنَ وَاَمَرَ عَلِيًا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ يَقُوْلُ مَا بَقِيَ وَاَشْرَكَهُ فِيْ هَدْيِهِ ثُمَّ اَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِيْ قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَاَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْبَيْتِ فَصَلّٰى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ ثُمَّ اَتٰى بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُوْنَ عَلٰى زَمْزَمَ فَقَالَ اَنْزِعُوْا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ اَنْ يَّغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلٰى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوْهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৯০৫। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট গেলাম। আমরা তার কাছে পৌঁছলে তিনি আগন্তুকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে করতে আমার নিকট পৌঁছলেন। আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রা)। আমার পরিচয় পেয়ে তিনি আমার মাথার দিকে হাত বাড়ালেন, প্রথমে আমার জামার উপরের বোতাম খুললেন এবং পরে নীচের বোতাম খুলে তার হাতের তালু আমার দুই স্তনের মাঝখানে (বক্ষের উপর) রাখলেন। তখন আমি একজন নওজোয়ান ছিলাম। তিনি বললেন, মোবারক হোক তোমার আগমন, স্বাগতম হে ভ্রাতুষ্পুত্র! যা জিজ্ঞাসা করতে চাও জিজ্ঞাসা করো। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম। এ সময় তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। নামাযের সময় হলো। তিনি কাপড় পেঁচিয়ে নিজের চাটাই বা জায়নামাযের উপর নামাযে দাঁড়িয়ে

গেলেন। কিন্তু কাপড়খানা এতো ছোট ছিলো যে, যখন তিনি তা কাঁধের উপর রাখছিলেন তখনই এর উভয় কিনারা তার দিকে ফিরে আসছিলো। তিনি আমাদেরকে নামায পড়ালেন, অথচ তার চাদরখানা পাশেই আলনার উপর রক্ষিত ছিলো। আমি বললাম, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জ সম্বন্ধে বলুন। তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন এবং নয় সংখ্যাটির কথা বললেন, অতঃপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় বছর মদীনায় ছিলেন, এ সময় একবারও হজ্জ করেননি। এরপর দশম বছর লোকদের মধ্যে ঘোষণা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ করবেন। (খবর শুনে চতুর্দিক থেকে) অসংখ্য লোক মদীনায় আগমন করলো। প্রত্যেক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে এবং তিনি যে যে কাজ করেন লোকেরাও তা করবে, এটাই তারা খুঁজছিলো। অতঃপর একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হলে আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। 'যুল-হুলাইফা' পর্যন্ত পৌছলে (আবু বাক্‌র রা.-এর স্ত্রী) আসমা' বিনতে উমাইস (রা) মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌রকে প্রসব করেন। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠালেন, আমি এখন কি করবো? তিনি (জবাবে) বললেন ঃ তুমি গোসল করে (লজ্জাস্থানে) একখানা কাপড় বেঁধে (হজ্জের উদ্দেশ্যে) ইহরাম বেঁধে নাও। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুল-হুলাইফার) মসজিদে নামায পড়েন, পরে উষ্ট্রী 'কাসওয়া'র উপর আরোহণ করলেন। উষ্ট্রী যখন আল-বায়দা' উপত্যকায় দাঁড়ালো তখন জাবির (রা) বলেন, চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত তাঁর সম্মুখে দেখতে পেলাম শুধু আরোহী ও পদাতিক জনসমুদ্র, তাঁর ডানে, বামে এবং পিছনে সবদিকে একই অবস্থা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে অবস্থিত। আর তাঁর ওপর নাযিল হচ্ছে হজ্জের আহকাম সম্বলিত কুরআনের আয়াত, তিনিই এর রহস্য অবগত। তিনি যা যা করতেন আমরাও তাই করতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা করে ইহরাম বাঁধলেন আর উচ্চস্বরে পাঠ করলেন ঃ "লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক। লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক ইন্নাল-হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল- মুলক। লা শারীকা লাকা"।

"তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি উপস্থিত হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত। তোমার কোনো শরীক নেই, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। সমস্ত প্রশংসা এবং সমস্ত নি'আমত তোমারই জন্য, রাজত্ব তোমারই। তোমার কোনো অংশীদার নেই"।

আর তিনি যেভাবে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করেছেন, লোকেরাও অনুরূপ ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করেছেন। তাদের কোনো কাজকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্বীকৃতি প্রদান করেননি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাক্ষণ তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন।

জাবির (রা) বলেন, আমরা শুধু হজ্জেরই নিয়াত করেছিলাম। আর 'উমরা' কি তা আমরা অবগত ছিলাম না। পরে যখন আমরা তাঁর সাথে বায়তুল্লাহ শরীফে এসে পৌছলাম,

তিনি রুকন অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদে চুমা দিলেন (বায়তুল্লাহ তাওয়াফকালে), তন্মধ্যে তিনবার 'রমল' (দ্রুত চলা) এবং চারবার স্বাভাবিকভাবে পদচারণা করলেন। অতঃপর 'মাকামে ইবরাহীমের' দিকে অগ্রসর হয়ে পাঠ করলেন ঃ "এবং ইবরাহীম যে স্থানে দাঁড়িয়েছেন, তোমরা সে স্থানকে স্থায়ীভাবে নামাযের জায়গারূপে নির্ধারণ করে নাও" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১২৫) এবং তিনি মাকামে ইবরাহীম ও বায়তুল্লাহকে সামনে রাখলেন। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, আমার পিতা বলেছেন, ইবনে নুফাইল এবং উসমান বলেছেন, আমি মনে করি এ কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই বর্ণনা করেছেন। সুলায়মান বলেন, আমি মনে করি তিনি (জাবির) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাক্'আত নামায 'কুল হুআল্লাহু আহাদ' ও 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' দ্বারা পড়েছেন। আবার তিনি বায়তুল্লাহর কাছে গিয়ে রুকনে (হাজরে আসওয়াদ) চুমা দিলেন। অতঃপর (বায়তুল্লাহর) দরজা (বাবুস সাফা) দিয়ে বের হয়ে সাফা পর্বতের দিকে গেলেন। যখন তিনি সাফা'র কাছে গেলেন তখন পাঠ করলেন, "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পর্বতদ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫৯)। সুতরাং আমরা সেখান থেকে সাঈ (তাওয়াফ) আরম্ভ করবো যেখান থেকে আল্লাহ আরম্ভ করেছেন (অর্থাৎ প্রথমে সাফা থেকে এবং পরে মারওয়া থেকে সাঈ করবো)। এই বলে তিনি সাফা পাহাড়ের এতো উপরে আরোহণ করলেন যেখান থেকে বায়তুল্লাহ দেখতে পেলেন এবং আল্লাহর তাকবীর পড়লেন ও তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা করলেন এবং বললেন ঃ "তিনি ব্যতীত নেই কোনো ইলাহ, তিনি এক, নেই কিছু তাঁর অংশীদার, মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব তাঁর। তিনিই জীবন-মৃত্যু দান করেন। তিনিই সমস্ত প্রশংসার প্রকৃত অধিকারী এবং তিনি সবকিছু করতে সক্ষম ও ক্ষমতাবান। নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ব্যতীত। তিনিই একা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সমস্ত (বিদ্রোহী) দলকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করেছেন"।

এর মাঝে অনুরূপ তিনবার দু'আ করলেন। পরে সেখান থেকে অবতরণ করে মারওয়ার দিকে চললেন, তাঁর উভয় পা নিম্নভূমি স্পর্শ করলো, তখন তিনি সেই সমতল ভূমিতে 'রমল' (সাঈ) করলেন। সমতল ভূমি অতিক্রম করে মারওয়া পাহাড়ের কাছাকাছি এসে স্বাভাবিকভাবে হাঁটলেন। এরপর মারওয়া পাহাড়ে উঠে অনুরূপ কাজ করলেন যেরূপ সাফা পর্বতে করেছিলেন। পরে মারওয়ার সর্বশেষ তাওয়াফ সমাপন করে বললেন ঃ যদি আমি পূর্ব থেকে অবগত থাকতাম যে, পরিণামে আমাকে কি করতে হবে, তাহলে আমি কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে আসতাম না এবং এ ইহরামকে (হজ্জের উদ্দেশ্যে না বেঁধে) উমরার জন্যই করে নিতাম। সুতরাং তোমাদের যার সাথে কুরবানীর পশু নেই, সে যেন উমরা আদায়ের পর ইহরাম খুলে ফেলে এবং (তাওয়াফ, সাঈ ইত্যাদি কাজগুলো) উমরার কাজ হিসাবে করে নেয়। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যাদের সাথে কুরবানীর জন্তু ছিলো তারা ব্যতীত সমস্ত লোক তাদের ইহরাম খুলে মাথার চুল খাটো করে ফেললো। এ সময় সুরাকা ইবনে জু'শুম (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর

রাসূল! এ কাজ (হজ্জের সাথে উমরা করা) কেবল আমাদের এ বছরের জন্য, নাকি সব সময়ের জন্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক হাতের) আঙ্গুলকে অন্য (হাতের) আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে বললেন ঃ (হজ্জের মাসে) উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছে, এভাবে তিনি দু'বার বললেন ঃ হামেশা হামেশার জন্য। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এ সময় আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানীর পশু নিয়ে ইয়ামান থেকে আগমন করেন। তিনি দেখলেন, ফাতিমা (রা) ইহরাম খুলে, রঙ্গিন কাপড় পরিধান করে সুরমা লাগিয়েছেন। আলী (রা) তার এ আচরণ অপছন্দ করলেন এবং বললেন, তোমাকে এরূপ করতে কে বলেছে? তিনি বললেন, আমার আব্বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এক সময় আলী (রা) ইরাকে একথা বলেছেন, আমি ফাতিমার উপর তার কৃতকর্মের জন্য রাগান্বিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম এবং সে ব্যাপারে জানতে চাইলাম। আমি তাঁর কাছে গিয়ে জানালাম, আমি ফাতিমার এ কাজ অপছন্দ করেছি এবং সে বলেছে, আমার আব্বা আমাকে এরূপ করতে আদেশ করেছেন। তিনি আমার কথা শুনে বললেন ঃ সে সত্য বলেছে, সত্য বলেছে। (আচ্ছা হে আলী!) যখন তুমি হজ্জের ও উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছিলে তখন কি বলেছিলে? তিনি বলেন, আমি বলেছি, হে আল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের ইহরাম বেঁধেছেন, আমার ইহরামও তেমন। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন ঃ আমার সাথে কুরবানীর পশু রয়েছে। অতএব তুমি ইহরাম খুলে হালাল হতে পারবে না। অপরদিকে আলী (রা)-এর ইয়ামান থেকে আনীত কুরবানীর পশু এবং মদীনা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত হাদী, সর্বমোট একশ'টি উট ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর যেসব সঙ্গীদের সাথে কুরবানীর পশু ছিলো তারা ব্যতীত সকল লোক ইহরাম খুলে হালাল হয়ে মাথার চুল ছেঁটে ফেললো। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, ইয়াওমুত তারবিয়ায় (যিলহজ্জ মাসের অষ্টম তারিখ) যখন তারা মিনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন, তখন তারা হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং মিনায় পৌছে আমাদেরকে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর, মোট পাঁচ ওয়াক্তের নামায সেখানে পড়ালেন এবং সূর্যোদয় হওয়া নাগাদ তথায় অবস্থান করলেন।

আর তাঁর জন্য একখানা পশমের তাঁবু খাটানোর জন্য আদেশ করলেন এবং 'নামিরা' এলাকায় তা খাটানো হলো। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় গমন করলেন, আর কুরাইশদের এ ব্যাপারে কোন সংশয় ছিলো না যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাশ'আরুল হারামের নিকটবর্তী মুযদালিফায় অবস্থান করবেন, যেভাবে কুরাইশরা জাহিলিয়াতের যুগে অবস্থান করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে স্থান থেকে রওয়ানা হয়ে আরাফাতে এসে পৌছলেন। এখানে এসে দেখলেন 'নামিরায়' তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি তথায় (তাঁবুতে) অবস্থান করলেন, তারপর 'কাসওয়া' উষ্ট্রীটি উপস্থিত করার

নির্দেশ দিলে তা সওয়ারীর উপযোগী করে আনীত হলো। তিনি তাতে আরোহণ করে বাতনুল ওয়াদীতে (উরানায়) এলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন।

তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় তোমাদের রক্ত (জান) এবং তোমাদের ধন-সম্পদ, আজকের এ দিন, এ মাস ও এ শহরের মতই সম্মানিত। সাবধান! তোমরা সুস্পষ্ট জেনে নাও! জাহিলী যুগের সমস্ত কাজ কর্ম, রছম-রেওয়াজ আমার দুই পায়ের নিচে নিক্ষিপ্ত। জাহিলী যুগের রক্তের সকল দাবি পরিত্যক্ত হলো। আমি সর্বপ্রথম আমাদের (বনী হাশেমের) রক্তের দাবি পরিত্যাগ করলাম। অধস্তন রাবী উসমানের বর্ণনায় আছে, আমি 'ইবনে রাবিয়ার' রক্তের দাবি এবং সুলায়মানের বর্ণনায় আছে, আমি 'রাবিয়া ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের রক্তের দাবি' পরিত্যাগ করলাম। আর রাবিয়া সা'দ গোত্রে দুগ্ধপুষ্য থাকাকালীন হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করেছিলো। জাহিলী যুগের সুদও পরিত্যক্ত হলো। আমি সর্বপ্রথম পরিত্যাগ করলাম আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদের দাবি। তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হলো। তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা তাদেরকে তোমরা আল্লাহর আমানত (গচ্ছিত) হিসাবে গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে নিজেদের জন্য হালাল করেছো। আর তাদের উপর তোমাদের অধিকারও রয়েছে যে, তারা যেন তোমাদের অপছন্দনীয় ব্যক্তিকে তোমার ঘরে স্থান না দেয়। যদি তারা এমন কাজ করে তাহলে তাদেরকে একেবারে হালকা (যাতে চামড়ায় দাগ পড়ে না) মারধর করো। তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমাদের উপর ন্যস্ত। স্বাভাবিকভাবে তা আদায় করবে। সর্বোপরি আমি তোমাদের মধ্যে এমন একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। (আল্লাহর দরবারে) আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তোমরা কি বলবে? তারা বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিবো, আপনি আমাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌছে দিয়েছেন, আপন কর্তব্য পালন করেছেন এবং আমাদেরকে ভালো কাজের উপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি আসমানের দিকে তর্জনী তুলে ধরে এবং মানুষের দিকে ইঙ্গিত করে (তিনবার) বললেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।

অতঃপর বিলাল (রা) আযান দিলেন, পরে ইকামত দিলে তিনি যোহরের নামায আদায় করলেন, পুনরায় ইকামত দিলে আসরের নামায পড়লেন। কিন্তু এ দুইয়ের মাঝখানে অন্য কোনো নামায পড়েননি। এরপর তিনি কাসওয়া উষ্ট্রীতে আরোহণ করে আরাফাতে অবস্থানের জায়গায় আসলেন এবং কাসওয়া উষ্ট্রীকে 'জাবালে রহমতের' পাদদেশে ঘুরিয়ে দাঁড় করালেন এবং তিনি পাহাড়কে সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্য অস্ত গিয়ে আকাশের হলদে রং সামান্য কিছু মুছে যাওয়া পর্যন্ত তথায় অবস্থান করলেন।

এবার তিনি উসামাকে তাঁর পেছনে সওয়ারীতে বসালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথা থেকে রওয়ানা হলেন এবং কাসওয়া উষ্ট্রীর লাগামকে

এমনভাবে কষে নিলেন যে, তার মাথা হাওদার সম্মুখভাগের সাথে ছুটতে লাগলো। আর তিনি ডান হাতের ইশারায় বলতে লাগলেন ঃ ধীরস্থিরভাবে পথ অতিক্রম করো হে মানুষেরা, ধীরস্থির গতিতে চলো, হে লোকেরা! যখন তিনি কোনো বালির টিলার নিকট আসতেন তখন উষ্ট্রীর লাগাম সামান্য ঢিলা করে দিতেন যাতে তা সহজে টিলায় উঠে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে। অবশেষে তিনি 'মুযদালিফায়' এসে উপস্থিত হলেন। এখানে এসে এক আযান ও দুই ইকামতে মাগরিব ও এশা'র নামায একত্রে আদায় করেন। এ দুই নামাযের মাঝখানে তিনি কোনো প্রকারের নফল-সুন্নাত নামায পড়েননি। অতঃপর এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোর পর্যন্ত বিশ্রাম করেন। সুস্পষ্ট ভোর হলে তিনি ফজরের নামায আদায় করেন। এক আযান ও এক ইকামতে নামায পড়েছেন।

অতঃপর তিনি 'কাসওয়া' উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে "মাশ'আরুল হারামে" এসে তার উপর উঠলেন। এরপর তিনি কিবলাকে সম্মুখে রেখে মহান আল্লাহর প্রশংসা, তাকবীর এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করলেন। তিনি আল্লাহর একত্ববাদেরও ঘোষণা করেছেন এবং এ অবস্থায় তিনি সুস্পষ্ট ভোর হওয়া পর্যন্ত তথায় অবস্থান করলেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যোদয়ের পূর্বেই ফাদল ইবনে আব্বাস (রা)-কে সওয়ারীতে তাঁর পিছনে বসিয়ে রওয়ানা হলেন। তিনি (ফাদল) ছিলেন চুল ও চেহারায় সুন্দর যুবক। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচ্ছিলেন, এ সময় জন্তুযানের 'হাওদায়' অবস্থানকারী মহিলাদের এক জামা'আতও তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলো। আর ফাদল বারবার তাদের দিকে দেখছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাদলের মুখের উপর হাত রাখলেন। ফাদল অন্যদিকে ঘুরে তাদের দিকে তাকালেন। এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাদলের মুখের ওপর হাত রাখলেন এবং ফাদল তার মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। এবার তিনি 'মুহাসসার' নামক উপত্যকায় এসে পৌছলেন এবং তিনি উষ্ট্রীটিকে অতি অল্প সময় দ্রুত চালালেন। এরপর এখান থেকে রওয়ানা হয়ে 'জামরাতুল কুবরা' (আকাবা)-র দিকে গমনকারী মধ্যবর্তী পথ ধরে চললেন এবং সেখানে তৎকালীন যে বৃক্ষটি ছিলো সেটির নিকটবর্তী জামরায় এসে উপস্থিত হলেন এবং তথায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপকালে তাকবীর উচ্চারণ করলেন। কংকরগুলো ছিলো পাথরের ক্ষুদ্র টুকরার মতো এবং তা নিক্ষেপ করেছেন সমতল ভূমি থেকে (উপর থেকে নয়)।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে উপস্থিত হলেন পশু কুরবানীর স্থলে এবং স্বহস্তে কুরবানী করলেন তেষট্টিটি উট। এরপর আলী (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি অবশিষ্টগুলো যবেহ করলেন। আর তিনি আলী (রা)-কে তাঁর কুরবানীতে অংশীদারও করেছিলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেকটি যবেহকৃত পশু থেকে এক টুকরা করে গোশত কেটে নেয়ার আদেশ দিলেন। সুতরাং তা নেয়া হলো এবং একটি হাঁড়িতে তা পাকানো হলে তাঁরা উভয়ে সেই গোশত আহার করলেন এবং এর ঝোল পান করলেন।

অতঃপর তিনি উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব তাড়াতাড়ি রওয়ানা হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি মক্কায় এসেই যোহরের নামায পড়লেন। এবার তিনি স্বগোত্রীয় আবদুল মুত্তালিবের খান্দানের নিকট আসলেন। তখন তারা (লোকদেরকে) 'যমযমের' পানি পান করাচ্ছিলো। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ হে আবদুল মুত্তালিবের খান্দান! পানি উত্তোলন করতে থাকো। অন্যান্য লোকদের দ্বারা তোমাদের পানি পান করার কাজ পরাভূত হওয়ার আশংকা যদি না থাকতো তাহলে আমিও এ কল্যাণময় ও মুবারক কূপ থেকে তোমাদের সাথে পানি উত্তোলনে অংশগ্রহণ করতাম। এরপর লোকেরা তাঁকে পানির বালতি প্রদান করলো; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে পানি পান করেন।

١٩٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِاَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَاِقَامَتَيْنِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِاَذَانٍ وَاحِدٍ وَاِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ اَسْنَدَهُ حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ فِى الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ وَوَافَقَ حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَلٰى اِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ الْجُعْفِىُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ لِىْ اَحْمَدُ اَخْطَاَ حَاتِمٌ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ.

১৯০৬। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দানে এক আযান ও দুই ইকামতে যোহর ও আসরের নামায পড়েছেন, কিন্তু এ দুই নামাযের মধ্যখানে কোনো সুন্নাত বা নফল নামায পড়েননি। অনুরূপভাবে তিনি মুযদালিফায় এক আযান ও দুই ইকামতে মাগরিব ও এশা'র নামায পড়েছেন এবং এ দুই নামাযের মাঝখানে সুন্নাত কিংবা নফল পড়েননি।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাতিম ইবনে ইসমাঈল দীর্ঘ এক হাদীসের মাধ্যমে এ হাদীসটিকে (নবী সা. পর্যন্ত) পৌছিয়েছেন এবং মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল-জু'ফী জাফর থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে বর্ণনায় হাতিম ইবনে ইসমাঈলের বর্ণনার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে তিনি (জাবির) বলেছেন, "অতঃপর নবী (সা) মাগরিব ও এশা এক আযান ও এক ইকামতে পড়েছেন।"

١٩٠٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ قَدْ وَقَفْتُ هٰهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَقَالَ قَدْ وَقَفْتُ هٰهُنَا وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

১৯০৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অবশ্য আমি এ জায়গায় পশু কুরবানী করেছি। আর মিনার সম্পূর্ণ এলাকাই কুরবানীর স্থান। তিনি আরাফাতের এক স্থানে অবস্থান করেছেন এবং বলেছেন ঃ অবশ্য আমি এ স্থানে অবস্থান করেছি, আর আরাফাতের গোটা এলাকাই অবস্থানের জায়গা। তিনি মুযদালিফার এক এলাকায় অবস্থান করেছেন এবং বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আমি এ স্থানে অবস্থান করলাম, আর মুযদালিফার পূর্ণ এলাকাই অবস্থানের জায়গা।

টীকা ঃ অর্থাৎ উল্লেখিত বিশাল মাঠগুলোর যে কোনো জায়গায় অবস্থান করলেই হজ্জের জন্য যথেষ্ট হবে (অনু.)।

١٩٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ بِإِسْنَادِهِ زَادَ فَانْحَرُوْا فِيْ رِحَالِكُمْ.

১৯০৮। জাফর (র) থেকে (পূর্ব বর্ণিত) সনদে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আরো আছে, সুতরাং তোমরা নিজ নিজ অবস্থানের জায়গায় কুরবানী করতে পারো।

١٩٠٩- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيْثِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى قَالَ فَقَرَأَ فِيْهِمَا بِالتَّوْحِيْدِ وَقُلْ يٰأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقَالَ فِيْهِ قَالَ عَلِيٌّ بِالْكُوْفَةِ قَالَ أَبِيْ هٰذَا الْحَرْفَ لَمْ يَذْكُرْهُ جَابِرٌ فَذَهَبْتُ مُحَرِّشًا وَذَكَرَ قِصَّةَ فَاطِمَةَ.

১৯০৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একথাটিও বলেছেন, "আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানটিকে স্থায়ীভাবে নামাযের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করে নাও।" জাফর ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, 'নবী (সা) তাওয়াফের দুই রাক্'আতের মধ্যে তাওহীদ অর্থাৎ কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ এবং কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন পাঠ করেন এবং তিনি (বর্ণনাকারী) তন্মধ্যে আরো বলেছেন, আলী

(রা) কুফায় বলেছেন। আর তিনি (জাফর) বলেন, فَذَهَبْتُ مُحَرِّشًا এ কথাটি জাবির (রা) উল্লেখ করেননি, এ বাক্যটি আমার পিতা (মুহাম্মাদ ইবনে আলী) বলেছেন। অবশ্য তিনি ফাতিমার ঘটনাটি (অর্থাৎ তিনি ইহরাম খুলে যা করেছেন) বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ আরাফাত ময়দানে অবস্থান

١٩١٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهَا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَةَ قَالَتْ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلَامُ اَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى نَبِيَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّأْتِىَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ بِهَا ثُمَّ يَفِيْضُ مِنْهَا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ.

১৯১০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশরা এবং যারা তাদের ধর্মের অনুসারী ছিলো তারা মুযদালিফায় (তথাকার পাহাড়ের উপর) অবস্থান করতো (অন্যান্য লোকদের সাথে আরাফাতের ময়দানে যেতো না) এবং তারা নিজেদেরকে হুম্স নামে আখ্যায়িত করতো। অথচ অন্য সমস্ত আরববাসী আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করতো। আয়েশা (রা) বলেন, ইসলামের অভ্যুদয়ের পর মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফাতে গমন করার এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করার নির্দেশ দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "অতঃপর যেখান থেকে অন্য সকল লোক প্রত্যাবর্তন করে, সেখান থেকে তোমরাও প্রত্যাবর্তন করো" (২ ঃ ১৯৯)।

بَابُ الْخُرُوْجِ اِلٰى مِنًى

অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ মিনায় গমন

١٩١١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْاَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنًى.

১৯১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম 'ইয়াওমুত তারবিয়াতে" (যিল হজ্জের অষ্টম তারিখে) যোহরের নামায এবং 'ইয়াওমু আরাফাতে' (যিল হজ্জের নবম তারিখে) ফজরের নামায মিনাতেই পড়েছেন।

١٩١٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ الْاَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ اَخْبِرْنِىْ بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَاَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْاَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ اِفْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ اُمَرَاؤُكَ.

১৯১২। আবদুল আযীয ইবনে রুফাঈ' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে স্মরণ রেখেছেন এমন কিছু আপনি আমাকে অবহিত করুন। তারবিয়ার দিন, (অষ্টম যিলহজ্জ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায কোথায় পড়েছিলেন? তিনি বললেন, মিনাতে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, (মিনা থেকে) প্রত্যাবর্তনের দিন (ত্রয়োদশ যিলহজ্জ) আসরের নামায তিনি কোথায় পড়েছিলেন? তিনি বললেন, আল-আবতাহ উপত্যকায়। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের আমীরগণ (আমীরে হজ্জ) যেমন করেন তোমরাও তেমনটি করো।

بَابُ الْخُرُوْجِ اِلٰى عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ আরাফাত ময়দানে গমন

١٩١٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَدَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ صَبِيْحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِىَ مَنْزِلُ الْاِمَامِ الَّذِىْ يَنْزِلُ بِهٖ بِعَرَفَةَ حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ.

১৯১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আরাফাতের দিন ভোরে ফজরের নামায পড়েই (সূর্যোদয়ের পূর্বে) রওয়ানা হয়ে (মিনা থেকে) আরাফাতে এসে পৌঁছে 'নামিরাহ' নামক জায়গায় অবতরণ করলেন। এটা আরাফাতের সেই স্থান যেখানে ইমাম অবতরণ করেন। যখন যোহরের নামাযের ওয়াক্ত হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাড়াতাড়ি নামাযের জন্য রওয়ানা হলেন এবং যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন, তারপর সেখান থেকে প্রস্থান করে আরাফাতের অবস্থান স্থলে অবস্থান গ্রহণ করেন।

بَابُ الرَّوَاحِ اِلٰى عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ আরাফাতের দিকে রওয়ানা হওয়া

١٩١٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا اَنْ قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ اَرْسَلَ اِلَى ابْنِ عُمَرَ اَيَّةُ سَاعَةٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوْحُ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ قَالَ اِذَا كَانَ ذٰلِكَ رُحْنَا فَلَمَّا اَرَادَ ابْنُ عُمَرَ اَنْ يَّرُوْحَ قَالُوْا لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ قَالَ اَزَاغَتْ قَالُوْا لَمْ تَزِغْ اَوْ زَاغَتْ قَالَ فَلَمَّا قَالُوْا قَدْ زَاغَتْ اِرْتَحَلَ.

১৯১৪। সাঈদ ইবনে হাস্সান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সেই বছর যখন হাজ্জাজ (ইবনে ইউসুফ) আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-কে শহীদ করলো, হাজ্জাজ ইবনে উমার (রা)-র নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলো যে, আজকের এ দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সময় (নামিরা) থেকে আরাফাতের দিকে রওয়ানা করেছেন? তিনি বললেন, যখন যাত্রার সময় হবে তখন আমরা রওয়ানা করবো। অতঃপর যখন ইবনে উমার (রা) রওয়ানা করার ইচ্ছা করলেন, সাঈদ ইবনে হাস্সান বলেন, তখন লোকজন তাকে বললো, এখনো সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েনি। তিনি (ইবনে উমার) আবার জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য ঢলে পড়েছে কি? তার সঙ্গীরা বললো, এখনো ঢলেনি। সাঈদ বলেন, যখন তার সঙ্গীরা বললো, এখন সূর্য ঢলে পড়েছে, তখন তিনি রওয়ানা হলেন।

بَابُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ আরাফাত ময়দানের খুত্বা (ভাষণ)

١٩١٥- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ

زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى ضَمْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ.

১৯১৫। দাম্‌রা গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি থেকে তার পিতা বা চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফাতের মাঠে মিম্বারের উপর (খুতবা পাঠ করতে) দেখেছি।

টীকা ঃ প্রকৃতপক্ষে সেদিন তিনি উটের পিঠে আরোহণ করে খুত্‌বা দিয়েছেন। সুতরাং এ হাদীসে বর্ণিত 'মিম্বার' শব্দের অর্থ উঁচু স্থান। তা উটের পিঠও হতে পারে (অনু.)।

١٩١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْحَىِّ عَنْ اَبِيْهِ نُبَيْطٍ اَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ عَلٰى بَعِيْرٍ اَحْمَرَ يَخْطُبُ.

১৯১৬। নুবাইত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফাত ময়দানে একটি লাল রংয়ের উষ্ট্রীর উপর অবস্থানরত অবস্থায় খুতবা দিতে দেখেছেন।

١٩١٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنِى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ هَنَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ اَبِىْ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِىْ خَالِدُ بْنُ الْعَدَّاءِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلٰى بَعِيْرٍ قَائِمٌ فِى الرِّكَابَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ الْعَلاَءِ عَنْ وَكِيْعٍ كَمَا قَالَ هَنَّادٌ.

১৯১৭। খালিদ ইবনুল আদ্দাআ ইবনে হাওযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফাতের দিন একটি উটের পিঠে চড়ে তার দুই পাদানীতে পা রেখে দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা (ভাষণ) দিতে দেখেছি। আবু দাঊদ (র) বলেন, হান্নাদ (র) যেভাবে বর্ণনা করেছেন, ইবনুল আলা (র)ও ওয়াকী' (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩١٨- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ اَبُوْ عَمْرٍو عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بِمَعْنَاهُ.

১৯১৮। আবু আমর আবদুল মাজীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আল-আদ্দাআ ইবনে খালিদ (রা) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসটির ভাবার্থে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ আরাফাতে অবস্থানের স্থান

١٩١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ بِعَرَفَةَ فِي مَكَانٍ يُبَاعِدُهُ عَمْرٌو عَنِ الْإِمَامِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ يَقُولُ لَكُمْ قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

১৯১৯। ইয়াযীদ ইবনে শাইবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে মিরবা' আল-আনসারী (রা) আমাদের নিকট যখন আসলেন, তখন আমরা আরাফাতের এক জায়গায় অবস্থান করছিলাম। (বর্ণনাকারী) আমর বলেন, ইমামের (আমীরুল হজ্জের) নিকট থেকে তাদের অবস্থানের জায়গাটি কিছু দূরে ছিলো। তিনি এসে বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তাবাহক। তিনি তোমাদের জন্য ফরমান পাঠিয়েছেন যে, তোমরা তোমাদের (হজ্জ) অনুষ্ঠানের স্থানগুলোতে অবস্থান করো। কেননা তোমরা ইবরাহীম (আ)-এর উত্তরাধিকারী ও বংশধর।

بَابُ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন

١٩٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ الْمَعْنَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَرَدِيفُهُ أُسَامَةُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا عَادِيَةً حَتَّى أَتَى جَمْعًا زَادَ وَهْبٌ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ

وَالْإِبِلِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتّٰى أَتٰى مِنًى.

১৯২০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীরস্থির ও শান্তভাবে আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। আর উসামা (রা) ছিলেন তাঁর পেছনে সওয়ারীতে বসা। তিনি লোকদেরকে বললেন ঃ জনমণ্ডলী! ধীরস্থিরভাবে চলো! কেননা ঘোড়া ও উটকে হাঁকিয়ে দ্রুত চলার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ঘোড়া ও উটগুলোকে তাদের দুই হাত (সম্মুখের দুই পা) তুলে দ্রুত চলতে দেখিনি। এভাবে তিনি মুযদালিফায় উপস্থিত হলেন। ওয়াহ্‌ব ইবনে বায়ানের বর্ণনায় আছে, পথিমধ্যে তিনি সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে নিলেন ফাদল ইবনে আব্বাস (রা)-কে। এখানেও তিনি বললেন ঃ হে মানুষেরা! ঘোড়া ও উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে চলার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো কল্যাণ নেই। সুতরাং তোমাদের উচিত ধীরস্থিরভাবে চলা। বর্ণনাকারী বলেন, এখানেও আমি পশুগুলোকে তাদের হাত-পা তুলে দ্রুত চলতে দেখিনি। এ অবস্থায় তিনি মিনায় পৌছেছেন।

١٩٢١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيثِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي كَيْفَ فَعَلْتُمْ أَوْ صَنَعْتُمْ عَشِيَّةَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ فِيهِ النَّاسُ لِلْمُعَرَّسِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ ثُمَّ بَالَ وَمَا قَالَ زُهَيْرٌ أَهْرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ جِدًّا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ الصَّلٰوةُ قَالَ الصَّلٰوةُ أَمَامَكَ قَالَ فَرَكِبَ حَتّٰى قَدِمْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحِلُّوا حَتّٰى أَقَامَ الْعِشَاءَ وَصَلّٰى ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ. زَادَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلٰى رِجْلَيَّ.

১৯২১। কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, যে দিন সন্ধ্যায় আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে

(সওয়ারীতে) আরোহণ করে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন আপনারা কি কাজ করেছিলেন? তিনি বললেন, পথিকরা যে পাহাড়ী পথে রাত যাপনের উদ্দেশ্যে অবতরণ করে, আমরা সেখানে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উষ্ট্রী বসিয়ে পেশাব করলেন। 'পানি প্রবাহিত করেছেন', বর্ণনাকারী একথা বলেননি। অতঃপর উযুর পানি চাইলেন, তিনি হালকা ধরনের উযু করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি নামায পড়বেন? তিনি বললেন ঃ নামায সামনে গিয়ে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করে মুযদালিফায় উপস্থিত হলেন এবং ইকামত হলে মাগরিবের নামায আদায় করলেন। এদিকে লোকেরা নিজ নিজ তাঁবুতে তাদের উটগুলো বসালেন, কিন্তু উটের পিঠ থেকে গদি খোলেননি, বরং সেভাবেই রেখে দিলেন। এরপর ইকামত দিয়ে তিনি এশার নামায আদায় করলেন। এরপর লোকেরা তাদের উটের পিঠের গদি খুলে ফেললো। মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর তার হাদীসে বর্ধিত করেছেন যে, আমি (কুরাইব) জিজ্ঞেস করলাম, (পরদিন) সকালে আপনারা কি করলেন? তিনি (উসামা) বলেন, আজ ফাদল (ইবনে আব্বাস) তাঁর সওয়ারীর পেছনে আরোহণ করলেন। আর কুরাইশদের অগ্রগামী দলটির সাথে আমি পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলাম।

١٩٢٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ثُمَّ اَرْدَفَ اُسَامَةَ فَجَعَلَ يُعْنِقُ عَلٰى نَاقَتِهِ وَالنَّاسُ يَضْرِبُوْنَ الْاِبِلَ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً لاَ يَلْتَفِتُ اِلَيْهِمْ وَيَقُوْلُ السَّكِيْنَةُ اَيُّهَا النَّاسُ وَدَفَعَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ.

১৯২২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি উসামাকে সওয়ারীর পেছনে বসিয়ে মধ্যম গতিতে উষ্ট্রী চালালেন। আর লোকেরা ডানে-বামে উটকে মারধর করে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলতে লাগলেন ঃ শান্ত গতিতে চলো হে মানুষেরা! সূর্য অদৃশ্য হবার পরই তিনি তথা (আরাফাত) থেকে রওয়ানা হলেন।

١٩٢٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَاَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيْرُ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِيْنَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ قَالَ هِشَامٌ اَلنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

১৯২৩। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উসামা (রা)-র নিকট বসা ছিলাম। বিদায় হজ্জে (আরাফাত থেকে মুযদালিফায়

ফেরার পথে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে পথ অতিক্রম করেছেন, সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো। জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যম গতিতেই চলেছেন। আর যখন তিনি প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপনীত হতেন, একটু দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করতেন। হিশাম (র) বলেন, 'আন-নাচ্ছ' 'আনাকের' চেয়ে দ্রুত গতিতে চলা।

١٩٢٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُسَامَةَ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَقَعَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৯২৪। উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারীর পেছনে আরোহী ছিলাম। যখন সূর্য অস্ত গেলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আরাফাত থেকে) যাত্রা শুরু করলেন।

١٩٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّاَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ قُلْتُ لَهُ الصَّلٰوةُ فَقَالَ الصَّلٰوةُ اَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّاَ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَنَاخَ كُلُّ اِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ فِىْ مَنْزِلِهِ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

১৯২৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মুক্তদাস কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত থেকে রওয়ানা হলেন। তিনি পাহাড়ী পথে পৌছে পেশাব করলেন। তারপর হালকা উযু করলেন, পূর্ণাঙ্গ উযু করলেন না। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নামায পড়বেন? তিনি বললেন, আরো সামনে এগিয়ে নামায পড়বো। এরপর তিনি পুনরায় সওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং মুযদালিফায় এসে বাহন থেকে নেমে উত্তমরূপে উযু করলেন, অতঃপর নামাযের ইকামত বলা হলে তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন। এরপর সমস্ত লোক নিজ নিজ জায়গায় নিজেদের উট বসিয়ে দিলো। পরে এশা'র নামাযের ইকামত বলা হলে তিনি তা পড়লেন, কিন্তু এ দুই নামাযের মাঝখানে আর কোনো নামায পড়েননি।

بَابُ الصَّلَاةِ بِجَمْعٍ

অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ মুয্দালিফায় নামায পড়া

١٩٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيْعًا.

১৯২৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয্দালিফায় মাগরিব এবং এশার নামায একত্রে পড়েছেন।

١٩٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. قَالَ اَحْمَدُ قَالَ وَكِيْعٌ صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ بِإِقَامَةٍ.

১৯২৭। আয-যুহরী (র) থেকে তার নিজস্ব সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থক বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক পৃথক ইকামত দ্বারা উভয় নামায (মাগরিব ও এশাকে) একত্রে পড়েছেন। আহমাদ (র) বলেন, ওয়াকী' (র) বলেছেন, প্রতিটি নামায এক ইকামতে পড়েছেন।

١٩٢٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنٰى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِإِسْنَادِ ابْنِ حَنْبَلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَمْ يُنَادِ فِى الْاُوْلٰى وَلَمْ يُسَبِّحْ عَلٰى اِثْرِ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا. قَالَ مَخْلَدُ لَمْ يُنَادِ فِىْ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا.

১৯২৮। আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-র সনদ দ্বারা আয-যুহরী (র) থেকে এবং তিনি হাম্মাদ থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থক বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী উসমান ইবনে উমার বলেছেন, প্রত্যেক নামাযের জন্য ইকামত দিয়ে এবং প্রথম নামাযে আযান দেয়া হয়নি। আর এ উভয় নামাযের কোনো একটির পরে অন্য কোনো (সুন্নাত/নফল) নামায পড়েননি। মাখ্লাদ (র) বলেন, উভয় নামাযের কোনটির জন্য আযান দেননি।

١٩٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ

رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ مَا هٰذِهِ الصَّلاَةُ قَالَ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

১৯২৯। আবদুল্লাহ ইবনে মালেক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র সাথে মাগরিবের তিন এবং এশার দুই রাক'আত নামায পড়েছি। মালেক ইবনুল হারিছ (র) তাকে বললেন, এটি আবার কি ধরনের নামায? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমি এ দু'টি নামায এই স্থানে এক ইকামতে পড়েছি।

١٩٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ يَعْنِى ابْنَ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ أَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ قَالاَ صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ فَذَكَرَ مَعْنَى ابْنِ كَثِيْرٍ.

১৯৩০। সাঈদ ইবনে জুবাইর ও আবদুল্লাহ ইবনে মালেক (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেছেন, আমরা ইবনে উমার (রা)-র সাথে মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায এক ইকামতে আদায় করেছি। অতঃপর ইবনে কাসীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٣١- حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا بَلَغْنَا جَمْعًا صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ ثَلاَثًا وَّاثْنَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَنَا ابْنُ عُمَرَ هٰكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ.

১৯৩১। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনে উমার (রা)-এর সঙ্গে আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করে যখন মুযদালিফায় পৌছলাম তখন তিনি এক ইকামতে মাগরিব ও এশা'র নামায যথাক্রমে তিন ও দুই রাক'আত পড়ালেন। নামায সমাপন করে ইবনে উমার (রা) আমাদেরকে বললেন, এভাবেই এ স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়িয়েছেন।

١٩٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ رَأَيْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَقَامَ بِجَمْعٍ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا ثُمَّ صَلَّى

الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هٰذَا وَقَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هٰذَا فِيْ هٰذَا الْمَكَانِ.

১৯৩২। সালামা ইবনে কুহাইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবাইর (র)-কে দেখেছি, তিনি মুয্দালিফায় ইকামত দিয়ে মাগরিবের তিন রাক'আত এবং এশার দুই রাক'আত নামায পড়েছেন। এরপর তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে এ জায়গায় এরূপ করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন, আমি এ স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।

١٩٣٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَقْبَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمْ يَكُنْ يَفْتُرُ مِنَ التَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ حَتّٰى أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ أَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلّٰى بِنَا الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ الصَّلَاةُ فَصَلّٰى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ. قَالَ وَأَخْبَرَنِيْ عِلَاجُ بْنُ عَمْرٍو بِمِثْلِ حَدِيْثِ أَبِيْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَقِيْلَ لِابْنِ عُمَرَ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰكَذَا.

১৯৩৩। আশ্'আস ইবনে সুলাইম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-এর সাথে আরাফাত থেকে মুয্দালিফা পর্যন্ত এলাম। মুয্দালিফায় আসা পর্যন্ত তিনি 'তাকবীর' (আল্লাহু আকবার) এবং 'তাহলীল' (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পড়েছেন। এরপর তিনি আযান ও ইকামত দিলেন অথবা এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলে সে আযান ও ইকামত দিলো। তিনি আমাদেরকে মাগরিবের তিন রাক'আত নামায পড়ালেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, নামাযের জন্য প্রস্তুত হও। অতঃপর তিনি আমাদেরকে দুই রাক'আত এশার নামায পড়ালেন। এরপর রাতের খাবার নিয়ে ডাকলেন। তিনি (আশ'আস) বলেন, 'ইলাজ ইবনে 'আমর, ইবনে উমার (রা) থেকে আমার পিতার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ আমাকে বর্ণনা করেছেন। পরে ইবনে উমার (রা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এভাবেই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছি।

١٩٣٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زِيَادٍ وَأَبَا عَوَانَةَ وَأَبَا

مُعَاوِيَةَ حَدَّثُوْهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى صَلَاةً الاَّ لِوَقْتِهَا الاَّ بِجَمْعٍ فَانَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلّٰى صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا.

১৯৩৪। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এশা ও মাগরিবের নামাযকে মুয্‌দালিফাতে একসাথে পড়া এবং পরের দিন ফজরের নামাযকে ওয়াক্তের পূর্বে পড়ে নেয়া, এ দুই নামায ব্যতীত আর কোনো নামায ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আদায় করতে আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিনি।

টীকা ঃ ফজরের নামায ওয়াক্তের পূর্বে পড়েছিলেন- এর অর্থ এই হতে পারে যে, সুবহে সাদেক হওয়ার সাথে সাথে মহানবী (সা) এই নামায পড়েছেন। ইবনে উমার (রা)-র ধারণায় তখনো ফজরের ওয়াক্ত হয়নি। তাই তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন। অথবা হতে পারে তিনি ওয়াক্ত হওয়ার আগেই পড়েছেন। যেমন মাগরিবের নামায ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর পড়া হয়। এটা হয়তো মুযদালিফার জন্য ব্যতিক্রম (সম্পাদক)।

١٩٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فَلَمَّا اَصْبَحَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ عَلٰى قُزَحَ فَقَالَ هٰذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوْا فِيْ رِحَالِكُمْ.

১৯৩৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুয্‌দালিফাতে রাত যাপনের পর) সকাল বেলা 'কুযাহ' পর্বতের উপর উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ এটি 'কুযাহ পর্বত'। এটাই মাওকাফ (অবস্থানস্থল)। মুয্‌দালিফার গোটা এলাকাটিই অবস্থানের জায়গা। তিনি (মিনাতে এসে বললেন) আমি এ জায়গায় কুরবানী করলাম। মিনার পূর্ণ এলাকাটিই কুরবানী করার স্থান। অতএব তোমরা তোমাদের নিজ নিজ অবস্থানে কুরবানী করো।

١٩٣٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَفْتُ هٰهُنَا بِعَرَفَةَ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هٰهُنَا بِجَمْعٍ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوْا فِيْ رِحَالِكُمْ.

১৯৩৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আরাফাতের এ জায়গায় অবস্থান করলাম। তবে আরাফাতের গোটা এলাকাটিই (হজ্জের জন্য) মাওকাফ (অবস্থানের জায়গা)। আর আমি মুযদালিফার এ স্থানে অবস্থান করলাম। মুযদালিফার সম্পূর্ণ এলাকাটিই মাওকাফ (অবস্থানের জায়গা)। আর আমি মিনার এ জায়গায় কুরবানী করলাম। গোটা মিনা এলাকাটিই কুরবানীর স্থান। সুতরাং তোমরা তোমাদের নিজ নিজ অবস্থানে কুরবানী করো।

١٩٣٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيْقٌ وَمَنْحَرٌ.

১৯৩৭। আতা' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) আমাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গোটা আরাফাতের ময়দান মাওকাফ বা অবস্থানের জায়গা। গোটা মিনা এলাকা কুরবানীর স্থান এবং মুযদালিফার বিস্তৃত এলাকা মাওকাফ বা অবস্থানের জায়গা এবং মক্কার প্রতিটি অলি-গলি (বায়তুল্লাহ যিয়ারতের জন্য আগমনের) রাস্তা এবং (গোটা হেরেম এলাকা) কুরবানীর স্থান।

١٩٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يُفِيْضُوْنَ حَتّٰى يَرَوُا الشَّمْسَ عَلٰى ثَبِيْرَ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ.

১৯৩৮। আমর ইবনে মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, জাহিলী যুগের লোকেরা (মুযদালিফা থেকে) পাহাড়ের উপর সূর্য না দেখা পর্যন্ত রওয়ানা হতো না। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিপরীত করেছেন। তিনি সূর্য উঠার আগেই রওয়ানা করেছেন।

بَابُ التَّعْجِيْلِ مِنْ جَمْعٍ

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ মুযদালিফা থেকে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা

١٩٣٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ اَبِيْ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِيْ ضَعَفَةِ اَهْلِهِ.

১৯৩৯। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের যেসব নিরীহ লোককে মুযদালিফার রাতে আগেভাগেই (মিনায়) পাঠিয়েছিলেন, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

١٩٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَّمَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَنِي الْمُطَّلِبِ عَلٰى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ اَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ اُبَيْنِيَّ لاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اللَّطْحُ الضَّرْبُ اللَّيِّنُ.

১৯৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল মুত্তালিবের খান্দানের অল্প বয়স্কদেরকে মুযদালিফার রাতে গাধার পিঠে আরোহণ করিয়ে আগেভাগেই (মিনায়) পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি আমাদের উরুতে হালকা আঘাত করে বললেন ঃ শুনো বৎসরা! সূর্যোদয়ের পূর্বে তোমরা জামরায় কংকর নিক্ষেপ করো না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, 'আল-লাত্‌হু' শব্দের অর্থ হচ্ছে হালকা আঘাত করা।

١٩٤١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ اَهْلِهِ بِغَلَسٍ وَيَأْمُرُهُمْ يَعْنِيْ لاَ يَرْمُوْنَ الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

১৯৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদেরকে (মুযদালিফা থেকে) রাতের অন্ধকারেই মিনায় পাঠিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা সূর্যোদয়ের পূর্বে যেন জামরায় কংকর নিক্ষেপ না করে।

١٩٤٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَاَفَاضَتْ وَكَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِيْ يَكُوْنُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِيْ عِنْدَهَا.

১৯৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **কুরবানীর রাতেই উম্মু সালামা (রা)**-কে মিনায় পাঠিয়ে দেন এবং তিনি ফজরের পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করেন। অতঃপর তিনি (বায়তুল্লাহ শরীফের) যিয়ারতে গিয়ে 'তাওয়াফে ইফাদা' সমাপন করেন। আয়েশা (রা) বলেন, সেই দিনটি ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন তার কাছে কাটাবেন বলে নির্ধারিত।

١٩٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ اَخْبَرَنِيْ مُخْبِرٌ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّهَا رَمَتِ الْجَمْرَةَ قُلْتُ اِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ قَالَتْ اِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৯৪৩। আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 'জামরাতুল আকাবায়' কংকর নিক্ষেপ করেছেন। বর্ণনাকারী (আবু আমর) বললেন, আমরা তো রাতেই জামরায় 'রমী' (কংকর নিক্ষেপ) করেছি। তখন আসমা (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এরূপ করেছি।

١٩٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَّرْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَاَوْضَعَ فِيْ وَادِيْ مُحَسِّرٍ.

১৯৪৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফা থেকে শান্তভাবে রওয়ানা হলেন এবং লোকদেরকে ছোট কংকর নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। তিনি দ্রুতগতিতে মুহাসসির উপত্যকা অতিক্রম করলেন।

بَابُ يَوْمِ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ হজ্জের বড় দিন

١٩٤٥- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ الْغَازِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِيْ حَجَّ فَقَالَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا يَوْمُ النَّحْرِ. قَالَ هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ.

১৯৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের দিন তিন জামরার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আজ এটা কোন দিন? লোকেরা বললো, আজ কুরবানীর দিন। তিনি বললেন ঃ আজ হজ্জের বড় দিন।

টীকা ঃ "হজ্জে আকবার" কোন্ দিন, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে, কুরবানীর দিন দশম যিলহজ্জ। কারো মতে আরাফাতের দিন, ৯ম যিল্হজ্জ। কারো মতে গোটা হজ্জ অনুষ্ঠান। কারো মতে হজ্জে কিরান ইত্যাদি। তবে অধিকাংশের মতে পূর্ণ হজ্জই হচ্ছে হজ্জে আকবার বা বড় হজ্জ। আর উমরা হচ্ছে হজ্জে আসগার বা ছোট হজ্জ (অনু.)।

١٩٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ اَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ فِيْ مَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى اَنْ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَيَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَالْحَجُّ الْاَكْبَرُ الْحَجُّ.

১৯৪৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, (বিদায় হজ্জের পূর্বের বছর যে হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র রা.-কে আমীরে হজ্জ করেছিলেন) কুরবানীর দিন মিনায় আবু বাক্‌র (রা) কিছু সংখ্যক লোকসহ আমাকে ঘোষণা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, 'এ বছরের পর আর কোনো মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং উলঙ্গ হয়েও কেউ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না।' আর এই কুরবানীর দিনই হচ্ছে হজ্জের বড় দিন এবং হজ্জই হচ্ছে হজ্জে আকবার।

بَابُ الْاَشْهُرِ الْحُرُمِ

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ হারাম (মর্যাদাসম্পন্ন) মাসসমূহ

١٩٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِيْ حَجَّتِهِ فَقَالَ اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ.

১৯৪৭। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যেদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে কালচক্র একইরূপে আবর্তিত হচ্ছে। বার মাসে এক বছর। এর মধ্যে চার মাস মহাসম্মানিত। এ চার মাসের মধ্যে যুল্-কা'দাহ, যুল-হিজ্জা ও মুহাররম; মাস তিনটি পরপর রয়েছে। বাকী মাসটি রজবে মুদার, জুমাদা এবং শা'বান মাসের মধ্যে অবস্থিত।

টীকা : সৃষ্টির শুরুতে কালের যে গতি এবং দিন ও মাস যেরূপ ছিলো, আজও তা হুবহু সেরূপই রয়েছে। এতে কোনো পরিবর্তন হয়নি (অনু.)।

١٩٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسَمَّاهُ ابْنُ عَوْنٍ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ.

১৯৪৮। আবু বাক্‌রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসটির অনুরূপ বর্ণিত। আবু দাউদ (র) বলেন, পূর্বের হাদীসে যদিও 'ইবনে আবু বাক্‌রা বলা হয়েছে' তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু ইবনে আওন তার নাম উল্লেখ করে এ হাদীসে 'আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রা' বলেছেন।

بَابُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৬৯ : যে ব্যক্তি (নবম তারিখে) আরাফাতে উপস্থিত হতে পারেনি

١٩٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيْلِيِّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَجَاءَ نَاسٌ اَوْ نَفَرٌ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ فَاَمَرُوْا رَجُلاً فَنَادٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ الْحَجُّ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فَنَادٰى اَلْحَجُّ اَلْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَتَمَّ حَجُّهُ اَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ اَرْدَفَ رَجُلاً خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِيْ بِذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ مِهْرَانُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَلْحَجُّ اَلْحَجُّ مَرَّتَيْنِ. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَلْحَجُّ مَرَّةً.

১৯৪৯। আবদুর রহমান ইবনে ইয়া'মুর আদ-দীলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম, তখন তিনি আরাফাতে ছিলেন। নাজ্দ এলাকার ক'জন লোক অথবা একদল লোক সেখানে আসলো। তারা তাদের এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলে সে উচ্চস্বরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হজ্জ কিরূপে সম্পন্ন হয়? রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলে সেও বুলন্দ আওয়াযে বললো, 'হজ্জ– হজ্জ হচ্ছে (নবম তারিখে) আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হওয়া। যে ব্যক্তি মুয্দালিফার রাতে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আরাফাতে উপস্থিত হতে পেরেছে তার হজ্জ পূর্ণ হয়েছে। মিনায় তিন দিন অবস্থান করতে হয়। যে ব্যক্তি দু'দিন সেখানে কাজ সমাপ্ত করতে চায় তাও করতে পারে, এতে তার কোনো ত্রুটি হবে না। আর যে বিলম্ব করতে চায় তাও করতে পারে, তারও কোনো দোষ নেই, বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নবী (সা) এক ব্যক্তিকে সওয়ারীর উপর তাঁর পিছনে বসিয়ে নিলেন এবং সে উপরোক্ত কথাগুলো ঘোষণা করতে থাকলো। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, মিহরান সুফিয়ান থেকে অনুরূপভাবে 'আল-হাজ্জ', 'আল-হাজ্জ' দু'বারই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান সুফিয়ান থেকে 'আল-হাজ্জ' শুধুমাত্র একবার বর্ণনা করেছেন।

١٩٥٠– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ الطَّائِىُّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْقِفِ يَعْنِى بِجَمْعٍ قُلْتُ جِئْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ جَبَلِ طَىٍّ اَكْلَلْتُ مَطِيَّتِىْ وَاَتْبَعْتُ نَفْسِىْ وَاللّٰهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ اِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِىْ مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ مَعَنَا هٰذِهِ الصَّلاَةَ وَاَتٰى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذٰلِكَ لَيْلاً اَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضٰى تَفَثَهُ.

১৯৫০। উরওয়া ইবনে মুদাররিস আত্-তায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুয্দালিফায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি 'তায়ী' পর্বতমালা থেকে এসেছি। আমি আমার বাহনকে অক্ষম করে ফেলেছি এবং আমি নিজেও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। আল্লাহর শপথ! পথে আমি যতগুলো পাহাড়ই পেয়েছি, তার প্রত্যেকটির উপর কিছুক্ষণ অবস্থান করেছি। আমার হজ্জের আর কিছু বাকী আছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে ব্যক্তি এ জায়গায় আমাদের সাথে (কুরবানীর দিন) ফজরের নামায পড়েছে এবং এর আগে রাতে কিংবা দিনে আরাফাতে গমন করেছে, তার হজ্জ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং সে তার অবাঞ্ছিত জিনিসগুলো দূর করে ফেলেছে।

بَابُ النُّزُوْلِ بِمِنًى

অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ মিনায় অবতরণ করা

١٩٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِمِنًى وَنَزَّلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ فَقَالَ لِيَنْزِلَ الْمُهَاجِرُوْنَ هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ وَالْاَنْصَارُ هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى مَيْسَرَةِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ لِيَنْزِلِ النَّاسُ حَوْلَهُمْ.

১৯৫১। আবদুর রহমান ইবনে মুয়ায (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তাতে তিনি তাদের অবস্থানের জায়গাগুলোও নির্ধারণ করে দেন। তিনি কিবলার ডানদিকে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ এখানে মুহাজিরগণ অবস্থান করবে এবং কিবলার বামদিকে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ ওখানে আনসারগণ অবস্থান করবে, আর লোকেরা তাদের আশেপাশে অবস্থান করবে।

بَابُ اَيِّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى

অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ মিনায় কোন্ দিন খুতবা দিবে?

١٩٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِيْ بَكْرٍ قَالاَ رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بَيْنَ اَوْسَطِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ وَهِيَ خُطْبَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِيْ خَطَبَ بِمِنًى.

১৯৫২। ইবনে আবু নাজীহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি বনু বাক্‌রের দুই ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তারা বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আইয়্যামে তাশ্‌রীকের' মধ্যের দিন (যিলহজ্জের বার তারিখ) ভাষণ দান করতে দেখেছি। তখন আমরা তাঁর বাহনের কাছেই ছিলাম। এটাই ছিলো মিনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত খুতবা।

١٩٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُصَيْنٍ حَدَّثَتْنِى جَدَّتِى سَرَّاءُ بِنْتُ نَبْهَانَ وَكَانَتْ رَبَّةَ بَيْتٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ خَطَبَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الرُّؤُسِ فَقَالَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَلَيْسَ اَوْسَطَ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ قَالَ عَمُّ اَبِىْ حُرَّةَ الرَّقَاشِىُّ اَنَّهُ خَطَبَ اَوْسَطَ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ.

১৯৫৩। সাররা বিনতে নাবহান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাহিলী যুগে প্রতীমা গৃহের তত্ত্বাবধায়িকা ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়্যামে তাশ্‌রীকের দ্বিতীয় দিন আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন ঃ আজকের এ দিনটি কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। তিনি বললেন ঃ আজকের দিন কি আইয়্যামে তাশ্‌রীক নয়? ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আবু হুররা আর-রাকাশীর চাচাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সা) আইয়্যামে তাশ্‌রীকের মাঝের দিন খুতবা দিয়েছেন।

টীকা ঃ 'আইয়্যামে তাশ্‌রীক' কুরবানীর পর তিন দিনকে বলা হয়, এর দ্বিতীয় দিন লোকেরা তাদের কুরবানীর পশুর মস্তকের গোশত ও মজ্জা ভক্ষণ করে, তাই ঐ দিনকে 'মাথার দিন' বলা হয়েছে (অনু.)।

بَابُ مَنْ قَالَ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ যিনি বলেন, কুরবানীর দিন তিনি (সা) খুতবা দিয়েছেন

١٩٥٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِى الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِىُّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلٰى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ يَوْمَ الْاَضْحٰى بِمِنًى.

১৯৫৪। আল-হিরমাস ইবনে যিয়াদ আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরবানীর দিন মিনাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর আল-'আদবা' নামক উষ্ট্রীর উপর থেকে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেখেছি।

١٩٥٥- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ يَعْنِى ابْنَ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الْكَلَاعِىُّ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ

يَقُوْلُ سَمِعْتُ خُطْبَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.

১৯৫৫। আবু উমামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরবানীর দিন মিনায় খুতবা দিতে শুনেছি।

بَابُ اَىَّ وَقْتٍ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ

অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ কুরবানীর দিন ইমাম কোন্ সময় ভাষণ (খুতবা) দিবেন?

١٩٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرِ الْمُزَنِيِّ حَدَّثَنِيْ رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو الْمُزَنِيُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِيْنَ ارْتَفَعَ الضُّحٰى عَلٰى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَلِيٌّ يُعَبِّرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ.

১৯৫৬। রাফে' ইবনে আমর আল-মুযানী (রা) বলেন, সূর্য বেশ উপরে উঠলে আমি মিনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শাহ্‌বা নামক খচ্চরে আরোহিত অবস্থায় মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেখেছি। আর আলী (রা) তাঁর ভাষণের (উচ্চকণ্ঠে) পুনরাবৃত্তি করে শুনাচ্ছিলেন। আর লোকজন দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় ছিল।

بَابُ مَا يَذْكُرُ الْاِمَامُ فِيْ خُطْبَتِهِ بِمِنًى

অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ মিনায় ভাষণে ইমাম যে বিষয়ে আলোচনা করবেন

١٩٥٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِمِنًى فَفُتِحَتْ اَسْمَاعُنَا حَتّٰى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ وَنَحْنُ فِيْ مَنَازِلِنَا فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتّٰى بَلَغَ الْجِمَارَ فَوَضَعَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ بِحَصَى الْخَذْفِ ثُمَّ اَمَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَنَزَلُوْا فِيْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ وَاَمَرَ الْاَنْصَارَ فَنَزَلُوْا مِنْ وَرَاءِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذٰلِكَ.

১৯৫৭। আবদুর রহমান ইবনে মু'আয আত-তাইমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় আমাদেরকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন। আমরা সেদিকে উৎকর্ণ ছিলাম, যাতে তিনি যা বলেন তা যেন আমরা শুনতে পাই। এ সময় আমরা আমাদের নিজ নিজ অবস্থান স্থলেই ছিলাম। তিনি তাদের হজ্জের যাবতীয় বিধি-বিধান শিক্ষা দিলেন, এমনকি কংকর নিক্ষেপ সম্পর্কেও। তিনি তাঁর উভয় তর্জনী আঙ্গুল নিজের উভয় কানের মধ্যে রেখে বললেন ঃ কংকরগুলো অতি ক্ষুদ্র হতে হবে। এরপর মুহাজিরদেরকে নির্দেশ দিলে তারা মসজিদের (মসজিদুল খায়ফের) সম্মুখে অবস্থান করলেন এবং আনসারদেরকে নির্দেশ দিলে তারা মসজিদের পেছনে গিয়ে অবস্থান করলেন। এরপর অন্যান্য লোক তাদের অবস্থান গ্রহণ করলো।

بَابُ يَبِيْتُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপন করা

١٩٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِيْ حَرِيْزٌ اَوْ اَبُوْ حَرِيْزٍ الشَّكُّ مِنْ يَحْيٰى اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ فَرُّوْخَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ اِنَّا نَتَبَايَعُ بِاَمْوَالِ النَّاسِ فَيَأْتِيْ اَحَدُنَا مَكَّةَ فَيَبِيْتُ عَلَى الْمَالِ فَقَالَ اَمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاتَ بِمِنًى وَظَلَّ.

১৯৫৮। আবদুর রহমান ইবনে ফাররূখ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন, 'আমরা অন্যান্য লোকদের জন্য মালপত্র কেনাকাটা করি। সুতরাং তা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে আমাদের কেউ (মিনা থেকে) মক্কায় গিয়ে রাত যাপন করে।' তিনি বললেন, অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতেই রাত যাপন করতেন এবং দিনেও সেখানে অবস্থান করতেন (তোমাদের তো রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করা উচিত)।

١٩٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِّنْ اَجْلِ سِقَايَتِهِ فَاَذِنَ لَهُ.

১৯৫৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-আব্বাস (রা) হাজ্জীদেরকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মিনায় অবস্থানের রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।

بَابُ الصَّلاَةِ بِمِنًى

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ মিনাতে নামায

١٩٦٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ اَبَا مُعَاوِيَةَ وَحَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ حَدَّثَاهُ وَحَدِيثُ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ اَتَمُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى اَرْبَعًا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِيْ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ زَادَ عَنْ حَفْصٍ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ اِمَارَتِهِ ثُمَّ اَتَمَّهَا زَادَ مِنْ هٰهُنَا عَنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَلَوَدِدْتُ اَنَّ لِيْ مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ. قَالَ الْاَعْمَشُ فَحَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ اَشْيَاخِهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ صَلَّى اَرْبَعًا. قَالَ فَقِيْلَ لَهُ عِبْتَ عَلٰى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتَ اَرْبَعًا قَالَ الْخِلاَفُ شَرٌّ.

১৯৬০। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) মিনাতে (চার রাক'আতবিশিষ্ট নামায) চার রাক'আতই পড়েছেন। আবদুল্লাহ বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এবং আবু বাক্র ও উমার (রা)-র সাথে দুই রাক'আতই পড়েছি। হাফস ইবনে গিয়াছের বর্ণনায় আছে ঃ এবং উসমান (রা)-র খিলাফতের প্রথমভাগে তার সাথেও দুই রাকআত পড়েছি। অতঃপর তিনি (উসমান রা.) চার রাক'আত পড়েছেন। (আবু দাউদ) এখান থেকে আবু মুয়াবিয়া থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, 'এরপর তোমাদের পথ বিভক্ত হয়ে গেছে (তোমরা মতানৈক্য করে কেউ কসর করছো, কেউ চার রাকআত পড়ছো)। চার রাক'আতের চেয়ে আমার জন্য দুই রাক'আত মকবুল নামাযই আমি পছন্দ করি। আ'মাশ (র) বলেন, মুয়াবিয়া ইবনে কুররা তাঁর উস্তাদগণ থেকে বর্ণনা করে আমাকে বলেছেন যে, পরে আবদুল্লাহ (রা) উসমান (রা)-এর সাথে চার রাক'আতই পড়েছেন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো, উসমান (রা) চার রাক'আত পড়ায় আপনি তার সমালোচনা করেছেন। অথচ পরে দেখছি আপনিও চার রাক'আত পড়ছেন? তিনি বললেন, মতভেদ করা দূষণীয়।

টীকা ঃ হযরত উসমান (রা) নামায কেন কসর করেননি, এ ব্যাপারে নানা মত রয়েছে। কারো মতে তিনি মক্কায় এক পরিবার রেখে সেখানের বাসিন্দা হয়েছিলেন। কারো মতে তিনি আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে মনে করতেন গোটা মুসলিম জাহানটিই তাঁর নিজস্ব পরিবার। কারো মতে অনেক অশিক্ষিত বেদুঈন তাঁর সাথে ছিলো, কসর পড়লে তাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতো। অধিকাংশের মতে কসর করা 'রুখসত', আর চার রাক'আত পড়া 'আযিমাত' তথা কষ্টদায়ক। আর তিনি স্বেচ্ছায় 'আযিমাত'-কে গ্রহণ করেছেন। হযরত আয়েশা (রা)-ও এ মত পোষণ করেছেন (অনু.)।

١٩٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ

الزُّهْرِيُّ لَنَّ عُثْمَانَ اِنَّمَا صَلَّى بِمِنًى اَرْبَعًا لاَِنَّهُ اَجْمَعَ عَلَى الْاِقَامَةِ بَعْدَ الْحَجِّ.

১৯৬১। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) মিনায় নামায চার রাক'আত আদায় করেছেন। কেননা তিনি হজ্জের পর তথায় কিছুদিন অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

١٩٦٢- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى اَرْبَعًا لاَِنَّهُ اتَّخَذَهَا وَطَنًا.

১৯৬২। ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) এ কারণেই নামায চার রাক'আত পড়েছেন যে, তিনি তথায় স্থায়ীভাবে বাসস্থান বানিয়েছিলেন।

١٩٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَمَّا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الْاَمْوَالَ بِالطَّائِفِ وَاَرَادَ اَنْ يُّقِيْمَ بِهَا صَلَّى اَرْبَعًا قَالَ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ الْاَئِمَّةُ بَعْدَهُ.

১৯৬৩। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) যখন তায়েফ এলাকায় কিছু সম্পদের মালিক হন তখন তিনি সেখানে কিছুদিন অবস্থানের ইচ্ছা করেন। তাই তিনি চার রাক'আত আদায় করেন। তারপর (উমাইয়্যা) শাসকগণও সেখানে তাই করেছেন।

١٩٦٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اَتَمَّ الصَّلاَةَ بِمِنًى مِنْ اَجْلِ الْاَعْرَابِ لاَِنَّهُمْ كَثُرُوْا عَامَئِذٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ اَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ اَنَّ الصَّلاَةَ اَرْبَعٌ.

১৯৬৪। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। উসমান ইবনে আফফান (রা) বেদুঈনদের উপস্থিতির কারণেই মিনাতে পূর্ণ নামায (চার রাক'আত) পড়েছেন। কেননা সে বছর তারা সংখ্যায় ছিলো অনেক বেশী। তাই তিনি লোকদের নামায চার রাক'আতই পড়িয়েছেন, যেন তারা (বেদুঈনরা) অবগত হতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে নামায চার রাক'আতই।

بَابُ الْقَصْرِ لِاَهْلِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ মক্কাবাসীর জন্য নামায কসর করার অনুমতি

١٩٦٥- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ وَكَانَتْ اُمُّهُ تَحْتَ عُمَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ عُبَيْدَ

اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى وَالنَّاسُ اَكْثَرَ مَا كَانُوْا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

১৯৬৫। হারিছা ইবনে ওয়াহব আল-খুযা'ঈ (র) থেকে বর্ণিত। তার মাতা উমার (রা)-এর বিবাহে আবদ্ধ ছিলেন। উমার (রা)-এর ঔরসে উক্ত মহিলা উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে জন্ম দেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিনায় নামায পড়েছি। আর সে বছর লোকের সংখ্যাও ছিলো অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশী। সুতরাং বিদায় হজ্জের দিন তিনি আমাদেরকে কসর নামায পড়িয়েছেন।

بَابُ فِىْ رَمْىِ الْجِمَارِ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ জামরায় কংকর নিক্ষেপ

١٩٦٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِى الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَرَجُلٌ مِّنْ خَلْفِهِ يَسْتُرُهُ فَسَاَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالُوا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ لاَ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَاِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.

১৯৬৬। সুলায়মান ইবনে আমর ইবনুল আহওয়াস (র) তার মাতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জন্তুযানে সওয়ারী অবস্থায় উপত্যকার কেন্দ্রস্থল থেকে (জামরাতুল আকাবায়) কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। প্রত্যেক কংকরের সাথে তিনি তাকবীর উচ্চারণ করেছেন। আর এক ব্যক্তি পেছন থেকে তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলো। আমি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বললো, তিনি আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা)। লোকেরা ভীড় করছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ লোকেরা! (বড় আকারের পাথর নিক্ষেপ করে) তোমাদের কেউ যেন একে অপরকে হত্যা না করে। যখন তোমরা জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবে, তখন পাথরের ছোট টুকরা নিক্ষেপ করবে।

١٩٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ ثَوْرٍ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ

أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ رَاكِبًا وَرَأَيْتُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ حَجَرًا فَرَمٰى وَرَمَى النَّاسُ.

১৯৬৭। সুলায়মান ইবনে আমর ইবনুল আহওয়াস (র) তার মাতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জামরায় আকাবার নিকট জন্তুযানে সওয়ারী অবস্থায় দেখেছি এবং দেখেছি যে, পাথরের টুকরা তাঁর আঙুলসমূহের মাঝখানে। তিনি তা নিক্ষেপ করলেন এবং লোকেরাও নিক্ষেপ করলো।

١٩٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ زَادَ وَلَمْ يَقُمْ عِنْدَهَا.

১৯৬৮। ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ (র) উপরোক্ত সনদে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় আরো আছে, (কংকর নিক্ষেপ করার পর) তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেননি।

١٩٦٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِيْ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْجِمَارَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

১৯৬৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (কুরবানীর পরের) তিন দিন জামরাগুলোতে পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া করতেন এবং এটাও বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা-ই করতেন।

١٩٧٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِيْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُوْلُ لِتَأْخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ. قَالَ لَا أَدْرِيْ لَعَلِّيْ لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِيْ هٰذِهِ.

১৯৭০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় (জামরায়) কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। আর তিনি বলছিলেন ঃ তোমরা তোমাদের হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। তিনি আরো বলেন ঃ জানি না আমি আমার এই হজ্জের পর আর হজ্জ করার সুযোগ পাবো কিনা।

١٩٧١- حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

১৯৭১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্বাহ্নে তাঁর জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তবে এর পরের দিনগুলোতে তিনি সূর্য ঢলে পড়ার পর (অপরাহ্নে) নিক্ষেপ করেছেন।

١٩٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ زَوَالَ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.

১৯৭২। ওয়াবারাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি জামরায় কখন কংকর নিক্ষেপ করবো? তিনি বলেন, যখন তোমার ইমাম নিক্ষেপ করেন তখন তুমিও নিক্ষেপ করো। আমি আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে তিনি বলেন, সূর্য ঢলে পড়ার সময় নাগাদ আমরা প্রতীক্ষা করতাম। সুতরাং যখন সূর্য কাত হতো তখন আমরা কংকর নিক্ষেপ করতাম।

١٩٧٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا.

১৯৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কুরবানীর দিন) যুহরের নামায আদায় করে দিনের শেষভাগে ফরয তাওয়াফ (তাওয়াফে ইফাদা বা তাওয়াফে যিয়ারত) সমাপন করলেন। এরপর মিনায় এলেন এবং তাশরীকের দিন-রাতগুলোতে তথায় অবস্থান করলেন। তিনি সূর্য ঢলে পড়ার পর

জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেন। তিনি প্রত্যেক জামরায় সাত কংকর এবং প্রত্যেক কংকর তাকবীরের সাথে নিক্ষেপ করেছেন, আর প্রথম ও দ্বিতীয় জামরায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দু'আ করেছেন। তবে তৃতীয় জামরায় (জামরাতুল আকাবায়) কংকর নিক্ষেপের পর সেখানে অপেক্ষা করেননি।

١٩٧٤- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا انْتَهٰى اِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهِ وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَقَالَ هٰكَذَا رَمَى الَّذِيْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

১৯৭৪। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি জামরাতুল কুবরার কাছে পৌঁছে বায়তুল্লাহ তার বামে এবং মিনা তার ডানে রেখে জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন এবং বললেন ঃ যাঁর উপর সূরা আল-বাকারা নাযিল করা হয়েছে তিনি এভাবেই নিক্ষেপ করেছেন।

١٩٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْاِبِلِ فِي الْبَيْتُوْتَةِ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُوْنَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ بِيَوْمَيْنِ وَيَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّفْرِ.

১৯৭৫। আবুল বাদ্দাহ ইবনে আসিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের রাখালদেরকে মিনার বাইরে রাত যাপনের অনুমতি দিয়েছেন। তারা কুরবানীর দিন (শুধুমাত্র জামরাতুল আকাবায়) কংকর নিক্ষেপ করবে এবং এর পরের দিন ও তার পরের দিন (অর্থাৎ এগার ও বার তারিখ) এ দু'দিন এবং (তের তারিখ) প্রত্যাবর্তনের দিন কংকর নিক্ষেপ করবে।

١٩٧٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِمَا عَنْ اَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ اَنْ يَرْمُوْا يَوْمًا وَيَدْعُوْا يَوْمًا.

১৯৭৬। আবুল বাদ্দাহ ইবনে আদী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখালদেরকে একদিন বাদ দিয়ে একদিন (অর্থাৎ এগার ও তের তারিখ) কংকর নিক্ষেপ করার বিশেষ অনুমতি দান করেছেন।

١٩٧٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مِجْلَزٍ يَقُوْلُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ اَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا اَدْرِيْ اَرَمَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِتٍّ اَوْ بِسَبْعٍ.

১৯৭৭। আবু মিজলায (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে রমীয়ে জিমার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়টি কংকর নিক্ষেপ করেছেন নাকি সাতটি তা আমার জানা নেই।

١٩٧٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَمٰى اَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ النِّسَاءَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ وَالْحَجَّاجُ لَمْ يَرَ الزُّهْرِيَّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

১৯৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি 'জামরায় আকাবায়' কংকর নিক্ষেপ করার পর স্ত্রীসহবাস ব্যতীত (ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ) সমস্ত বস্তু তার জন্য হালাল হয়ে যায়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি যঈফ (দুর্বল)। কেননা ইমাম যুহরীর সাথে হাজ্জাজের সাক্ষাৎও হয়নি এবং তার থেকে তিনি হাদীসও শুনেননি।

টীকা ঃ হানাফী এবং শাফিঈগণ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, আর এটাই হচ্ছে সমস্ত ইমামদের ঐক্যমত। ইমাম মালেক বলেন, সুগন্ধীও ব্যবহার করতে পারবে না, শর্ত হচ্ছে যদি কুরবানীর পশু সঙ্গে না থাকে। কিন্তু যদি তা সাথে থাকে তবে কুরবানী না করা পর্যন্ত কিছুই হালাল হবে না (অনু.)।

بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيْرِ

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ মাথার চুল কামানো অথবা ছেঁটে ফেলা

١٩٧٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ.

১৯৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহমত (করুণা) বর্ষণ করুন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! মাথার চুল কর্তনকারীদের প্রতিও (আল্লাহর রহমত বর্ষণের জন্য বলুন)। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! মাথার চুল মুণ্ডনকারীদের প্রতি তোমার রহমত ও দয়া বর্ষণ করো। লোকজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! চুল কর্তনকারীদের প্রতিও। এবার তিনি বললেন ঃ আর চুল কর্তনকারীদের প্রতিও।

টীকা ঃ ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার সময় মাথার চুল মুড়ে ফেলা অতি উত্তম, তবে নারীদের জন্য মুড়ে ফেলা নিষিদ্ধ, তারা সামান্য কর্তন করবে। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা) চতুর্থবারে কর্তনকারীদের জন্য রহমতের দু'আ করেছেন (অনু.)।

١٩٨٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى الْاِسْكَنْدَرَانِىُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

১৯৮০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথার চুল কামিয়েছিলেন।

١٩٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى فَدَعَا بِذِبْحٍ فَذَبَحَ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ فَاَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْاَيْمَنِ فَحَلَقَهُ فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ يَلِيْهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ ثُمَّ اَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْاَيْسَرِ فَحَلَقَهُ ثُمَّ قَالَ هٰهُنَا اَبُوْ طَلْحَةَ فَدَفَعَهُ اِلَى اَبِىْ طَلْحَةَ.

১৯৮১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন 'জামরাতুল আকাবায়' কংকর নিক্ষেপ শেষ করে মিনায় তাঁর অবস্থান স্থলে ফিরে এলেন, তারপর কুরবানীর পশু হাজির করতে বললেন এবং যবেহ করলেন। পরে নাপিত ডাকালেন, সে প্রথমে তাঁর মাথার ডান দিক থেকে চুল মুড়ালো, তিনি উপস্থিত লোকদেরকে দুই একগাছি করে চুলগুলো বিতরণ করলেন। পরে সে মাথার বাম দিকের চুল মুড়ালো। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে আবু তালহা উপস্থিত আছে কিনা? অবশিষ্ট চুলগুলো তিনি আবু তালহা (রা)-কে প্রদান করলেন।

টীকা ঃ দশম তারিখে মিনায় হাজ্জীদের কাজের ধারাবাহিক নিয়ম হচ্ছে এই ঃ প্রথমে কংকর নিক্ষেপ করবে, এরপর কুরবানী করবে এবং সবশেষে চুল মুড়াবে (অনু.)।

١٩٨٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ اَبُوْ نُعَيْمٍ الْحَلَبِىُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ بِاِسْنَادِهٖ بِهٰذَا قَالَ فِيْهِ قَالَ لِلْحَالِقِ اِبْدَأْ بِالشِّقِّ الْاَيْمَنِ فَاَحْلِقْهُ.

১৯৮২। হিশাম ইবনে হাসসান (র) থেকে উপরোক্ত সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। তাতে আরো আছে, তিনি (সা) ক্ষৌরকারকে বললেন ঃ ডানপাশ থেকে শুরু করো এবং তা ক্ষৌর করো।

١٩٨٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْأَلُ يَوْمَ مِنًى فَيَقُوْلُ لاَ حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّىْ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ قَالَ اِنِّىْ اَمْسَيْتُ وَلَمْ اَرْمِ قَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ.

১৯৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মিনাতে অবস্থানকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলো। আর তিনি বলতে থাকেন ঃ 'কোনো দোষ নেই।' এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, আমি কুরবানী করার আগেই মাথার চুল মুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ এখন কুরবানী করো, কোনো দোষ নেই। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, সন্ধ্যা হয়ে গেছে অথচ আমি এখনো কংকর নিক্ষেপ করিনি। তিনি বললেন ঃ যাও, কংকর নিক্ষেপ করো, এতে কোনো দোষ নেই।

١٩٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِىُّ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ بَلَغَنِىْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَتْ اَخْبَرَتْنِىْ اُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ اِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ.

১৯৮৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নারীদের মাথার চুল মুড়াতে হবে না, তারা চুল ছেঁটে ফেলবে।

١٩٨٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ يَعْقُوْبَ الْبَغْدَادِىُّ ثِقَةٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ

قَالَتْ اَخْبَرَتْنِى اُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ اَبِى سُفْيَانَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ اِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ.

১৯৮৫। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহিলাদের জন্য মাথা কামানো নয়, তাদেরকে চুল ছাঁটতে হবে।

بَابُ الْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ উমরাহ

١٩٨٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ يَّحُجَّ.

১৯৮৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ আদায় করার আগে উমরাহ আদায় করেছেন।

١٩٨٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِى زَائِدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَعْمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِىْ ذِى الْحِجَّةِ اِلاَّ لِيَقْطَعَ بِذٰلِكَ اَمْرَ اَهْلِ الشِّرْكِ فَاِنَّ هٰذَا الْحَىَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهُمْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اِذَا عَفَا الْوَبَرْ وَبَرَأَ الدَّبَرْ وَدَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ فَكَانُوْا يُحَرِّمُوْنَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُوالْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ.

১৯৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! মুশরিকদের কাজ সমূলে উৎখাত করার উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রা)-কে যিলহজ্জ মাসে উমরাহ করিয়েছেন। কেননা কুরাইশদের এ গোত্রটি এবং যারা তাদের অনুসারী ছিলো তারা বলতো, 'উটের পিঠের ঘা শুকিয়ে পশম গজালে এবং সফর মাস এলে উমরাহ করতে ইচ্ছুকদের উমরাহ করা হালাল হয়ে যায়'। বস্তুত তারা (মুশরিকরা) যিলহজ্জ এবং মুহাররম মাস অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উমরাহ করা হারাম মনে করতো।

١٩٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنِىْ رَسُوْلُ مَرْوَانَ الَّذِىْ اَرْسَلَ اِلٰى اُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ كَانَ اَبُوْ مَعْقِلٍ حَاجًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَتْ اُمُّ مَعْقِلٍ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ عَلَىَّ حَجَّةً فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتّٰى دَخَلاَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَلَىَّ حَجَّةً وَاِنَّ لِاَبِىْ مَعْقِلٍ بَكْرًا قَالَ اَبُوْ مَعْقِلٍ صَدَقَتْ جَعَلْتُهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَعْطَاهَا الْبَكْرَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْرَاَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْتُ فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ عَنِّىْ مِنْ حَجَّتِىْ قَالَ عُمْرَةٌ فِىْ رَمَضَانَ تُجْزِئُ حَجَّةً.

১৯৮৮। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ানের যে দূতকে উম্মু মা'কিলের নিকট পাঠানো হয়েছিলো, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন যে, উম্মু মা'কিল (রা) বলেছেন, আবু মা'কিল (তার স্বামী) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জে যাবার ইরাদা করেছিলেন। তিনি ঘরে এলে উম্মু মা'কিল (রা) বললেন, আমি জেনেছি, আমার উপরও হজ্জ ফরয হয়েছে। সুতরাং তারা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ে পদব্রজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তিনি (উম্মু মা'কিল) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে। আর আমার (স্বামী) আবু মা'কিলের কাছে বাহন উপযোগী একটি উষ্ট্রী আছে। আবু মা'কিল (রা) বললেন, সে সত্যই বলেছে, তবে আমি যে তা আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) সদাকা করে রেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি (হে আবু মা'কিল) ওটা একে দাও, সে হজ্জ করে আসুক। কেননা এটাও আল্লাহর রাস্তা। নির্দেশ পেয়ে উষ্ট্রীটি তিনি তাকে দিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এজন বৃদ্ধা নারী আবার রোগগ্রস্তও। সুতরাং এমন কোনো কাজ আছে কিনা যা করলে আমার হজ্জের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন ঃ রমযান মাসের উমরাহ তোমার হজ্জের জন্য যথেষ্ট হবে।

١٩٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِىُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عِيْسَى بْنِ مَعْقِلِ بْنِ اُمِّ مَعْقِلٍ الْاَسَدِىِّ اَسَدِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنِىْ يُوْسُفُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ مَعْقِلٍ

قَالَتْ لَمَّا حَجَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ اَبُوْ مَعْقِلٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ اَبُوْ مَعْقِلٍ وَخَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ فَقَالَ يَا اُمَّ مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكِ اَنْ تَخْرُجِىْ مَعَنَا قَالَتْ لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ اَبُوْ مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِىْ نَحُجُّ عَلَيْهِ فَاَوْصَى بِهِ اَبُوْ مَعْقِلٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَهَلاَّ خَرَجْتِ عَلَيْهِ فَاِنَّ الْحَجَّ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَمَّا اِذْ فَاتَتْكِ هٰذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَاعْتَمِرِىْ فِىْ رَمَضَانَ فَاِنَّهَا كَحَجَّةٍ فَكَانَتْ تَقُوْلُ الْحَجُّ حَجَّةٌ وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ وَقَدْ قَالَ هٰذَا لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَدْرِىْ اَلِىَ خَاصَّةً.

১৯৮৯। উম্মু মা'কিল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন (আমিও তাঁর সাথে হজ্জে গমনের ইচ্ছা করলাম)। কিন্তু আমাদের একটি মাত্র উট ছিলো, তাও আবু মা'কিল (রা) আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) দান করে রেখেছেন। এদিকে আমরা সবাই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লাম এবং আবু মা'কিলও মৃত্যুবরণ করলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজ্জে) চলে গেলেন। তিনি হজ্জ সমাপন করার পর আমি তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন ঃ হে উম্মু মা'কিল! আমাদের সাথে যেতে তোমার কিসের বাধা ছিলো? তিনি বললেন, অবশ্যই আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু আবু মা'কিল ইন্তেকাল করলেন, আর আমাদের যে উটটি ছিলো আবু মা'কিল সেটাকেও আল্লাহর রাস্তায় দেয়ার ওসিয়াত করে রেখেছেন, যেটার দ্বারা আমি হজ্জ করার ইচ্ছা করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তা নিয়ে রওয়ানা হলে না কেন? কেননা 'হজ্জ করাও তো আল্লাহর রাস্তা'! আচ্ছা! আমাদের সাথে যখন তুমি এ হজ্জ করতে সুযোগ পেলে না তখন রমযান মাসে উমরাহ আদায় করে নাও। কেননা এ সময়ের উমরাহ হজ্জের মতই। এরপর থেকে তিনি (উম্মু মা'কিল) প্রায়ই বলতেন, হজ্জ হজ্জই এবং উমরাহ উমরাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল আমার জন্যই একথা বলেছেন না সকলের জন্য তা আমি জানি না।

١٩٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَامِرٍ الْاَحْوَلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ لِزَوْجِهَا اَحِجَّنِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى جَمَلِكَ فَقَالَ مَا عِنْدِىْ مَا اَحِجُّكِ عَلَيْهِ قَالَتْ اَحْجِجْنِىْ عَلٰى جَمَلِكَ فُلَانٍ قَالَ ذَاكَ حَبِيْسٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وجَلَّ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اِمْرَاَتِىْ تَقْرَاُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللّٰهِ وَاِنَّهَا سَاَلَتْنِى الْحَجَّ مَعَكَ قَالَتْ اَحِجَّنِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا عِنْدِىْ مَا اُحِجُّكِ عَلَيْهِ. قَالَتْ اَحِجَّنِىْ عَلٰى جَمَلِكَ فُلَانٍ فَقُلْتُ ذَاكَ حَبِيْسٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ اَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمَا وَاِنَّهَا اَمَرَتْنِىْ اَنْ اَسْاَلَكَ مَا يَعْدِلُ حِجَّةً مَعَكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرِئْهَا السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللّٰهَ وَبَرَكَاتِهِ وَاَخْبِرْهَا اَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِىْ يَعْنِىْ عُمْرَةً فِىْ رَمَضَانَ.

১৯৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিদায়) হজ্জের ইরাদা করলেন। মহিলা (উম্মু মা'কিল) তার স্বামীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমার হজ্জে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। তিনি (স্বামী) বললেন, তোমাকে হজ্জে পাঠাবার মতো কোনো (বাহনের) ব্যবস্থা আমার কাছে নেই। তিনি (উম্মু মা'কিল) বললেন, অমুক উটটি দ্বারাই আমাকে হজ্জে যাবার ব্যবস্থা তো করে দিতে পারেন। তিনি বললেন, সেটি মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর রাস্তায় আবদ্ধ। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আমার স্ত্রী আপনাকে সালাম বলেছে এবং আপনার উপর আল্লাহর রহমত কামনা করেছে। সে আপনার সাথে হজ্জে যাবার জন্য আমার নিকট অনুমতি চেয়ে বলেছে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। আমি বলেছি, তোমাকে হজ্জে পাঠাবার ব্যবস্থা আমার কাছে নেই। তিনি বললেন, অমুক উট দ্বারা আমাকে হজ্জে যাবার সুযোগ তো করে দিতে পারেন। আমি বললাম, সেটি তো মহান শক্তিমান আল্লাহর রাস্তায় আবদ্ধ। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি তাকে সেটির দ্বারা হজ্জে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে তাহলে সেটাও আল্লাহর রাস্তায় হতো। সে আমাকে আদেশ করে পাঠিয়েছে, আমি যেন আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আপনার সাথে হজ্জ করার সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে এমন কোনো কাজ আছে কিনা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে আমার সালাম বলো, আল্লাহর রহমত ও কল্যাণ তার উপর বর্ষিত হোক। তাকে এ সংবাদও জানিয়ে দাও, রমযান মাসে উমরাহ করা আমার সাথে হজ্জ করার সমপরিমাণ সওয়াব।

١٩٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ عُمْرَةً فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً فِيْ شَوَّالٍ.

১৯৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার উমরাহ করেছেন। একটি যিলকাদ মাসে এবং অপরটি শাওয়াল মাসে।

١٩٩٢- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ كَمِ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اعْتَمَرَ ثَلاَثًا سِوَى الَّتِيْ قَرَنَهَا بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ.

১৯৯২। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার উমরাহ করেছেন, ইবনে উমার (রা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, দু'বার। আয়েশা (রা) বললেন, ইবনে উমার (রা) নিশ্চিত অবগত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সাথে যে উমরাহ করেছেন সেটা ছাড়াও তিনবার উমরাহ করেছেন।

١٩٩٣- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالثَّانِيَةَ حِيْنَ تَوَاطَؤُا عَلٰى عُمْرَةٍ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِيْ قَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ.

১৯৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরাহ করেছেন। প্রথমবার হুদায়বিয়ার সময় (যখন মুশরিকেরা তাঁকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিয়েছিল), দ্বিতীয় উমরাহ এর পরবর্তী বছর, যেটির উপর তাদের (মুশরিকদের) সাথে তাঁর সন্ধি হয়েছিলো। তৃতীয় উমরাহ (হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের স্থান) আল-জিইররানা থেকে, আর চতুর্থ উমরাহ তাঁর হজ্জের সাথে ছিলো।

টীকা ঃ হজ্জের সাথে আদায়কৃত উমরাহসহ যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উমরার সংখ্যা চারটি বলেন, তারা হুদায়বিয়ার সময়ের উমরাকে গণনা করেন। আর যারা উমরার সংখ্যা তিনটি বলেন তাদের বক্তব্য হচ্ছে, হুদায়বিয়ার সময় তো তিনি মক্কায় প্রবেশও করতে পারেননি (অনু.)।

١٩٩٤- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ اِلاَّ الَّتِيْ مَعَ حَجَّتِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَتْقَنْتُ مِنْ هٰهُنَا مِنْ هُدْبَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ اَبِي الْوَلِيْدِ وَلَمْ اَضْبِطْهُ عُمْرَةً زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ اَوْ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعِرَّانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

১৯৯৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বমোট চারবার উমরাহ করেছেন। বিদায় হজ্জের সাথের উমরাহ ব্যতীত অবশিষ্ট সবক'টি উমরাহ তিনি যিলকাদ মাসেই আদায় করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসের শেষের অংশটুকু আমি হুদ্‌বাহ ইবনে খালিদ এবং আবুল ওয়ালীদ– এ দু'জন থেকেই শুনেছি বটে, তবে উস্তাদ হুদবার বর্ণিত কথাটি আমার পূর্ণ ইয়াকীনের সাথে স্মরণ আছে। কিন্তু আমি আবুল ওয়ালীদের বর্ণনাটি স্মরণে রাখতে সক্ষম হইনি। (উমরাহগুলো কখন কখন আদায় করেছেন তার বিবরণ হচ্ছে,) একটি হুদায়বিয়ার সময় অথবা বলেছেন হুদায়বিয়া থেকে যিলকাদায়। আর একটি আল-জিইররানা থেকে যেখানে হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ মাল বিতরণ করেছেন, তাও যিলকাদ মাসে। আর একটি তাঁর বিদায় হজ্জের সাথে।

টীকা ঃ অবশ্য হুদায়বিয়ার পরবর্তী বছর যিলকাদ মাসে মহানবী (সা) আরো একবার উমরাহ করেছেন যা 'উমারাতুল কাযা' নামে প্রসিদ্ধ। তবে এখানে বর্ণনা থেকে সেটা বাদ পড়েছে (অনু.)।

بَابُ الْمَهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيْضُ فَيُدْرِكُهَا الْحَجُّ فَتَنْقُضُ عُمْرَتَهَا وَتَهِلُّ بِالْحَجِّ هَلْ تَقْضِيْ عُمْرَتَهَا

অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ কোন মহিলা উমরাহ করার জন্য ইহ্‌রামের পোশাক পরার পর ঋতুগ্রস্ত হলো এবং এমতাবস্থায় হজ্জের সময় উপস্থিত হলে উমরার ইহ্‌রাম পরিহার করে হজ্জের ইহরাম বাঁধলে সে তার উমরার কাযা করবে কিনা

١٩٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَرْدِفْ اُخْتَكَ عَائِشَةَ فَاَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ فَاِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنَ الْاَكَمَةِ فَلْتُحْرِمْ فَاِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ.

১৯৯৫। হাফসা বিনতে আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমানকে বলেন ঃ হে আবদুর রহমান! তোমার বোন আয়েশাকে তোমার সওয়ারীর উপর পেছনে বসিয়ে নিয়ে যাও এবং আত-তানঈম নামক জায়গা থেকে তাকে উমরার ইহরাম বাঁধিয়ে আনো। যখন তুমি তাকে নিয়ে তথাকার উঁচু টিলা থেকে নীচে সমতলে অবতরণ করবে তখনই সে ইহরাম বাঁধবে, কেননা তা উমরাহ কবুল হওয়ার স্থান।

١٩٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُزَاحِمِ بْنِ اَبِىْ مُزَاحِمٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ مُزَاحِمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُسَيْدٍ عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِىِّ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِعِرَّانَةَ فَجَاءَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَحْرَمَ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بَطْنَ سَرِفَ حَتّٰى لَقِىَ طَرِيْقَ الْمَدِيْنَةِ فَاَصْبَحَ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ.

১৯৯৫। মুহাররিশ আল-কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-জিইররানায় পৌঁছে মসজিদে আগমন করেন। আল্লাহ যতটুকু চাইলেন তিনি সেখানে নামায পড়লেন, তারপর ইহরাম বাঁধেন। অতঃপর সওয়ারীর উপর আরোহণ করে 'সারিফ' ভূমিতে এসে মদীনাগামী রাস্তায় উপনীত হন এবং রাত যাপনকারীর মতই মক্কায় ভোর করেন।

بَابُ الْمَقَامِ فِى الْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ উমরাহ সমাপন করে তথায় অবস্থান করা

١٩٩٧- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ اَبَانَ بْنِ صَالِحٍ وَعَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَامَ فِىْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ثَلَاثًا.

১৯৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা উমরাহ সমাপন করে মক্কায় তিন দিন অবস্থান করেছেন।

بَابُ الْاِفَاضَةِ فِى الْحَجِّ

অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ হজ্জে তাওয়াফে ইফাদা (যিয়ারত)

١٩٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى يَعْنِى رَاجِعًا.

১৯৯৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন (দশম যিলহজ্জ) মক্কায় এসে তাওয়াফে যিয়ারত সমাপ্ত করে পুনরায় মিনায় প্রত্যাবর্তন করে সেখানে যুহরের নামায পড়েছেন।

١٩٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ اُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ يُحَدِّثَانِهِ جَمِيْعًا ذَاكَ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ لَيْلَتِى الَّتِىْ يَصِيْرُ اِلَىَّ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَاءَ يَوْمِ النَّحْرِ فَصَارَ اِلَىَّ فَدَخَلَ عَلَىَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ اٰلِ اَبِىْ اُمَيَّةَ مُتَقَمِّصَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَهْبٍ هَلْ اَفَضْتَ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزَعْ عَنْكَ الْقَمِيْصَ. قَالَ فَنَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَنَزَعَ صَاحِبُهُ قَمِيْصَهُ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ وَلِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ اِذَا اَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ اَنْ تَحِلُّوْا يَعْنِىْ مِنْ كُلِّ مَا حُرِّمْتُمْ مِنْهُ اِلاَّ النِّسَاءَ فَاِذَا اَمْسَيْتُمْ قَبْلَ اَنْ تَطُوْفُوْا هٰذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ اَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطُوْفُوْا بِهِ.

১৯৯৮। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের কাছে রাত যাপনের যে দিনপঞ্জী নির্ধারণ করে রেখেছেন, সেমতে (দশম যিলহজ্জ) কুরবানীর দিন সন্ধ্যায় তিনি আমার নিকট ছিলেন। এ সময় ওয়াহব ইবনে যামআ' এবং তার সাথে আবু উমায়্যা পরিবারের এক ব্যক্তি জামা পরিহিত অবস্থায় আমার নিকট প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াহবকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবু আবদুল্লাহ! তুমি কি তাওয়াফে যিয়ারত সম্পন্ন করেছো? সে বললো, না, আল্লাহর শপথ হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তোমার জামা খুলে ফেলো। উম্মু সালামা (রা) বলেন, তিনি মাথার দিক থেকে তা খুলে ফেললেন এবং তার সাথীও মাথার দিক থেকে তার জামাটি খুলে ফেললো। অতঃপর তিনি (ওয়াহব) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (জামা খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন)? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আজকের দিনে তোমাদের জন্য বিধি-বিধান শিথিল করা হয়েছে– যখন তোমরা জামরায় কংকর নিক্ষেপ করে, কুরবানী করে চুল মুড়িয়ে নেবে, তখন একমাত্র স্ত্রীসহবাস ব্যতীত এতোদিন ইহরামের দরুন যা কিছু তোমাদের জন্য হারাম ছিল তা হালাল হয়ে গেছে। কিন্তু যদি আজকের দিনে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ-এর পূর্বে রাত এসে যায় তাহলে তাওয়াফ করা পর্যন্ত তোমরা অনুরূপভাবে ইহরাম অবস্থায় থেকে যাবে, জামরায় কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে যেভাবে ছিলে।

٢٠٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ.

২০০০। আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দশম যিলহজ্জ) কুরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারতকে রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেছেন।

٢٠٠١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِى السَّبْعِ الَّذِىْ أَفَاضَ فِيْهِ.

২০০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে যিয়ারতের সাত চক্করের একটিতেও রমল করেননি (দ্রুত গতিতে চলেননি)।

টীকা ঃ ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, এর পূর্বের তাওয়াফগুলোতে রমল করা হয়েছিল বিধায় এখানে রমল করার আদৌ প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, নবী (সা) এ সময় উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় তাওয়াফ করেছেন। আর পায়ে হাঁটা অবস্থা ব্যতীত রমল করা সম্ভব নয় (অনু.)।

بَابُ الْوَدَاعِ

অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ তাওয়াফে বিদা' (বিদায়ী তাওয়াফ)

٢٠٠٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ فِيْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْفِرَنَّ اَحَدٌ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

২০০২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাওয়াফে যিয়ারত সমাপন করে লোকেরা মক্কার চতুর্দিক দিয়ে (বিদায়ী তাওয়াফ না করেই) চলে যাচ্ছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন ঃ সর্বশেষ কাজ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ (তাওয়াফে বিদা') না করে তোমাদের কেউ যেন চলে না যায়।

بَابُ الْحَائِضِ تَخْرُجُ بَعْدَ الْاِفَاضَةِ

অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের পর ঋতুবতী নারীর মক্কা থেকে প্রস্থান

٢٠٠٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَقِيْلَ اِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ اَفَاضَتْ فَقَالَ فَلاَ اِذًا.

২০০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর স্ত্রী) হুয়াই-র কন্যা সাফিয়্যা (রা)-র কথা উল্লেখ করলে বলা হলো, সে এখন ঋতুবতী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সম্ভবত সে আমাদের যাত্রা বিলম্বিত করবে। লোকজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তো তাওয়াফে যিয়ারত করেছেন। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে অসুবিধা নাই।

টীকা ঃ দশ যিলহজ্জ জামরায় পাথর নিক্ষেপ। অতঃপর কুরবানী করার পর মক্কায় এসে যে তাওয়াফ করা হয় তাকে তাওয়াফে ইফাদা/সুদূর/যিয়ারাত বলা হয়। এটিও হজ্জের একটি রুকন (সম্পা.)।

٢٠٠٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ

النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيْضُ قَالَ لِيَكُنْ اٰخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ كَذٰلِكَ اَفْتَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِىْ عَنْ شَىْءٍ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَيْمَا اُخَالِفَ.

২০০৪। আল-হারিস ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আওস (রা) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট এসে এক নারীর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম যে কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার পর ঋতুবতী হয়েছে। উমার (রা) বললেন, তার সর্বশেষ কাজ যেন হয় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ। অধস্তন রাবী বলেন, তখন আল-হারিস (রা) উমার (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই আমাকে ফতোয়া দিয়েছেন। উমার (রা) বললেন, তোমার কৃত আচরণে আমি দুঃখিত হলাম। তুমি আমাকে না জানার ভান করে এমন একটি কথা জিজ্ঞেস করেছো যা তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বেই জিজ্ঞেস করে ওয়াকিফহাল হয়েছো, যাতে আমি তাঁর বিরোধী মত ব্যক্ত করি।

بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ বিদায়ী তাওয়াফ

٢٠٠٥- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَفْلَحَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيْمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِىْ وَانْتَظَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَبْطَحِ حَتّٰى فَرَغْتُ وَاَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيْلِ قَالَتْ وَاَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ خَرَجَ.

২০০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আত-তানঈম থেকে উমরার ইহরাম বেঁধে (মক্কায়) প্রবেশ করে উমরা করলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আল-আবৃতাহ' নামক স্থানে আমার উমরার কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমার অপেক্ষায় থাকলেন। তারপর তিনি লোকদেরকে রওয়ানা হবার নির্দেশ দিলেন। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ (বিদায়ী তাওয়াফ) করে (মদীনার পথে) রওয়ানা হলেন।

٢٠٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِىْ الْحَنَفِىَّ حَدَّثَنَا

اَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَهُ تَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّفْرِ الْاٰخِرِ فَنَزَلَ الْمُحَصَّبَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ قِصَّةَ بَعْثِهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَتْ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرٍ فَاَذَّنَ فِي اَصْحَابِهِ بِالرَّحِيْلِ فَارْتَحَلَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِهِ حِيْنَ خَرَجَ ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْمَدِيْنَةِ.

২০০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সর্বশেষ কাফেলায় (১৩ যিলহজ্জ) মক্কা থেকে মদীনার পথে রওয়ানা হলাম। তিনি মুহাস্সাব উপত্যকায় অবতরণ করলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে বাশ্শার এই হাদীসে তাকে আত-তানঈমে পাঠানোর ঘটনা উল্লেখ করেননি। আয়েশা (রা) বলেন, আমি (আমার উমরা সমাপ্ত করে) রাতের শেষ প্রহরে তাঁর কাছে আসলে তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে রওয়ানা হবার ঘোষণা দিলেন এবং তিনি নিজেও রওয়ানা হলেন। আর তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে যাত্রা করার সময় বায়তুল্লায় গমন করে তাওয়াফুল বিদা' (বিদায়ী তাওয়াফ) করলেন, অতঃপর মদীনার দিকে যাত্রা করলেন।

٢٠٠٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ يَزِيْدَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ طَارِقٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اُمِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا جَازَ مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلٰى نَسِيَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا.

২০০৭। আবদুর রহমান ইবনে তারিক (র) তার মাতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'দারে ই'য়ালা'-র নিকটস্থ স্থান দিয়ে অতিক্রম করার সময় বায়তুল্লাহ সামনে রেখে দু'আ করেছেন। 'উবায়দুল্লাহ জায়গাটির নাম ভুলে গেছেন।

بَابُ التَّحْصِيْبِ

অনুচ্ছেদ-৮৭ ঃ মুহাস্সাব উপত্যকায় অবতরণ করা

٢٠٠٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَصَّبَ لِيَكُوْنَ اَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ.

২০০৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাস্‌সাবে অবতরণ করেছেন, যেন (মদীনায়) রওয়ানা করা সহজতর হয়। তবে তথায় অবতরণ বা গমন করা সুন্নাত নয়।

٢٠٠٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْزِلَهُ وَلَكِنْ ضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَنَزَلَهُ. قَالَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُثْمَانُ يَعْنِي فِي الأَبْطَحِ.

২০০৯। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু রাফে' (রা) বলেছেন, মুহাস্‌সাব উপত্যকায় অবতরণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ দেননি। তবে আমি সেখানে তাঁর তাঁবু খাটিয়েছি। তাই তিনি সেখানে অবতরণ করেছেন। মুসাদ্দাদ বলেন, আবু রাফে' (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

٢٠١٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ قَالَ هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ وَلاَ يُؤْوُهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي.

২০১০। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আগামী কাল সকালে আপনি কোথায় গিয়ে অবতরণ করবেন? তিনি বললেন ঃ 'আকীল (ইবনে আবু তালিব) কি আমাদের জন্য কোনো বাড়ী অবশিষ্ট রেখেছে? তারপর বললেন ঃ আগামী কাল আমরা খায়ফে বনী কিনানায় (অর্থাৎ মুহাস্‌সাবে) অবতরণ করবো, যেখানে কাফির কুরাইশরা কুফরীর শপথ নিয়েছিলো। ঘটনাটি হলো, বনী কিনানার লোকেরা কুরাইশদের সাথে এই মর্মে শপথ

করেছিলো যে, বনী হাশিমের সাথে তারা বিবাহ-শাদী করবে না, তাদেরকে কোনো প্রকার আশ্রয়ও দিবে না এবং তাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয়ও করবে না। ইমাম যুহরী (র) বলেন, 'খায়ফ' শব্দের অর্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

٢٠١١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو يَعْنِى الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ اَرَادَ اَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنًى نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ اَوَّلَهُ وَلاَ ذَكَرَ الْخَيْفَ الْوَادِىْ.

২০১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনা থেকে রওয়ানা করার ইচ্ছা করলেন, তখন বললেন ঃ আমরা আগামী কাল সকালে অবতরণ করবো। এরপর রাবী পূর্বের হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি হাদীসের প্রথমাংশ বর্ণনা করেননি এবং 'খায়ফ' অর্থ 'বিস্তীর্ণ প্রান্তর' এ কথাটিও উল্লেখ করেননি।

٢٠١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسٰى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَهْجَعُ هَجْعَةً بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَزْعَمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

২০১২। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) 'বাত্হায়' (মুহাস্সাবে) হাল্কা ধরনের নিদ্রা যেতেন এবং পরে মক্কায় প্রবেশ করতেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করতেন।

٢٠١٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

২০১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতহায় যুহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায আদায় করে সামান্য একটু ঘুমান, তারপর মক্কায় প্রবেশ করেন। নাফে' বলেন, ইবনে উমার (রা)-ও তাই করতেন।

بَابُ فِيْ مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فِيْ حَجِّهِ

অনুচ্ছেদ-৮৮ ঃ কেউ তার হজ্জের কোনো কাজকে আগে-পিছে করলে

٢٠١٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى ابْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى يَسْأَلُوْنَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ وَجَاءَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ اَوْ اُخِّرَ اِلاَّ قَالَ اصْنَعْ وَلاَ حَرَجَ.

২০১৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় এক স্থানে অবস্থান করলেন। লোকেরা তাঁকে (বিভিন্ন বিষয়ে) প্রশ্ন করতে থাকলো। এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি জানতাম না, তাই কুরবানী করার আগেই মাথা মুড়িয়ে নিয়েছি। তিনি বললেন ঃ এখন যবেহ করে নাও, কোনো অসুবিধা নেই। অপর এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি জানতাম না, তাই কংকর মারার আগেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ যাও, এখন কংকর মারার কাজ সেরে নাও, কোনো অসুবিধা নেই। বর্ণনাকারী বলেন, এ দিন আগে-পিছে করে ফেলা যে কাজ সম্পর্কেই তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ 'এখন করে নাও, কোন অসুবিধা নেই।'

٢٠١٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُوْنَهُ فَمَنْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَعَيْتُ قَبْلَ اَنْ اَطُوْفَ اَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا اَوْ اَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُوْلُ لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ اِلاَّ عَلٰى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذٰلِكَ الَّذِيْ حَرِجَ وَهَلَكَ.

২০১৫। উসামা ইবনে শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জে গমন করলাম। লোকেরা এসে তাঁকে জিজ্ঞেস

করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ করার আগেই (সাফা ও মারওয়ার) সা'ঈ করে ফেলেছি অথবা কেউ এসে বললো, আমি পরের কাজ আগে এবং আগের কাজ পরে করে ফেলেছি। জবাবে তিনি বলতে থাকলেন ঃ যাও কোনো ক্ষতি নেই, কোনো ক্ষতি নেই। তবে যদি কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানের ইজ্জত আবরু নষ্ট করে, তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ সে পাপে লিপ্ত হয়েছে ও ধ্বংস হয়েছে।

بَابٌ فِىْ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ-৮৯ ঃ মক্কা মুআজ্জমা সংক্রান্ত

٢٠١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِى كَثِيْرُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِىْ وَدَاعَةَ عَنْ بَعْضِ اَهْلِهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِمَّا يَلِىْ بَابَ بَنِىْ سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ. قَالَ سُفْيَانُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ وَقَالَ سُفْيَانُ كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا عَنْهُ قَالَ اَخْبَرَنَا كَثِيْرٌ عَنْ اَبِيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ اَبِىْ سَمِعْتُهُ وَلٰكِنْ مِنْ بَعْضِ اَهْلِىْ عَنْ جَدِّىْ.

২০১৬। কাসীর ইবনে কাসীর ইবনুল মুত্তালিব ইবনে আবু ওয়াদা'আহ (র) থেকে তার পরিবারের যে কোনো এক ব্যক্তির সূত্রে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনী সাহমের ফটক সংলগ্ন স্থানে নামায পড়তে দেখেছেন। আর লোকেরা তাঁর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করেছে। অথচ তাদের মাঝখানে কোনো সুতরা (আড়াল) ছিলো না। সুফিয়ান বলেছেন, তাঁর এবং কা'বার মাঝখানে কোনো আড়াল ছিলো না। সুফিয়ান বলেন, ইবনে জুরাইজ আমাদেরকে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কাসীর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনিনি, বরং আমার পরিবারের কারো নিকট থেকে শুনেছি, তিনি আমার দাদা থেকে শুনেছেন।

بَابُ تَحْرِيْمِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ-৯০ ঃ মক্কার হেরেম (সম্মান ও মর্যাদা)

٢٠١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ

هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مَكَّةَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا اِلاَّ لِمُنْشِدٍ فَقَامَ عَبَّاسٌ اَوْ قَالَ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ فِيْهِ ابْنُ الْمُصَفّٰى عَنِ الْوَلِيْدِ فَقَامَ اَبُوْ شَاهٍ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُكْتُبُوْا لِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُكْتُبُوْا لِاَبِيْ شَاهٍ قُلْتُ لِلْاَوْزَعِيِّ مَا قَوْلُهُ اُكْتُبُوْا لِاَبِيْ شَاهٍ قَالَ هٰذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِيْ سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২০১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে মক্কার উপর বিজয় দান করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হাম্দ ও সানা (প্রশংসা) বর্ণনা করলেন, এরপর বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মক্কা ভূমি থেকে হস্তী বাহিনীকে প্রতিরোধ করেছেন এবং তিনি তাঁর রাসূল ও মুমিন বান্দাদেরকে তার উপর আধিপত্য দান করেছেন। আমার জন্য দিনের কিছু সময় (রক্তপাত) বৈধ করা হয়েছিল। এরপর তা আবার কিয়ামত পর্যন্ত হারাম হয়ে গেছে। অতএব এখানকার গাছপালা কাটা যাবে না। এখানের শিকার (প্রাণী) তাড়ানো যাবে না এবং এখানকার (রাস্তাঘাটে) পড়ে থাকা কোনো জিনিস তুলে নেয়া যাবে না। তবে হাঁ, ঘোষণাকারী ব্যক্তির জন্য তা তুলে নেয়া বৈধ হবে। তখন আব্বাস (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'ইযখির' ঘাস কাটার অনুমতি দিন, কেননা এগুলো আমরা আমাদের কবরের এবং ঘরের চালায় বিছিয়ে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা, ইয্খির ঘাস কাটার অনুমতি দেয়া গেলো। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনুল মুসাফফা' ওয়ালীদ থেকে এটুকু কথাও বর্ধিত বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় ইয়ামনবাসী আবু শাহ (রা) নামের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে লিখে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও। ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম বলেন, আমি আওযাঈকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু শাহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লিখে দিতে বলার অর্থ কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভাষণ যা তাঁর কাছ থেকে এই মাত্র শুনেছেন।

٢٠١٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَلاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا.

২০১৮। মক্কার মর্যাদা প্রসংগে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ কথাটিও বর্ণিত আছে যে, 'সেখানকার ঘাস বা তরুলতাও কাটা যাবে না।'

٢٠١٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَبْنِىْ لَكَ بِمِنًى بَيْتًا اَوْ بِنَاءً يُظِلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ لاَ اِنَّمَا هُوَ مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ اِلَيْهِ.

২০১৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার জন্য (স্থায়ীভাবে মাটি অথবা পাথর দ্বারা) মিনাতে একখানা ঘর অথবা একখানা বাসস্থান নির্মাণ করে দিবো না যা আপনাকে রোদ থেকে ছায়া দিবে? তিনি বললেন ঃ না, কেননা মিনার গোটা এলাকাটি উট বসাবার স্থান। যে আগে আসবে সে এখানে (তার পছন্দমত) স্থান নিতে পারে।

٢٠٢٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ اَخْبَرَنِىْ عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ بَاذَانَ قَالَ اَتَيْتُ يَعْلَى بْنَ اُمَيَّةَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِحْتِكَارُ الطَّعَامِ فِى الْحَرَمِ اِلْحَادٌ فِيْهِ.

২০২০। মূসা ইবনে বাযান (র) বলেন, আমি ইয়া'লা ইবনে উমায়্যা (রা)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হেরেম এলাকায় খাদ্যশস্য গুদামজাত করা সেখানে কুফরী ও ধর্মদ্রোহিতারই নামান্তর।

بَابٌ فِىْ نَبِيْذِ السِّقَايَةِ

অনুচ্ছেদ-৯১ ঃ নাবীয পান করানো সম্পর্কে

٢٠٢١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا بَالُ اَهْلِ هٰذَا الْبَيْتِ يَسْقُوْنَ النَّبِيْذَ وَبَنُوْا عَمِّهِمْ يَسْقُوْنَ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ وَالسَّوِيْقَ اَبُخْلٌ بِهِمْ اَمْ

حَاجَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا بِنَا مِنْ بُخْلٍ وَلاَ بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلٰكِنْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ فَأُتِيَ بِنَبِيْذٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَدَفَعَ فَضْلَهُ اِلٰى اُسَامَةَ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْسَنْتُمْ وَاَجْمَلْتُمْ كَذٰلِكَ فَافْعَلُوْا فَنَحْنُ هٰكَذَا لاَ نُرِيْدُ اَنْ نُغَيِّرَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২০২১। বাক্‌র ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললো, ব্যাপার কি, এ গৃহবাসীরা (আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ঘর) হাজ্জীদেরকে শুধুমাত্র 'নাবীয' পান করান কেন? অথচ তাদের চাচাতো ভাইয়ের খান্দানেরা তো দুধ, মধু ও ছাতুও পান করিয়ে থাকেন। এটা কি তাদের কৃপণতা না দরিদ্রতা? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, ওটা আমাদের কৃপণতা বা দরিদ্রতা কোনোটিই নয়। ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে এবং উসামা ইবনে যায়েদকে তাঁর পিছনে বসিয়ে আমাদের নিকট আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পানীয় পান করতে চাইলেন। তখন 'নাবীয' এনে উপস্থিত করা হলে তিনি তা থেকে পান করে অবশিষ্টটুকু উসামা ইবনে যায়েদকে দিলেন। তিনি তা পান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমরা খুব চমৎকার ও উত্তম কাজই করেছো। ভবিষ্যতেও অনুরূপ কাজ করতে থাকো। এ কারণে আমরা এরূপ (কেবল নাবীযই) পান করিয়ে যাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার প্রশংসা করেছেন তা আমরা পরিবর্তন করতে চাই না।

টীকা ঃ খোরমা, কিসমিস, মনাক্কা ইত্যাদি পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর যে মিষ্টি শরবত তৈরী হয় তাকে 'নাবীয' বলা হয় (অনু.)।

بَابُ الْاِقَامَةِ بِمَكَّةَ

অনুচ্ছেদ-৯২ ঃ মক্কায় অবস্থান

٢٠٢٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ ابْنَ يَزِيْدَ هَلْ سَمِعْتَ فِي الْاِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِلْمُهَاجِرِيْنَ اِقَامَةٌ بَعْدَ الصَّدْرِ ثَلاَثًا فِي الْكَعْبَةِ.

২০২২। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হজ্জে আগত মুহাজিরদের মক্কায় অবস্থান সম্বন্ধে কি আপনি কোনো কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, আল-আলা ইবনুল হাদরামী (রা) আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বলতে শুনেছেন ঃ ফরয তাওয়াফ আদায়ের পর মক্কায় অবস্থান তিন দিন।

بَابُ الصَّلاَةِ فِى الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৩ ঃ কা'বার অভ্যন্তরে নামায পড়া

٢٠٢٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ وَبِلاَلٌ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ فَمَكَثَ فِيْهَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِيْنَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَّسَارِهِ وَعَمُوْدَيْنِ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى.

২০২৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন তিনি নিজে, উসামা ইবনে যায়েদ, উসমান ইবনে তালহা আল-হাজাবী ও বিলাল (রা)। তিনি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং ওখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, দরজা খুলে বাইরে আসলে আমি বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে কি করেছেন? তিনি বললেন, তিনি একটি স্তম্ভ তাঁর বামে, দু'টি স্তম্ভ ডানে এবং তিনটি পেছনে রেখে নামায পড়েছেন। তখন বায়তুল্লাহ শরীফ সর্বমোট ছ'টি স্তম্ভের উপর স্থাপিত ছিলো।

٢٠٢٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ الْاَذْرَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ لَمْ يَذْكُرِ السَّوَارِيَ قَالَ ثُمَّ صَلّٰى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلاَثَةُ أَذْرُعٍ.

২০২৪। ইমাম মালেক (র) থেকেও উক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি স্তম্ভগুলোর উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এতোখানি এগিয়ে নামায পড়েছেন যে, তাঁর ও সামনের দেয়ালের মধ্যে মাত্র তিন গজের দূরত্ব ছিলো।

٢٠٢٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ الْقَعْنَبِيِّ قَالَ وَنَسِيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى.

২০২৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আল-কা'নাবীর বর্ণিত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, নবী (সা) (কা'বার ভেতরে) কয় রাক'আত নামায পড়েছেন, বিলাল (রা)-কে তা জিজ্ঞেস করতে আমি ভুলে গেছি।

٢٠٢٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ كَيْفَ صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

২০২৬। আবদুর রহমান ইবনে সাফওয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কি করেছিলেন? তিনি বললেন, তিনি দুই রাক'আত নামায পড়েছেন।

٢٠٢٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيْهِ الْآلِهَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ قَالَ فَأُخْرِجَ صُوْرَةُ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَفِي أَيْدِيْهِمَا الْأَزْلَامُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمُوْا مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيْهِ وَفِي زَوَايَاهُ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ.

২০২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (মক্কা বিজয়ের দিন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে আগমন করে কা'বা ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন।

কারণ তখন এ ঘরে ছিলো বহু সংখ্যক ইলাহ্ (পাথর, মাটি ইত্যাদির তৈরী মূর্তি)। তিনি সেগুলোকে অপসারণ করার নির্দেশ দিলে সেগুলো অপসারণ করা হলো। বর্ণনাকারী বলেন, ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর প্রতিকৃতিও অপসারণ করা হলো। আর তাদের (ইবরাহীম ও ইসমাঈলের) মূর্তির হাতে ছিলো 'আযলাম' (যাত্রার শুভাশুভ নির্ণায়ক তীর)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) ধ্বংস করুন। আল্লাহর শপথ! তারা নিশ্চিত জানতো যে, তাঁরা (ইবরাহীম ও ইসমাঈল) কখনো এ তীর ফলক নিক্ষেপ করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তার বিভিন্ন স্থানে ও কোণে তাকবীর ধ্বনি বললেন, অতঃপর বাইরে আসলেন, তবে তিনি সেখানে নামায পড়েননি।

بَابُ الصَّلَاةِ فِى الْحِجْرِ

অনুচ্ছেদ-৯৪ ঃ আল-হিজর (হাতীম)-এ নামায পড়া

٢٠٢٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُّ اَنْ اَدْخُلَ الْبَيْتَ وَاُصَلِّىْ فِيْهِ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِىْ فَأَدْخَلَنِىْ فِى الْحِجْرِ فَقَالَ صَلِّىْ فِى الْحِجْرِ اِذَا اَرَدْتِ دُخُوْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِّنَ الْبَيْتِ فَاِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوْا حِيْنَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ فَاَخْرَجُوْهُ مِنَ الْبَيْتِ.

২০২৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নামায আদায় করতে চাইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে আমাকে 'হাতীমে' প্রবেশ করিয়ে বললেন ঃ যখন তুমি বায়তুল্লাহর অন্দরে প্রবেশ করার আকাঙ্ক্ষা করেছো, তখন এ হাতীমের মধ্যেই নামায পড়ে নাও। কেননা এটাও সে ঘরের অংশ। তোমার সম্প্রদায় (কুরাইশরা) যখন বায়তুল্লাহ পুনঃনির্মাণ করছিলো, তখন তাদের অর্থের অনটন থাকায় তারা এ অংশটুকু মূল ঘর থেকে বাদ দেয়।

بَابٌ فِىْ دُخُوْلِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৫ ঃ কা'বা ঘরে প্রবেশ

٢٠٢٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَهُوَ مَسْرُوْرٌ ثُمَّ رَجَعَ اِلَىَّ وَهُوَ كَئِيْبٌ فَقَالَ اِنِّىْ دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا دَخَلْتُهَا اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ اَكُوْنَ قَدْ شَقَقْتُ عَلٰى اُمَّتِىْ.

২০২৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট থেকে প্রফুল্ল অবস্থায় বাইরে গেলেন, কিন্তু বিষণ্ণ মনে ফিরে আসলেন। তিনি বললেন ঃ আমি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছিলাম। আমি পূর্বেই যদি ওয়াকিফহাল হতাম যা পরে অবহিত হয়েছি, তাহলে আমি তাতে প্রবেশ করতাম না। আমার আশংকা হচ্ছে যে, আমি আমার উম্মাতকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিলাম।

٢٠٣٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمُسَدَّدٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ الْحَجَبِىِّ حَدَّثَنِىْ خَالِىْ عَنْ اُمِّىْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ الْاَسْلَمِيَّةَ تَقُوْلُ قُلْتُ لِعُثْمَانَ مَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ دَعَاكَ قَالَ اِنِّىْ نَسِيْتُ اَنْ اٰمُرَكَ اَنْ تُخَمِّرَ الْقَرْنَيْنِ فَاِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ فِى الْبَيْتِ شَىْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّىْ. قَالَ ابْنُ السَّرْحِ خَالِىْ مُسَافِعُ بْنُ شَيْبَةَ.

২০৩০। মানসূর আল-হাজাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামা আমার আম্মা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আমার আম্মা) বলেছেন, আমি আসলাম গোত্রীয়া এক মহিলাকে বলতে শুনেছি, আমি উসমান ইবনে তালহা আল-হাজাবী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে ডেকে নিয়ে কি বলেছিলেন? তিনি (উসমান) বললেন, তিনি বলেছেন ঃ (হযরত ইসমাঈলের বদলে যে মেষ যবেহ করা হয়েছিলো সেটার) শিং দুইটি (যা বায়তুল্লাহর দেয়ালে টাঙ্গানো ছিল) ঢেকে দেয়ার জন্য তোমাকে নির্দেশ দিতে আমার স্মরণ ছিলো না। কারণ নামাযীদের অন্যমনস্ক করে দেয় এমন কোন জিনিস বায়তুল্লায় থাকা সমীচীন নয়। ইবনুস সারহ তার মামার নাম মুসাফি' ইবনে শাইবা বলেছেন।

بَابُ فِىْ مَالِ الْكَعْبَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৬ ঃ কা'বা ঘরের সম্পদ সম্পর্কে

٢٠٣١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ

الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ وَاصِلِ الْاَحْدَبِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ شَيْبَةَ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ قَالَ قَعَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِيْ مَقْعَدِكَ الَّذِيْ اَنْتَ فِيْهِ فَقَالَ لاَ اَخْرُجُ حَتّٰى اَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ قَالَ قُلْتُ مَا اَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ بَلٰى لَاَفْعَلَنَّ قَالَ قُلْتُ مَا اَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ لِمَ قُلْتُ لِاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَاٰى مَكَانَهُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا اَحْوَجُ مِنْكَ اِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ فَقَامَ فَخَرَجَ.

২০৩১। শাইবা ইবনে উসমান (আল-হাজাবী রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আপনি যে স্থানে বসা আছেন, একদা উমার ইবনুল খাত্তাব উক্ত স্থানে বসা অবস্থায় বললেন, কা'বার অভ্যন্তরে রক্ষিত ধন-সম্পদ বিতরণ না করা পর্যন্ত আমি এখান থেকে বের হবো না। তিনি (শাইবা) বলেন, আমি বললাম, আপনি তা করতে পারেন না। তিনি (উমার) বলেন, হাঁ, নিশ্চয় আমি তা করবো। শাইবা বলেন, আমি পুনরায় বললাম, আপনি কখনো তা করতে পারেন না। উমার (রা) বললেন, কেন? আমি বললাম, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্র (রা) এই মাল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আপনার চেয়ে ধন-সম্পদের প্রয়োজন ছিল তাঁদের বেশি। কিন্তু তারা এ মালে হস্তক্ষেপ করেননি। একথা শুনে তিনি উঠে বের হয়ে এলেন।

٢٠٣٢- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اِنْسَانٍ الطَّائِفِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لِيَّةَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا عِنْدَ السِّدْرَةِ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ طَرَفِ الْقَرْنِ الْاَسْوَدِ حَذْوَهَا فَاسْتَقْبَلَ نَخِبًا بِبَصَرِهِ وَقَالَ مَرَّةً وَادِيَهُ وَوَقَفَ حَتّٰى اتَّقَفَ النَّاسُ كُلُّهُمْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلّٰهِ وَذٰلِكَ قَبْلَ نُزُوْلِهِ الطَّائِفَ وَحِصَارِهِ لِثَقِيْفٍ.

২০৩২। যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা (হুনাইন অভিযান শেষে ফেরার পথে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'লিয়্যা' পাহাড় থেকে আস-সিদরা নামক স্থানে পৌছলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো পাথরের পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং তায়েফের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

বর্ণনাকারী একবার বলেছেন, তিনি (সা) উপত্যকায় থামলেন এবং সমস্ত লোকও থামলো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'সাইদু ওয়াজ্জ' ও 'ইযাহা' কাঁটাবিশিষ্ট বৃক্ষের এলাকাটি আল্লাহর তরফ থেকে হারাম বা মর্যাদাসম্পন্ন। এটা তাঁর তায়েফ অভিযান ও সাকীফ গোত্রকে অবরোধ করার পূর্বেকার ঘটনা।

টীকা ঃ সাইদু ওয়াজ্জ হলো তায়েফের সীমানা নির্দেশক একটি পাহাড়। আর ইদাহাহ হলো বৃক্ষরাজি শোভিত একটি এলাকা যা হেরেম শরীফের পূর্ব সীমানা ও তায়েফের পশ্চিম সীমানা নির্দেশ করে (সম্পা.)।

بَابٌ فِىْ اِتْيَانِ الْمَدِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৭ ঃ মদীনায় আগমন

٢٠٣٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِىْ هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الاَقْصٰى.

২০৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি নেয়া যাবে না। মসজিদ তিনটি হচ্ছে, মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং মসজিদুল আকসা (বায়তুল মাকদিস)।

টীকা ঃ উল্লেখিত তিন মসজিদ ব্যতীত কোনো মাযার অথবা দরগাহ যিয়ারত অথবা অনুরূপ কোন কাজের জন্য সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে সফর করা হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী বৈধ নয়। তবে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী অবলোকন, শিক্ষা সফর ইত্যাদি পার্থিব উদ্দেশ্যে সফর করা উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয় (সম্পা.)।

بَابٌ فِىْ تَحْرِيْمِ الْمَدِيْنَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৮ ঃ মদীনার হেরেম (মর্যাদা)

٢٠٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ الْقُرْاٰنَ وَمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرَ اِلٰى

ثَوْرٍ فَمَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَمَنْ وَالٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ.

২০৩৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আল্লাহর কুরআন এবং তাঁর (নবীর) পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এ (সহীফা) পুস্তিকার মধ্যে যা লিখিত রয়েছে তা ব্যতীত অন্য কিছু আমরা লিপিবদ্ধ করিনি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মদীনা 'আয়ের' থেকে 'সাওর' পর্যন্ত হারাম বা সম্মানিত এলাকা। এখানে যদি কেউ (কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী) নতুন কিছু করে কিংবা বিদ্'আত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয়, তবে তার উপর আল্লাহ, সকল ফেরেশতা ও মানবকুলের অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোনো ফরয বা নফল (ইবাদত) আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। তিনি আরো বলেছেন ঃ সকল মুসলমানের যিম্মা বা নিরাপত্তা দানের গ্যারান্টি একই রকম গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি একজন সাধারণ ব্যক্তির প্রদত্ত নিরাপত্তাও (সমান গুরুত্বপূর্ণ)। সুতরাং কেউ কোনো মুসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটালে তার প্রতি আল্লাহর, সমস্ত ফেরেশতার এবং গোটা মানবকুলের অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোনো ফরয বা নফল ইবাদত কবুল হবে না।

টীকা ঃ যদি কোনো মুসলমান কর্তৃক কাউকে নিরাপত্তা বা অভয় দান করা হয় এবং তা শরী'আতের আইনে অনুমোদিত হলে সে মুসলমান কুলীন কিংবা অকুলীন যাই হোক তার এ নিরাপত্তা প্রদান সকল মুসলমান কর্তৃক স্বীকৃত হবে এবং কেউ তা ভঙ্গ করতে পারবে না। এ জন্যই বলা হয়েছে, সকল মুসলমানের নিরাপত্তা দান একই সমান (অনু.)।

٢٠٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِىْ حَسَّانَ عَنْ عَلِىٍّ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا اِلاَّ لِمَنْ اَشَادَ بِهَا وَلاَ يَصْلُحُ لِرَجُلٍ اَنْ يَّحْمِلَ فِيْهَا السِّلاَحَ لِقِتَالٍ وَلاَ يَصْلُحُ اَنْ يُّقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ اِلاَّ اَنْ يَّعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيْرَهُ.

২০৩৫। আলী (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের ঘটনা প্রসংগে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (মদীনার হেরেম এলাকার অভ্যন্তরে) সবুজ ঘাস কাটা যাবে না, শিকার তাড়ানো যাবে না এবং পড়ে থাকা কোনো জিনিসও তুলে নেয়া যাবে না। তবে ঘোষণাকারী ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে তা তুলে নিতে পারবে। আর সেখানে দাঙ্গাহাঙ্গামা বা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কোনো হাতিয়ার কেউ বহন করতে পারবে না এবং সেখানকার কোনো বৃক্ষও কাটা যাবে না, তবে কেউ তার উটের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

٢٠٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كِنَانَةَ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَمٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ نَاحِيَةٍ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ بَرِيْدًا بَرِيْدًا لاَ يُخْبَطُ شَجَرُهُ وَلاَ يُعْضَدُ اِلاَّ مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ.

২০৩৬। আদী ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার চতুর্দিকে এক এক 'বারীদ' হারাম (সম্মানিত) বলে ঘোষণা করেছেন। এখানে কোনো বৃক্ষের পাতা পাড়া যাবে না, আর কাটাও যাবে না। তবে উট যে পরিমাণ পশুর খাদ্য হিসেবে বহন করে নিতে পারে, তা কাটা যাবে।

টীকা ঃ চার ফারসাখে এক বারীদ এবং তিন মাইলে এক ফারসাখ। সুতরাং মদীনার বারো বর্গ মাইল পর্যন্ত 'হেরেম' এলাকা (অনু.)।

٢٠٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَعْلَى بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَخَذَ رَجُلاً يَصِيْدُ فِىْ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ الَّذِىْ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيْهِ وَكَلَّمُوْهُ فِيْهِ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هٰذَا الْحَرَمَ وَقَالَ مَنْ وَجَدَ اَحَدًا يَصِيْدُ فِيْهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ وَلاَ اَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً اَطْعَمَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنْ اِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ اِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ.

২০৩৭। সুলাইম ইবনে আবু আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে মদীনার হেরেম এলাকার মধ্যে শিকাররত এক ব্যক্তিকে

আটক করতে দেখেছি, যে হেরেমকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত ঘোষণা করেছেন। তিনি তার সাথের জিনিসপত্র কেড়ে রেখে দিলেন। পরে তার মনিব এসে এ বিষয়ে তার সাথে কথা বললে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ এলাকাটি হারাম ঘোষণা করেছেন এবং বলেছেন ঃ যদি কোনো ব্যক্তিকে এ এলাকায় শিকাররত পাও, তাহলে তার সাথের জিনিসপত্র কেড়ে রেখে দিও। সুতরাং আমি সে দান ফেরত দেবো না, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দান করেছেন। তবে যদি তোমরা ইচ্ছা করো তাহলে সেটার মূল্য তোমাদেরকে দিবো।

٢٠٣٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ مَوْلًى لِسَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَبِيْدًا مِنْ عَبِيْدِ الْمَدِيْنَةِ يَقْطَعُوْنَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِيْنَةِ فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ وَقَالَ يَعْنِى لِمَوَالِيْهِمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى أَنْ يُّقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِيْنَةِ شَيْءٌ وَقَالَ مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ.

২০৩৮। সা'দ (রা)-এর মুক্তদাস থেকে বর্ণিত। সা'দ (রা) মদীনার কয়েকটি গোলামকে মদীনার গাছপালা কাটতে দেখতে পেলেন। তাই তিনি তাদের জিনিসপত্র কেড়ে রেখে দিলেন এবং তাদের মনিবদের বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনার যে কোনো প্রকারের গাছপালা কাটতে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি (সা) এও বলেছেন ঃ যে কেউ ওখান থেকে কিছু কাটে তার আসবাবপত্র সেই পাবে যে তা কেড়ে নিবে।

٢٠٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنِيْ خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْجُهَنِيُّ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُخْبَطُ وَلاَ يُعْضَدُ حِمٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنْ يُهَشُّ هَشًّا رَفِيْقًا.

২০৩৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংরক্ষিত এলাকায় গাছের পাতা পাড়া যাবে না এবং (বৃক্ষরাজি) কর্তন করা যাবে না, তবে কোমলভাবে পাতায় আঘাত করা যাবে।

٢٠٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ.

২০৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সময় সওয়ারীতে আরোহণ করে, আবার কখনো পায়ে হেঁটে কুবা মসজিদে আগমন করতেন। ইবনে নুমাইর-এর বর্ণনায় আরো আছে– এবং তিনি সেখানে দুই রাক'আত নামায পড়তেন।

টীকা ঃ কুবা মদীনা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। নবী (সা) হিজরতকালে মদীনায় আগমন করলে সর্বপ্রথম এ জায়গায় অবস্থান করেন এবং এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিন দিন অবস্থান করার পর তিনি মদীনার দিকে যাত্রা করেন, হাদীস ও কুরআনে এ মসজিদের অনেক মর্যাদার কথা উল্লেখ আছে (অনু.)।

بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

অনুচ্ছেদ-৯৯ ঃ কবর যিয়ারত প্রসংগে

٢٠٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللّٰهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

২০৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোনো ব্যক্তি আমার উপর দরূদ ও সালাম পেশ করলে আল্লাহ তা'আলা আমার 'রূহ' ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই।

টীকা ঃ 'রূহ' ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে সালামের জওয়াব দেয়ার শক্তি ফিরিয়ে দেয়া (অনু.)।

٢٠٤٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ.

২০৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের ঘরগুলো তোমরা কবরে পরিণত করো না এবং আমার কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। হাঁ, তোমরা আমার উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করো। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের সালাত ও সালাম আমার কাছে পৌঁছবে।

٢٠٤٢- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ الْمَدَنِىُّ اَخْبَرَنِى دَاوُدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِى ابْنَ الْهُدَيْرِ قَالَ مَا سَمِعْتُ طَلْحَةَ بنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَ حَدِيثٍ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُرِيْدُ قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ حَتَّى اِذَا اَشْرَفْنَا عَلٰى حَرَّةِ وَاقِمٍ فَلَمَّا تَدَلَّيْنَا مِنْهَا فَاِذَا قُبُوْرٌ بِمَحْنِيَّةٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقُبُوْرُ اِخْوَانِنَا هٰذِهِ قَالَ قُبُوْرُ اَصْحَابِنَا فَلَمَّا جِئْنَا قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ قَالَ هٰذِهِ قُبُوْرُ اِخْوَانِنَا.

২০৪৩। রাবী'আ ইবনে হুদায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদীস ব্যতীত অন্য কোনো হাদীস বর্ণনা করতে কখনো শুনিনি। রাবী বলেন, আমি বললাম, সেটি কি? তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে শহীদদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। শেষ নাগাদ আমরা 'হাররা ওয়াকিমের' উঁচু টিলাতে আরোহণ করলাম। যখন আমরা সে জায়গা থেকে নীচে অবতরণ করলাম তখন উপত্যকার বাঁকে কয়েকটি কবর দেখতে পেলাম। তালহা (রা) বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলোও কি আমাদের ভাইদের কবর? তিনি বললেন ঃ আমাদের সাথীদের কবর? অতঃপর যখন আমরা শহীদদের কবরের কাছে আসলাম তখন তিনি বললেন ঃ এগুলো আমাদের ভাইদের কবর।

٢٠٤٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِىْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَصَلّٰى بِهَا فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

২০৪৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহুলায়ফার বিস্তীর্ণ ভূমিতে উট বসিয়ে যাত্রাবিরতি করে এখানে নামায পড়েছেন। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-ও তাই করতেন।

٢٠٤٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِى لِاَحَدٍ اَنْ يُّجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ اِذَا قَفَلَ رَاجِعًا اِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتَّى يُصَلِّىَ فِيْهَا مَا بَدَا لَهُ لِاَنَّهُ بَلَغَنِى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ بِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحَاقَ الْمَدَنِىَّ قَالَ الْمُعَرَّسُ عَلٰى سِتَّةِ اَمْيَالٍ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ.

২০৪৫। আল-কা'নাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম মালেক (র) বলেছেন, যতটুকু সম্ভব কিছু নামায আদায় না করে মদীনা প্রত্যাগমনকারী কোনো ব্যক্তির জন্য মু'আররাস (মসজিদে যুলহুলায়ফা) অতিক্রম করা উচিত নয়। কেননা আমার নিকট হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে রাত যাপন করেছেন, সামান্য ঘুমিয়েছেন এবং নামাযও পড়েছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-মাদানী (র)-কে বলতে শুনেছি, মু'আররাস (যুলহুলায়ফা) মদীনা থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

অধ্যায় ঃ ১২

كِتَابُ النِّكَاحِ

(বিবাহ)

بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ বিবাহ করতে উৎসাহ প্রদান

٢٠٤٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ اِنِّيْ لَاَمْشِيْ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ بِمِنًى اِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَاٰى عَبْدُ اللّٰهِ اَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِيْ تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ اَلَا نُزَوِّجُكَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ جَارِيَةً بِكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَئِنْ قُلْتُ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

২০৪৬। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিনায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র সাথে হাঁটছিলাম। তখন তার সাথে উসমান (রা)-র সাক্ষাত হলে তিনি একটু গোপনে আবদুল্লাহ (রা)-র সাথে কথা বললেন। আবদুল্লাহ (রা) যখন দেখলেন, তার এ ব্যাপারে কোনো প্রয়োজন নেই, তখন তিনি আমাকেও তার কাছে ডেকে বললেন, এদিকে এসো, আলকামা। আমি আসলাম। অতঃপর উসমান (রা) তাকে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমরা কি আপনার সাথে একটি কুমারী মেয়ে বিবাহ দেবো, যে আপনার অতীতের প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে দিবে? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, যদি আপনি আমাকে এরূপ বলেন তাহলে আপনিও জেনে রাখুন! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং যৌন জীবনকে সংযমী করে। আর যে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে, কেননা রোযা তার যৌনস্পৃহা কমিয়ে দেয়।

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّيْنِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ দীনদার ধর্মভীরু নারীকে বিবাহ করার নির্দেশ

٢٠٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

২০৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন নারীকে বিবাহ করার সময় চারটি বিষয় লক্ষ্য করা হয়। তার ধন-সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার রূপসৌন্দর্য এবং তার দীনদারী বা ধর্মপরায়ণতা। সুতরাং তুমি দীনদার ধর্মভীরু মহিলাই বিবাহ করো। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

بَابُ فِيْ تَزْوِيجِ الْاَبْكَارِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ কুমারী নারী বিবাহ করা

٢٠٤٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ اَخْبَرَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرٌ اَمْ ثَيِّبٌ فَقُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ أَفَلاَ بِكْرٌ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ.

২০৪৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি কি বিবাহ করেছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ বাকেরা (কুমারী) না সায়্যিবা (স্বামীহীনা)? আমি বললাম, সায়্যিবা। তিনি বললেন ঃ কেন তুমি কোনো কুমারী (বাকিরা) মেয়েকে করলে না? তুমি তার সাথে আর সেও তোমার সাথে খেলাধুলা করতে পারতো।

٢٠٤٩- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَتَبَ اِلَيَّ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ اَبِيْ حَفْصَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اِمْرَأَتِيْ لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ قَالَ غَرِّبْهَا قَالَ اَخَافُ اَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِيْ قَالَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.

২০৪৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমার স্ত্রী কোনো স্পর্শকারীর হাতকে প্রত্যাখ্যান করে না। তিনি বললেন ঃ তাকে দূর করে দাও (তালাক দাও)। সে বললো, আমার ভয় হচ্ছে (তাকে তালাক দিলে) আমার মন তার পিছনে ধাওয়া করবে (আমি তাকে ভুলতে পারবো না)। তিনি বললেন ঃ তাহলে তার থেকে ফায়দা হাসিল করো।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَزْوِيْجِ مَنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ যে নারী সন্তান জন্মদানে অক্ষম তাকে বিবাহ করার নিষেধাজ্ঞা

٢٠٥٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ سَعِيْدٍ ابْنُ اُخْتِ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ يَعْنِى ابْنَ زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّى اَصَبْتُ امْرَاَةً ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبٍ وَاِنَّهَا لاَ تَلِدُ اَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لاَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَاِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ.

২০৫০। মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি এক সুন্দরী ও মর্যাদাসম্পন্ন নারীর সন্ধান পেয়েছি, তবে সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিবাহ করবো? তিনি বললেন ঃ না। সে দ্বিতীয়বার তাঁর নিকট আসলে এবারও তিনি তাকে নিষেধ করলেন। সে তৃতীয়বার তাঁর নিকট আসলে তিনি তাকে বললেন ঃ প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান জন্ম দেয় এমন নারীকে বিবাহ করো। কেননা আমি (কিয়ামতের দিন) অন্যান্য উম্মাতের নিকট তোমাদের আধিক্যের জন্য গর্ব করবো।

٢٠٥٠ (١)- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ يَقُوْلُ رَاَيْتُ مُسْتَلِمًا فَكَانَ يَقَعُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ لَمْ يَضَعْ جَنْبَهُ اِلَى الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيْدٍ ابْنُ اَخِيْ اَوِ ابْنُ اُخْتِ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ مَكَثَ سَبْعِيْنَ يَوْمًا لَمْ يَشْرَبِ الْمَاءَ.

২০৫০(১)। ইয়াযীদ ইবনে হারূন (র) বলেন, আমি মুসতালিম (র)-কে দেখেছি, তিনি ডান কাতে ও বাম কাতে পড়ে থাকতেন। আল-হাসান ইবনে আলী (র) বলেন, তিনি

চল্লিশ বছর ধরে জমীনে পার্শ্বদেশ ঠেকাননি। আবু দাউদ (র) বলেন, মুসতালিম ইবনে সাঈদ হলেন মানসূর ইবনে যাযানের ভাইপো অথবা ভাগ্নে। তিনি সত্তর দিন পানি পান না করে কাটিয়ে দেন।

بَابٌ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى اَلزَّانِىْ لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ "ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীকেই বিবাহ করবে" আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী প্রসঙ্গে

٢٠٥١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ مَرْثَدَ بْنَ اَبِىْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِىَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأُسَارٰى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِىٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيْقَتَهُ. قَالَ جِئْتُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْكِحُ عَنَاقًا قَالَ فَسَكَتَ عَنِّىْ فَنَزَلَتْ وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ. فَدَعَانِىْ فَقَرَأَهَا عَلَىَّ وَقَالَ لاَ تَنْكِحْهَا.

২০৫১। 'আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। মারসাদ ইবনে আবু মারসাদ আল-গানাবী (রা) মক্কা থেকে কয়েদীদেরকে বহন করতেন। আর মক্কাতে 'আনাক' নাম্নী এক ব্যভিচারিণী ছিলো এবং সে ছিল মারসাদের বান্ধবী। তিনি (মারসাদ) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি 'আনাক'-কে বিবাহ করতে পারি? মারসাদ (রা) বলেন, তিনি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। এরপর আয়াত নাযিল হলো ঃ "ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত অন্য কেউ বিবাহ করবে না" (সূরা আন্-নূর ঃ ৩)। তিনি আমাকে ডেকে এনে আয়াতটি শুনালেন এবং বললেন ঃ তুমি তাকে বিবাহ করো না।

٢٠٥٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُوْ مَعْمَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيْبٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْكِحُ الزَّانِىْ الْمَجْلُوْدُ اِلاَّ مِثْلَهُ. وَقَالَ اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

২০৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাজাপ্রাপ্ত ব্যভিচারী তার অনুরূপকেই বিবাহ করবে।

بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ اَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসীকে দাসত্বমুক্ত করার পর বিবাহ করে

٢٠٥٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ اَجْرَانِ.

২০৫৩। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার দাসীকে দাসত্বমুক্ত করার পর বিবাহ করলো সে দু'টি পুরস্কারের অধিকারী হলো।

٢٠٥٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

২০৫৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা (রা)-কে দাসত্বমুক্ত করলেন এবং দাসত্ব মুক্তিকে করাকে তার মোহর হিসেবে গণ্য করলেন।

بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ রক্তের সম্পর্কের দরুন যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, দুধপান জনিত কারণেও তারা হারাম

٢٠٥٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.

২০৫৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রক্তের সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিবাহ হারাম, অনুরূপভাবে দুধপান জনিত সম্পর্কের কারণেও তারা হারাম।

٢٠٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لَكَ فِىْ أُخْتِىْ قَالَ فَاَفْعَلُ مَاذَا قَالَتْ فَتَنْكِحُهَا قَالَ أُخْتَكِ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ اَوَتُحِبِّيْنَ ذَاكَ قَالَتْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَ وَاَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِىْ فِىْ خَيْرٍ أُخْتِىْ. قَالَ فَاِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِىْ. قَالَتْ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ اَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ اَوْ ذُرَّةَ شَكَّ زُهَيْرٌ بِنْتَ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِىْ فِىْ حَجْرِىْ مَا حَلَّتْ لِىْ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اَرْضَعَتْنِىْ وَاَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ.

২০৫৬। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মু হাবীবা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বোনের প্রতি আপনি কি আগ্রহী? তিনি বললেন ঃ (তাকে দিয়ে) আমি কি করবো? বললেন, তাকে বিবাহ করবেন। তিনি বললেন ঃ তোমার বোন? উম্মু হাবীবা (রা) তিনি বললেন, আপনি হাঁ। তিনি বললেন ঃ এটা কি তুমি পছন্দ করো? তিনি বললেন, "এখনও তো আমি আপনার একমাত্র স্ত্রী নই। সুতরাং আমি চাই যে, আমার বোনও আমার সাথে কল্যাণে অংশীদার হোক।" তিনি বললেন ঃ এটা আমার জন্য হালাল নয়। উম্মু হাবীবা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি অবগত হয়েছি যে, আপনি নাকি আবু সালামার কন্যা 'দোররাহ'-কে বিবাহ করতে চান? তিনি বললেন ঃ তুমি বলতে চাচ্ছো যে, আমি উম্মু সালামার কন্যাকে বিবাহ করতে চাই? উম্মু হাবীবা (রা) বললেন, হাঁ। তিনি বললেন ঃ যদি সে আমার সপত্নী কন্যাও না হতো, তাহলেও তাকে বিবাহ করা আমার জন্য হালাল হতো না। যেহেতু সে দুধ সম্পর্কের দিক দিয়ে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী। আমি এবং তার পিতা আবু সালামা উভয়কে সুয়াইবিয়া দুধ পান করিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের কন্যা ও ভগ্নিকে (বিবাহের জন্য) আমার কাছে পেশ করো না।

بَابُ فِىْ لَبَنِ الْفَحْلِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ শিশুর দুধপিতা

٢٠٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِىُّ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ اَفْلَحُ بْنُ اَبِى الْقُعَيْسِ

فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ قَالَ تَسْتَتِرِيْنَ مِنِّىْ وَاَنَا عَمُّكِ قَالَتْ قُلْتُ مِنْ اَيْنَ قَالَ اَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ اَخِىْ قَالَتْ اِنَّمَا اَرْضَعَتْنِى الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ اِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ.

২০৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কুয়াইসের পুত্র আফলাহ (রা) আমার নিকট আসলে আমি তার থেকে পর্দার আড়ালে চলে গেলাম। তিনি বললেন, তুমি কি আমার থেকে পর্দা করছো? অথচ আমি যে তোমার চাচা সম্পর্কীয়। আমি বললাম, তা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী তোমাকে দুগ্ধ পান করিয়েছে। আয়েশা বললেন, আমাকে তো এক মহিলাই দুধ পান করিয়েছেন, কোনো পুরুষ নয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আগমন করলে আমি তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। তিনি বললেন ঃ সে অবশ্যই তোমার চাচা। সে তোমার কাছে আসতে পারে।

بَابٌ فِىْ رَضَاعَةِ الْكَبِيْرِ

পরিচ্ছেদ-৯ ঃ বয়স্ক ব্যক্তির দুধপান সম্পর্কে

٢٠٥٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَنَا رَجُلٌ قَالَ حَفْصٌ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ اِخْوَانُكُنَّ فَاِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

২০৫৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট আসলেন, সে সময় একটি লোক সেখানে (বসা) ছিলো। হাফস-এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। অতঃপর (হাফ্স ও মুহাম্মাদ) উভয় বর্ণনাকারী সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেন। আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ হচ্ছে আমার দুধভাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ভালোভাবে যাচাই করে দেখো যে, কে কে তোমার দুধ ভাই। কেননা দুধের সম্পর্ক কেবলমাত্র ঐ সময়ই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন শিশুর একমাত্র খাদ্য হবে দুধ।

টীকা ঃ শিশুর দুই বছর (হানাফী মতে আড়াই বছর) বয়সের মধ্যে যদি অন্য মহিলার বুকের দুধ পান করানো হয়ে থাকে, তখনই উক্ত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু ঐ মুদ্দতের পর দুধ পান করানোর কারণে বিবাহ, দেখা-সাক্ষাত ইত্যাদির বৈধতা ব-অবৈধতা নির্ধারিত হবে না (অনু.)।

٢٠٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لاَ رِضَاعَ اِلاَّ مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَاَنْبَتَ اللَّحْمَ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى لاَ تَسْأَلُوْنَا وَهٰذَا الْحَبْرُ فِيْكُمْ.

২০৫৯। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে বস্তু (দুধ) হাড় শক্ত করে এবং গোশত বৃদ্ধি করে তা ব্যতীত দুধের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। তার কথা শুনে আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) বললেন, এ জ্ঞানী ব্যক্তিটি যতদিন তোমাদের মাঝে আছেন, ততদিন আমাদেরকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

٢٠٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْهِلاَلِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ اَنْشَزَ الْعَظْمَ.

২০৬০। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় আছে, যখন হাড় বিস্তৃত হয়।

بَابُ مَنْ حَرَّمَ بِهِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ যিনি বলেন, বয়স্ক ব্যক্তি দুধ পান করলেও নিষিদ্ধ সম্পর্ক স্থাপিত হবে

٢٠٦١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَاَنْكَحَهُ ابْنَةَ اَخِيْهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَاَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ اِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيْرَاثَهُ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ ذٰلِكَ. اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ اِلٰى قَوْلِهِ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ. فَرُدُّوْا اِلٰى اٰبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ اَبٌ كَانَ مَوْلًى وَاَخًا فِى الدِّيْنِ فَجَاءَتْ سَلْهَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِىِّ ثُمَّ الْعَامِرِىِّ وَهِىَ امْرَأَةُ اَبِى حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَرٰى سَالِمًا وَلَدًا فَكَانَ يَأْوِىْ مَعِىْ وَمَعَ اَبِىْ حُذَيْفَةَ فِىْ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِىْ فُضْلاً وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرٰى فِيْهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْضِعِيْهِ فَاَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَبِذٰلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ اَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ اِخْوَانِهَا اَنْ يُّرْضِعْنَ مَنْ اَحَبَّتْ عَائِشَةُ اَنْ يَّرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَاِنْ كَانَ كَبِيْرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا. وَاَبَتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ حَتّٰى يُرْضَعَ فِى الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللّٰهِ مَا نَدْرِىْ لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِّنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ دُوْنَ النَّاسِ.

২০৬১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) ও উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুযায়ফা (রা) ইবনে উতবা ইবনে রাবী'আ ইবনে আবদে শামস সালেমকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে তার সাথে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী ওয়ালীদ ইবনে উতবা ইবনে রাবী'আর কন্যা হিন্দাকে বিবাহ দেন। আর সে (সালেম) ছিলো জনৈকা আনসারী মহিলার ক্রীতদাস। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'যায়েদ'-কে পালক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। জাহিলী যুগের প্রথা ছিলো, কেউ যদি কাউকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতো, তবে লোকেরা তাকে ঐ ব্যক্তির পুত্র হিসেবে ডাকতো এবং উক্ত ব্যক্তি মারা যাবার পর তার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারীও করা হতো। কিন্তু যখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন ঃ "তাদেরকে (পালক পুত্রদেরকে) তাদের (জন্মদাতা) পিতার নামে ডাকো... তারা

তোমাদের দীনি ভাই ও বন্ধু" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫)। অতঃপর তাদেরকে তাদের জন্মদাতা পিতার নামেই ডাকা শুরু হয়। আর যদি পিতার সন্ধান না পাওয়া যেতো, তবে তাকে বন্ধু এবং দীনি ভাই হিসাবে ডাকা হতো। পরবর্তীতে আবু হুযায়ফা ইবনে উতবার স্ত্রী সাহ্‌লা বিনতে সুহাইল ইবনে আমর আল-কুরাইশী আল-আমেরী (রা) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সালেমকে আমাদের পুত্রবৎ মনে করি। সে আমার ও আবু হুযায়ফার সাথে একই ঘরে বাস করে। আর সে আমাকে একই বস্ত্রের মধ্যে দেখেছে। এখন আল্লাহ্ যা কিছু নাযিল করেছেন সে সম্বন্ধে আপনি ভালোভাবে জানেন। এখন তার সম্পর্কে আপনি কি নির্দেশ দেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে তোমার দুধ পান করিয়ে দাও। অতএব তিনি (সাহ্‌লা) তাকে নিজের স্তন থেকে পাঁচ ঢোক দুধ পান করালেন। তখন থেকে সে তার দুধ পানকারী সন্তানরূপে পরিগণিত হলো। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়েশা (রা) তার ভাগ্নী (বোনের কন্যা) ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, আয়েশা (রা) নিজে যাদেরকে দেখাসাক্ষাত দেয়া এবং যাদের আগমনকে পছন্দ করতেন, তাদেরকে যেন পাঁচ ঢোক নিজেদের দুধ পান করায়, যদিও তাদের বয়স দুধ পান করার বয়সসীমার (দু'বছরের) বেশী হয়েও থাকে। পরে তারা তার (আয়েশার) নিকট সরাসরি আগমন করতো। কিন্তু উম্মু সালামা (রা) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীগণ যে কোনো ব্যক্তিকে এ জাতীয় দুধসন্তান বানিয়ে তাদের নিকট আগমন করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করলেন, যতক্ষণ না শিশু বয়সে দুধ পান করে। তারা (স্ত্রীরা) সকলেই আয়েশা (রা)-কে বললেন, আল্লাহর কসম! আমাদের জানা নেই, সম্ভবত সালেমের ব্যাপারে এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ অনুমোদন ছিলো যা অন্য কোনো লোকের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

টীকা ঃ দুধ সন্তান এবং দুধ মা হওয়ার ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা) একাই এ মতাবলম্বী ছিলেন, কারো মতে হযরত আলী (রা)-ও এ মত পোষণ করতেন যে, যে কোনো বয়সে পাঁচ ঢোক কোনো নারীর দুধ পান করলে, তারা পরস্পর দুধ মা ও দুধ সন্তান হয়ে যাবে (অনু.)।

بَابُ هَلْ يُحَرِّمُ مَا دُوْنَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ পাঁচ ঢোকের কম দুধ পান করলে নিষিদ্ধ সম্পর্ক স্থাপিত হবে কিনা?

٢٠٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَتُوُفِّىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَاُ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

২০৬২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে প্রথম নাযিল করেছিলেন যে, দশ ঢোক দুধ পান করলেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে। পরে এ বিধান রহিত (মানসূখ) করে তা পাঁচ ঢোকে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম করার হুকুম বহাল করা হয়। আর কুরআনে এ হুকুম পাঠ বহাল রেখেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন।

টীকা ঃ এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতভেদ আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামার মত এই যে, নারীর দুধ সামান্য পান করুক কিংবা প্রচুর পরিমাণে পান করুক সে মুহরিম হয়ে যাবে। ইমাম মালেক, আবু হানীফা, আওযাঈ ও আহমাদ (র) প্রমুখ ইমামগণ এ মতের সপক্ষে। কিন্তু শাফি'ঈ (র) আয়েশা (রা) মতই মনে করেন যে, পাঁচ ঢোকের কম পান করলে সে নারী মুহরিম সাব্যস্ত হবে না (অনু.)।

লক্ষণীয় যে, শিশু কোন নারীর দুধ স্বেচ্ছায় পান করুক অথবা নারীর ঘুমন্ত অবস্থায় বা অসতর্ক অবস্থায় পান করুক, তাতেও সে ঐ শিশুর দুধমা হবে এবং সে ও তার সন্তানগণ মুহরিম (বিবাহ নিষিদ্ধ) আত্মীয় হবে (সম্পাদক)।

٢٠٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ.

২০৬৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একবার কিংবা দু'বার চোষার কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হয় না।

بَابُ فِى الرَّضْخِ عِنْدَ الْفِصَالِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ দুধপান ত্যাগের সময় (ধাত্রী মাতাকে) প্রতিদান দেয়া

٢٠٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّىْ مَذِمَّةَ الرَّضَاعَةِ قَالَ الْغُرَّةُ الْعَبْدُ اَوِ الاَمَةُ. قَالَ النُّفَيْلِىُّ حَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ الاَسْلَمِىُّ وَهٰذَا لَفْظُهُ.

২০৬৪। হাজ্জাজ ইবনে হাজ্জাজ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ধাত্রীমাতার দুধের হক পূর্ণরূপে কিসে আদায় হতে পারে? তিনি বললেন ঃ একটি দাস বা দাসী প্রদানের দ্বারা। নুফাইলী বলেন, হাজ্জাজ ইবনুল হাজ্জাজ (র) আসলাম গোত্রীয় এবং হাদীসের মূল পাঠ তারই।

بَابُ مَا يُكْرَهُ اَنْ يُّجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ যেসব নারীকে একত্রে বিবাহ করা নিষিদ্ধ

٢٠٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلٰى بِنْتِ اَخِيْهَا وَلاَ الْمَرْاَةُ عَلٰى خَالَتِهَا وَلاَ الْخَالَةُ عَلٰى بِنْتِ اُخْتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الْكُبْرٰى عَلَى الصُّغْرٰى وَلاَ الصُّغْرٰى عَلَى الْكُبْرٰى.

২০৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে এবং কোন ফুফুকে তার ভাতিজীর সাথে একত্রে বিবাহ করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন নারী ও তার খালা এবং কোন খালা ও তার ভাগ্নীকে একত্রে বিবাহ করা যাবে না। অদ্রূপ বড়োকে ছোটোর সাথে এবং ছোটকে বড়োর সাথেও বিবাহ করা যাবে না।

টীকা ঃ এখানে ফুফু এবং খালাকে বড়ো, আর ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ভাগ্নীকে ছোট ধরা হয়েছে। এর মূল সূত্র হচ্ছে এই, এদের যে কোনো একজনকে পুরুষ কল্পনা করলে অপরজন তার জন্য হারাম প্রমাণিত হয়। যেমন ফুফুকে পুরুষের স্থলে বিবেচনা করলে হবে চাচা, আর খালা হবে মামা। বিস্তারিত ফিক্‌হ-এর কিতাবে দেখুন (অনু.)।

٢٠٦٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ قَبِيْصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْاَةِ وَعَمَّتِهَا.

২০৬৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মহিলা (ভাগ্নী) এবং তার খালাকে, অদ্রূপ একজন মহিলা (ভ্রাতুষ্পুত্রী) এবং তার ফুফুকে একই সাথে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।

٢٠٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَرِهَ اَنْ يُّجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ.

২০৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন দুই রমণীকে একত্রে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন যাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক হলো

ফুফু ও ভাতিজী এবং খালা ও ভাগ্নী। অনুরূপভাবে তিনি এমন দু'জন মহিলাকেও একত্রে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন যারা পরস্পর খালা অথবা ফুফু হয়।

٢٠٦٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ. قَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِىْ هِىَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِىْ مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا اَنْ يَّتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ اَنْ يُّقْسِطَ فِىْ صَدَاقِهَا فَيُعْطِيْهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ فَنُهُوْا اَنْ يَّنْكِحُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يُّقْسِطُوْا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوْا بِهِنَّ اَعْلٰى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوْا اَنْ يَّنْكِحُوْا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ فِيْهِنَّ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِىْ لاَ تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ. قَالَتْ وَالَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ اَنَّهُ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ فِى الْكِتٰبِ الْاٰيَةُ الْاُوْلَى الَّتِىْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهَا وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ. قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى الْاٰيَةِ الْاٰخِرَةِ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ. هِىَ رَغْبَةُ اَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيْمَتِهِ الَّتِىْ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِهِ حِيْنَ تَكُوْنُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوْا اَنْ يَّنْكِحُوْا مَا رَغِبُوْا فِىْ مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ اِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ اَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ. قَالَ يُوْنُسُ وَقَالَ رَبِيْعَةُ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى. قَالَ يَقُوْلُ اُتْرُكُوْهُنَّ اِنْ خِفْتُمْ فَقَدْ اَحْلَلْتُ لَكُمْ اَرْبَعًا.

২০৬৮। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) আমাকে বলেছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমরা যদি আশংকা করো যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না, তাহলে তোমরা তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী অন্য নারী বিবাহ করো" (সূরা আন-নিসা ঃ ৩)। তিনি বললেন, হে আমার ভাগ্নে! এ আয়াত সেইসব ইয়াতীম বালিকা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা কোনো অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে এবং সে তার মাল-সম্পদের একজন অংশীদারও বটে। আর সে লোকটি তার সৌন্দর্য ও সম্পদকেও পছন্দ করে। এমতাবস্থায় সে তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু এর মতো অন্য নারীকে যে পরিমাণ মোহর প্রদান করে বিবাহ করতে হয়, এ ইয়াতীম বালিকাকে সে পূর্ণ মোহর আদায় করতে অনিচ্ছুক। এ ধরনের অভিভাবকদেরকে ঐ ইয়াতীম বালিকাদের বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা তাদের পূর্ণ মোহর আদায় করে এবং ইনসাফ কায়েম করে। আর তাদেরকে নিজেদের পছন্দমতো অন্য নারী বিবাহ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, পরবর্তী কালে লোকেরা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাদের (ইয়াতীম বালিকাদের) ব্যাপারে ফতোয়া চাইলে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন, "লোকেরা আপনার নিকট নারীদের ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন এবং সে হুকুমও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যা পূর্ব থেকেই আপনাকে এ কিতাবের মাধ্যমে শুনানো হচ্ছে। আর সে হুকুমগুলো এই, যা সে ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে দেয়া হয়েছিলো যাদের ফরয হক ও অধিকার তোমরা আদায় করো না, অথচ তাদেরকে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করছো" (নিসা ঃ ১২৭)। আয়েশা (রা) বলেন, এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কিতাবের মধ্যে তাদের উপর যা নাযিল করেছেন তা হচ্ছে, প্রথমের সে আয়াতটি যেখানে আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা যদি আশংকা করো যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না, তাহলে তোমরা তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী অন্য নারী বিবাহ করে নাও।" আয়েশা (রা) বলেন, মহাক্ষমতাবান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন, ইয়াতীম বালিকা সুন্দরী এবং ধনাঢ্য হলে অভিভাবকগণ তার ধনের লোভে তাদেরকে বিবাহ করতে উদগ্রীব হতো। আর যখন এদের মধ্যে সৌন্দর্য এবং ধনের কমতি দেখতো বা স্বার্থ পেতো না, তখন তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য নারী বিবাহ করতো। সুতরাং তাদেরকে বলা হয়েছে, স্বার্থের বেলায় পূর্ণ ইনসাফ কায়েম করো এবং পুরোপুরি মোহর আদায় করা ব্যতীত এসব ইয়াতীমকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তারা এসব ইয়াতীমের হক আদায় করতে অনীহা প্রকাশ করতো। ইউনুস বলেন, রাবী'আ, আল্লাহর বাণী–

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى - এর অর্থ বলেছেন, যদি আশংকা করো ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, তাহলে তাদেরকে (বিবাহ করার

ইচ্ছা) পরিত্যাগ করো। কেননা আমি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য চারজন নারী পর্যন্ত বিবাহ করা বৈধ করেছি।

٢٠٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيْلِىُّ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ اَنَّهُمْ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ اِلَىَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِىْ بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لاَ قَالَ هَلْ اَنْتَ مُعْطِىَّ سَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّغْلِبَنَّكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللّٰهِ لَئِنْ اَعْطَيْتَنِيْهِ لاَ يُخْلِصُ اِلَيْهِ اَبَدًا حَتّٰى يُبْلَغَ اِلٰى نَفْسِىْ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ اَبِىْ جَهْلٍ عَلٰى فَاطِمَةَ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِىْ ذٰلِكَ عَلٰى مِنْبَرِهِ هٰذَا وَاَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ اِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّىْ وَاَنَا اَتَخَوَّفُ اَنْ تُفْتَنَ فِى دِيْنِهَا قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ فِىْ مُصَاهَرَتِهِ اِيَّاهُ فَاَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ فَصَدَقَنِىْ وَوَعَدَنِىْ فَوَفٰى لِىْ وَاِنِّىْ لَسْتُ اُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ اُحِلُّ حَرَامًا وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ مَكَانًا وَاحِدًا اَبَدًا.

২০৬৯। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। আলী ইবনুল হুসাইন (র) তাকে বর্ণনা করেছেন। হুসাইন ইবনে আলী (রা)-এর শাহাদাতের পর যখন তিনি (আলী ইবনুল হুসাইন, যিনি যয়নুল আবেদীন নামে পরিচিত) এবং তার সঙ্গীরা ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার নিকট থেকে মদীনায় আগমন করলেন, তখন আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) তার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আপনি আমার উপর কোনো কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন কি? তিনি (যয়নুল আবেদীন) বললেন, না। এরপর তিনি (মিসওয়ার) আরয করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (যুলফাকার) তলোয়ারখানি আপনি কি আমাকে দান করতে রাজি আছেন? কেননা আমার ভয় হচ্ছে, লোকেরা আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করবে (আর আপনার নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নিবে)। আল্লাহর শপথ! যদি

আপনি আমাকে এটা দান করেন, তাহলে কেউ আমার দেহকে খতম না করা পর্যন্ত কখনো তা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) ফাতিমা (রা) বর্তমান থাকতে আবু জাহলের কন্যাকে বিবাহ করার পয়গাম পাঠালেন। সে সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মিম্বারের উপর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে শুনেছি। তখন আমি বালেগ (যুবক) ছিলাম। তিনি বলেছেন ঃ ফাতিমা আমার দেহের একটি অংশ। আর আমার আশংকা হচ্ছে, সে দীনী ফ্যাসাদে পতিত হবে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) বনি আবদে শামসের সাথে শ্বশুর-জামাতার সম্পর্কের আলোচনা করলেন (অর্থাৎ নবুওয়াতের পূর্বে আবুল আস ইবনুর রাবীর নিকট তাঁর কন্যা যয়নাবের বিবাহ এবং তার পরিণতি কি হয়েছে তা তুলে ধরলেন)। আর উক্ত শ্বশুর সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ভূয়সী প্রশংসাই করলেন। তিনি বলেন ঃ সে (জামাতা আবুল আস) আমার সাথে যে কথা দিয়েছিল তা সত্যে পরিণত করেছে এবং যে ওয়াদা করেছিল তাও পূরণ করেছে। (তোমরা জেনে রাখো) কোনো হালাল বস্তুকে হারাম এবং হারাম বস্তুকে হালাল করার এখতিয়ার আমার নেই। তবে আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রাসূলের কন্যা এবং (এর বিপরীতে) আল্লাহর দুশমনের কন্যা কখনো এক স্থানে একত্র হতে পারে না।

٢٠٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَسَكَتَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ.

২০৭০। ইবনে আবু মুলাইকা (র) এ হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, অতঃপর আলী (রা) সে বিবাহের উদ্যোগ ত্যাগ করেন।

٢٠٧١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَعْنَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ.

২০৭১। আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদের মিম্বারের উপর বলতে শুনেছেন ঃ হিশাম ইবনুল মুগীরার খান্দানের লোকেরা (তাঁর নিকট) তাদের খান্দানের একটি কন্যাকে আলী ইবনে আবু তালিবের নিকট বিবাহ দিতে অনুমতি চাচ্ছে। কিন্তু আমি অনুমতি দিবো না, তারপরও আমি অনুমতি দিবো না, তারপরও আমি অনুমতি দিবো না। তবে যদি আবু তালিবের পুত্র আমার কন্যাকে তালাক দেয় তাহলে সে তাদের কন্যা বিবাহ করতে পারে। কেননা আমার কন্যা আমার দেহেরই একটি টুকরা। যে জিনিস তার অপছন্দ, সেটা আমার কাছেও অপছন্দনীয় এবং যে বস্তু তাকে দুঃখ বা ব্যথা দেয়, সেটা আমাকেও দুঃখ দেয়। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসের এই অংশ ইমাম আহমদ (র) থেকে বর্ণিত।

بَابٌ فِيْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ মুত'আ (সাময়িক) বিবাহ

٢٠٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيْعُ بْنُ سَبُرَةَ اَشْهَدُ عَلٰى اَبِيْ اَنَّهُ حَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهَا فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

২০৭২। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। আমরা নারীদের মুত'আ বিবাহ করা সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। রাবী' ইবনে সাবুরা নামে এক ব্যক্তি বললেন, আমি আমার পিতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বর্ণনা করেছেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত'আ (বিবাহ) নিষিদ্ধ করেছেন।

টীকা ঃ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মুদ্দতের জন্য বিবাহ করা। জাহিলী যুগে ও ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে এ বিবাহ জায়েয ছিলো। কিন্তু (দশম হিজরী) বিদায় হজ্জের সময় তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় (অনু.)।

٢٠٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ سَبُرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ.

২০৭৩। রাবী' ইবনে সাবুরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের সাথে মুত'আ বিবাহ হারাম ঘোষণা করেছেন।

بَابٌ فِى الشِّغَارِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ আশ-শিগার বিবাহ

٢٠٧٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ. زَادَ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ اُخْتَ الرَّجُلِ فَيُنْكِحُهُ اُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.

২০৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার পদ্ধতির বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। মুসাদ্দাস (র) তার বর্ণনায় আরো বলেছেন, আমি নাফে‘ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, শিগার কি? তিনি বললেন, “কোনো ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিবে এবং শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিকট তার কন্যা বিবাহ দিবে মোহর ব্যতীত। অথবা কোনো ব্যক্তি নিজের বোনকে অন্য এক ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিবে এবং তার বোনকে এ ব্যক্তি নিজে বিবাহ করবে মোহর ব্যতীত”।

٢٠٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزَ الْاَعْرَجُ اَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَبَّاسِ اَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَاَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلاَ صَدَاقًا. فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلٰى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيْقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِىْ كِتَابِهِ هٰذَا الشِّغَارُ الَّذِىْ نَهٰى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২০৭৫। আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয আল-আ‘রাজ (র) থেকে বর্ণিত। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (র) তার কন্যাকে আবদুর রহমান ইবনুল হাকামের কাছে বিবাহ দিয়েছেন, আবার আবদুর রহমান তার কন্যাকে আল-আব্বাসের নিকট বিবাহ দিয়েছেন এবং তারা উভয়ে এই পারস্পরিক বিবাহকে মোহর হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। মু‘আবিয়া (রা) এ সংবাদ পেয়ে তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেয়ার জন্যে মারওয়ানের নিকট নির্দেশনামা লিখে পাঠালেন এবং তিনি তার ফরমানে বলেছেন, এটা শিগার যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন।

بَابٌ فِى التَّحْلِيْلِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ তাহলীল সম্বন্ধে

٢٠٧٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ وَاُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ.

২০৭৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। ইসমাঈল বলেন, আমার ধারণামতে তিনি হাদীসটির সনদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হালালাকারী এবং যার জন্য হালালা করা হয়েছে তারা উভয়ে অভিশপ্ত।

টীকা ঃ কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর অন্যের কাছে এই উদ্দেশ্যে বিবাহ দেয় যে, সে তার সাথে সঙ্গম করে তালাক দিবে এবং ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করবে। ইসলামের পরিভাষায় এটাই 'তাহলীল' (অনু.)।

٢٠٧٧- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ الْاَعْوَرِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَأَيْنَا اَنَّهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

২০৭৭। হারিস আল-আ'ওয়ার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। (আবু দাউদ বলেন) আমাদের ধারণামতে তিনি আলী (রা)-ই হবেন, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীসের সমার্থক বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِىْ نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ মনিবের অনুমতি ছাড়া ক্রীতদাসের বিবাহ করা

٢٠٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهٰذَا لَفْظُ اِسْنَادِهِ وَكَلَامِهِ عَنْ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.

২০৭৮। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোনো ক্রীতদাস তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে সে ব্যভিচারী।

٢٠٧٩- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ وَهُوَ مَوْقُوْفٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ.

২০৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোনো ক্রীতদাস তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করলে, তার বিবাহ বাতিল গণ্য হবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি যঈফ এবং এটি মওকূফ হাদীস। এটা ইবনে উমার (রা)-র কথা।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ اَنْ يَّخْطُبَ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কোন ব্যক্তির তার অন্য ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের পাশাপাশি প্রস্তাব দেয়া নিন্দনীয়

٢٠٨٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ.

২০৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব না দেয়।

٢٠٨١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ اَحَدُكُمْ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَلَا يَبِيْعُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ.

২০৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার (মুসলিম) ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় এবং কেউ যেন তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া কোন জিনিসের দর করাকালীন তার দরের উপর দর-দাম করে।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَنْظُرُ اِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيْدُ تَزْوِيْجَهَا

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ যে ব্যক্তি কোন মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, বিবাহের পূর্বে তাকে দেখে নেয়া

٢٠٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى مَا يَدْعُوْهُ اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ اَتَخَبَّأُ لَهَا حَتّٰى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِىْ اِلٰى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا.

২০৮২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোনো নারীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব দেয় তখন সম্ভব হলে (বিবাহের পূর্বে) তাকে বিবাহে উৎসাহিত করে এমন কিছু যেন তার থেকে দেখে নেয়। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি একটি মেয়েকে বিবাহের জন্য পয়গাম দেয়ার পর তাকে দেখে নেয়ার আকাঙ্ক্ষা অন্তরের মধ্যে গোপন রেখেছিলাম। অবশেষে আমি তার মাঝে এমন কিছু দেখলাম যা আমাকে তাকে বিবাহ করতে আকৃষ্ট করলো। অতএব আমি তাকে বিবাহ করলাম।

টীকা ঃ বিবাহের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া সমস্ত উলামার মতে জায়েয, তবে উদ্দেশ্য সৎ হতে হবে। হাদীসে বর্ণিত দেখে নেয়ার নির্দেশ পরামর্শস্বরূপ। সুতরাং তাকে দেখে নেয়া ওয়াজিব নয় (অনু.)।

بَابٌ فِى الْوَلِىِّ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ ওয়ালী বা অভিভাবক সম্বন্ধে

٢٠٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا اَصَابَ مِنْهَا فَاِنْ تَشَاجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِىُّ مَّنْ لَا وَلِىَّ لَهُ.

২০৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোনো নারী তার ওয়ালী বা অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে তাহলে তার সে বিবাহ বাতিল ও অবৈধ হবে। একথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। আর যদি স্বামী তার সাথে সঙ্গম করে, তাহলে এ কারণে সে মোহর প্রদান করবে। যদি তাদের (অভিভাবকদের) মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে শাসকই হবেন ওয়ালী। কেননা যাদের অভিভাবক নাই শাসকই তার অভিভাবক।

٢٠٨٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ اِلَيْهِ.

২০৮৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীসটির অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, জা'ফার সরাসরি যুহরী (র) থেকে (হাদীস) শুনতে পাননি, বরং যুহরী তাকে লিখে পাঠিয়েছেন।

٢٠٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُوْنُسَ وَاِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَالِيٍّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ يُوْنُسُ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ وَاِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ.

২০৮৫। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অভিভাবক ছাড়া কোনো বিবাহই কার্যকরী নয়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটির সনদ নিম্নরূপ ঃ ইউনুস সরাসরি আবু বুরদা থেকে, আর ইসরাঈল আবু ইসহাকের মাধ্যমে আবু বুরদা থেকে বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন, ওয়ালী ছাড়া আকদ সহীহ হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, বালেগ ও বুদ্ধিমান ছেলে বা মেয়ের জন্য অভিভাবকের প্রয়োজন নেই, তারা স্বেচ্ছায় বিবাহ করতে পারে। ইসলামী শরী'আতে তা অনুমোদিত ও স্বীকৃত। নবী-পত্নী উম্মু হাবীবা (রা) ভিনদেশে হাবশায়, নিজেকে ওয়ালী ব্যতীত নবী (সা) এর কাছে বিবাহ দেন, অথচ সেখানে তার কোনো ওয়ালী উপস্থিত ছিলো না (অনু.)।

٢٠٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِيْمَنْ هَاجَرَ اِلٰى اَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهُمْ.

২০৮৬। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (উবায়দুল্লাহ) ইবনে জাহ্‌শের বিবাহ বন্ধনে ছিলেন এবং স্বামীর সাথে হাবশার ভূমিতে হিজরত করেন। সেখানে তার স্বামী (মুরতাদ অবস্থায়) মারা যাওয়ার পর হাবশা অধিপতি নাজাশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাকে বিবাহ দেন। তিনি সেখানে (ওয়ালীবিহীন) অবস্থায় তাদের কাছেই ছিলেন।

بَابٌ فِي الْعَضْلِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ নারীদের বিবাহে বাধাদান নিষিদ্ধ

٢٠٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ ابْنُ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ كَانَتْ لِيْ أُخْتٌ تُخْطَبُ اِلَيَّ فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِيْ فَأَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاَقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا خُطِبَتْ اِلَيَّ اَتَانِيْ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ أُنْكِحُهَا اَبَدًا. قَالَ فَفِيَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ. قَالَ فَكَفَّرْتُ عَنْ يَّمِيْنِيْ فَأَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ.

২০৮৭। হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমার এক বোন ছিলো। তার বিবাহের ব্যাপারে আমার কাছে পয়গাম আসলো। আমার এক চাচাত ভাই আমার কাছে আসলে আমি আমার বোনকে তার সাথে বিবাহ দিলাম। পরে সে তাকে এক তালাক রাজয়ী' দিয়ে এমনভাবে ফেলে রাখলো যে, তার ইদ্দাতকাল শেষ হয়ে গেলো। অতঃপর যখন তার বিবাহের প্রস্তাব আসতে থাকলো, আমার চাচাত ভাইও পুনরায় আমার কাছে প্রস্তাব পাঠালো। তখন আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনো তাকে তার কাছে বিবাহ দেবো না। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর আমাকে কেন্দ্র করেই নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় ঃ "যখন তোমরা নারীদেরকে তালাক দিবে, ইদ্দাতকাল শেষ হওয়ার পর যদি তারা তাদের পূর্ব-স্বামীকে বিবাহ করতে চায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না"... (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩২) তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর আমি আমার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করে বোনটিকে তার সাথে বিবাহ দিয়েছি।

بَابُ اِذَا اَنْكَحَ الْوَالِيَّانِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ যখন দু'জন ওয়ালী কোনো মেয়েকে বিবাহ দেয়

٢٠٨٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ الْمَعْنٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَا وَاَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَا.

২০৮৮। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোনো নারীকে যদি দু'জন ওয়ালী বিবাহ দেয়, তাহলে প্রথম বিবাহ প্রদানকারীর বিবাহ কার্যকরী হবে। অদ্রূপ যদি কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিস দুই ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে তাহলে তাদের দু'জনের মধ্যে প্রথম ক্রেতাই তার অধিকারী হবে।

بَابٌ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَّلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ.

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ মহান আল্লাহর বাণী : "জোরপূর্বক নারীদেরকে ওয়ারিসী সম্পত্তি গণ্য করা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না" (সূরা আন-নিসা ঃ ১৯)

٢٠٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ اَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلاَ اَظُنُّهُ اِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ "لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ" قَالَ كَانَ الرَّجُلُ اِذَا مَاتَ كَانَ اَوْلِيَاؤُهُ اَحَقُّ بِامْرَاَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا اِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا اَوْ زَوَّجُوْهَا وَاِنْ شَاءُوْا لَمْ يُزَوِّجُوْهَا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْ ذٰلِكَ.

২০৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। "জোরপূর্বক নারীদেরকে ওয়ারিসী সম্পত্তি গণ্য করা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না" (সূরা আন-নিসা ঃ ১৯)। তিনি এ আয়াতের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন, কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার ওয়ারিসরা সেই মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর তার বংশের অভিভাবকের পরিবর্তে মালিক-মুখতার হয়ে বসতো। তাদের কেউ চাইলে তাকে বিবাহ করতো অথবা ইচ্ছা করলে তাকে অন্যত্র বিবাহ দিতো আবার মর্জি হলে বিবাহ দিতো না। এই প্রসঙ্গে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে।

٢٠٩٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِى عَلِيُّ ابْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَّلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ" وَذٰلِكَ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِىْ قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتّٰى تَمُوْتَ اَوْ تَرُدَّ اِلَيْهِ صَدَاقَهَا فَاَحْكَمَ اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ وَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ.

২০৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "জোরপূর্বক নারীদেরকে ওয়ারিসী সম্পত্তি বানানো তোমাদের জন্য হালাল নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না, যদি না তারা স্পষ্ট ব্যভিচার করে" (সূরা আন-নিসা ঃ ১৯)। এ আয়াতটি নাযিল হবার কারণ হচ্ছে এই ঃ কোনো নিকটাত্মীয় ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার বংশের পুরুষরা তার স্ত্রীর মালিক হয়ে বসতো এবং তাকে এমনভাবে অতিষ্ঠ করে তুলতো যে, হয় সে শেষ নাগাদ মৃত্যুবরণ করতো অথবা তার গোটা মোহরানা তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হতো। অতএব আল্লাহ এহেন কাজ নিষিদ্ধ করলেন।

٢٠٩١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ شَبُّوْيَهِ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى عُمَرَ عَنِ الضَّحَّاكِ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَوَعَظَ اللّٰهُ ذٰلِكَ.

২০৯১। উমার (রা)-এর মুক্তদাস উবাইদুল্লাহ-দহহাক (র)..... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। রাবী বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে (এ আয়াতটির দ্বারা) মানুষকে নসীহত করেছেন।

بَابٌ فِى الْاِسْتِيْمَارِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ বিবাহের জন্য মেয়েদের অনুমতি চাওয়া

٢٠٩٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتّٰى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ الْبِكْرُ اِلاَّ بِاِذْنِهَا. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ.

২০৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো বিধবা মহিলাকে তার সম্মতি ব্যতীত এবং কোন কুমারীকে তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না। তারা (সাহাবারা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার অনুমতি কি? তিনি বললেন ঃ যদি সে নীরব থাকে।

٢٠٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْمَعْنٰى حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَاْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِىْ نَفْسِهَا فَاِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ اِذْنُهَا وَاِنْ اَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا وَالْاِخْبَارُ فِىْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ اَبُوْ خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُعَاذُ ابْنُ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو.

২০৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়াতীম কুমারী মেয়ে থেকে সরাসরি সম্মতি নিতে হবে। যদি সে চুপ থাকে তবে সেটাই তার সম্মতি। আর যদি সে অস্বীকৃতি বা অসম্মতি প্রকাশ করে, তবে তার উপর কোনো প্রকার জবরদস্তি করা চলবে না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসের মূল পাঠ ইয়াযীদের। আবু খালিদ সুলায়মান ইবনে হায়্যান ও মুআয ইবনে মু'আয (র), মুহাম্মাদ ইবনে আমর (র) থেকে এইভাবেই বর্ণনা করেছেন।

٢٠٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهِ زَادَ فِيْهِ قَالَ فَاِنْ بَكَتْ اَوْ سَكَتَتْ زَادَ بَكَتْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ بَكَتْ بِمَحْفُوْظٍ وَهُوَ وَهْمٌ فِى الْحَدِيْثِ. الْوَهَمُ مِنِ ابْنِ اِدْرِيْسَ اَوْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاَءِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ اَبُوْ عَمْرٍو ذَكْوَانُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِىْ اَنْ تَتَكَلَّمَ قَالَ سُكَاتُهَا اِقْرَارُهَا.

২০৯৪। মুহাম্মাদ ইবনে আমর (র) থেকে পূর্বে বর্ণিত হাদীসটি উক্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে তন্মধ্যে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, “তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ 'যদি সে (কুমারী) আস্তে কাঁদে অথবা নীরব-নিশ্চুপ থাকে'। 'বাকাত্' শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করা হয়েছে। আবু দাউদ (র) বলেন, 'বাকাত্' শব্দটি নির্ভরযোগ্য নয়। এটি হাদীসের মধ্যে একটি ভ্রম। ইবনে ইদরীস থেকে এই ভ্রম হয়েছে।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কুমারী তো (এ ব্যাপারে) কথাবার্তা বলতে লজ্জাবোধ করে। তিনি বললেন ঃ তার চুপ থাকাই তার স্বীকৃতি।

٢٠٩٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ حَدَّثَنِى الثِّقَةُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰمِرُوا النِّسَاءَ فِىْ بَنَاتِهِنَّ.

২০৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নারীদের থেকে তাদের কন্যাদের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করো (কেননা পিতার চেয়ে মাতাই তার সম্বন্ধে বেশী ওয়াকিফহাল)।

بَابٌ فِى الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا اَبُوْهَا وَلاَ يَسْتَاْمِرُهَا

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ পিতা তার কুমারী কন্যাকে তার অমতে বিবাহ দিলে

٢٠٩٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا اَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২০৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক যুবতী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো যে, তার পিতা তার অমতে তাকে বিবাহ দিয়েছে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (উক্ত বিবাহ বহাল রাখা বা না রাখার) এখতিয়ার দিলেন।

٢٠٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهٰكَذَا رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلاً مَعْرُوْفٌ.

২০৯৭। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উক্ত হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) 'ইবনে আব্বাস (রা)-র নাম উল্লেখ করেননি'। অনুরূপভাবে অন্যরাও এ হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই প্রসিদ্ধ।

بَابٌ فِى الثَّيِّبِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ স্বামীহীনা নারী সম্বন্ধে

٢٠٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَهٰذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِىِّ.

২০৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিধবা মহিলা তার অভিভাবকের চেয়ে নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে অধিক কর্তৃত্বসম্পন্ন এবং কুমারীর বিবাহের ব্যাপারে তার সম্মতি নিতে হবে এবং চুপ থাকাটাই তার সম্মতি। হাদীসের মূল পাঠ আল-কা'নাবীর।

٢٠٩٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوْهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُوْهَا لَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ.

২০৯৯। আবদুল্লাহ ইবনুল ফাদল (র) থেকে উক্ত সনদে (হাদীসটি) একই অর্থে বর্ণিত হয়েছে। বিধবা নারী তার অভিভাবকের চাইতে নিজের ব্যাপারে অধিক কর্তৃত্বসম্পন্ন। আর কুমারী মেয়ে থেকে তার পিতা সম্মতি গ্রহণ করবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসে বর্ণিত 'আবুহা' (তার পিতা) শব্দটি সংরক্ষিত নয়।

٢١٠٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِىِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.

২১০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিধবা নারীর উপর তার অভিভাবকের কোনো কর্তৃত্ব নেই, আর ইয়াতীম কুমারী মেয়ের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে এবং তার চুপ থাকাই তার স্বীকারোক্তি।

٢١٠١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ

اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَىْ يَزِيْدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

২১০১। খানসাআ বিনতে খিযাম আল-আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে বিবাহ দিয়েছেন যখন তিনি বয়স্কা (সাবালিকা) হয়েছেন। অথচ তিনি এ বিবাহ অপছন্দ করলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে তা জানালে তিনি তার সেই বিবাহ রদ করে দেন।

بَابٌ فِى الْأَكْفَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ কুফু বা সমতা

٢١٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْيَافُوْخِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِىْ بَيَاضَةَ اَنْكِحُوْا اَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوْا إِلَيْهِ. وَقَالَ إِنْ كَانَ فِىْ شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ.

২১০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হিন্দ (নামে জনৈক সাহাবী) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার তালুতে রক্তমোক্ষণ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে বায়াদা সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমাদের গোত্রের একটি মেয়ে আবু হিন্দের কাছে বিবাহ দাও। ফলে তারা তাদের একটি কন্যা তার কাছে বিবাহ দিলো এবং তিনি বললেন ঃ তোমরা যেসব চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করো সেগুলোর মধ্যে উপকার থাকলে তা রক্তমোক্ষণেই।

بَابٌ فِىْ تَزْوِيْجِ مَنْ لَمْ يُوْلَدْ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ যে এখনো জন্মগ্রহণ করেনি তাকে বিবাহ দেয়া

٢١٠٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِىُّ مِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ حَدَّثَتْنِىْ سَارَةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ اَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُوْنَةَ

بِنْتَ كَرْدَمٍ قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ اَبِىْ فِىْ حَجَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَنَا اِلَيْهِ اَبِىْ وَهُوَ عَلٰى نَاقَةٍ لَهُ فَوَقَفَ لَهُ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ وَمَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ فَسَمِعْتُ الْاَعْرَابَ وَالنَّاسَ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ فَدَنَا اِلَيْهِ اَبِىْ فَاَخَذَ بِقَدَمِهِ فَاَقَرَّ لَهُ وَوَقَفَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَعَ مِنْهُ فَقَالَ اِنِّىْ حَضَرْتُ جَيْشَ عَثْرَانَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى جَيْشُ غَثْرَانَ فَقَالَ طَارِقُ بْنُ الْمُرَقَّعِ مَنْ يُّعْطِيْنِىْ رُمْحًا بِثَوَابِهِ قُلْتُ وَمَا ثَوَابُهُ قَالَ اُزَوِّجُهُ اَوَّلَ بِنْتٍ تَكُوْنُ لِىْ فَاَعْطَيْتُهُ رُمْحِىْ ثُمَّ غِبْتُ عَنْهُ حَتّٰى عَلِمْتُ اَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ جَارِيَةٌ وَبَلَغَتْ ثُمَّ جِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ اَهْلِىْ جَهِّزْهُنَّ اِلَىَّ فَحَلَفَ اَنْ لاَ يَفْعَلَ حَتّٰى اُصْدِقَ صَدَاقًا جَدِيْدًا غَيْرَ الَّذِىْ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ وَحَلَفْتُ اَنْ لاَ اُصْدِقَ غَيْرَ الَّذِىْ اَعْطَيْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِقَرْنِ اَىِّ النِّسَاءِ هِىَ الْيَوْمَ قَالَ قَدْ رَاَتِ الْقَتِيْرَ قَالَ اَرٰى اَنْ تَتْرُكَهَا قَالَ فَرَاعَنِىْ ذٰلِكَ وَنَظَرْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ مِنِّىْ قَالَ لاَ تَاْثَمُ وَلاَ صَاحِبُكَ يَاْثَمُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْقَتِيْرُ الشَّيْبُ.

২১০৩। সারা বিনতে মিকসাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মায়মূনা বিনতে কারদাম (র)-কে বলতে শুনেছেন, আমি আমার পিতার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (বিদায়) হজ্জে রওয়ানা হলাম। এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলে, আমার পিতা তাঁর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি তাঁর উষ্ট্রীর উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিলো শিক্ষকদের হাতে যেরূপ দোররা বা ছড়ি থাকে অনুরূপ একটি দোররা। আমি বেদুঈন ও জনসাধারণকে বলতে শুনেছি, দোররা থেকে দূরে থাকো, দোররা থেকে দূরে থাকো, দোররা থেকে দূরে থাকো। অতঃপর আমার পিতা তাঁর কাছে গিয়েই তাঁর পা দু'খানা জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁকে (নবী হিসাবে) স্বীকৃতি দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতার কাছে থামলেন এবং তার কথা শুনলেন। আমার পিতা বলেন, আমি (জাহিলী যুগে) 'আসরান' যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। ইবনুল মুসান্নার বর্ণনায় 'গাস্‌রান'। এ সময়

তারিক ইবনুল মুরাক্কা' (নামের এক ব্যক্তি) বললো, কে আমাকে একটি তীর দিবে, তার বিনিময়ে আছে পুরস্কার। আমি বললাম, তার পুরস্কারটি কি? সে বললো, আমার সর্বপ্রথম যে কন্যাটি জন্মগ্রহণ করবে তাকে তার কাছে বিবাহ দিবো। আমি আমার তীরটি তাকে দিলাম। এরপর আমি সে সময় পর্যন্ত তাদের থেকে দূরে অনুপস্থিত রইলাম, যাবৎ আমি জানতে পারলাম যে, তার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং সে বালেগাও হয়েছে। অতঃপর আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, এবার আমার স্ত্রী আমার নিকট অর্পণ করো। সুতরাং তারা তাকে আমার নিকট সোপর্দ করতে প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু সে (মেয়ের পিতা তারিক) শপথ করে বললো, আমার ও তার মাঝে পূর্বে যে কথাবার্তা হয়েছিলো তার অতিরিক্ত যে পর্যন্ত আমি নতুনভাবে মোহর আদায় না করি ততক্ষণ আমার কন্যা তাকে দিবো না। অপরদিকে আমিও শপথ করেছি যে, পূর্বে যা তাকে দিয়েছি, সেটি ব্যতীত অন্য কোনো মোহর আমি দিবো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা। সে বর্তমানে একজন মহিলা। বোধ হয় সে তোমাকে দেখেছে। তিনি আরো বললেন ঃ আমি মনে করি তাকে পরিত্যাগ করাই তোমার জন্য কল্যাণকর। তিনি (কারদাম) বলেন, আমি যে কসম করেছি সেজন্য আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হলাম এবং এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে দৃষ্টি ফেললাম। তিনি আমার অবস্থা অনুধাবন করে বললেন ঃ কসমের দ্বারা তোমারও কোনো গুনাহ হবে না, আর তোমার প্রতিপক্ষেরও কোনো গুনাহ হবে না। আবু দাউদ (র) বলেন, 'আল-কাতীর' অর্থ বার্ধক্য।

টীকা ঃ যার জন্মই হয়নি তাকে বিবাহ দেয়া বাতিল, এর কোন কার্যকারিতা নাই (সম্পা.)।

٢١٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ اَنَّ خَالَتَهُ اَخْبَرَتْهُ عَنِ امْرَاَةٍ قَالَتْ هِىَ مُصَدَّقَةٌ امْرَاَةُ صِدْقٍ قَالَتْ بَيْنَا اَبِىْ فِىْ غَزَاةٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اِذْ رَمَضُوْا فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ يُّعْطِيْنِىْ نَعْلَيْهِ وَاَنْكِحُهُ اَوَّلَ بِنْتٍ تُوْلَدُ لِىْ فَخَلَعَ اَبِىْ نَعْلَيْهِ فَاَلْقَاهُمَا اِلَيْهِ فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْقَتِيْرِ.

২১০৪। ইবরাহীম ইবনে মাইসারা (র) থেকে বর্ণিত। তার খালা তাকে জনৈকা নারীর সূত্রে বলেছেন। উক্ত মহিলাটি মানুষের নিকট সত্যবাদিনী মহিলাই বটে। তিনি বলেছেন, জাহিলী যুগে একদা আমার পিতা এক যুদ্ধে শরীক ছিলেন যেখানে তপ্ত বালির গরমে তাদের চলাফেরা অসহনীয় হয়ে পড়েছিলো। জনৈক ব্যক্তি বললো, কে আমাকে তার জুতাজোড়া দিবে? পুরস্কারস্বরূপ আমার সর্বপ্রথম যে কন্যাটি জন্ম নিবে, তাকে আমি তার

কাছে বিবাহ দিবো। এতদশ্রবণে আমার পিতা তার জুতাজোড়া তার দিকে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর তার একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলো এবং সে বালেগাও হলো।... এরপর বর্ণনাকারী পূর্ব বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী বাকী অংশটুকু বর্ণনা করেছেন, তবে এখানে 'আল-কাতীর' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

بَابُ الصَّدَاقِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ দেনমোহর

٢١٠٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَدَاقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوْقِيَةً وَنَشٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَشٌّ قَالَتْ نِصْفُ أُوْقِيَةٍ.

২১০৫। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহরানা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'বারো উকিয়া ও এক নাস্স।' আমি বললাম, 'নাস্স্' কি? তিনি বললেন, এক উকিয়ার অর্ধেক।

টীকা ঃ এক উকিয়ায় চল্লিশ দিরহাম। সুতরাং বারো উকিয়া ও এক নাস্সের পরিমাণ পাঁচশ' দিরহাম (অনু.)।

٢١٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ أَلاَ لاَ تُغَالُوْا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَاِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا اَوْ تَقْوٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَانَ اَوْلاَكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَةً.

২১০৬। আবুল আজফা আস্-সুলামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন, সাবধান! তোমরা নারীদের দেনমোহর অধিক ধার্য করে সীমালঙ্ঘন করো না। কেননা যদি তা দুনিয়ার মধ্যে মর্যাদা দানকারী এবং আল্লাহর নিকট পরহেযগারীর কোনো বস্তু হতো, তাহলে তোমাদের চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে অধিক উত্তম ছিলেন। অথচ তিনি তাঁর স্ত্রীদের কারো দেনমোহর এবং তাঁর কন্যাদের কারো দেনমোহর বারো উকিয়ার বেশী ধার্য করেননি।

٢١٠٧- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ. قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَسَنَةُ هِيَ أُمُّهُ.

২১০৭। উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (প্রথমে) উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহশের বিবাহে আবদ্ধ ছিলেন। (মুসলমানদের দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরতের সময় তিনিও তাঁর স্বামীর সাথে তথায় হিজরত করেছিলেন)। পরে উবাইদুল্লাহ হাবশা ভূমিতে মৃত্যুবরণ করলে হাবশা অধিপতি নাজাশী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর বিবাহ দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে দেনমোহর আদায় করেন। অতঃপর তিনি তাকে শুরাহবীল ইবনে হাসানার মারফত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (মদীনায়) পাঠিয়ে দেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, 'হাসানা' হলেন শুরাহবীলের মাতা।

٢١٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَاقِ أَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ.

২১০৮। আয-যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। আন-নাজাশী (র) আবু সুফিয়ান-কন্যা উম্মু হাবীবা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহ দেন এবং চার হাজার দিরহাম মোহর ধার্য করেন। তিনি বিষয়টি লিখিতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি তা কবুল করেন।

بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ

٢١٠٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ

وَحُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأٰى عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيَمْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ مَا أَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ النَّوَاةُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَالنَّشُّ عِشْرُوْنَ وَالْأُوْقِيَّةُ أَرْبَعُوْنَ.

২১০৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র শরীরে জা'ফরানের চিহ্ন দেখতে পেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা কি? তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছো? তিনি বলেন, আমি তাকে খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণ দিয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ওলীমার (বিবাহভোজের) আয়োজন করো, যদিও তা একটিমাত্র ছাগল দ্বারা হয়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এক নাওয়াত পাঁচ দিরহাম, এক নাশ্ বিশ দিরহাম এবং এক উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান।

টীকা ঃ ইমাম আহমাদের মতে ওলীমা করা ওয়াজিব, অন্যান্য মাযহাবমতে সুন্নাত। বাসরের পরে ভোজ অনুষ্ঠানকে ওলীমা বলা হয় (অনু.)।

٢١١٠- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ جِبْرَائِيْلَ الْبَغْدَادِيُّ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْطٰى فِيْ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوْفًا وَرَوَاهُ اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلٰى مَعْنَى الْمُتْعَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَلٰى مَعْنٰى اَبِيْ عَاصِمٍ.

২১১০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি এক মুষ্টি ছাতু কিংবা খোরমা মোহরানা বাবদ প্রদান করলে তার

বিবাহ বৈধ হলো। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, উক্ত হাদীস আবদুর রহমান ইবনে মাহদী... জাবের (রা) থেকে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং আবু আসিম... জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক মুষ্টি খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে ফায়দা ভোগ করতাম। 'মুত'আ' বিবাহের মধ্যেই এরূপ হতো (যা পরে চিরকালের জন্য রহিত হয়ে গেছে)। আবু দাউদ বলেন, ইবনে জুরাইজ আবুয-যুবাইরের উদ্ধৃতি দিয়ে জাবের (রা) থেকে আবু আসিমের বর্ণনার অর্থে রিওয়ায়াত করেছেন।

টীকা ঃ মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ সম্পর্কে ফকীহগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ ও আহমাদ (র)-এর মতে এর কোন সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্দিষ্ট নাই। ইমাম মালেক (র)-এর মতে এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ এবং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে দশ দিরহাম (সম্পা.)।

بَابٌ فِى التَّزْوِيْجِ عَلَى الْعَمَلِ يَعْمَلُ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ কাজ করে দেয়ার বিনিময়ে বিবাহ অনুষ্ঠান

٢١١١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِىْ لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا اِيَّاهُ قَالَ مَا عِنْدِىْ اِلاَّ اِزَارِىْ هٰذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ اِنْ اَعْطَيْتَهَا اِزَارَكَ جَلَسْتَ لاَ اِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا قَالَ لاَ اَجِدُ شَيْئًا قَالَ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَىْءٌ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

২১১১। সাহল ইবনে সা'দ আস্-সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার দেহকে (বিবাহের জন্য) আপনার সমীপে সমর্পণ করলাম। অতঃপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। জনৈক (আনসারী) ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে আমার

সাথে বিবাহ্ দিন, যদি তাকে আপনার প্রয়োজন না থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাকে মোহরানা বাবত দিতে পারো এমন কোনো জিনিস তোমার নিকট আছে কি? সে বললো, আমার এই পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত আমার কাছে আর কিছু নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি তুমি তোমার পরিধেয় তাকে দিয়ে দাও, তাহলে তুমি তো (ঘরেই) বসে যাবে। কেননা তোমার কাছে যে অন্য কোনো পরিধেয় বস্ত্র নেই। সুতরাং খোঁজ করে দেখো কোনো জিনিস পাও কিনা? সে বললো, আমি কিছুই পাচ্ছি না। তিনি পুনরায় বললেন ঃ যাও এবং খুঁজে দেখো এমনকি তা যদি লোহার একটি আংটিও হয়। লোকটি খোঁজ করলো, কিন্তু কিছুই পেলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি কুরআনের কিছু মুখস্থ জানো? সে উত্তর দিলো, হাঁ, আমি অমুক অমুক সূরা, কয়েকটি সূরার নাম উল্লেখ করে বললো, এগুলো মুখস্থ জানি। এবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যাও, তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ জানো, তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ্ দিলাম (তাকে এগুলো শিক্ষা দান করো)।

٢١١٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَفْصُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِىِّ عَنْ عِسْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ نَحْوَ هٰذِهِ الْقِصَّةِ لَمْ يَذْكُرِ الْاِزَارَ وَالْخَاتَمَ فَقَالَ مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ اَوِ الَّتِىْ تَلِيْهَا قَالَ قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِيْنَ اٰيَةً وَهِىَ امْرَأَتُكَ.

২১১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অনুরূপ বর্ণিত। তবে এই বর্ণনায় রাবী পরিধেয় বস্ত্র ও আংটির উল্লেখ করেননি।... অতঃপর নবী (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুরআনের কোন্ অংশটি তোমার মুখস্থ আছে? সে বললো, সূরা আল-বাকারা অথবা তার সংলগ্ন সূরাটি। তখন তিনি বললেন ঃ যাও। তাকে বিশটি আয়াত শিক্ষা দাও এবং সে তোমার স্ত্রী।

٢١١٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ نَحْوَ خَبَرِ سَهْلٍ قَالَ وَكَانَ مَكْحُوْلٌ يَقُوْلُ لَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২১১৩। মাকহূল (র) থেকে সাহল (রা)-র হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। মাকহূল (র)

বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (ওফাতের) পরে কারোর জন্য মোহর ব্যতীত বিবাহ দেয়া জায়েয নেই।

بَابُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ যে ব্যক্তি মোহর নির্ধারণ ব্যতীত বিবাহ করলো এবং এই অবস্থায় মারা গেলো

٢١١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى بِهِ فِيْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.

২১১৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে বর্ণিত, যে কোনো নারীকে বিবাহ করার পর মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ তার সাথে সহবাসও হয়নি এবং কোনো মোহরানাও ধার্য করেনি। তিনি বললেন, সে পূর্ণ মোহরের অধিকারিণী হয়েছে, তাকে ইদ্দাত পালন করতে হবে এবং স্বামীর সম্পদের মীরাসও পাবে। এ সময় মা'কিল ইবনে সিনান (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিরওয়াআ বিনতে ওয়াশিকের ব্যাপারে অনুরূপ ফয়সালা দিতে শুনেছি।

٢١١٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ فَسَاقَ عُثْمَانُ مِثْلَهُ.

২১১৫। উসমান ইবনে আবু শায়বা (র) তার সনদ পরম্পরায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢١١٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ وَأَبِيْ حَسَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ أُتِيَ فِيْ رَجُلٍ بِهٰذَا الْخَبَرِ

قَالَ فَاخْتَلَفُوْا اِلَيْهِ شَهْرًا اَوْ قَالَ مَرَّاتٍ قَالَ فَاِنِّىْ اَقُوْلُ فِيْهَا اِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ قَالَ وَاِنَّ لَهَا الْمِيْرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَاِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللّٰهِ وَاِنْ يَّكُ خَطَأً فَمِنِّىْ وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ بَرِيَّانِ فَقَامَ نَاسٌ مِنْ اَشْجَعَ فِيْهِمْ الْجَرَّاحُ وَاَبُوْ سِنَانٍ فَقَالُوْا يَا ابْنَ مَسْعُوْدٍ نَحْنُ نَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِيْنَا فِىْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَاِنَّ زَوْجَهَا هِلاَلُ بْنُ مُرَّةَ الْاَشْجَعِىُّ كَمَا قَضَيْتَ قَالَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَرَحًا شَدِيْدًا حِيْنَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২১১৬। আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত। উক্ত হাদীসের (পূর্বে বর্ণিত) ঘটনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র কাছে আনীত হলে এক মাস ধরে অথবা অনেকবার তারা (সাহাবীগণ) মতভেদ করেন। এরপর তিনি (ইবনে মাসউদ) বলেন, আমি ঐ নারীর জন্য ফতোয়া দিচ্ছি যে, সে তার বংশের নারীর সমপরিমাণ মোহর পাবে, এতোটুকু কমও নয়, বেশীও নয় এবং তার জন্য মীরাসের অংশও রয়েছে। আর তাকে ইদ্দাতও পালন করতে হবে। এটা আমার (ইজতিহাদ প্রসূত) অভিমত, এটা নির্ভুল হলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহমাত্র; আর যদি ভুল হয়, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্পূর্ণ নির্দোষ। অতঃপর আশজা' গোত্রের আল-জাররাহ ও আবু সিনান (রা)-সহ কয়জন লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে ইবনে মাসউদ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে হেলাল ইবনে মুররার স্ত্রী বিরওয়াআ' বিনতে ওয়াশিকের ব্যাপারে অনুরূপ ফতোয়া দিয়েছিলেন– যেরূপ আপনি ফতোয়া দিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখন দেখলেন যে, তার ফতোয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফতোয়ার মতই হয়েছে, তখন তিনি অত্যধিক আনন্দিত হলেন।

٢١١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْاَصْبَغِ الْحَرَّانِىُّ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ اَتَرْضٰى اَنْ اُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ تَرْضَيْنَ اَنْ اُزَوِّجَكِ فُلاَنًا قَالَتْ نَعَمْ فَزَوَّجَ اَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِىْ فُلاَنَةَ وَلَمْ اَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ اُعْطِهَا شَيْئًا وَاِنِّىْ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ اَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِىْ بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَحَدِيْثُهُ اَتَمُّ فِىْ اَوَّلِ الْحَدِيْثِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّكَاحِ اَيْسَرُهُ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يُخَافُ اَنْ يَكُوْنَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مُلْزَقًا لِأَنَّ الأَمْرَ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا.

২১১৭। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি কি পছন্দ করো যে, আমি তোমার সাথে অমুক মহিলার বিবাহ দেই? সে বললো, হাঁ। অতঃপর তিনি সংশ্লিষ্ট মহিলাকেও বললেন ঃ আমি যদি তোমাকে অমুক পুরুষের সাথে বিবাহ দেই তবে তাতে তুমি রাজী হবে? সে বললো, হাঁ। অতএব একজন অপরজনকে। বিবাহ করলো। অতঃপর সে ব্যক্তি তার সাথে সঙ্গম করলো, কিন্তু তার জন্য সে কোনো মোহরানা নির্ধারণও করেনি এবং তাকে নগদ কিছু দেয়ওনি। লোকটি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তথায় উপস্থিত ছিলো। যারা হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন তাদের সকলকে খায়বারের এক এক অংশ দেয়া হয়েছিল। এরপর যখন তার ওফাতের সময় উপস্থিত হলো তখন সে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে অমুক মহিলার বিবাহ দিয়েছিলেন, অথচ আমি তার (স্ত্রীর) জন্য কোনো মোহরানাও নির্ধারণ করিনি, আর তাকে নগদ কিছু দেইওনি। সুতরাং আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি যে, আমি তার মোহরানা বাবদ আমার খায়বারের অংশটুকু তাকে দান করলাম। সে (স্ত্রী) তা গ্রহণ করে এক লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলো। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসের শুরুতে অধস্তন রাবী উমার ইবনুল খাত্তাব (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'সাদাসিধে সহজ পদ্ধতিতে যে বিবাহ সম্পন্ন হয় সে বিবাহই উত্তম'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে বললেন... অতঃপর হাদীসের বাকী অংশটুকু একইরূপ

বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি শংকিত যে, এই হাদীস পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে। কারণ বিষয়টি ভিন্নরূপ।

بَابٌ فِيْ خُطْبَةِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ বিবাহের খুতবা

٢١١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فِيْ خُطْبَةِ الْحَاجَةِ فِى النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ الْمَعْنٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ وَاَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِهٖ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَقُلْ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ اِنَّ.

২১১৮। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিবাহের খুতবা (নিম্নে বর্ণিতভাবে) শিক্ষা দান করেছেন ঃ "প্রকৃতপক্ষে সমস্ত প্রশংসার অধিকারী এক আল্লাহ্ই। আমরা তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করি, তাঁর নিকট ক্ষমা চাই এবং তাঁর কাছে পানাহ চাই আমাদের দেহ ও আত্মার সমস্ত অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত (সৎপথ) দান করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে সৎপথে আনতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে চাওয়া-নেওয়া এবং আত্মীয়-স্বজনদের (সাথে সম্পর্ক

ছিন্ন করার) ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের (যাবতীয় কার্যকলাপের) উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবান"। "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো এবং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মরো না" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২)। "হে ঈমানদারগণ! সঠিক (সত্য) কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম গুছিয়ে দিবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে মহাসাফল্য অর্জন করবে" (সূরা আহযাব ঃ ৭০-৭১)।

٢١١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ اَبِيْ عِيَاضٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا تَشَهَّدَ ذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهُ لاَ يَضُرُّ اِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا.

২১১৯। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দিতেন, তখন পূর্ব বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত বক্তব্যের অনুরূপ বলতেন। অবশ্য وَرَسُوْلُه বলার পর নিম্নোক্ত বাক্যগুলোও উল্লেখ করতেন ঃ "তাঁকে তিনি সত্য (দীন)-সহ কিয়ামতের আগে পাঠিয়েছেন (মু'মিনদের জন্য) সুসংবাদ প্রদানকারী এবং (কাফির ও পাপীদের জন্য) ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে সঠিক পথের সন্ধান পাবে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের নাফরমানী করবে সে কেবল নিজেরই অমঙ্গল ডেকে আনবে, কিন্তু আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।"

٢١٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ اَخِيْ شُعَيْبٍ الرَّازِيِّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ قَالَ خَطَبْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاَنْكَحَنِيْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّتَشَهَّدَ. قَالَ لَنَا اَبُوْ عِيْسٰى بَلَغَنَا اَنَّ اَبَا دَاوُدَ قِيْلَ لَهُ يَجُوْزُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ وَفِيْ هٰذَا اَحَادِيْثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২১২০। ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সুলাইম গোত্রীয় জনৈক

ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উমামা বিনতে আবদুল মুত্তালিবকে (বিবাহ করার) প্রস্তাব পাঠালে তিনি খুতবা ছাড়াই আমাকে বিবাহ করিয়ে দিলেন। আবূ ঈসা (র) আমাদের বলেন, আমরা অবগত হয়েছি যে, আবূ দাউদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এটা কি জায়েয? তিনি বলেন, হ্যাঁ। এই বিষয়ে নবী (সা)-এর কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে।

টীকা ঃ খুতবা পাঠ ছাড়াও বিবাহ জায়েয (অনু.)।

بَابٌ فِىْ تَزْوِيْجِ الصِّغَارِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ নাবালেগকে বিবাহ দেয়া

٢١٢١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا بِنْتُ سَبْعٍ قَالَ سُلَيْمَانُ اَوْ سِتٍّ وَدَخَلَ بِىْ وَاَنَا بِنْتُ تِسْعٍ.

২১২১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম যখন আমাকে বিবাহ করেন তখন আমার বয়স ছিল সাত বছর। অধস্তন রাবী সুলায়মানের বর্ণনায় ছয় বছর। আর যখন আমার সাথে বাসর যাপন করেন তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর।

بَابٌ فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ কুমারী স্ত্রীর কাছে অবস্থান করা

٢١٢٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ اُمَّ سَلَمَةَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ لَيْسَ بِكِ عَلٰى اَهْلِكِ هَوَانٌ اِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَاِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِىْ.

২১২২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উম্মু সালামাকে বিবাহ করেন তখন তার কাছে তিনদিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার পরিজনের নিকট তুচ্ছ বা অবহেলিত নও। যদি তুমি চাও তাহলে

আমি তোমার জন্যে সাত দিন দিতে পারি। তবে যদি তোমাকে সাত দিন দেই, তাহলে আমার সমস্ত স্ত্রীদেরকেও সাত দিন করে দিতে হবে।

টীকা ঃ একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সাথে রাত যাপন থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, ঘর-বাড়ি যাবতীয় জিনিসেই সমান ইনসাফ করা ওয়াজিব। চাই স্ত্রী নতুন হোক কিংবা পুরাতন, কুমারী বা বিধবা, যুবতী কিংবা বৃদ্ধা। কোনো অবস্থাতেই পার্থক্য করা চলবে না। তবে কেউ স্বেচ্ছায় নিজের প্রাপ্য ছেড়ে দিলে সেটা আলাদা কথা (অনু.)।

٢١٢٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا. زَادَ عُثْمَانُ وَكَانَتْ ثَيِّبًا. وَقَالَ حَدَّثَنِيْ هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا اَنَسٌ.

২১২৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাফিয়্যা (রা)-কে গ্রহণ করলেন (এবং তিনি তাকে বিবাহ করলেন) তখন তিনি তার কাছে তিন দিন অবস্থান করেছেন। (বর্ণনাকারী) উসমান বলেন, তিনি বিধবা ছিলেন।

٢١٢٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَاِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَاِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا. وَلَوْ قُلْتُ اِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلٰكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذٰلِكَ.

২১২৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কেউ স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী মেয়েকে বিবাহ করে, সে যেন কুমারী স্ত্রীর কাছে সাত দিন কাটায়। আর যদি কেউ (কুমারী স্ত্রী থাকা অবস্থায়) বিধবাকে বিবাহ করে তবে সে বিধবার কাছে যেন তিন দিন কাটায়। (বর্ণনাকারী আবু কিলাবা বলেন) যদি আমি একথা বলি যে, তিনি (আনাস রা.) এ হাদীসটি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত) পৌছিয়েছেন, তাও আমি সত্য বলবো। তবে তিনি বলেছেন, এরূপ করাই সুন্নাত।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَنْقُدَهَا شَيْئًا

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ কেউ যদি তার স্ত্রীকে নগদ কিছু দেয়ার পূর্বে তার সাথে বসবাস করতে চায়

٢١٢٥- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا

سَعِيْدٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطِهَا شَيْئًا قَالَ مَا عِنْدِيْ شَيْءٌ. قَالَ اَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ.

২১২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী (রা) ফাতিমা (রা)-কে বিবাহ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তাকে (স্ত্রীকে) কিছু জিনিস দাও। তিনি বললেন, আমার কাছে কিছুই নেই। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ তোমার হুতামী বর্মটি কোথায়?

٢١٢٦- حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيْوَةَ عَنْ شُعَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ اَبِيْ حَمْزَةَ حَدَّثَنِيْ غَيْلاَنُ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثُوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَادَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ لِيْ شَيْءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطِهَا دِرْعَكَ فَاَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا.

২১২৬। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সাওবান (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। আলী (রা) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা)-কে বিবাহ করেন এবং তার (ফাতিমার) সাথে একত্রে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন তাকে কিছু জিনিস না দেয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে যেতে তাকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে কিছুই নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে তোমার বর্মটি দাও। অতএব তিনি তাকে তার বর্মটি প্রদান করে বাসর যাপন করলেন।

٢١٢٧- حَدَّثَنَا كَثِيْرٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَيْوَةَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

২১২৭। ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢١٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ

عَنْ طَلْحَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اُدْخِلَ امْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا قَبْلَ اَنْ يُّعْطِيَهَا شَيْئًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَخَيْثَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ.

২১২৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন জনৈকা নারীকে কোনো জিনিস (স্বামীর তরফ থেকে) দেয়ার পূর্বেই বসবাসের জন্য স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেই। আবু দাউদ (র) বলেন, খায়ছামা (র) আয়েশা (রা) থেকে হাদীস শুনেননি।

টীকা ঃ বাসর যাপনের পূর্বে স্ত্রীকে কিছু জিনিস প্রদান করা ওয়াজিব নয়, তবে মানসিক প্রশান্তির জন্য কিছু দেয়া উত্তম। যেমন নবী (সা) আলী (রা)-কে পরামর্শ দিয়েছেন (অনু.)।

٢١٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ نُكِحَتْ عَلٰى صَدَاقٍ اَوْ حِبَاءٍ اَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ اُعْطِيَهُ وَاَحَقُّ مَا اُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ اَوْ اُخْتُهُ.

২১২৯। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে তাকে মোহরানা অথবা দান অথবা অন্য কোন প্রকারে পাত্রের পক্ষ থেকে কিছু দেয়া হলে স্ত্রীলোকটি সেটার অধিকারিণী। আর বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর যা কিছু প্রদান করা হয় তা যাকে দেয়া হয়েছে সে-ই তার মালিক হবে। তবে বিবাহ উপলক্ষে কোন ব্যক্তি তার কন্যা অথবা বোনকে কিছু উপঢৌকন দিলে সেটা অত্যন্ত সম্মানজনক।

بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ নতুন দম্পতির জন্য যেভাবে দু'আ করবে

٢١٣٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَفَّأَ الْاِنْسَانَ اِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

২১৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো ব্যক্তিকে বিবাহের পর মুবারকবাদ দিতেন তখন বলতেন ঃ 'আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ করুন, তোমার প্রতি বরকত নাযিল করুন এবং তোমাদের দাম্পত্য জীবন কল্যাণময় হোক'।

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا حُبْلٰى

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ কোনো ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহের পর তাকে গর্ভবতী পেলে

٢١٣١- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ السَّرِيِّ الْمَعْنٰى قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقُوْا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِيْ سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَاِذَا هِيَ حُبْلٰى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَاِذَا وَلَدَتْ قَالَ الْحَسَنُ فَاجْلِدْهَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ فَاجْلِدُوْهَا أَوْ قَالَ فَحُدُّوْهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَرْسَلُوْهُ كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِيْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً وَكُلُّهُمْ قَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَهُ.

২১৩১। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জনৈক আনসারী ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে আবুস-সারী বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, 'আনসার' শব্দ বলেননি। অতঃপর সমস্ত বর্ণনাকারী এক হয়ে বর্ণনা করেছেন। 'বাসরা' নামে এক ব্যক্তি জনৈকা কুমারী মেয়েকে আড়ালের মধ্যে (না দেখে) বিবাহ করে যখন তার কাছে নিভৃতে বাসর যাপন করলো তখন দেখলো সে (স্ত্রী) গর্ভবতী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি যে তার

(শরীরের) বিশেষ অংশ উপভোগ করেছো তজ্জন্য তোমাকে মোহরানা দিতে হবে। আর যে সন্তানটি জন্ম নেবে সে তোমার গোলাম হবে। আর সে সন্তান প্রসব করার পর তুমি বা তোমরা তাকে চাবুক মারো অথবা বলেছেন ঃ তার উপর 'হদ্দ' কার্যকর করো। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসটি কাতাদা (র) সাঈদ ইবনে ইয়াযীদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনুল মুসায়্যাব থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর ইয়াযীদ ইবনে নুয়াইমের উদ্ধৃতি দিয়ে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব থেকে, আর আতা আল-খোরাসানী সরাসরি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব থেকে বর্ণনা করেন। কিন্তু এদের সকলের বর্ণিত হাদীস 'মুরসাল।' তবে ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীরের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, 'বাসরা ইবনে আকসাম জনৈকা নারীকে বিবাহ করেন।' অবশ্য সমস্ত বর্ণনাকারী তাদের হাদীসে বলেছেন, তিনি 'সন্তানটিকে তার গোলামে পরিণত করেছেন'।

٢١٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى عَنْ يَزِيْدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ اَكْثَمَ نَكَحَ امْرَاَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَحَدِيْثُ ابْنِ جُرَيْجٍ اَتَمُّ.

২১৩২। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। বাসরা ইবনে আকসাম নামে জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিবাহ করলো। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় আরো আছে, 'এবং তিনি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছেন'। তবে ইবনে জুরাইজের বর্ণিত হাদীসটি সবদিক থেকে পরিপূর্ণ।

بَابٌ فِى الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ স্ত্রীদের মধ্যে সার্বিক ইনসাফ কায়েম করা

٢١٣٣- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَاَتَانِ فَمَالَ اِلٰى اِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

২১৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দু'জন স্ত্রী থাকা অবস্থায় তাদের একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, সে কিয়ামতের দিন পঙ্গু অবস্থায় উপস্থিত হবে।

٢١٣٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ

قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِيْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ اَمْلِكُ.

২১৩৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (স্ত্রীদের প্রতি) ইনসাফভিত্তিক পালা বণ্টন করে বলতেন ঃ 'হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষ থেকে সমতা ও ইনসাফ, যতটুকু আমার আয়ত্তে রয়েছে। আর যেটা তোমার নিয়ন্ত্রণে, আমার সাধ্য বহির্ভূত তাতে যদি কারোর প্রতি কম-বেশী হয়ে যায় তজ্জন্য তুমি আমাকে অভিযুক্ত করো না'।

٢١٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ اُخْتِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مَكْثِهِ عِنْدَنَا. وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ الاَّ وَهُوَ يَطُوْفُ عَلَيْنَا جَمِيْعًا فَيَدْنُوْ مِنْ كُلِّ امْرَاَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيْسٍ حَتّٰى يَبْلُغَ اِلَى الَّتِيْ هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيْتُ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِيْنَ اَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ اَنْ يُّفَارِقَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَوْمِيْ لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا قَالَتْ نَقُوْلُ فِيْ ذٰلِكَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفِيْ اَشْبَاهِهَا اُرَاهُ قَالَ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا.

২১৩৫। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, হে ভাগ্নে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (স্ত্রীদের) কাছে পালাক্রমে রাত যাপনের ব্যাপারে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিতেন না। এমন দিন খুব কমই অতিবাহিত হয়েছে; কিন্তু তিনি আমাদের সকলের কাছে আসতেন এবং প্রত্যেক স্ত্রীর নিকট গমন করতেন, তবে কাউকে স্পর্শ (সঙ্গম) করতেন না। অবশেষে যার কাছে রাত কাটাবার পালা হতো, তিনি সেখানে রাত কাটাতেন। সাওদা বিনতে যাম'আ (রা) যখন বার্ধক্যে পৌঁছলেন আর আশংকা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তালাক দিবেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে আপনার বসবাসের পালার দিনটি আমি আয়েশাকে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। আয়েশা

(রা) বলেন, আমরা বলতাম, এ প্রসঙ্গে এবং এ ধরনের অন্যান্য ব্যাপারকে উদ্দেশ্য করে মহান ক্ষমতাশালী আল্লাহ নাযিল করেছেন ঃ "যদি কোনো নারী তার স্বামীর তরফ থেকে নিষ্ঠুরতা কিংবা উপেক্ষিত হবার আশংকা করে..." (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৮)।

٢١٣٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا اِذَا كَانَ فِىْ يَوْمِ الْمَرْاَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِىْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ قَالَتْ مُعَاذَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنْتُ اَقُوْلُ اِنْ كَانَ ذَاكَ اِلَىَّ لَمْ اُوْثِرْ اَحَدًا عَلَى نَفْسِىْ.

২১৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আল্লাহর বাণী) "তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পারো এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পারো..." (৩৩ সূরা আল-আহ্যাব ঃ ৫১) নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের পালায় (পরিবর্তনের জন্য) আমাদের থেকে অনুমতি নিতেন। মু'আযা (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি বলতেন? তিনি বললেন, আমি বলতাম, পালার দিনটি যদি আমার হয়ে থাকে, তাহলে আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার দিতে চাই না।

٢١٣٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مَرْحُوْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ بَابَنُوْسَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اِلَى النِّسَاءِ يَعْنِىْ فِىْ مَرَضِهِ فَاجْتَمَعْنَ فَقَالَ اِنِّىْ لاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَدُوْرَ بَيْنَكُنَّ فَاِنْ رَاَيْتُنَّ اَنْ تَاْذَنَّ فَاَكُوْنَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ. فَاَذِنَّ لَهُ.

২১৩৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে ইনতিকাল করেছেন সেই সময় সকল স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। তারা সকলে একত্র হলে তিনি বললেন ঃ আমি পালাক্রমে তোমাদের সকলের মাঝে ঘুরে বেড়ানোর মতো শক্তি পাচ্ছি না। যদি তোমরা সকলে ভালো মনে করো, তাহলে আমাকে আয়েশার নিকট অবস্থানের অনুমতি দাও। তারা সকলে তাঁকে অনুমতি দিলেন।

٢١٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ اِمْرَاَةٍ مِّنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ.

২১৩৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন সকল স্ত্রীর নামে লটারীর ব্যবস্থা করতেন। সুতরাং লটারীতে তাদের মধ্যে যার নাম উঠতো তিনি তাকেই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আর তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য পালাক্রমে রাত ও দিন ভাগ করে নিতেন। তবে যাম'আর কন্যা সাওদা (রা) তার পালার দিনটি আয়েশা (রা)-কে দান করেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارُهَا

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ যে ব্যক্তি স্ত্রীর জন্য তার বাড়ির শর্ত করে

٢١٣٩- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَحَقَّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ.

২১৩৯। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অঙ্গীকারসমূহের মধ্যে যে অংগীকার দ্বারা তোমরা (স্ত্রীদের) গুপ্তাঙ্গ হালাল করেছো তা পূরণ করা অধিক অগ্রগণ্য।

টীকা ঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় স্ত্রী আইনানুগ কোন শর্ত আরোপ করলে এবং স্বামী তা মেনে নিলে অথবা স্বামী তাকে কোন প্রতিশ্রুতি দিলে তা অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। যেমন বিবাহের সময় স্ত্রী শর্ত আরোপ করলো যে, সে যেখানে বসবাস করতে চায় তাকে তথায় রাখতে হবে, সেখান থেকে অন্যত্র তাকে নেয়া যাবে না। স্বামী এই শর্ত মেনে নিয়ে থাকলে সে তার সম্মতি ব্যতীত এর বিপরীত করতে পারবে না। মনে রাখতে হবে, বিবাহের সময় উত্থাপিত বা গৃহীত শর্তাবলী অবশ্যই ইসলামী আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে (সম্পা.)।

بَابٌ فِىْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْاَةِ.

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

٢١٤٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ

عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ.

২১৪০। কায়েস ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (কুফার) আল-হীরা এলাকায় পৌছে দেখতে পেলাম, সেখানকার লোকজন তাদের নেতাকে সিজদা করছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তো সিজদা পাবার সর্বাধিক যোগ্য। অতঃপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বললাম, আমি আল-হীরা এলাকায় দেখে এসেছি যে, তথাকার লোকজন তাদের নেতাকে সিজদা করে। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূল! আপনিই তো সবচেয়ে বেশি যোগ্য যে, আমরা আপনাকে সিজদা করি? তিনি বললেন ঃ যদি তুমি আমার (মৃত্যুর পর) কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করো তখন কি তুমি সেটাকে সিজদা করবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন ঃ সাবধান! এরূপ করো না। কারণ আমি যদি কোন মানুষকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে আমি স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করতে, এজন্য যে, আল্লাহ স্ত্রীদের উপর স্বামীদের অধিকার ধার্য করেছেন।

٢١٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

২১৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার সাথে বিছানায় শোয়ার জন্য ডাকে, আর স্ত্রী না আসে এবং স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত যাপন করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ ঐ নারীকে অভিসম্পাত করতে থাকেন।

بَابُ فِى حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلٰى زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

٢١٤٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ قَزَعَةَ الْبَاهِلِىُّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ اَوْ اكْتَسَبْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ اِلاَّ فِى الْبَيْتِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلاَ تُقَبِّحْ اَنْ تَقُوْلَ قَبَّحَكِ اللّٰهُ.

২১৪২। হাকীম ইবনে মু'আবিয়া আল-কুশাইরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন ঃ যখন তুমি আহার করবে তখন তাকেও খাবার দেবে। আর যখন তুমি (বস্ত্র) পরিধান করবে অথবা যখন তুমি রুজি রোজগার করবে তখন তাকেও পোশাক-পরিচ্ছদ দিবে। তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, তাকে গালমন্দ করবে না এবং পৃথক রাখতে হলে ঘরের ভিতরেই রাখো। আবু দাউদ (র) বলেন, 'ওয়ালা তুকাব্বিহ' অর্থ তোমার একথা বলা– আল্লাহ্ তোমার কুৎসা করুন।

٢١٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِىْ مِنْهُنَّ وَمَا نَذَرُ قَالَ ائْتِ حَرْثَكَ اَنّٰى شِئْتَ وَاَطْعِمْهَا اِذَا طَعِمْتَ وَاكْسُهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تُقَبِّحِ الْوَجْهَ وَلاَ تَضْرِبْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى شُعْبَةُ تُطْعِمُهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ.

২১৪৩। বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আমাদের স্ত্রীদের কোন স্থানে সঙ্গম করবো, আর কোনটি বর্জন করবো? তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার ফসল উৎপাদন ভূমিতে (সম্মুখের লজ্জাস্থানে) সঙ্গম করো যেভাবে চাও। আর তুমি যখন খাবে তাকেও তখন খেতে দাও এবং নিজে যখন পরিধান করো তখন তাকেও পরিধান করতে দাও। তার মুখে গালি ছুড়ে মেরো না এবং তাকে মারধর করো না। আবু দাউদ (র) বলেন, শো'বা বর্ণনা করেছেন, যখন তুমি খাও তখন তাকেও খাবার দাও। আর যখন তুমি পরিধান করো তখন তাকেও পরিধেয় সরবরাহ করো।

٢١٤٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْمُهَلَّبِىُّ النَّيْسَابُوْرِىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ

بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَزِيْنٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ دَاوُدَ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُوْلُ فِىْ نِسَائِنَا قَالَ اَطْعِمُوْهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُوْنَ وَلاَ تَضْرِبُوْهُنَّ وَلاَ تُقَبِّحُوْهُنَّ.

২১৪৪। মু'আবিয়া আল-কুশাইরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, আমাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খেতে দাও এবং তোমরা যা পরিধান করবে, তাদেরকেও তা পরিধান করতে দাও। তাদেরকে মারধর করো না এবং অশালীন গালিগালাজও করো না।

بَابٌ فِىْ ضَرْبِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ স্ত্রীদেরকে আঘাত করা সম্পর্কে

٢١٤٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاِنْ خِفْتُمْ نُشُوْزَهُنَّ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ. قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِى النِّكَاحَ.

২১৪৫। আবু হুররা আর-রাকাশী (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের অবাধ্য হওয়ার আশংকা করো, তবে তাদের থেকে তোমাদের শোয়ার বিছানা পৃথক করে নাও। হাম্মাদ (র) বলেন, অর্থাৎ তাদের সাথে সঙ্গম বর্জন করো।

টীকা ঃ স্ত্রী যদি স্বামীকে মান্য না করে এবং অবাধ্য হয় তাহলে স্বামী তাকে বশে আনার জন্য তার সাথে সংগম বর্জন করতে পারে। হাদীসে সূরা আন-নিসার ৩৪ নং আয়াতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে (সম্পা.)।

٢١٤٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ خَلَفٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ ذُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَضْرِبُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ فَجَاءَ عُمَرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِىْ ضَرْبِهِنَّ فَاَطَافَ بِاٰلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ اُولٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ. قَالَ لَنَا اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ.

২১৪৬। ইয়াস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু যুবাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর দাসীদেরকে প্রহার করো না। অতঃপর উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, নারীগণ তাদের স্বামীদের উপর ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। এরপর তিনি (সা) তাদেরকে হালকা আঘাত করার অনুমতি দিলেন। অতঃপর বহু সংখ্যক নারী এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের কাছে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ পেশ করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বহু সংখ্যক নারী তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে মুহাম্মাদের পরিবারে এসেছে। সুতরাং যারা এভাবে স্ত্রীদেরকে প্রহার করে তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নয়। ইমাম আবু দাউদ (র) আমাদের বলেন, তিনি আবদুল্লাহ (রা)-র পুত্র আবদুল্লাহ।

٢١٤٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوْدِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُسْلِىِّ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُسْاَلُ الرَّجُلَ فِيْمَا ضَرَبَ امْرَاَتَهُ.

২১৪৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ভদ্রতা ও শালীন আচরণ শিখানোর জন্য প্রহার করলে তার জন্য অভিযুক্ত হবে না।

টীকা ঃ কুরআন মাজীদে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করেছেন" (সূরা আর-রূম ঃ ২১)। স্ত্রী অন্যায়ভাবে অবাধ্য হলে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উপদেশ দিয়ে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। আঘাত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সর্বশেষ পর্যায়ে। এক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, এমনভাবে হালকা আঘাত করতে বলা হয়েছে যাতে শরীরের চামড়ার উপর দাগ না পড়ে। পরিবারের কর্তা হিসাবে স্বামীকে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য কিছু শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের এখতিয়ারও দেয়া হয়েছে (সম্পা.)।

بَابٌ فِيْ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ চোখ সংযত রাখার জন্য যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে

٢١٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ

بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ.

২১৪৮। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনিচ্ছাকৃতভাবে হঠাৎ কোনো বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তৎক্ষণাত তোমার চোখ ফিরিয়ে নাও।

٢١٤٩- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِىُّ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ رَبِيْعَةَ الْاَيَادِىِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِىٍّ يَا عَلِىُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ.

২১৪৯। ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বললেন ঃ হে আলী! কোনো বেগানা নারীকে একবার দেখার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিও না। কেননা তোমার জন্য প্রথমবার দেখার অনুমতি আছে, কিন্তু দ্বিতীয়বারের জন্য নয়।

٢١٥٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ اِلَيْهَا.

২১৫০। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো মহিলা অন্য কোনো মহিলার দেহের সাথে মিশে তার অঙ্গের দিকে তাকিয়ে অথবা স্পর্শ করে এমনভাবে তার বর্ণনা নিজের স্বামীর কাছে যেন না দেয়, সে যেন তাকে চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছে।

٢١٥١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى اِمْرَأَةً فَدَخَلَ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَضٰى حَاجَتَهُ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِىْ صُوْرَةِ شَيْطَانٍ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَاِنَّهُ يُضْمِرُ مَا فِىْ نَفْسِهِ.

২১৫১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বেগানা নারীকে দেখে ফেললেন। তৎক্ষণাত তিনি (স্ত্রী) যয়নাব বিনতে জাহশ (রা)-র কাছে গমন করে নিজের প্রয়োজন মেটালেন, অতঃপর সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বললেন ঃ নারী শয়তানের বেশে সামনে আসে। সুতরাং তোমাদের কারো অন্তরে যদি এরূপ কিছু জাগ্রত হয় সে যেন অবশ্যই তার স্ত্রীর কাছে আসে। কেননা এতে তার অন্তরের সুপ্ত বাসনাটি দুর্বল হয়ে যাবে।

টীকা ঃ ইসলামী শরী'আত মহিলাদেরকে শালীন পোশাক পরিধান করে প্রয়োজনবোধে বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। কোন নারী যদি সেই নির্দেশ লংঘন করে অশালীন পোশাক পরিধান করে বাড়ির বাইরে যায় তাহলে শয়তান তার শিকার ধরার জন্য তাকে তার তীর হিসাবে ব্যবহার করে। পুরুষরা তার প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকায় এবং তাদের মনে অশুভ চেতনা জাগ্রত হয়। এভাবে নারী-পুরুষ উভয়ে এক পর্যায়ে গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়। তাই অশালীন পোশাকে সজ্জিত হয়ে দেহসৌষ্ঠবের প্রদর্শনী করে যেসব নারী জনসমক্ষে আসে তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নারী শয়তানের বেশ ধরে সামনে আসে (সম্পা.)।

٢١٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذٰلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِيْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ.

২১৫২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'লামামের' বর্ণনায় যা কিছু বলেছেন আমি তার চেয়ে অধিক সাদৃশ্য আর কোনো বস্তুতে দেখিনি। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি আদম সন্তানের মধ্যে যেনার একটি অংশ নির্ধারণ করে রেখেছেন, যা সে নিশ্চিত উপভোগ করে থাকে। সুতরাং দৃষ্টি হচ্ছে চক্ষুদ্বয়ের যেনা, প্রেমালাপ হচ্ছে জিহ্বার যেনা এবং অন্তর তা ভোগ করার জন্য আকাঙ্ক্ষা যোগায়, আর গুপ্তস্থান তা বাস্তবে পরিণত করে কিংবা মিথ্যা প্রমাণিত করে।

টীকা ঃ 'লামাম' ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ। এটি একটি ছোট গুনাহ। যেমন চুমা দেয়া, স্পর্শ করা, অন্তরে মন্দ ধারণা পোষণ করা ইত্যাদি। শরী'আতে এর জন্য কোনো প্রকারের শাস্তি নির্ধারিত নেই, তবে এগুলো মারাত্মক বস্তু। কেননা এসব কিছু যেনাকে আহ্বান জানায়, ফলে বস্তু ছোট হলেও পরিণামে ধ্বংস ডেকে আনে (অনু.)।

٢١٥٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ

فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْىُ وَالْفَمُ يَزْنِى فَزِنَاهُ الْقُبَلُ.

২১৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উক্ত হাদীসের ঘটনায়... প্রতিটি আদম সন্তানের মধ্যে যেনার একটি অংশ বিদ্যমান আছে। তিনি বলেছেন ঃ হস্তদ্বয় যেনা করে, স্পর্শ করা হচ্ছে উভয় হাতের যেনা। পদদ্বয়ও যেনা করে, অগ্রসর হওয়াই হচ্ছে পদদ্বয়ের যেনা। মুখও যেনা করে, আর মুখের যেনা হচ্ছে চুমা দেয়া।

٢١٥٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَالْاُذُنُ زِنَاهَا الاِسْتِمَاعُ.

২১৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীসের ঘটনায় উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ পরনারীর আলাপ শ্রবণ করা হচ্ছে কর্ণদ্বয়ের যেনা।

بَابٌ فِىْ وَطْءِ السَّبَايَا

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ কয়েদী দাসীদের সাথে সঙ্গম করা

٢١٥٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْثًا اِلَى اَوْطَاسٍ فَلَقُوْا عَدُوَّهُمْ فَقَاتَلُوْهُمْ فَظَهَرُوْا عَلَيْهِمْ وَاَصَابُوْا لَهُمْ سَبَايَا فَكَاَنَّ اُنَاسًا مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوْا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ اَجْلِ اَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِىْ ذٰلِكَ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. اَىْ فَهُنَّ لَهُمْ حَلاَلٌ اِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ.

২১৫৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনায়নের দিন (তায়েফ এলাকায়) আওতাসের দিকে একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন। তারা শত্রুদের (বনী হাওয়াযিনের) সাথে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হন, তাদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাদের উপর বিজয়ী হয়ে তাদের নারীদেরকে কয়েদ করে নিয়ে আসেন। কিন্তু সেই কয়েদী নারীদের মুশরিক স্বামীরা বর্তমান থাকার দরুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কিছু সংখ্যক তাদের সাথে সঙ্গম করাকে গুনাহ ও পাপ ধারণা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করলেন, "এবং মুমিনা বিবাহিতা বিদূষী নারী তোমাদের জন্য বিবাহ করা হারাম, তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যেগুলোর মালিক হয়েছে" (৪ সূরা আন-নিসা ঃ ২৪)। অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ দাসী যখন তাদের ইদ্দাতকাল সমাপ্ত করবে তখন তারা তোমাদের জন্য হালাল।

٢١٥٦- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ غَزْوَةٍ فَرَأٰى امْرَأَةً مُجِحًّا فَقَالَ لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِيْ قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ.

২১৫৬। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসন্ন প্রসবা একটি মহিলা দেখতে পেয়ে বললেন ঃ সম্ভবত এর মালিক এর সাথে সঙ্গম করেছে। তারা (লোকেরা) বললো, হাঁ। তিনি বললেন ঃ আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, সে ব্যক্তিকে (সঙ্গমকারীকে) এমনভাবে অভিসম্পাত করবো যেন সে উক্ত অভিসম্পাতসহ কবরে প্রবেশ করে। সে কিরূপে উক্ত সন্তানটিকে তার উত্তরাধিকারী বানাবে যেটি তার জন্য হালাল নয়? এ গর্ভ তো তার দ্বারা হয়নি। আর কিভাবেই বা সে উক্ত সন্তানটিকে গোলাম বানাবে? অথচ তাও তার জন্য হালাল নয়।

٢١٥٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِيْ سَبَايَا أَوْطَاسٍ لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتّٰى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتّٰى تَحِيْضَ حَيْضَةً.

২১৫৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। তিনি আওতাস যুদ্ধের কয়েদী দাসীদের সম্বন্ধে বলেছেন ঃ গর্ভ খালাস না হওয়া পর্যন্ত গর্ভবতীর সাথে সঙ্গম করা যাবে না। আর যেসব নারী গর্ভবতী নয়, একটি মাসিক ঋতু শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথেও সহবাস করা যাবে না।

٢١٥٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ اَبِي حَبِيبٍ عَنْ اَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا اِنِّي لاَ اَقُوْلُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِّنَ السَّبْيِ حَتّٰى يَسْتَبْرِئَهَا وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتّٰى يُقْسَمَ.

২১৫৮। রুয়াইফে' ইবনে সাবিত আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। হানাশ (র) বলেন, একদা রুয়াইফে' আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে বললেন, শুনে নাও! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু শুনেছি কেবল তাই বলবো। তিনি হুনাইনের দিন বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য হালাল নয় যে, অন্যের ফসলে নিজের পানি সেচন করে, অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলার সাথে সঙ্গম করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে তার জন্যও হালাল নয় যে, কোনো কয়েদী মহিলার জরায়ু মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সঙ্গম করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্যও হালাল নয় যে, বণ্টনের পূর্বে যুদ্ধলব্ধ মাল বিক্রয় করে।

٢١٥٩- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ حَتّٰى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ. زَادَ فِيهِ بِحَيْضَةٍ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ اَبِي مُعَاوِيَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ اَبِي سَعِيدٍ زَادَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِّنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتّٰى اِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِّنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتّٰى اِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوْظَةٍ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ اَبِي مُعَاوِيَةَ.

২১৫৯। ইবনে ইসহাক (র) থেকে উক্ত হাদীসের মধ্যে حَتّٰى يَسْتَبْرِئَهَا (জরায়ু মুক্ত হওয়া নাগাদ) এরপর (بِحَيْضَةٍ এক ঋতু দ্বারা) শব্দটিও অতিরিক্ত আছে। এতদ্ভিন্ন আরো আছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন মুসলমানদের

যুদ্ধলব্ধ পশুর পিঠে আরোহণ না করে (যে পর্যন্ত না তা বণ্টন করা হয়), শেষে শীর্ণকায় অবস্থায় তা ফেরত দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন মুসলমানদের গনীমতের কাপড় পরিধান না করে, অবশেষে যখন তা পুরাতন হয়ে যায় তা ফেরত দেয়। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসের মধ্যে اَلْحَيْضَةُ শব্দটি সংরক্ষিত নয়।

بَابٌ فِىْ جَامِعِ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ বিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট নানাবিধ বিধান

٢١٦٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ يَعْنِىْ سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمْ امْرَاَةً اَوِ اشْتَرٰى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاِذَا اشْتَرٰى بَعِيْرًا فَلْيَاْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهٖ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ زَادَ اَبُوْ سَعِيْدٍ ثُمَّ لِيَاْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فِى الْمَرْاَةِ وَالْخَادِمِ.

২১৬০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোনো নারীকে বিবাহ করে বা কোনো দাসী খরিদ করে তখন সে যেন অবশ্যই বলে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার মধ্যকার কল্যাণ এবং তার মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করি এবং তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণ ও তার মাধ্যমে অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই"। আর যখন কোনো উট খরিদ করবে তখন যেন সেটির কুঁজের শীর্ষভাগ ধরে অনুরূপ দু'আ উচ্চারণ করে। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু সাঈদ (র)-এর বর্ণনায় আছে, অতঃপর তার কপালের চুল ধরে বলে... এবং স্ত্রী ও দাসীর ব্যাপারেও কল্যাণের দু'আ করবে।

٢١٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَاْتِىَ اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ

جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ اَنْ يَّكُوْنَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا.

২১৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতে যায় তখন সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং যে সন্তান আমাদেরকে দাও তাদেরকেও শয়তান থেকে দূরে রাখো।" অতঃপর তাদের মাঝে এ সঙ্গমের দরুন যে সন্তান আসবে, শয়তান কখনো তার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।

٢١٦٢- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُوْنٌ مَنْ اَتٰى اِمْرَأَةً فِىْ دُبُرِهَا.

২১৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে বাহ্যদ্বারে সঙ্গম করে সে অভিশপ্ত।

٢١٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ اِنَّ الْيَهُوْدَ يَقُوْلُوْنَ اِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ فِىْ فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ اَحْوَلَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ.

২১৬৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, ইয়াহূদীরা বলতো, যদি কোনো ব্যক্তি স্ত্রীর পেছন দিক থেকে স্ত্রীঅঙ্গে সঙ্গম করে তাহলে সন্তান টেরা হয়ে জন্মায়। তখন এর প্রতিবাদে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন, "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যভূমি। সুতরাং যেভাবে ইচ্ছা তোমরা তোমাদের শস্যভূমিতে গমন করো" (২ সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৩)।

٢١٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى اَبُو الْاَصْبَغِ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ اَوْهَمَ اِنَّمَا كَانَ هٰذَا الْحَىُّ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهُمْ اَهْلُ وَثَنٍ مَعَ هٰذَا الْحَىِّ مِن يَهُوْدَ وَهُمْ اَهْلُ كِتَابٍ وَكَانُوْا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلاً عَلَيْهِمْ فِى الْعِلْمِ فَكَانُوْا يَقْتَدُوْنَ

بِكَثِيْرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ اَمْرِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَنْ لاَ يَأْتُوا النِّسَاءَ اِلاَّ عَلٰى حَرْفٍ وَذٰلِكَ اَسْتَرُ مَا تَكُوْنُ الْمَرْاَةُ فَكَانَ هٰذَا الْحَىُّ مِنَ الْاَنْصَارِ قَدْ اَخَذُوْا بِذٰلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هٰذَا الْحَىُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُوْنَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَيَتَلَذَّذُوْنَ مِنْهُنَّ مُقْبِلاَتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ امْرَاَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذٰلِكَ فَاَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ وَقَالَتْ اِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلٰى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذٰلِكَ وَاِلاَّ فَاجْتَنِبْنِىْ حَتّٰى شَرِىَ اَمْرُهُمَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ. اَىْ مُقْبِلاَتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِى بِذٰلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ.

২১৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে ক্ষমা করুন, তিনি (উক্ত আয়াতের অর্থ বুঝতে) ভুল করেছেন। প্রকৃত কথা এই যে, আনসারদের এই জনপদ ছিলো মূর্তিপূজারী। তারা কিতাবধারী ইয়াহূদীদের সাথে বসবাস করতো এবং স্বভাবতই ইয়াহূদীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে মূর্তিপূজারীদের উপর নিজেদের মর্যাদা দান করতো। ফলে তারা নিজেদের বহুবিদ কাজকর্মে তাদের (ইয়াহূদীদের) অনুকরণ করতো। আর সেই আহলে কিতাবদের নিয়ম এই ছিলো যে, তারা স্ত্রীদেরকে চিৎ করে শুইয়ে কেবলমাত্র এই একটি অবস্থায় সঙ্গম করতো এবং বলতো, এ অবস্থাতেই নারীর সতর অধিক পরিমাণে রক্ষা পায়। অতএব আনসার সম্প্রদায়ও তাদের এ কাজে আহলে কিতাবদের নিয়ম মেনে চলতো। কিন্তু কুরায়শরা এর বিপরীত নারীদেরকে সম্পূর্ণরূপে সতরবিহীন করে সঙ্গম করতো এবং তাদেরকে সম্মুখের দিক থেকে ও পেছনের দিক থেকে এবং চিৎ করে শুইয়ে নানাভাবে সঙ্গমের তৃপ্তি ও আস্বাদ ভোগ করতো। অতঃপর যখন মুহাজিরগণ মদীনায় আগমন করলেন, তখন তাদের এক ব্যক্তি আনসারী এক মহিলাকে বিবাহ করে তার সাথে ঐভাবে সঙ্গমে করতে চাইলো যেভাবে তারা মক্কার নারীদের সাথে করতো। কিন্তু মহিলাটি তাতে অস্বীকৃতি জানালো এবং বললো, আমরা তো কেবলমাত্র একই অবস্থায় (চিৎ অবস্থায় শুয়ে) সঙ্গম সমাধা করি। সুতরাং তুমিও শুধু সেভাবেই সঙ্গম করো অন্যথায় আমার থেকে সরে দাঁড়াও। শেষ নাগাদ তাদের মধ্যকার বাক-বিতণ্ডা প্রকাশ হয়েই পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এ সংবাদ পৌঁছে গেলে মহান ক্ষমতাবান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন, "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যভূমি, সুতরাং তোমরা যেভাবে ইচ্ছা করো তোমাদের শস্যভূমিতে গমন করো"। অর্থাৎ সম্মুখের দিক থেকে, পিছনের দিক থেকে বা চিৎ করে শুইয়ে তার লজ্জাস্থানে সঙ্গম করো।

بَابٌ فِىْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتُهَا

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গম ও একত্রে বসবাস

٢١٦٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ الْيَهُوْدَ كَانَتْ اِذَا حَاضَتْ مِنْهُمْ امْرَأَةٌ اَخْرَجُوْهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُشَارِبُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا فِى الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ وَاصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ اَنْ يَّدَعَ شَيْئًا مِّنْ اَمْرِنَا اِلاَّ خَالَفَنَا فِيْهِ فَجَاءَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا اَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ فِى الْمَحِيْضِ. فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِّنْ لَبَنٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِىْ اٰثَارِهِمَا فَظَنَنَّا اَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

২১৬৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। ইয়াহূদীদের কোনো নারী যখন ঋতুবতী হতো তখন তারা তাকে বসতঘর থেকে বের করে দিতো, আর তাকে তাদের সাথে খানাপিনায়ও অংশীদার করতো না এবং তাদের সাথে একই ঘরে অবস্থান করতেও দিতো না। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন ঃ "লোকজন আপনাকে (নারীদের) মাসিক ঋতু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলে দিন, তা অপবিত্রতা। সুতরাং তোমরা ঋতু চলাকালে স্ত্রীসংগম বর্জন করো... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২ ঃ ২২২)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তাদেরকে নিয়ে একই ঘরে অবস্থান করো, তবে সঙ্গম ব্যতীত যাবতীয় কাজকর্ম একত্রে করো। তাঁর একথা শুনে ইয়াহূদীরা বললো, এ ব্যক্তি আমাদের দীনী কাজকর্মগুলোকে শুধুমাত্র বর্জনই করে না, বরং স্বেচ্ছায় তার বিরোধিতা করে। এ সময় উসাইদ ইবনে হুদাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে

বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহূদীরা এরূপ এরূপ উক্তি করে। সুতরাং আমরা (স্ত্রীদের) ঋতু অবস্থায় সহবাস করবো কি? একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেলো। তাতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি এঁদের উভয়ের উপর রাগান্বিত হয়েছেন। ইত্যবসরে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঠিক এ সময় তাঁদের সামনে দিয়ে কিছু দুধ উপঢৌকন হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি তাদের খোঁজে লোক পাঠালেন। এবার আমরা বুঝে নিলাম যে, তিনি তাদের উপর মনঃক্ষুণ্ন হননি।

٢١٦٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ قَالَ سَمِعْتُ خِلاَسًا الْهَجَرِىَّ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كُنْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْتُ فِى الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَاَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَاِنْ اَصَابَهُ مِنِّىْ شَىْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَاِنْ اَصَابَ تَعْنِى ثَوْبَهُ مِنْهُ شَىْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيْهِ.

২১৬৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঋতুগ্রস্ত অবস্থায় আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই কম্বলের মধ্যে রাত যাপন করতাম। যদি আমার (শরীর) থেকে কোনো জিনিস (রক্ত) তাঁর শরীরে লাগতো, তিনি কেবল সে স্থানটি ধুয়ে নিতেন। আর যদি রক্তের কিছু তাঁর কাপড়ে লাগতো তখনও তিনি কেবল তাই ধুয়ে নিতেন এবং সেই কাপড় পরেই নামায আদায় করতেন।

٢١٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّبَاشِرَ امْرَاَةً مِّنْ نِسَائِهِ وَهِىَ حَائِضٌ اَمَرَهَا اَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

২১৬৭। মায়মূনা বিনতুল হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোনো ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে অবস্থান করতে চাইলে, তাকে শক্ত করে বেঁধে ইযার পরিধান করার নির্দেশ দিতেন, অতঃপর তার সাথে একত্রে ঘুমাতেন।

بَابٌ فِىْ كَفَّارَةِ مَنْ اَتٰى حَائِضًا

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ কোন ব্যক্তি হায়েয চলাকালে সঙ্গম করলে তার কাফ্ফারা

٢١٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ غَيْرُهُ عَنْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِى

الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِيْ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ.

২১৬৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, যে রক্তস্রাব অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছে। তিনি বলেন ঃ সে এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার দান-খয়রাত করবে।

٢١٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا اَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِيْنَارٌ وَاِذَا اَصَابَهَا فِيْ انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ.

২১৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কেউ রক্তস্রাব চলাকালে স্ত্রীসহবাস করে তাহলে এক দীনার এবং যদি স্রাব বন্ধ হবার শেষ পর্যায়ে সহবাস করে তাহলে অর্ধ দীনার দান-খয়রাত করবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ 'আযল' (স্ত্রী-অঙ্গের বাইরে বীর্যপাত)

٢١٧٠- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ ذُكِرَ ذٰلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الْعَزْلَ قَالَ فَلِمَ يَفْعَلُ اَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلْ اَحَدُكُمْ فَانَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَفْسٍ مَخْلُوْقَةٍ اِلاَّ اللّٰهُ خَالِقُهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَزَعَةُ مَوْلٰى زِيَادٍ.

২১৭০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 'আযল' সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন ঃ "তোমাদের কেউ কেন তা করে"? তবে তিনি "তোমাদের কেউ যেন তা না করে" একথা বলেননি। কেননা যে প্রাণসমূহ দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি করা নির্ধারিত হয়েছে, আল্লাহ তা নিশ্চয় সৃষ্টি করবেনই।

টীকা ঃ সংগমকালে স্ত্রী-অঙ্গের বাইরে বীর্যপাত করাকে আযল বলে। জন্মনিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতিও অনুরূপ অস্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন জায়েয। কিন্তু নারী-পুরুষের স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি গ্রহণ হারাম, সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (সম্পা.)।

٢١٧١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا اَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُ اَنَّ رِفَاعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ جَارِيَةً وَاَنَا اَعْزِلُ عَنْهَا وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ وَاَنَا اُرِيْدُ مَا يُرِيْدُ الرِّجَالُ وَاِنَّ الْيَهُوْدَ تُحَدِّثُ اَنَّ الْعَزْلَ مَوْءُوْدَةُ الصُّغْرٰى. قَالَ كَذَبَتْ يَهُوْدُ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ اَنْ تَصْرِفَهُ.

২১৭১। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি দাসী আছে, আমি তার সাথে 'আযল' করি। আমি তার গর্ভধারণ করাকে পছন্দ করি না। অথচ পুরুষেরা (দাসীর সাথে) যা করার প্রবৃত্তি রাখে আমিও তা করি (অর্থাৎ সঙ্গম)। কিন্তু ইয়াহূদীরা বলে, 'আযল' করা নাকি গোপন হত্যা। তার কথা শুনে তিনি বললেন ঃ ইয়াহূদীরা মিথ্যা বলেছে। যদি আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রাণীকে সৃষ্টি করা নির্ধারিত করে থাকেন তাহলে সেটা রোধ করার শক্তি তোমার নেই।

٢١٧٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَاَيْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِ فَسَاَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَاَصَبْنَا سَبَايَا مِنْ سَبْىِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَاَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ فَاَرَدْنَا اَنْ نَعْزِلَ ثُمَّ قُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا قَبْلَ اَنْ نَسْاَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّ وَهِىَ كَائِنَةٌ.

২১৭২। ইবনে মুহায়রিয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করে আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে দেখতে পেলাম। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম এবং তাকে 'আযল' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বনী মুসতালিকের এলাকায় যুদ্ধাভিযানে গেলাম। সেখানে আমরা কিছু আরব দাসীর অধিকারী হলাম এবং নারী বন্দীদের প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিলো প্রবল। কেননা (স্ত্রীদের ছেড়ে) দূরাঞ্চলে অবস্থান আমাদের

কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিলো। আর তাদেরকে চড়ামূল্যে বিক্রি করার ইচ্ছায় তাদের সাথে আযল করারই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম। অতঃপর আমরা ভাবলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝেই বিদ্যমান রয়েছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে তাঁর কাছে কিছু জিজ্ঞেস না করে আযল করা উচিত হবে না। সুতরাং আমরা এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ তোমরা এরূপ না করলে কি ক্ষতি? কেননা কিয়ামত পর্যন্ত যেসব 'রূহ' (মানব সন্তান) জন্ম নেয়া নির্ধারিত তারা তো জন্মাবেই?

٢١٧٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ لِىْ جَارِيَةً اَطُوْفُ عَلَيْهَا وَاَنَا اَكْرَهُ اَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ فَاِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. قَالَ فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ قَالَ قَدْ اَخْبَرْتُكَ اَنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

২১৭৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমার একটি দাসী আছে, তার সাথে আমি সঙ্গম করি, কিন্তু সে গর্ভধারণ করুক তা আমি পছন্দ করি না। তিনি বললেন ঃ তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে আযল করতে পারো। তবে তার জন্যে যা কিছু নির্ধারিত, অচিরে তা আসবেই। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, ক'দিন যেতে না যেতেই উক্ত ব্যক্তি পুনরায় তাঁর কাছে এসে বললো, দাসীটি গর্ভধারণ করেছে। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তো তোমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি যে, তার জন্য যা নির্ধারিত রয়েছে তা নিশ্চিত আসবেই?

بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ مَا يَكُوْنُ مِنْ اِصَابَتِهِ اَهْلَهُ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ কোনো ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার পর তার বর্ণনা দেয়া নিষেধ

٢١٧٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ كُلُّهُمْ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ حَدَّثَنِىْ شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ قَالَ تَثَوَّيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمْ اَرَ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ تَشْمِيْرًا وَلاَ اَقْوَمَ عَلٰى ضَيْفٍ مِّنْهُ فَبَيْنَمَا اَنَا عِنْدَهُ يَوْمًا وَهُوَ عَلٰى

سَرِيْرٍ لَهُ وَمَعَهُ كِيْسٌ فِيْهِ حَصًى اَوْ نَوًى وَاَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ وَهُوَ يُسَبِّحُ بِهَا حَتّٰى اِذَا نَفَدَ مَا فِى الْكِيْسِ اَلْقَاهُ اِلَيْهَا فَجَمَعَتْهُ فَاَعَادَتْهُ فِى الْكِيْسِ فَرَفَعَتْهُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكَ عَنِّىْ وَعَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ بَيْنَا اَنَا اُوْعَكُ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ مَنْ اَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ ذَا يُوْعَكُ فِىْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَاَقْبَلَ يَمْشِىْ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَىَّ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىَّ فَقَالَ لِىْ مَعْرُوْفًا فَنَهَضْتُ فَانْطَلَقَ يَمْشِىْ حَتّٰى اَتٰى مَقَامَهُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ فِيْهِ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَّانِ مِنْ رِجَالٍ وَصَفٌّ مِّنْ نِسَاءٍ اَوْ صَفَّانِ مِنْ نِسَاءٍ وَصَفٌّ مِّنْ رِّجَالٍ فَقَالَ اِنْ نَسَّانِى الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِّنْ صَلاَتِىْ فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ. قَالَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْسَ مِنْ صَلاَتِهِ شَيْئًا فَقَالَ مَجَالِسَكُمْ مَجَالِسَكُمْ. زَادَ مُوْسٰى هٰهُنَا ثُمَّ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ ثُمَّ اتَّفَقُوْا ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى الرِّجَالِ قَالَ هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ اِذَا اَتٰى اَهْلَهُ فَاَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَاَلْقٰى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللّٰهِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا. قَالَ فَسَكَتُوْا قَالَ فَاَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ فَسَكَتْنَ فَجَثَتْ فَتَاةٌ قَالَ مُؤَمَّلٌ فِىْ حَدِيْثِهِ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلٰى اِحْدٰى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلاَمَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُوْنَ وَاِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهُ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا مَثَلُ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِى السِّكَّةِ فَقَضٰى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ اَلاَ اِنَّ طِيْبَ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ

وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ اَلاَ اِنَّ طِيْبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَم يَظْهَرْ رِيْحُهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَمِنْ هٰهُنَا حَفِظْتُهُ عَنْ مُؤَمَّلٍ وَمُوْسٰى اَلاَ لاَ يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ اِلٰى رَجُلٍ وَلاَ اِمْرَاَةٌ اِلٰى اِمْرَاَةٍ اِلاَّ اِلٰى وَلَدٍ اَوْ وَالِدٍ وَذَكَرَ ثَالِثَةً فَنَسِيْتُهَا وَهُوَ فِىْ حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ وَلٰكِنِّىْ لَمْ اُتْقِنْهُ كَمَا اُحِبُّ وَقَالَ مُوْسٰى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِىِّ.

২১৭৪। আবু নাদরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোফাবার জনৈক বৃদ্ধ আমাকে বলেছেন, একদা আমি মদীনায় অতিথি হিসেবে আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট অবস্থান করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীদের কোনো ব্যক্তিকে তার চেয়ে অধিক ইবাদতে পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান অতিথি সেবক আমি কাউকে দেখিনি। একদা আমি তার কাছে ছিলাম, আর তিনি ছিলেন খাটের উপর উপবিষ্ট। তার সাথে ছিল কংকর অথবা খেজুরের আঁটির একটি থলি এবং খাটের নীচে মেঝের উপর বসা ছিল তার একটি কৃষ্ণকায় দাসী। আর তিনি উক্ত গুটি দ্বারা তাসবীহ পড়তে থাকলেন। যখন থলির গুটি শেষ হয়ে যায় তখন থলিটি দাসীর কাছে ফেলে দেন, আর সে তা ভর্তি করে পুনরায় তার কাছে তুলে দেয়। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে আমার পক্ষ থেকে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনা করবো না? শায়খ তাফাবী বলেন, আমি বললাম, হাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, একদা আমি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মসজিদে পড়ে রইলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ দাওসী যুবকটির সংবাদ কে দিতে পারে? কথাটি তিনি তিনবার বললেন। জনৈক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তো ওখানে মসজিদের এক পাশে পড়ে আছেন, জ্বরে ছটফট করছেন। তিনি হেঁটে আমার কাছে আসলেন এবং তাঁর হাত আমার গায়ের উপর রেখে আমাকে কিছু উত্তম কথাবার্তা বললেন, অমনি আমি উঠে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি এখান থেকে হেঁটে সেই স্থানে গেলেন যেখানে তিনি নামায পড়েন। তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন আর তাঁর সাথে ছিলো দুই কাতার পুরুষ ও এক কাতার মহিলা অথবা দুই কাতার মহিলা ও এক কাতার পুরুষ। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যদি শয়তান আমাকে আমার নামাযের কোনো কিছু ভুলিয়ে দেয় তাহলে পুরুষেরা অবশ্যই তাস্‌বীহ (সুবহানাল্লাহ্) পড়বে, আর মহিলারা হাতের উপর হাত মেরে আমাকে সতর্ক করবে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি নামায পড়ালেন, কিন্তু নামাযের মধ্যে কোথাও তিনি কিছুই ভুল করেননি। অতঃপর বললেন ঃ তোমরা নিজ নিজ স্থানে বসে থাকো। তিনি আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করলেন এবং তিনি পুরুষদের দিকে ফিরে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে কি যে নিজ স্ত্রীর সাথে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করে সঙ্গম করে, নিজেকে পর্দায় আড়াল করে নেয়, সর্বোপরি আল্লাহর নির্দেশমত তা গোপন রাখে? তারা জবাব দিলেন, হাঁ। তিনি বললেন ঃ পরে সে

তা থেকে অবসর হয়ে (মানুষের কাছে) একথা বলে যে, আমার স্ত্রীর সাথে আমি এভাবে এভাবে মিলন করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, কথা শুনে লোকেরা (ভয়ে এবং লজ্জায়) নীরব থাকলো। অতঃপর তিনি মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন নারী আছে কি যে তার সংগমের কথা নারীদের মধ্যে বলে বেড়ায়? নারীরাও সবাই নীরব থাকলো। এ সময় এক যুবতী নারী তার দু'পায়ে ভর দিয়ে ঘাড় উঁচু করে বসলো, যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে পান এবং তার কথাও শুনতে পান। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যেরূপ বলেছেন, প্রকৃত ঘটনাও তাই। পুরুষেরা পুরুষদের মাঝে, আর নারীরা নারীদের মধ্যে সেসব কথা আলোচনা করে বেড়ায়। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমরা কি অবগত আছো যে, এদের উদাহরণ কেমন? তিনি বললেন ঃ এদের উদাহরণ হচ্ছে, যেমন একটি শয়তানরূপী নারী গলিপথে একটি শয়তানরূপী পুরুষের সাক্ষাত পেয়ে তার সাথে প্রকাশ্যে নিজেদের যৌনক্ষুধা নিবারণ করলো, আর তাদের এ বেহায়াপনা লোকজন স্বচক্ষে দেখলো। সাবধান! জেনে রাখো, পুরুষের জন্য সে সুগন্ধিই বাঞ্ছনীয়, যার ঘ্রাণ আছে কিন্তু রং নেই। সাবধান! নারীদের জন্য সেই সুগন্ধিই বাঞ্ছনীয় যেটার রং আছে, কিন্তু কোনো ঘ্রাণ নেই।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসের এখান থেকে পরবর্তী অংশটুকু আমি আমার উস্তাদ মুয়াম্মাল ও মূসা এ দু'জন থেকে আয়ত্ত করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ সাবধান! কোনো পুরুষ অন্য পুরুষের এবং কোনো নারী অন্য নারীর বিছানায় যেন শয়ন না করে। তবে পিতা পুত্রের বিছানায় এবং পুত্র পিতার বিছানায় একত্রে শয়ন করতে পারে। আবু দাউদ (র) বলেন, তাদের প্রত্যেকে তৃতীয় আরো একটি কথা বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি। অবশ্য সে কথাটি মুসাদ্দাদের হাদীসে বর্ণিত আছে, কিন্তু আমি তার থেকে সে কথাটি দৃঢ়তার সাথে আয়ত্ত করতে সক্ষম হইনি। পরবর্তী বাক্যটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইমাম আবু দাউদ (র) কর্তৃক তার উস্তাদ মূসা এবং মুসাদ্দাদের সনদ বর্ণনার পার্থক্য দেখানো মাত্র। যেমন মূসা বলেছেন, হাম্মাদ আনিল জুরাইরী শব্দ عَنْ দ্বারা, পরে বলেছেন– عَنْ عَنِ الطُّفَاوِيُّ। তাও দ্বারা। কিন্তু মুসাদ্দাদ বলেছেন حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ। শব্দ تَحْدِيْثْ দ্বারা এবং পরে বলেছেন شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ শব্দের শেষ ভাগে يَا বর্ধিত না করে শুরুতে شَيْخٌ বর্ধিত করেছেন।

অধ্যায় ঃ ১৩

كِتَابُ الطَّلَاقِ

(তালাক)

بَابُ فِيْمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ-১ ঃ যে ব্যক্তি স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে উত্তেজিত করে

٢١٧٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا اَوْ عَبْدًا عَلٰى سَيِّدِهِ.

২১৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে কিংবা দাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত বা প্ররোচিত করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

টীকা ঃ স্ত্রীর কাছে অন্য পুরুষের এমনভাবে প্রশংসা করা, যাতে সে স্বামীর প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে যায়। অনুরূপ গোলামের ব্যাপারে অন্য মনিবের প্রশংসা করে তাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করা (অনু.)।

بَابُ فِي الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কোন নারীর স্বামীর কাছে তার সতীনের তালাক দাবি করা

٢١٧٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَاِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

২১৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো নারী যেন নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এবং বিবাহ বসার লক্ষ্যে তার বোনের তালাক দাবি না করে। কেননা সে ততটুকু পাবে যা তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

টীকা ঃ কোন নারী যেন কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বসার জন্য তার স্ত্রীর তালাক দাবি না করে, এটাই হাদীসের বক্তব্য (অনু.)।

بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ তালাক একটি ঘৃণিত বিষয়

٢١٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ شَيْئًا اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ.

২১৭৭। মুহারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তালাকের চেয়ে অধিক ঘৃণিত কোন কিছুকে আল্লাহ হালাল করেননি।

٢١٧٨- حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ ابْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.

২১৭৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তালাকই হচ্ছে মহান ক্ষমতাবান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত হালাল (বৈধ) বিষয়।

بَابٌ فِي الطَّلَاقِ السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ নির্ধারিত নিয়মে তালাক দেয়া

٢١٧٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

২১৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে বলো, সে যেনো তার স্ত্রীকে রুজু' করে (ফিরিয়ে নেয়) এবং তুহর' (বা ঋতু থেকে পবিত্র হওয়া) পর্যন্ত রেখে দেয়, তারপর ঋতুবতী হয়ে পুনরায় পাক হওয়ার পর ইচ্ছা করলে তাকে রাখবে অন্যথায় সহবাসের পূর্বেই তালাক দিবে। এভাবে ইদ্দাত পালনের সুযোগ রেখে স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন।

٢١٨٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً بِمَعْنَى حَدِيْثِ مَالِكٍ.

২১৮০। নাফে' (র) বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তার স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় এক তালাক দিয়েছিলেন। পূর্ণ হাদীসটি ইমাম মালেকের বর্ণিত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে।

٢١٨١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا اِذَا طَهُرَتْ اَوْ وَهِيَ حَامِلٌ.

২১৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলেন। উমার (রা) এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। তিনি বললেন ঃ তাকে বলো, সে যেনো তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়, পরে ঋতু থেকে পবিত্র হলে, অথবা সে গর্ভবতী হলে তাকে তালাক দেয়।

٢١٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ اَنْ يَمَسَّ فَذٰلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا اَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرُهُ.

২১৮২। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। উমার (রা) ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে বললেন ঃ তাকে বলো, সে যেন অবশ্যই তার স্ত্রীকে রুজু' করে এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত যেন তাকে রাখে। পরে আবার ঋতুবতী হয়ে পুনরায় পবিত্র হওয়ার পর যদি চায় তাহলে সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দিতে পারে। এভাবে ইদ্দাত পালনের সুযোগ রেখে স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে মহান আল্লাহ, যার বাণী সুমহান, নির্দেশ দিয়েছেন।

٢١٨٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ اَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ فَقَالَ وَاحِدَةً.

২১৮৩। ইউনুস ইবনে জুবায়ের (র) ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আপনার স্ত্রীকে কত তালাক দিয়েছিলেন? তিনি বলেছেন, এক তালাক।

٢١٨٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ حَدَّثَنِي يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا. قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِهَا قَالَ فَمَهْ اَرَأَيْتَ اِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.

২১৮৪। ইউনুস ইবনে জুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, যে তার স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিয়েছে, তার হুকুম কি? তিনি বললেন, তুমি কি ইবনে উমার (রা)-কে চিনো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার স্ত্রীকে ঋতুগ্রস্ত অবস্থায় তালাক দিয়েছিলো। উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ তাকে বলো, সে যেন অবশ্যই তার স্ত্রীকে রুজু' করে। তারপর ইদ্দাতকাল সামনে রেখে যেন তাকে তালাক দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, সে তালাকটি কি গণ্য হবে? তিনি বললেন, তা হিসেবে ধরা হবে না কেন? তুমি কি ধারণা করো, যদি সে তা করতে অপারগ হয় তবে সে আহম্মকী করলো।

٢١٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلٰى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَابُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ كَيْفَ تَرٰى فِيْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ اِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ اَوْ لِيُمْسِكْ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَاَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ فِيْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. قَالَ اَبُوْ

دَاوُدَ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَاَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ وَاَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَنْ يُّرَاجِعَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَاِنْ شَاءَ اَمْسَكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَنْ يُّرَاجِعَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ طَلَّقَ اَوْ اَمْسَكَ. قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالْاَحَادِيْثُ كُلُّهَا عَلٰى خِلَافِ مَا قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ.

২১৮৫। উরওয়া (র)-এর মুক্তদাস আবদুর রহমান ইবনে আয়মান (র) ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আর আবুয যুবাইর (র) তা শুনলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীকে তালাক দেয় তার হুকুম কি? ইবনে উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার ঋতুগ্রস্ত স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবদুল্লাহ ইবনে উমার তার ঋতুগ্রস্ত স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তিনি আমার স্ত্রীকে রুজু' করতে বললেন এবং এটাকে কিছু মনে করেননি। তিনি বলেছেন ঃ যখন সে ঋতু থেকে পবিত্র হবে তখন তার ইচ্ছা তালাকও দিতে পারে কিংবা রাখতেও পারে। ইবনে উমার (রা) বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ "হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তখন তাদের ইদ্দাত সামনে রেখে তাদেরকে তালাক দাও।"

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি ইউনুস ইবনে জুবাইর, আনাস ইবনে সীরীন, সাঈদ ইবনে জুবাইর, যায়েদ ইবনে আসলাম, আবুয যুবাইর এবং মানসূর (র) আবু ওয়ায়েলের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাদের সকলের বর্ণিত হাদীসের মোটামুটি অর্থ হচ্ছে এই ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহকে নির্দেশ দিয়েছেন, সে যেন তার স্ত্রীকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রেখে দেয়। এরপর যদি চায় তালাক দিবে, আর যদি ইচ্ছা করে রেখে দিবে। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান (র) সালেমের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে উমার (রা) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে সালেম ও নাফে'র উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে উমার (রা) থেকে ইমাম যুহরীর বর্ণনা এই যে, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহকে নির্দেশ দিলেন, তুমি তাকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রেখে দাও, তারপর পুনরায় ঋতুবতী হয়ে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত নিজের স্ত্রী হিসেবে রাখো, অতঃপর যদি চাও তালাক দাও কিংবা রেখে দাও। আর আতা আল-খোরাসানী থেকে হাসান বসরীর উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে উমার (রা) থেকে নাফে' ও যুহরীর অনুরূপ বর্ণনানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, উল্লেখিত সমস্ত হাদীসগুলো আবুয যুবাইর যা বলেছেন তার বিপরীত।

টীকা ঃ ইবনে উমার (রা) প্রদত্ত তালাকটি ছিল রিজঈ তালাক। তাই স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়া তার পক্ষে সহজ হয়েছিল (সম্পা.)।

بَابُ الرَّجُلِ يُرَاجِعُ وَلاَ يُشْهِدُ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যে ব্যক্তি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলো কিন্তু সাক্ষী রাখলো না[১]

٢١٨٦- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ اَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَاَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلٰى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلٰى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ اَشْهِدْ عَلٰى طَلاَقِهَا وَعَلٰى رَجْعَتِهَا وَلاَ تَعُدْ.

২১৮৬। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, সে তার স্ত্রীকে এক তালাক দেয়ার পর পুনরায় তার সাথে সংগম করেছে, অথচ সে স্ত্রীকে তালাক দেয়া এবং পরে রুজু করার বিষয়ে সাক্ষী রাখেনি। তিনি বললেন, তুমি তালাকও দিয়েছো সুন্নাতের পরিপন্থী এবং রুজুও করেছো সুন্নাতের বিপরীত নিয়মে। ভবিষ্যতে স্ত্রীকে তালাক ও রুজু করার ব্যাপারে সাক্ষী রাখবে। পুনরায় এরূপ করো না।

টীকা ঃ হানাফী মাযহাবমতে তালাক ও রুজু করার ব্যাপারে সাক্ষী রাখা জরুরী নয়। ইবনে উমার (রা)-র ঘটনাই এর প্রমাণ যে, সেখানে নবী (সা) শুধু রুজু করার নির্দেশ দিয়েছেন, সাক্ষীর কথার উল্লেখ নেই (অনু.)।

٢١٨٦/١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

---

১. বিকল্প শিরোনাম :

بَابٌ فِيْ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيْقَاتِ الثَّلاَثِ

"তিন তালাক দেয়ার পর (স্ত্রীরূপে পুনরায়) গ্রহণ করা রহিত হওয়া সম্পর্কে" (সম্পা.)।

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ اَلْاٰيَةُ وَذٰلِكَ اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا طَلَّقَ امْرَاَتَهُ فَهُوَ اَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَاِنْ طَلَّقَهَا ثَلٰثًا فَنُسِخَ ذٰلِكَ فَقَالَ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ اَلْاٰيَةُ.

২১৮৬/১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী ঃ "তালাকপ্রাপ্তা নারী যেন তিন কুরু (তিনবার মাসিক ঋতুস্রাব আসা) পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখে এবং আল্লাহ তাদের জরায়ুতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্য হালাল নয়..." আয়াতটি নাযিল হওয়ার প্রসঙ্গ এই ছিলো যে, প্রাক-ইসলামী যুগে ও ইসলামের সূচনায় কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিতো তাহলে সে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হতো, যদিও সে তাকে তিন তালাক দিতো। অতঃপর এ বিধান চিরতরে রহিত করে আল্লাহ বলেছেন ঃ "তালাক দু'বার..."।

بَابٌ فِىْ سُنَّةِ طَلاَقِ الْعَبْدِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ ক্রীতদাসের সুন্নাত পদ্ধতিতে তালাক

٢١٨٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا حَسَنٍ مَوْلٰى بَنِىْ نَوْفَلٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِىْ مَمْلُوْكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوْكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا بَعْدَ ذٰلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ اَنْ يَّخْطُبَهَا قَالَ نَعَمْ قَضٰى بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২১৮৭। বানু নাওফালের মুক্তদাস আবু হাসান (র) বলেন, তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে এক ক্রীতদাস সম্বন্ধে ফতোয়া চাইলেন, যার বিবাহে ছিলো একটি দাসী, যাকে সে দুই তালাক দেয়ার পর, তারা উভয়ে দাসত্বমুক্ত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলাটিকে পুনরায় বিবাহ করার প্রস্তাব দেয়া তার জন্য ঠিক হবে কিনা? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই ফয়সালা দিয়েছেন।

٢١٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا عَلِىٌّ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِلاَ اِخْبَارٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضٰى بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِمَعْمَرٍ مَنْ اَبُو

الْحَسَنِ هٰذَا لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيْمَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو الْحَسَنِ هٰذَا رَوٰى عَنْهُ الزُّهْرِىُّ. قَالَ الزُّهْرِىُّ وَكَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ رَوٰى الزُّهْرِىُّ عَنْ اَبِى الْحَسَنِ اَحَادِيْثَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوالْحَسَنِ مَعْرُوْفٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ.

২১৮৮। আলী ইবনুল মুবারাক (র) থেকে উক্ত সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) উক্ত ফতোয়া জিজ্ঞেসকারীকে বলেছেন, তোমার জন্য আর একটি তালাক অবশিষ্ট রয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সিদ্ধান্তই দিয়েছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে বলতে শুনেছি, আবদুর রায্যাক (র) বলেছেন, ইবনুল মুবারাক (র) মা'মার (র)-কে বললেন, এই আবুল হাসান কে? তিনি তো একটি বিরাটকায় পাথর বহন করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আয-যুহরী (র) আবুল হাসানের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আয-যুহরী বলেন, তিনি ছিলেন একজন ফকীহ এবং তার সূত্রে যুহরী অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আবুল হাসান একজন খ্যাতনামা রাবী। উপরোক্ত হাদীস অনুসারে আমল করা হয় না।

٢١٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُظَاهِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلاَقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ (وَقُرُوْءُهَا) حَيْضَتَانِ. قَالَ اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنِىْ مُظَاهِرٌ حَدَّثَنِىْ الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ حَدِيْثٌ مَجْهُوْلٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْحَدِيْثَانِ جَمِيْعًا لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مُظَاهِرٌ لَيْسَ بِمَعْرُوْفٍ.

২১৮৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দাসীর তালাক দু'টি এবং তার ইদ্দাতকাল দুই হায়েয। আবু আসিম বলেন, মুযাহির আমাকে কাসিমের উদ্ধৃতি দিয়ে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ দাসীর ইদ্দাত দুই হায়েয। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসটি অজ্ঞাত। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, উপরোক্ত দু'টি হাদীস অনুসারে আমল করা হয় না এবং মুজাহির প্রসিদ্ধ রাবী নন।

بَابُ فِى الطَّلاَقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ বিবাহের পূর্বে তালাক দেয়া

٢١٩٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالاَ اَخْبَرَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ طَلاَقَ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ بَيْعَ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ. زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ وَلاَ وَفَاءَ نَذْرٍ اِلاَّ فِيْمَا تَمْلِكُ.

২১৯০। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা-তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে নারীর উপর অধিকার নেই তার উপর তালাক প্রয়োগ করা যায় না, যে গোলামের উপর মালিকানা নেই তাকে দাসত্বমুক্ত করা যায় না। তোমার মালিকানাধীন বস্তুই কেবল বিক্রয়যোগ্য। ইবনুস সাববাহ আরো বলেছেন, তোমার মালিকানাধীন বস্তু না হলে তার মান্নত পূরণ করতে হবে না।

٢١٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ ابْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَمَنْ حَلَفَ عَلٰى مَعْصِيَةٍ فَلاَ يَمِيْنَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلٰى قَطِيْعَةِ رَحِمٍ فَلاَ يَمِيْنَ لَهُ.

২১৯১। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরো আছে ঃ যে ব্যক্তি কোন গুনাহ বা পাপ কাজ করার কসম করে এতে তার কসমই হয়নি এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কসম করে তার কসমও হয়নি। অর্থাৎ এ জাতীয় কসম পূরণ করতে হবে না।

٢١٩٢- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ زَادَ وَلاَ نَذْرَ اِلاَّ فِيْمَا ابْتُغِىَ بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ تَعَالٰى ذِكْرُهُ.

২১৯২। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এ হাদীসে আরো আছে, কেবল সেই মান্নতই পূরণ করতে হয় যা মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়।

بَابٌ فِي الطَّلاَقِ عَلَى غَلَطٍ (غَيْظٍ)

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ ক্রোধান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়া

٢١٩٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ اَنَّ يَعْقُوْبَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ الْحِمْصِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ الَّذِيْ كَانَ يَسْكُنُ اِيْلِيَا قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ حَتّٰى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَبَعَثَنِيْ اِلٰى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ طَلاَقَ وَلاَ عِتَاقَ فِيْ اِغْلاَقٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْغِلاَقُ اَظُنُّهُ فِي الْغَضَبِ.

২১৯৩। মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদ ইবনে আবু সালেহ (র) যিনি ঈলিয়ার অধিবাসী ছিলেন, তার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া থেকে আদী ইবনে আদী আল-কিনদীর সঙ্গে রওয়ানা হয়ে মক্কায় পৌছলাম। আমার সাথী আমাকে সাফিয়্যা বিনতে শাইবার কাছে পাঠালেন। কেননা তিনি (সাফিয়্যা) আয়েশা (রা) থেকে হাদীস আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আবার তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ক্রোধান্বিত অবস্থায় বা বলপ্রয়োগে প্রদত্ত তালাক ও দাসত্বমুক্তি (কার্যকর) হয় না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আমার মতে 'আল-গিলাক' অর্থ ক্রোধ।

টীকা ঃ ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে রাগান্বিত অবস্থায় অথবা বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে তালাক দেয়া হলে তার কোন কার্যকারিতা নাই। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং হানাফী মাযহাবমতে উপরোক্ত দুই অবস্থায় তালাক কার্যকর হয় (সম্পা.)।

بَابٌ فِي الطَّلاَقِ عَلَى الْهَزْلِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে তালাক দেয়া

٢١٩٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ.

২১৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এমন তিনটি বিষয় আছে, বাস্তবিকপক্ষে অথবা ঠাট্টাচ্ছলে যার উদ্যোগ নিলে তা বাস্তবিকই গণ্য হয়– বিবাহ, তালাক ও (রিজ'ঈ তালাকের পর) স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ।

টীকা ঃ দুইজন বালেগ ও বুদ্ধিমান নারী-পুরুষ ঠাট্টাচ্ছলে যদি বিবাহের ইজাব-কবুল করে তবে তা কার্যকর হবে। অনুরূপভাবে ঠাট্টাচ্ছলে তালাক দেয়া হলে তাও সকল মাযহাবের ইমামের মতে কার্যকর হবে এবং ঠাট্টা-তামাশা ধর্তব্য হবে না। শরী'আতের বিধান নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ (সম্পা.)।

بَابُ نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيْقَاتِ الثَّلاَثِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ তিন তালাকের পর স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ সম্পর্কে

٢١٩٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ الْاٰيَةُ. وَذٰلِكَ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ اِذَا طَلَّقَ امْرَاَتَهُ فَهُوَ اَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَاِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا. فَنَسَخَ ذٰلِكَ فَقَالَ اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ الْاٰيَةَ.

২১৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিনটি মাসিক ঋতু পর্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকবে। তারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমানদার হলে তাদের জন্য বৈধ নয়..." (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৮) আয়াতের শেষ পর্যন্ত। ঘটনা এই যে, কোন পুরুষলোক তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর তাকে পুনরায় স্ত্রী হিসাবে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হতো, এমনকি সে তাকে তিন তালাক প্রদান করলেও। এই প্রথা বাতিল করে নাযিল হলো ঃ "তালাক দুইবার..." (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৯)।

٢١٩٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ بَعْضُ بَنِىْ اَبِىْ رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيْدَ اَبُوْ رُكَانَةَ وَاِخْوَتِهِ اُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَاَةً مِّنْ مُزَيْنَةَ فَجَاءَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا يُغْنِىْ عَنِّىْ اِلاَّ كَمَا تُغْنِىْ هٰذِهِ الشَّعْرَةُ اَخَذَتْهَا مِنْ رَاْسِهَا فَفَرِّقْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ فَاَخَذَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَاِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ اَتَرَوْنَ فُلاَنًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيْدَ وَفُلاَنًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيْدَ طَلِّقْهَا فَفَعَلَ قَالَ رَاجِعْ امْرَأَتَكَ اُمَّ رُكَانَةَ وَاِخْوَتِهِ فَقَالَ اِنِّيْ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا وَتَلاَ يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ ابْنِ رُكَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَرَدَّهَا اِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَحُّ لاَِنَّهُمْ وَلَدُ الرَّجُلِ وَاَهْلُهُ اَعْلَمُ بِهِ اِنَّ رُكَانَةَ اِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً.

২১৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুকানার পিতা আবদে ইয়াযীদ ও তার ভ্রাতৃগোষ্ঠী রুকানার মাকে তালাক দেন এবং মুযায়না গোত্রের জনৈক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। সেই নারী নবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, সে (স্বামী) সহবাসে অক্ষম। যেমন আমার মাথার চুল অন্য চুলের কোন উপকারে আসে না। অতএব আপনি আমার ও তার মধ্যকার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দিন। একথায় নবী (সা) অসন্তুষ্ট হন এবং রুকানা ও তার ভ্রাতৃগোষ্ঠীকে ডেকে আনেন। অতঃপর তিনি তাঁর কাছে উপস্থিত লোকজনকে বলেন ঃ তোমরা কি লক্ষ্য করেছো যে, এদের মধ্যে অমুক অমুকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের পিতা আবদে ইয়াযীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে মিল রয়েছে? তারা বললো, হাঁ। নবী (সা) আবদে ইয়াযীদকে বলেন ঃ তুমি তাকে তালাক দাও। অতএব তিনি তাকে তালাক দিলেন। তিনি বলেন ঃ তুমি রুকানার মা ও তার ভ্রাতৃগোষ্ঠীকে ফিরিয়ে নাও। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি তাকে তিন তালাক দিয়েছি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বলেন ঃ আমি অবশ্যই জানি, তাকে ফেরত নাও। আর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ "হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার ইচ্ছা করো তখন তাদের ইদ্দাতকালের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দাও" (সূরা আত্-তালাক ঃ ১)।

ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, নাফে' ইবনে উজাইর ও আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে ইয়াযীদ ইবনে রুকানা– তার পিতা-তার দাদার সূত্রে বর্ণিত হাদীস ঃ রুকানা তার স্ত্রীকে ছিন্নকারী তালাক দিলে নবী (সা) তার স্ত্রীকে তাকে ফেরত দেন। এই বক্তব্য (অন্য বক্তব্যের তুলনায়) অধিকতর যথার্থ। কারণ তারা (এ হাদীসের রাবীগণ) হলেন ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সন্তান এবং তার পরিবারের সদস্য। তারা অবশ্য তার ঘটনা সম্পর্কে

অধিক অবহিত যে, রুকানা তার স্ত্রীকে (একসাথে) ছিন্নকারী (তিন) তালাক দিয়েছিলেন এবং নবী (সা) এটিকে এক তালাক গণ্য করেন।

টীকা ঃ এ হাদীসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) একইসাথে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করেছেন। হাদীসের ইমামগণ এই মত গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে ফিক্‌হ-এর ইমামগণ, যেমন ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফিঈ ও আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বল (র), অন্য হাদীসের ভিত্তিতে একত্রে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাকই গণ্য করেছেন (সম্পা.)।

٢١٩٧- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّهُ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ ثَلاَثًا قَالَ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ رَادُّهَا اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَنْطَلِقُ اَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوْقَةَ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَاِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللّٰهَ فَلاَ اَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَاَتُكَ وَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ فِىْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ حُمَيْدُ الْاَعْرَجُ وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَيُّوْبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيْعًا عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَاهُ الْاَعْمَشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُلُّهُمْ قَالُوْا فِى الطَّلاَقِ الثَّلاَثِ اِنَّهُ اَجَازَهَا قَالَ وَبَانَتْ مِنْكَ نَحْوَ حَدِيْثِ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِىَ وَاحِدَةٌ. وَرَوَاهُ اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ هٰذَا قَوْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَجَعَلَهُ قَوْلَ عِكْرِمَةَ.

২১৯৭। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এসে বললো যে, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক

দিয়েছে (এখন তার হুকুম কি)। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এ কথা শুনে নীরব থাকলেন। শেষে আমি ধারণা করলাম যে, সম্ভবত তিনি মহিলাটিকে তার বিবাহাধীনে ফিরিয়ে দিবেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ আহমকের মতো কাজ করে বসে, তারপর এসে বলে, হে ইবনে আব্বাস! হে ইবনে আব্বাস! (আমাকে বাঁচাও! আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করো)। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, তিনি তার জন্য একটা সুরাহা করে দেন" (সূরা আত-তালাক ঃ ২)। আর তুমি (তালাক দেয়ার ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করোনি। ফলে আমি তোমার জন্য (বাঁচার) কোন সুরাহা দেখছি না। উপরন্তু তুমি (শরী'আতে খেলাফ তালাক দিয়ে) তোমার 'রবের'ও নাফরমানী করেছো এবং স্ত্রীকেও হারিয়েছো। অথচ আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টই বলেছেন ঃ "হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে তখন তাদেরকে ইদ্দাত পালন করার সুযোগ রেখেই তালাক দিবে" (অর্থাৎ তাদের পবিত্র অবস্থায়)।

ইমাম আবু দাউদ এখানে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে... তারা সবাই বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) একত্রে 'তিন' তালাক দেয়াকে অনুমোদন করেছেন। তাই তো তিনি বলেছেন, 'তোমার স্ত্রীর ছিন্নকারী তালাক হয়েছে'। অনুরূপভাবে ইসমাঈল আইয়ুবের উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর থেকেও বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আইয়ুব থেকে, তিনি ইকরিমার উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একত্রে একই বাক্যে তিন তালাক দেয়, তা এক তালাক গণ্য হবে"। তবে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (র) আইউব-ইকরিমা (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উক্ত কথাটি ইবনে আব্বাসের নয়, বরং তা ইকরিমার কথা। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ করেননি এবং এটাকে ইকরিমা (র)-এর অভিমত গণ্য করেছেন।

٢١٩٨- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَصَارَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْمَا حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَهٰذَا حَدِيْثُ اَحْمَدَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِيَاسٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سُئِلُوْا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاَثًا فَكُلُّهُمْ قَالَ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ عَيَّاشٍ اَنَّهُ شَهِدَ هٰذِهِ الْقِصَّةَ حِيْنَ جَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ اِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ اِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ فَسَاَلَهُمَا عَنْ ذٰلِكَ

فَقَالاَ اذْهَبْ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ فَانِّىْ تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا ثُمَّ سَاقَ هٰذَا الْخَبَرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ اَنَّ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ تَبِيْنُ مِنْ زَوْجِهَا مَدْخُوْلاً بِهَا اَوْ غَيْرَ مَدْخُوْلٍ بِهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ هٰذَا مِثْلُ خَبَرِهِ الْاٰخِرِ فِى الصَّرْفِ قَالَ فِيْهِ ثُمَّ اِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ.

২১৯৮। প্রকৃতপক্ষে ইবনে আব্বাসের কথা হচ্ছে সেটা, যা আহমাদ ইবনে সালেহ ও মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে যুহরী ও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-কে এক যুবতী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যাকে তার স্বামী তিন তালাক দিয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেছেন, (তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী সম্পর্কে) "দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত কোন তালাকপ্রাপ্তা নারী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয় না"। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইমাম মালেক (র) ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের উদ্ধৃতি দিয়ে মু'আবিয়া ইবনে আবু আইয়াশ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ঐ ঘটনার সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন, যখন মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াস ইবনুল বুকাইর এসে ইবনে যুবাইর ও আসেম ইবনে উমার (রা)-কে (তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তারা উভয়ে বললেন, তুমি ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রার কাছে যাও। আমি তাদের উভয়কে আয়েশা (রা)-এর কাছে রেখে এসেছি। অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-র অভিমত এই যে, স্ত্রীর সাথে সহবাস হোক বা না হোক, তিন তালাক তাকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত সে তার (প্রথম স্বামীর) জন্য হালাল হবে না। এই হাদীস মুদ্রার আন্ত-বিনিময় (সারফ) সংক্রান্ত হাদীসের অনুরূপ। সেই হাদীসে রাবী বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) তার মত প্রত্যাহার করেছেন।

টীকা : এক সময় পর্যন্ত ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, একত্রে তিন তালাক দিলে তা এক তালাক গণ্য হবে, কিন্তু পরে তিনি এ কথা থেকে রুজু করেছেন। প্রথমদিকে ইবনে আব্বাস (রা) মনে করতেন মুদ্রার আন্ত-বিনিময়ে কম-বেশি হলে তাতে সুদ হয় না, সুদ কেবল ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট। পরবর্তী কালে তিনি তার উপরোক্ত মত বর্জন করেন (সম্পা.)।

٢١٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ طَاوُسٍ اَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ اَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيْرَ السُّؤَالِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ اِذَا طَلَّقَ امْرَاَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوْهَا

وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ اِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلٰى كَانَ الرَّجُلُ اِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا جَعَلُوْهَا وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ اِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا اَنْ رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوْا فِيْهَا قَالَ اَجِيْزُوْهُنَّ عَلَيْهِمْ.

২১৯৯। তাউস (র) থেকে বর্ণিত। আবুস সাহবা নামে জনৈক ব্যক্তি, যিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে প্রায়শ প্রশ্ন করতেন, তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি অবগত যে, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)-এর খেলাফতের প্রথমদিকে যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সংগমের পূর্বে তাকে তিন তালাক দিতো তবে তা 'এক তালাক' গণ্য হতো? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়, আবু বাক্‌র (রা)-এর গোটা খেলাফতে এবং উমার (রা)-র খেলাফতের প্রথমাংশে যদি কোন ব্যক্তি 'সঙ্গমের পূর্বে' উক্ত স্ত্রীকে তিন তালাক দিতো, তখন তারা তা এক তালাক বলে গণ্য করতেন। পরে উমার (রা) যখন লোকদেরকে দেখলেন যে, তারা ব্যাপকভাবে একই সাথে তিন তালাক দিচ্ছে, তখন তিনি বললেন, তাদের উপর তিন তালাক প্রয়োগ করে দাও, যেন তারা তাদেরকে আর পুনরায় ফিরিয়ে আনতে না পারে।

٢٢٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اَتَعْلَمُ اَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ اِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ.

২২০০। আবুস সাহ্‌বা (রা) ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলেন, আপনি কি অবগত আছেন যে, নবী (সা)-এর যুগে এবং আবু বকর (রা)-র যুগে একত্রে প্রদত্ত তিন তালাককে এক তালাক এবং উমার (রা)-র যুগে তিন তালাক গণ্য করা হতো? ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হাঁ।

بَابٌ فِىْ مَا عَنٰى بِهِ الطَّلاَقُ وَالنِّيَّاتِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ এমন শব্দ ব্যবহার করা, যা দ্বারা তালাকও হতে পারে বা অন্য যা কিছু উদ্দেশ্য করে তাও হতে পারে

٢٢٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ

سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ.

২২০১। আলকামা ইবনে ওয়াককাস আল-লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এটা অনস্বীকার্য যে, কাজের গুরুত্ব বা পরিণাম নিয়াত (সংকল্প) অনুযায়ী হয়। ব্যক্তি যা নিয়াত করে কেবলমাত্র সেটাই গ্রহণযোগ্য। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করলো, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকেই হলো এবং যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করলো, তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই হবে যেজন্য সে হিজরত করেছে।

٢٢٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدُ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ فَسَاقَ قِصَّتَهُ فِيْ تَبُوْكَ قَالَ حَتّٰى اِذَا مَضَتْ اَرْبَعُوْنَ مِنَ الْخَمْسِيْنَ اِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ قَالَ فَقُلْتُ اُطَلِّقُهَا اَمْ مَاذَا اَفْعَلُ قَالَ لاَ بَلْ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا فَقُلْتُ لِامْرَأَتِيْ اَلْحِقِيْ بِأَهْلِكِ فَكُوْنِيْ عِنْدَهُمْ حَتّٰى يَقْضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ هٰذَا الْاَمْرِ.

২২০২। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক (র) থেকে বর্ণিত। কা'ব ইবনে মালিক (রা) যখন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন, তখন তাঁর সন্তানদের থেকে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ছিলেন তার পথপ্রদর্শক। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি কা'ব ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি... অতঃপর তাবুক অভিযানের পূর্ব ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি (কা'ব) বলেছেন, পঞ্চাশ দিন থেকে যখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তাবাহক আমার কাছে এসে বললো,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, তাহলে আমি কি তাকে তালাক দেবো, না কী করবো? সে বললো, না, তাকে তালাক দিও না, বরং তাকে বিচ্ছিন্ন রাখো এবং যাবতীয় মেলামেশা বন্ধ রাখো। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার আপনজনদের কাছে চলে যাও এবং তাদের সাথে অবস্থান করো যাবত না আল্লাহ তা'আলা আমার এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা দেন।

بَابٌ فِى الْخِيَارِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ তালাক প্রয়োগ করার ব্যাপারে স্ত্রীকে এখতিয়ার দেয়া

٢٢٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذٰلِكَ شَيْئًا.

২২০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (পার্থিব সুখ-সম্ভোগ অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বেছে নেয়ার মধ্যে যে কোনটি গ্রহণ করার) এখতিয়ার দিয়েছিলেন। আমরা তাঁকেই এখতিয়ার করে (বেছে) নিলাম। তবে এ এখতিয়ার দেয়াকে তালাক বা অন্য কিছু গণ্য করা হয়নি।

بَابٌ فِىْ اَمْرِكِ بِيَدِكِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ (স্ত্রীকে বলা) তোমার ব্যাপার তোমার হাতে

٢٢٠٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِاَيُّوْبَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا قَالَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فِىْ اَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ لاَ اِلاَّ شَيْءٌ حَدَّثَنَاهُ قَتَادَةُ عَنْ كَثِيْرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. قَالَ أَيُّوْبُ فَقَدِمَ عَلَيْنَا كَثِيْرٌ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَا حَدَّثْتُ بِهٰذَا قَطُّ. فَذَكَرْتُهُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ بَلٰى وَلٰكِنَّهُ نَسِىَ.

২২০৪। হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আইয়ুব (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি কারো সম্বন্ধে অবগত আছেন যিনি হাসান বসরীর মতো বলেন, 'আমরুকি বি-ইয়াদিকি' (তোমার ব্যাপার তোমার হাতে)? তিনি বললেন, না। তবে কাতাদা ইবনে সামুরার আযাদকৃত গোলাম কাছীর থেকে, তিনি আবু সালামা-আবু

হুরায়রা (রা)-র উদ্ধৃতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বলেছেন। আইয়ুব (র) বলেন, কাছীর (র) আমাদের নিকট আগমন করলে আমি এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, না, আমি তো এরকম কথা কখনো বর্ণনা করিনি। আইয়ুব (র) বলেন, পরে আমি কাতাদাকে কাছীরের এ উক্তি শুনালে তিনি বললেন, হাঁ, তিনি বলেছিলেন, তবে তিনি তা ভুলে গেছেন।

٢٢٠٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ فِىْ اَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ ثَلاَثٌ.

২২০৫। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, "তোমার ব্যাপার তোমার হাতে" বললে তিন তালাক যুক্ত হবে।

بَابٌ فِىْ اَلْبَتَّةَ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ ছিন্নকারী তালাক (আলবাত্তাতা) সম্পর্কে

٢٢٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَابْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِىُّ اَبُوْ ثَوْرٍ فِىْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِىٍّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ اَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيْدَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ وَقَالَ وَاللّٰهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ مَا أَرَدْتَ اِلاَّ وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ وَاللّٰهِ مَا اَرَدْتُ اِلاَّ وَاحِدَةً فَرَدَّهَا اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِىْ زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِىْ زَمَانِ عُثْمَانَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ أَوَّلُهُ لَفْظُ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ.

২২০৬। নাফে' ইবনে উজাইর ইবনে আবদে ইয়াযীদ ইবনে রুকানা (র) থেকে বর্ণিত। রুকানা ইবনে আবদে ইয়াযীদ তার স্ত্রী সুহাইমাকে ছিন্নকারী তালাক (আলবাত্তাতা) দিলেন। অতঃপর তিনি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন এবং বললেন, আমি এ কথার দ্বারা কেবলমাত্র এক তালাকই ইচ্ছা করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহর কসম! তুমি কি একটিরই নিয়াত করেছিলে? রুকানা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি কেবলমাত্র এক তালাকেরই

নিয়াত করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীকে তার কাছে ফেরত দিলেন। পরে তিনি তাকে উমার (রা)-এর যুগে দ্বিতীয় এবং উসমান (রা)-এর যুগে তৃতীয় তালাক দিয়েছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, উসতাদ "ইবরাহীম" হাদীসের প্রথমাংশ এবং ইবনুস সারহ শেষাংশ থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

٢٢٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

২২০৭। নাফে' ইবনে উজাইর (র) থেকে রুকানা ইবনে আবদে ইয়াযীদের উদ্ধৃতি দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٢٢٠٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ قَالَ وَاحِدَةً قَالَ آللَّهِ قَالَ آللَّهِ قَالَ هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا لأَنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

২২০৮। আবদুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে ইয়াযীদ ইবনে রুকানা (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তার দাদা নিজ স্ত্রীকে 'আলবাত্তা' (ছিন্নকারী) তালাক দিয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কী সংকল্প করেছিলে? তিনি বললেন, এক (তালাক)। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম? তিনি (তালাকদাতা) বললেন, আল্লাহর কসম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তুমি যা নিয়াত করেছো (তালাক) সেটাই। আবু দাউদ (র) বলেন, উপরে বর্ণিত হাদীসটি ইবনে জুরাইজের হাদীস "রুকানা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন" থেকে অধিক সহীহ ও সঠিক। কেননা উপরে বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সবাই তালাকদাতার (রুকানার) পরিবারের সদস্য। সুতরাং তারা এ ব্যাপারে বেশি ওয়াকিফহাল থাকাই স্বাভাবিক। আর ইবনে জুরাইজ যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা আবু রাফে'র কোন সন্তান থেকে ইকরিমার উদ্ধৃতিতে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২২১১। আবু তামীমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর স্বগোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে তার স্ত্রীকে 'হে আমার আদুরে বোনটি' বলতে শুনে তাকে এ ধরনের সম্বোধন করতে নিষেধ করেছেন।

٢٢١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ اِلاَّ ثَلاَثًا ثِنْتَانِ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ قَوْلُهُ اِنِّىْ سَقِيْمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا. وَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيْرُ فِىْ اَرْضِ جَبَّارٍ مِّنَ الْجَبَابِرَةِ اِذْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَأُتِىَ الْجَبَّارُ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُ نَزَلَ هٰهُنَا رَجُلٌ مَعَهُ امْرَأَةٌ هِىَ اَحْسَنُ النَّاسِ قَالَ فَأَرْسَلَ اِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ اِنَّهَا اُخْتِىْ فَلَمَّا رَجَعَ اِلَيْهَا قَالَ اِنَّ هٰذَا سَأَلَنِىْ عَنْكِ فَأَنْبَأْتُهُ اَنَّكِ اُخْتِىْ وَاِنَّهُ لَيْسَ الْيَوْمَ مُسْلِمٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُكِ وَاِنَّكِ اُخْتِىْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلاَ تُكَذِّبِيْنِىْ عِنْدَهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْخَبَرَ شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

২২১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে... ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কখনো মিথ্যা কথা বলেননি, তিনটি ব্যতীত (যা বাহ্যত মিথ্যা হলেও মূলত তা মিথ্যা ছিলো না)। তন্মধ্যে দু'টি আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে (আর একটি নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্কে)। এটি হচ্ছে তাঁর কথা ঃ "নিশ্চয় আমি রোগাক্রান্ত" (সূরা আস-সাফফাত ঃ ৮৯) এবং তাঁর কথা, "বরং এদের এই প্রধান, সে-ই তো এটা করেছে" (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৬৩)। আর ব্যক্তিগত ঘটনাটি হচ্ছে এই ঃ ইবরাহীম (আ) স্ত্রী সারাকে নিয়ে কোন এক অত্যাচারী শাসকের এলাকা সফর করছিলেন। তিনি এক স্থানে যাত্রাবিরতি করলেন। জনৈক সংবাদবাহক সেই যালিমের কাছে এসে বললো, এ জায়গায় এক ব্যক্তি এক স্ত্রীসহ আগমন করেছে, যে মানুষের মধ্যে সবচাইতে সুন্দরী ও সুশ্রী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে (যালিম ব্যক্তি) ইবরাহীম (আ)-এর কাছে জানতে চেয়ে লোক পাঠালো যে,

তার সঙ্গিনী মহিলাটি কে? তিনি বললেন, আমার বোন। যখন তিনি তার স্ত্রীর কাছে ফিরে গেলেন তখন তাঁকে বললেন, ঐ ব্যক্তি আমার কাছে তোমার পরিচয় জানতে চেয়েছে। আমি তাকে (যালিম লোকটিকে) জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। ব্যাপারও তাই, কেননা বর্তমানে এ এলাকায় আমি ও তুমি ব্যতীত কোন মুসলমান নেই। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক (সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাইবোন বিধায়) তুমি আমার দীনি বোন। সুতরাং তার কাছে আমার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করো না। রাবী এরপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ একবার ব্যাবিলনবাসী তাদের জাতীয় উৎসবে শরীক হবার জন্যে হযরত ইবরাহীমকে আবদার জানালেন, তিনি নিজেকে অসুস্থ বলে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এটা মিথ্যা ছিল না। কেননা তিনি "সাকীম" শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ অসুস্থতা। অর্থাৎ মানসিকভাবে রোগগ্রস্ত। অপর দিকে নগরীর আবাল-বৃদ্ধা-বণিতা সে উৎসবে চলে যাবার পর তিনি বুৎখানায় (ঠাকুরঘরে) প্রবেশ করে বড় একটি মূর্তির গলায় একটা কুঠার ঝুলিয়ে রেখে অবশিষ্ট মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে রেখে দিলেন। লোকেরা ফিরে এসে এ ধ্বংসাত্মক কাজের জন্যে ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি নির্দ্বিধায় বলেন, "তাদের বড়টাই এ কাজ করেছে।" এটাও মিথ্যা ছিল না, কেননা জ্ঞানে-গুণে স্বভাব-চরিত্রে তিনিই ছিলেন তাদের সবার চাইতে বড়। মূলত তিনি কথাগুলোকে একটু ঘুরিয়ে বলেছিলেন। আরবী পরিভাষায় এটাকে 'তাওরিয়া' বলা হয়। এভাবে বলা জায়েয (অনু.)।

بَابٌ فِى الظِّهَارِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ যিহার

٢٢١٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ ابْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ الْبَيَاضِىُّ قَالَ كُنْتُ امْرَاً اُصِيْبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لاَ يُصِيْبُ غَيْرِىْ فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ اَنْ اُصِيْبَ مِنْ امْرَأَتِىْ شَيْئًا يُتَّايَعُ بِىْ حَتّٰى اُصْبِحَ فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتّٰى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَبَيْنَا هِىَ تَخْدُمُنِىْ ذَاتَ لَيْلَةٍ اِذْ تَكَشَّفَ لِىْ مِنْهَا شَىْءٌ فَلَمْ اَلْبَثْ اَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا اَصْبَحْتُ خَرَجْتُ اِلٰى قَوْمِىْ فَاَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ وَقُلْتُ امْشُوْا مَعِىَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ فَانْطَلَقْتُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَةُ قُلْتُ اَنَا بِذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

مرتين وأنا صابر لأمر الله عز وجل فاحكم في ما أراك الله قال حرر رقبة قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم. زاد ابن العلاء قال ابن إدريس وبياضة بطن من بني زريق

২২১৩। সালামা ইবনে সাখর আল-বায়াদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তি যে নারীদের প্রতি এতো অধিক আসক্ত যে, অন্য কেউ অনুরূপ আসক্ত নয়। অতএব যখন রমযান মাস শুরু হলো তখন আমার ভয় হলো যে, হয়তো আমি আমার স্ত্রীসঙ্গমে এমনই বিভোর হয়ে পড়বো, যদ্দরুন ভোর পর্যন্তও আমি সঙ্গমে লিপ্ত থাকবো। তাই রমযান মাস অতিবাহিত হওয়া নাগাদ আমি তার সাথে 'যিহার' করলাম। ঠিক ঐ সময়ে এক রাতে সে আমার খেদমত করছিলো। হঠাৎ তার শরীরের এমন কিছু আমার সম্মুখে খুলে গেলো যে, আর আমি স্থির থাকতে পারলাম না। ফলে তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হলাম। ভোর হলে আমি আমার খান্দানের লোকদের কাছে গিয়ে তাদেরকে আমার ঘটনা অবহিত করলাম এবং বললাম, তোমরা আমার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলো। তারা বললো, না, আল্লাহর শপথ! আমরা যাবো না। সুতরাং আমি একাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ এ ঘটনার নায়ক কি তুমি হে সালামা? আমি বললাম, হাঁ, আমিই সে ঘটনার নায়ক, হে আল্লাহর রাসূল! এভাবে দু'বার কথোপকথন হলো। আর আপনি মহান ক্ষমতাবান আল্লাহর বিধান আমার উপর প্রয়োগ করুন, আমি ধৈর্য ধারণ করবো। তিনি বললেন ঃ তুমি একটি গোলাম আযাদ করো। আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম! আমি কোন গোলামের মালিক নই, আমার নিজকে ব্যতীত। এ কথা বলেই আমি আমার গর্দানের উপর হাত রাখলাম। তিনি বললেন ঃ তাহলে একাধারে দু'মাস রোযা রাখো। সে বললো, এ রোযার দরুনই তো

এমনকী বিপদে পড়েছি। তিনি বললেন: এক ওয়াসক খেজুর ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে বললো, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! গত রাত আমি ও আমার পরিবার উপোস করে কাটিয়েছি। কেননা আমাদের কাছে খাবার কিছুই নেই। অতঃপর তিনি বললেন: তুমি বনি যুরাইকের (তোমার গোত্রের) যাকাত আদায়কারীর কাছে গিয়ে বলো, সে যেন তোমাকে তাদের সাদাকা (যাকাত) প্রদান করে। তা থেকে 'এক ওয়াসক' খেজুর ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। আর যা অবশিষ্ট থাকে তা তুমি ও তোমার পরিবারের সকলে খেতে পারো। (লোকটি বললো) অতঃপর আমি আমার গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে এসে বললাম, আমি তোমাদের কাছে পেয়েছি সংকীর্ণতা ও মন্দ ব্যবহার, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেয়েছি উদারতা ও উত্তম ব্যবহার। তিনি আমাকে তোমাদের সাদাকা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। ইবনুল আলা অতিরিক্ত হিসেবে ইদরীসের কথা বলেছেন যে, 'বায়াদা' বনি যুরাইকের একটি শাখাগোত্র।

٢٢١٤ - حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن ادم حدثنا ابن ادريس عن محمد بن اسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي اوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكو اليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتقي الله فانه ابن عمك فما برحت حتى نزل القران. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الى الفرض فقال يعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قالت فاتي ساعتئذ بعرق من تمر قلت يا رسول الله فاني اعينه بعرق اخر قال قد احسنت اذهبي فاطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي الى ابن عمك. قال والعرق ستون صاعا. قال ابو داود في هذا انها كفرت عنه من غير ان تستامره. قال ابو داود هذا اخو عبادة بن الصامت.

২২১৪। খুয়াইলা বিনতে মালেক ইবনে ছা'লাবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্বামী আওস ইবনুস সামিত (রা) আমার সাথে যিহার করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁর নিকট অভিযোগ করলে তিনি তাঁর (আমার স্বামীর) পক্ষ থেকে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহকে ভয় করো, সে তো তোমার চাচার ছেলে। মহিলাটি বলেন, আমি সে স্থান ত্যাগ না করতেই কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো ঃ "আল্লাহ নিশ্চয় শুনতে পেয়েছেন সেই মহিলার কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে" (সূরা আল-মুজাদালা ঃ ১)-এর কাফফার (শেষ) পর্যন্ত নাযিল হলো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ সে একটি গোলাম আযাদ করবে। মহিলাটি বললেন, তার সে সাধ্য নেই। তিনি বললেন ঃ সে একাধারে দু'মাস রোযা রাখবে। মহিলাটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সে যে অতি বৃদ্ধ, রোযা রাখার সামর্থ্য তার নেই। তিনি বললেন ঃ তাহলে সে অবশ্যই ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। মহিলাটি বললেন, সদাকা করার মতো পয়সা-কড়িও তার নেই। মহিলাটি বলেন, এমন সময় এক ঝুড়ি খেজুর (খুরমা) সেখানে আনীত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমুদয় খেজুর সদাকা করার জন্য তাকে দিয়ে দিলেন। (মহিলাটি বলেন) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ পরিমাণ আর এক ঝুড়ি দ্বারা আমি তার সাহায্য করবো। তিনি বললেন ঃ অবশ্য এটা তোমার বদান্যতা। যাও, এর দ্বারা তার পক্ষ থেকে তুমি ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও এবং তোমার চাচাতো ভাইয়ের (স্বামীর) নিকট ফিরে যাও। (বর্ণনাকারী) ইয়াহইয়া ইবনে আদাম বলেন, ষাট সা'তে এক আরাক হয়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, মহিলাটি তার স্বামীর নির্দেশ ব্যতিরেকেই তার পক্ষ থেকে কাফফারা আদায় করে দিয়েছে। আবু দাউদ (র) আরো বলেন, আওস (রা) ছিলেন উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-র ভাই।

٢٢١٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرَاقُ مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلاَثِيْنَ صَاعًا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ.

২২১৫। ইবনে ইসহাক (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই সূত্রে আরো আছে, আরাক হলো ওজনে তিরিশ সা'-এর সমান। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনে আদামের বর্ণিত হাদীসের চেয়ে অধিক সহীহ।

٢٢١٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ يَعْنِي الْعَرَقَ زَنْبِيلاً يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا.

২২১৬। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আরাক 'যানবীল' (থলে) কে বলা হয়, যাতে পনের সা' পরিমাণ সামাই হয়।

٢٢١٧- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ لَهِيْعَةَ

وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَأُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَهُوَ قَرِيْبٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. قَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا. فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلٰى اَفْقَرَ مِنِّىْ وَمِنْ اَهْلِىْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْهُ اَنْتَ وَاَهْلُكَ.

২২১৭। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে উক্ত হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু খেজুর এলো। তিনি সমুদয় খেজুর উক্ত ব্যক্তিকে দিলেন যার পরিমাণ ছিলো প্রায় পনের সা'। তিনি বললেন ঃ এগুলো সদাকা করে দাও। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ও আমার পরিবারের লোকদের চাইতে অধিক অভাবী লোক কে? অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যাও, তুমি ও তোমার পরিবারের লোকেরা তা ভোগ করো।

٢٢١٨- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ وَزِيْرِ الْمِصْرِىِّ قُلْتُ لَهُ حَدَّثَكُمْ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ اَوْسٍ اَخِىْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ اِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَعَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكْ اَوْسًا وَهُوَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ قَدِيْمُ الْمَوْتِ وَالْحَدِيْثُ مُرْسَلٌ وَاِنَّمَا رَوَوْهُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ اَوْسًا.

২২১৮। ইমাম আবু দাউদ (র) মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াযীর আল-মিসরী থেকে উবাদা ইবনুস সামিতের ভাই আওস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ষাটজন মিসকীনকে আহার করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে পনের সা' যব প্রদান করেছেন। আবার আবু দাউদ (র) বলেন, বর্ণনাকারী 'আতা'র সাথে আওসের সাক্ষাৎ হয়নি। কেননা 'আওস' (রা) ছিলেন একজন বদরী সাহাবী, যিনি অনেক আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং এ হাদীসটি মুরসাল।

٢٢١٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ اَنَّ جَمِيْلَةَ كَانَتْ تَحْتَ اَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ رَجُلاً بِهِ لَمَمٌ فَكَانَ اِذَا اشْتَدَّ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.

২২১৯। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, জামীলা ছিলেন আওস ইবনুস

সামিতের স্ত্রী। আর আওস (রা) ছিলেন অধিক সংগমে সক্ষম পুরুষ। এক সময় তার এ আসক্তি প্রবল হলে, তিনি তার স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করেন। এই প্রসঙ্গে মহান শক্তিশালী আল্লাহ যিহারের কাফফারার আয়াত নাযিল করলেন।

٢٢٢٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَهُ.

২২২০। আয়েশা (রা) থেকেও এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٢٢١- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ اَنْ يُكَفِّرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ قَالَ رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِى الْقَمَرِ قَالَ فَاعْتَزِلْهَا حَتّٰى تُكَفِّرَ عَنْكَ.

২২২১। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে তার কাফফারা আদায় করার পূর্বেই সহবাসে লিপ্ত হয়। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে এ ঘটনা বর্ণনা করলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিসে তোমাকে এ কাজে লিপ্ত করেছে? সে বললো, চাঁদের আলোয় আমি তার উভয় উরুর সৌন্দর্য দেখে ফেলেছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার যিহারের কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত তার থেকে সরে থাকো।

٢٢٢٢- حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَرَأَى بَرِيْقَ سَاقِهَا فِى الْقَمَرِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ اَنْ يُكَفِّرَ.

২২২২। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করলো। সে চাঁদের আলোয় তার (স্ত্রীর) উরুর চাকচিক্য দেখতে পেয়ে (কামোদ্দীপিত হয়ে) তার সাথে সহবাস করে। অতঃপর সে নবী (সা)-এর নিকট এলে তিনি তাকে কাফ্‌ফারা আদায়ের নির্দেশ দেন।

٢٢٢٣- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ابْنُ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ السَّاقَ.

২২২৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি 'উরু' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٢٢٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ اَنَّ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنِيْ مُحَدِّثٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيْثِ سُفْيَانَ.

২২২৪। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুফিয়ানের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٢٥- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِيْسٰى يُحَدِّثُ بِهِ اَخْبَرَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ اَبَانَ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَتَبَ اِلَيَّ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ ابْنُ مُوْسٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২২২৫। আল-হাকাম ইবনে আবান (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। রাবী এই সনদসূত্রে ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, আমার নিকট লিখেছেন আল-হুসাইন ইবনে হুরাইছ। তিনি বলেন, আল-ফাদল ইবনে মূসা-মা'মার-আল-হাকাম ইবনে আবান-ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী (সা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

بَابٌ فِى الْخُلْعِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ খোলা'র বর্ণনা

٢٢٢٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِيْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِيْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

২২২৬। ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন নারী কোনরূপ অভিযোগ ব্যতীত তার স্বামীর নিকট তালাক দাবি করলে তার জন্য বেহেশতের সুগন্ধও হারাম হয়ে যায়।

٢٢٢٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْاَنْصَارِيَّةِ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيْبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِى الْغَلَسِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ اَنَا حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتْ لاَ اَنَا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِزَوْجِهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ فَذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَذْكُرَ وَقَالَتْ حَبِيْبَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّ مَا اَعْطَانِىْ عِنْدِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ خُذْ مِنْهَا فَاَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِىْ اَهْلِهَا.

২২২৭। হাবীবা বিনতে সাহল আল-আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস (রা)-র বিবাহ বন্ধনে ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়তে যাওয়ার পথে সাহলের কন্যা হাবীবাকে ভোরের অন্ধকারে তাঁর ঘরের দরজায় দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইনি কে? তিনি বললেন, আমি সাহলের কন্যা হাবীবা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি হয়েছে? মহিলাটি উত্তর দিলেন, (তার স্বামী) সাবিত ইবনে কায়েসের সাথে ও আমার সাথে আর মিলমিশ হবে না। যখন সাবিত ইবনে কায়েস আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ এই যে সাহলের কন্যা হাবীবা। অতঃপর মহিলাটি তার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ ছিলো তা তুলে ধরলেন হাবীবা এ কথাও বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি (স্বামী) আমাকে যা কিছু দিয়েছেন সমুদয় আমার কাছে মওজুদ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিত ইবনে কায়েসকে বললেন ঃ তুমি যা কিছু তাকে দিয়েছো তা গ্রহণ করো। অতএব তিনি স্ত্রী থেকে তা ফেরৎ নিলেন এবং মহিলাটি তার আপনজনদের নিকট চলে গেলেন।

٢٢٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو السَّدُوْسِيُّ الْمَدِيْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ

كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَاشْتَكَتْهُ اِلَيْهِ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتًا فَقَالَ خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا فَقَالَ وَيَصْلُحُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانِّىْ اَصْدَقْتُهَا حَدِيْقَتَيْنِ وَهُمَا بِيَدِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُمَا فَفَارِقْهَا فَفَعَلَ.

২২২৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সাহ্‌লের কন্যা হাবীবা (রা) সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসের বিবাহে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি তাকে (হাবীবাকে) প্রহার করলে তার (শরীরের) কোন এক অঙ্গ ভেঙ্গে গেলো। তাই তিনি সুবহে সাদেকের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিতকে ডেকে এনে বললেন ঃ তুমি তাকে (স্ত্রীকে) যা কিছু মাল-সম্পদ প্রদান করেছো, তার কিছু অংশ ফেরত নিয়ে তাকে তালাক দাও। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা ফেরত নেয়া কি সংগত হবে? তিনি বললেন ঃ হাঁ! সে বললো, আমি তাকে মোহরানা বাবদ দু'টি বাগিচা দিয়েছি এবং সেগুলো তার দখলে রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি বাগিচা দু'টি নিয়ে নাও এবং তাকে বিচ্ছেদ করে দাও। সুতরাং তিনি তাই করলেন।

٢٢٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً.

২২২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাবিত ইবনে কায়েস (রা)-র স্ত্রী তার নিকট থেকে খোলা' তালাক নিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইদ্দাতকাল নির্ধারণ করলেন এক হায়েয। আবু দাউদ (র) বলেন, এই হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুর রায্‌যাক-মা'মার- আমর ইবনে মুসলিম-ইকরিমা (র)-নবী (সা) সূত্রে মুরসালরূপে।

٢٢٣٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلَعَةِ حَيْضَةٌ.

২২৩০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খোলা' তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দাতকাল হলো এক হায়েয।

بَابٌ فِي الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ স্বাধীন অথবা গোলামের বিবাহাধীন দাসী দাসত্বমুক্ত হলে

٢٢٣١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مُغِيثًا كَانَ عَبْدًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اشْفَعْ لِيْ اِلَيْهَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَرِيْرَةُ اتَّقِي اللّٰهَ فَانَّهُ زَوْجُكِ وَاَبُوْ وَلَدِكِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَتَأْمُرُنِيْ بِذَاكَ قَالَ لاَ انَّمَا اَنَا شَافِعٌ فَكَانَ دُمُوْعُهُ تَسِيْلُ عَلٰى خَدِّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ اَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيْثٍ بَرِيْرَةَ وَبُغْضِهَا اِيَّاهُ.

২২৩১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মুগীস একজন গোলাম ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য তার (বারীরার) কাছে অনুগ্রহপূর্বক সুপারিশ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে বারীরা! আল্লাহকে ভয় করো। কেননা সে (মুগীস) তোমার স্বামী এবং তোমার সন্তানের পিতা। সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি আমার প্রতি আপনার নির্দেশ? তিনি বললেন ঃ না, বরং আমি একজন সুপারিশকারী মাত্র। ওদিকে মুগীস কাঁদছে আর তার পিছে পিছে ছুটছে, চোখের পানিতে তার চোয়াল পর্যন্ত সিক্ত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস (রা)-কে বললেন ঃ হে আব্বাস! বারীরার প্রতি মুগীসের ভালোবাসা, আর মুগীসের প্রতি তার (বারীরার) উপেক্ষা কতই না আশ্চর্যজনক!

টীকা ঃ মুগীস যেমন ক্রীতদাস ছিলেন, বারীরা ছিলেন ক্রীতদাসী। হযরত আয়েশা (রা) বারীরাকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন। ফলে তিনি বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার লাভ করেন। ইমাম নববী (র) বলেন, এ বিষয়ে উম্মাতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যদি কোন ক্রীতদাসীকে সম্পূর্ণ আযাদ করে দেয়া হয় এবং তখন তার স্বামী যদি ক্রীতদাস থাকে, তাহলে সে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা বা বহাল রাখার অধিকারী হয়। কিন্তু স্বামী যদি আযাদ হয় তাহলে ইমাম মালেক, শাফিয়ী ও অধিকাংশ মনীষীর মতে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার তার থাকবে না। তবে ইমাম আবু হানীফার মতে এ ক্ষেত্রেও তার এখতিয়ার বহাল থাকবে (অনু.)।

٢٢٣٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا اَسْوَدَ يُسَمّٰى مُغِيْثًا فَخَيَّرَهَا يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمَرَهَا اَنْ تَعْتَدَّ.

২২৩২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরার স্বামী ছিলেন একজন কালো বর্ণের ক্রীতদাস। তার নাম ছিলো মুগীস। বারীরা আযাদ হবার পর এ স্বামী গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এখতিয়ার দিয়ে ইদ্দাত পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

٢٢٣٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فِىْ قِصَّةِ بَرِيْرَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا.

২২৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বারীরার ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তার স্বামী ছিলো ক্রীতদাস। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বামীর ব্যাপারে এখতিয়ার দিয়েছিলেন। ফলে সেও এখতিয়ার প্রয়োগ করে নিজেকে তার (স্বামী) থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। যদি সে (স্বামী) আযাদ হতো তাহলে তাকে এখতিয়ার দেয়া হতো না বা তার এখতিয়ার থাকতো না।

٢٢٣٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ وَالْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَرِيْرَةَ خَيَّرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا.

২২৩৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরাকে (স্বামীর ব্যাপারে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখতিয়ার দিয়েছিলেন। তার স্বামী ছিলো ক্রীতদাস।

بَابُ مَنْ قَالَ كَانَ حُرًّا

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ যিনি বলেছেন, সে (বারীরার স্বামী) ছিলো আযাদ

٢٢٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ حُرًّا حِيْنَ اُعْتِقَتْ وَاَنَّهَا خُيِّرَتْ فَقَالَتْ مَا اُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ مَعَهُ وَاَنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا.

২২৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন বারীরাকে আযাদ করে দেয়া হয় তখন তার স্বামী ছিলো আযাদ এবং তাকে (স্বামীর ব্যাপারে) এখতিয়ার দেয়া হয়েছে এবং সে বলেছে, তার সাথে বসবাস করার আমার কোন আকর্ষণ নেই, যদিও আমাকে এতো এতো কিছু দেয়া হয়।

بَابُ حَتّٰى مَتٰى يَكُوْنُ لَهَا الْخِيَارُ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ কোন্ সময় পর্যন্ত তার এখতিয়ার বহাল থাকে?

٢٢٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ وَعَنْ اَبَانَ بْنَ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَرِيْرَةَ اُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيْثٍ عَبْدٍ لِاٰلِ اَبِيْ اَحْمَدَ فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهَا اِنْ قَرِبَكِ فَلاَ خِيَارَ لَكِ.

২২৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরাকে যখন আযাদ করা হয় তখন সে আবু আহমাদ পরিবারের ক্রীতদাস মুগীসের বিবাহ বন্ধনে ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (বর্তমান স্বামীর ব্যাপারে) এখতিয়ার দিয়েছিলেন, আর তাকে এটাও বলেছিলেন ঃ যদি তোমার স্বামী তোমার সাথে সঙ্গম করে তাহলে তোমার এখতিয়ার বহাল থাকবে না।

بَابُ فِي الْمَمْلُوْكَيْنَ يَعْتِقَانِ مَعًا هَلْ تَخَيَّرَ امْرَأَتَهُ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ দু'জন দাস-দাসী একই সাথে দাসত্বমুক্ত হলে তার স্ত্রীর এখতিয়ার থাকবে কিনা?

٢٢٣٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ مَوْهَبٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا أَرَادَتْ اَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوْكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ قَالَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَهَا اَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ قَالَ نَصْرُ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ.

২২৩৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এমন দু'জন দাস-দাসীকে দাসত্বমুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে দাসীর স্বামী আছে। (বর্ণনাকারী) কাসেম বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি নারীর পূর্বে পুরুষটিকে দাসত্বমুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন।

بَابٌ اِذَا اَسْلَمَ اَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ স্বামী-স্ত্রী দু'জনের একজন ইসলাম গ্রহণ করলে

٢٢٣٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ مُسْلِمًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ كَانَتْ اَسْلَمَتْ مَعِىَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

২২৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মুসলমান হয়ে আসলো, অতঃপর তার স্ত্রীও ইসলাম গ্রহণ করে আসলো। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় সে আমার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং তিনি স্ত্রীটিকে তার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।

٢٢٣٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اَحْمَدَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ قَدْ اَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِاِسْلاَمِىْ فَانْتَزَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْاٰخَرِ وَرَدَّهَا اِلٰى زَوْجِهَا الْاَوَّلِ.

২২৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় এসে এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। পরে তার (প্রাক্তন) স্বামী নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং সে আমার ইসলাম গ্রহণ সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল। (তার কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলাটিকে দ্বিতীয় স্বামী থেকে ফেরত নিয়ে প্রথম স্বামীর কাছে সোপর্দ করলেন।

بَابٌ اِلٰى مَتٰى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اِذَا اَسْلَمَ بَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ স্ত্রীর পরে স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে, তখন এ স্ত্রী কবে নাগাদ তার কাছে ফেরত যাবে

٢٢٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ح

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْمَعْنَى كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ اسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلٰى اَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ وَقَالَ الْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ بَعْدَ سَنَتَيْنِ.

২২৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা যয়নাবকে প্রথম (আকদ) বিবাহের ভিত্তিতেই আবুল আসের নিকট ফেরত দিয়েছেন এবং নতুনভাবে কোন কিছু আরোপ করেননি। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে আমর তার হাদীসে বলেছেন, ছয় বছর পর এবং হুসাইন ইবনে আলী বলেছেন, দুই বছর পর।

بَابٌ فِي مَنْ اَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ اَكْثَرُ مِنْ اَرْبَعٍ اَوْ اُخْتَانِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ কোন ব্যক্তি চারের অধিক স্ত্রী বা দুই বোন স্ত্রী থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করলে

٢٢٤١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلٰى عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْذَلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ مُسَدَّدٌ ابْنِ عُمَيْرَةَ وَقَالَ وَهْبُ الْأَسَدِيُّ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا. قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا بِهِ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بِهٰذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ مَكَانَ الْحَارِثَ بْنَ قَيْسٍ. قَالَ اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ هٰذَا هُوَ الصَّوَابُ يَعْنِي قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ.

২২৪১। হারিস ইবনে কায়েস ইবনে উমাইর আল-আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার প্রাক্কালে আমার আটজন স্ত্রী ছিলো। আমি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি বলেন ঃ তাদের যে কোন চারজনকে বেছে নাও। হুশাইম থেকে এ হাদীসে হারিস ইবনে কায়েসের স্থানে 'কায়েস ইবনে হারিস' বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ ইবনে ইবরাহীম বলেন, 'কায়েস ইবনে হারিস' হওয়াটাই সহীহ ও সঠিক।

٢٢٤٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَاضِى الْكُوْفَةِ عَنْ عِيْسَى بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بِمَعْنَاهُ.

২২৪২। কায়েস ইবনুল হারিস (রা) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٢٢٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ اَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ وَهْبٍ الْجَيْشَانِىِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوْزَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ وَتَحْتِىْ اُخْتَانِ قَالَ طَلِّقْ اَيَّتَهُمَا شِئْتَ.

২২৪৩। আদ-দাহহাক ইবনে ফায়রূয (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমার বিবাহে দুই বোন রয়েছে। তিনি বলেন ঃ তাদের উভয়ের যে কোন একজনকে তোমার ইচ্ছামত তালাক দাও।

بَابُ اِذَا اَسْلَمَ اَحَدُ الْأَبَوَيْنِ لِمَنْ يَكُوْنُ الْوَلَدُ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ পিতা-মাতার যে কোন একজন মুসলমান হলে সন্তান কে পাবে?

٢٢٤٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ اَنَّهُ اَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ اَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِبْنَتِىْ وَهِىَ فَطِيْمٌ اَوْ شَبْهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ اِبْنَتِىْ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا اُقْعُدِىْ نَاحِيَةً وَاَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ اُدْعُوْهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ اِلٰى اُمِّهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ اِلٰى أَبِيْهَا فَأَخَذَهَا.

২২৪৪। রাফে' ইবনে সিনান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। অতঃপর মহিলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, এটি আমার কন্যা এবং সে এখনও দুগ্ধপোষ্য অথবা এ জাতীয় কোন শব্দ বলেছেন। অপরদিকে রাফে' (রা) বললেন, এটি আমার কন্যা। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাফে'কে বললেন ঃ তুমি এক পাশে বসো এবং মহিলাটিকেও বললেন ঃ তুমিও অপর পাশে বসো। আর মেয়েটিকে তিনি তাদের উভয়ের মধ্যখানে বসিয়ে দিয়ে বললেন ঃ এবার তোমরা উভয়ে তাকে ডাকো। মেয়েটি তার মায়ের দিকেই ঝুঁকছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! কন্যাটিকে সঠিক পথ দেখাও'। এরপর সে তার পিতার দিকে ঝুঁকে পড়লো। তাই সে তাকে নিয়ে গেলো।

بَابٌ فِي اللِّعَانِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ লি'আন (অভিশাপযুক্ত শপথ) সম্পর্কে

٢٢٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ اَشْقَرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ اِلٰى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِيْ يَا عَاصِمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتّٰى كَبُرَ عَلٰى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ اِلٰى اَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِيْ بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِيْ سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللّٰهِ لاَ أَنْتَهِي حَتّٰى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتّٰى أَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ فِيْكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ قُرْاٰنٌ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا. قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا

عُوَيْمِرٌ ثَلاَثًا قَبْلَ اَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.

২২৪৫। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়েদী (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, উয়াইমের ইবনে আশকার আল-আজলানী (রা) আসেম ইবনে আদী (রা)-কে এসে বললেন, হে আসেম! তুমি কী বলো যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে অন্য কোন লোককে পায়, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে এবং তোমরা তাকে হত্যা করবে অথবা সে কী করবে? হে আসেম! আমার এ ব্যাপারটা তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করো। আসেম (রা) এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু বিষয়টিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ করলেন এবং অশোভন মনে করলেন। আসেম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা শুনলেন তাতে তার মনেও ব্যথা পেলেন। আসেম (রা) তার বাড়ি ফিরলে উয়াইমের (রা) এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আসেম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কি বলেছেন? আসেম বললেন, তুমি আমাকে খুব একটা ভালো কাজ দাওনি। আমি তোমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা অপছন্দ করেন। তখন উয়াইমের (রা) আল্লাহর শপথ করে বললেন, আমি এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস না করে ক্ষান্ত হবো না। এই বলে উয়াইমের (রা) উঠে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি চতুর্দিক থেকে লোকজন পরিবেষ্টিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে পায় তবে সে কি তাকে হত্যা করবে? অতঃপর আপনারা তাকে হত্যা করবেন অথবা সে কী করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার ও তোমার সঙ্গিনীর ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয়েছে। যাও, তাকে নিয়ে এসো! সাহল (রা) বলেন, তারা এসে উভয়ে লি'আন করলো। এসময় আমি অন্যান্য লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তারা লি'আন থেকে অবসর হলে উয়াইমের (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরপর আমি যদি তাকে স্ত্রী হিসাবে রাখি তাহলে আমি মিথ্যা বলেছি বলেই প্রমাণ হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেয়ার পূর্বেই তিনি তাকে তিন তালাক দিলেন। ইবনে শিহাব (র) বলেন, তখন থেকে লি'আনকারীদের জন্য এটাই বিধিবদ্ধ নিয়ম হয়ে গেলো।

টীকা ঃ স্বামী যদি স্ত্রীর উপর 'যেনার' অভিযোগ আনে অথবা সন্তানকে এই বলে অস্বীকার করে যে, এ সন্তান তার ঔরসজাত নয়, অথচ এ দাবির পক্ষে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণও নেই। অপর দিকে স্ত্রীও যদি এ অভিযোগ অস্বীকার করে, এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে নিজ নিজ দাবির সমর্থনে বিচারকের সামনে 'বিশেষ পদ্ধতিতে' শপথ করতে হয়। এ শপথকে ফিক্‌হের পরিভাষায় লি'আন বা অভিশাপযুক্ত শপথ বলে। কুরআনের বাণী ঃ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ - اَلاٰيَةُ

এ আয়াতগুলোতে অভিযোগ নিষ্পত্তির যে পদ্ধতি পেশ করা হয়েছে ইসলামী আইনের পরিভাষায় তাকে লি'আন বলা হয়।

লি'আন করার পর বৈবাহিক সম্পর্কের পরিণতি কি হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম শাফিঈর মতে, স্বামী যে মুহূর্তে লি'আন করা শেষ করবে, ঠিক তখনই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। চাই স্ত্রী লিআন করুক আর নাই করুক, তালাক দিতে হবে না। ইমাম মালিকের মতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের লি'আন করা শেষ হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সঙ্গীদের মতে কেবলমাত্র লি'আন দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। বরং আদালত কর্তৃক বিচ্ছেদ করলেই বিচ্ছেদ হয়। তবে স্বামী নিজে তালাক দিলেই উত্তম। অন্যথায় বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘোষণা করবেন।

ইমাম মালিক, আবু ইউসুফ, শাফিঈ ও আহমাদের মতে, যে স্বামী-স্ত্রী লি'আনের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তারা চিরদিনের জন্য পরস্পরের প্রতি হারাম থাকবে। কোন অবস্থাতেই তারা পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলেও পারবে না। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ (র) বলেন, স্বামী যদি নিজের অভিযোগকে মিথ্যা বলে স্বীকার করে নেয় এবং এ মিথ্যা অপবাদের শাস্তিভোগ করে, তাহলে পুনরায় তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে, অন্যথায় পুনর্বার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম (অনু.)।

٢٢٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ اَمْسِكِ الْمَرْاَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ.

২২৪৬। আব্বাস ইবনে সাহল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উয়াইমেরের ঘটনায়) আসেম ইবনে আদী (রা)-কে বললেন ঃ তুমি মহিলাকে সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত নিজের কাছে রাখো।

٢٢٤٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ حَضَرْتُ لِعَانَهُمَا عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَتْ حَامِلاً فَكَانَ الْوَلَدُ يُدْعٰى اِلٰى اُمِّهِ.

২২৪৭। সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাদের দু'জনের (উয়াইমের ও তার স্ত্রীর) লি'আন করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন আমার বয়স ছিলো পনের বছর। অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী আরো বলেছেন, পরে উক্ত মহিলা গর্ভধারণ করলো এবং সন্তানটিকে তার মায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো।

٢٢٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي خَبَرِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ قَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصِرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اُدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيْمَ الْاَلْيَتَيْنِ فَلاَ أُرَاهُ اِلاَّ قَدْ صَدَقَ وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أُرَاهُ اِلاَّ كَاذِبًا قَالَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوْهِ.

২২৪৮। সাহল ইবনে সা'দ (রা) উক্ত দু'জন লি'আনকারীর ঘটনায় বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা ঐ মহিলার প্রতি নযর রাখো। যদি সে অতিমাত্রায় কালো চক্ষুদ্বয় এবং বৃহদাকারের নিতম্ববিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে আমি এটাই ধারণা করবো যে, সে (স্বামী) অবশ্যই সত্য বলেছে। আর যদি সে সান্ডার মতো রক্তিমাভ সন্তান প্রসব করে তাহলে ধারণা করবো যে, সে মিথ্যাবাদী ছিলো। বর্ণনাকারী বলেন, সে অপছন্দীয় বৈশিষ্টযুক্ত সন্তানই প্রসব করলো।

٢٢٤٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَكَانَ يُدْعٰى يَعْنِي الْوَلَدَ لِأُمِّهِ.

২২৪৯। সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়েদী (রা) থেকে উক্ত ঘটনা বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, সন্তানটিকে তার মায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো।

٢٢٥٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْفِهْرِيِّ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيْقَاتٍ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَنْفَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً. قَالَ سَهْلٌ حَضَرْتُ هٰذَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ اَنْ يُّفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ اَبَدًا.

২২৫০। সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়েদী (রা) থেকে উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর সে (উয়াইমের) তার স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে তিন তালাক দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা কার্যকর করলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে যা করা হয়েছে তাই সুন্নাতে পরিণত হয়েছে। সাহল (রা) বলেন, উক্ত ঘটনার সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এরপর উভয় লি'আনকারীর জন্য এই

নিয়ম চলে আসছে যে, তাদেরকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে এবং পুনরায় কখনো তারা দু'জন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না।

٢٢٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تَلاَعَنَا وَتَمَّ حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ اِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَقُلْ عَلَيْهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يُتَابِعِ ابْنَ عُيَيْنَةَ اَحَدٌ عَلٰى اَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.

২২৫১। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। মুসাদ্দাদ বলেন, তিনি (সাহল) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সেই দু'জন লি'আনকারীর ঘটনাস্থলে আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন আমার বয়স ছিলো পনের বছর। আর যখন তারা উভয়ে লি'আন থেকে অবসর হয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিয়েছেন। মুসাদ্দাদের বর্ণনা এখানেই শেষ। অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লি'আনকারীদ্বয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন তখন তিনি (সাহল) তথায় উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সে ব্যক্তি (উয়াইমের) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি তাকে স্ত্রী হিসাবে রেখে দেই, তাহলে এটাই প্রমাণিত হবে যে, আমি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছি। বর্ণনাকারী কেউ কেউ 'আলাইহা' শব্দটি বলেননি। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, "অতঃপর তিনি (সা) লি'আনকারীদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিয়েছেন" ইবনে উয়াইনার এ বাক্যটি বর্ণনার সাথে অন্য কোন বর্ণনাকারীদের কেউ একমত হননি।

٢٢٥٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَكَانَتْ حَامِلاً فَاَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعٰى اِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِى الْمِيْرَاثِ اَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا.

২২৫২। সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রা) থেকে এ হাদীস সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলাটি গর্ভাবস্থায় ছিলো। সে (স্বামী) তার গর্ভটি অস্বীকার করে। ফলে সন্তানটিকে তার মায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো। অতঃপর মীরাসের ক্ষেত্রে এ নিয়ম বিধিবদ্ধ হলো যে, এ সন্তান তার মায়ের ওয়ারিস হবে আর মহিলাটিও আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সে সন্তানের সম্পত্তির ওয়ারিস হবে।

٢٢٥٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّا لَيْلَةَ جُمُعَةٍ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَاَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوْهُ اَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوْهُ فَاِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلٰى غَيْظٍ وَاللّٰهِ لَاَسْاَلَنَّ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلَهُ فَقَالَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَاَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوْهُ اَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوْهُ اَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلٰى غَيْظٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ وَجَعَلَ يَدْعُوْ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ اللِّعَانِ: وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ. هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَابْتُلِىَ بِهِ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُوَ وَامْرَاَتُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ. قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ فَاَبَتْ فَفَعَلَتْ فَلَمَّا اَدْبَرَ قَالَ لَعَلَّهَا اَنْ تَجِىْءَ بِهِ اَسْوَدَ جَعْدًا فَجَاءَتْ بِهِ اَسْوَدَ جَعْدًا.

২২৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমু'আর রাতে আমি মসজিদে ছিলাম। তখন এক আনসারী ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বললো, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ভিন্ন পুরুষকে গর্হিত কর্মে লিপ্ত পায় এবং সে যদি তা ব্যক্ত করে তাহলে অভিযোগকারীকে তোমরা কি 'কাযাফের' শাস্তি দিবে নাকি তাকে হত্যা করার কারণে (কিসাসস্বরূপ) তাকেও হত্যা করবে? আর সে যদি (দেখেও) নীরব থাকে তাহলে ক্ষোভ নিয়েই নীরব থাকবে। আল্লাহর কসম! আমি এ সম্পর্কে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করবো। ভোর হলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো এবং বললো, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য ব্যক্তিকে গর্হিত কর্মে লিপ্ত পায়, তাহলে আপনারা কি তাকে তা বলার অপরাধে 'কাযাফের' শাস্তি দিবেন? না কি সে তাকে (যেনাকারীকে) হত্যা করলে (কিসাসস্বরূপ) এ ব্যক্তিকেও হত্যা করবেন, না কি সে রাগ ও ক্ষোভ নিয়ে নীরব থাকবে? তার কথা শুনে তিনি (সা) বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! সঠিক তথ্য প্রকাশ করে দাও' এবং তিনি দু'আ করতে থাকলেন। অতঃপর লি'আনের আয়াত নাযিল হলো, "এবং যারা নিজেদের স্ত্রীদের উপর যেনার অভিযোগ আরোপ করে অথচ তাদের কাছে তারা ব্যতীত অন্য কেউ সাক্ষী নেই..." (সূরা আন-নূর ঃ ৬)। বস্তুত লোকটিই এ গুরুতর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলো। পরে সে ও তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে লি'আন করলো এবং সে ব্যক্তি আল্লাহর শপথ দ্বারা চারবার কসম করলো যে, সে তার দাবিতে সত্যবাদী। সে পঞ্চমবার বললো, তার উপর আল্লাহর 'লানত' পতিত হোক যদি সে মিথ্যাবাদী হয়। এরপর উক্ত মহিলাটি লি'আন করার জন্য উদ্যত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ থামো! কিন্তু সে বিরত থাকতে অস্বীকার করলো এবং লি'আন করেই ছাড়লো। লি'আনকারীদ্বয় চলে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সম্ভবত সে কালো ও স্থূলদেহবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করবে। তাই হলো, সে কুশ্রী ও স্থূলদেহী সন্তানই প্রসব করলো।

٢٢٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ اَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنِىْ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةَ اَوْ حَدٌّ فِىْ ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا رَأٰى اَحَدُنَا رَجُلاً عَلٰى امْرَأَتِهِ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْبَيِّنَةَ وَاِلاَّ فَحَدٌّ فِىْ ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلاَلٌ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا اِنِّىْ لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللّٰهُ فِىْ اَمْرِىْ مَا يُبَرِّئُ بِهِ ظَهْرِىْ مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَتْ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ. قَرَأَ حَتّٰى بَلَغَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ. فَانْصَرَفَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ اِلَيْهِمَا فَجَاءَ فَقَامَ هِلاَلُ بْنُ اُمَيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا

كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ وَقَالُوْا لَهَا اِنَّهَا مُوْجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهَا سَتَرْجِعُ فَقَالَتْ لاَ اَفْضَحُ قَوْمِيْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصِرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهٖ اَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْاَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهٖ كَذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ مَا مَضٰى مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَأْنٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهٖ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ حَدِيْثُ ابْنِ بَشَّارٍ حَدِيْثُ هِلاَلٍ.

২২৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শারীক ইবনে সাহ্‌মার সাথে তার স্ত্রীর যেনায় লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ পেশ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাকে প্রমাণ পেশ করতে হবে অন্যথায় তোমার উপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কিভাবে সম্ভব? এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য ব্যক্তিকে কুকর্মে লিপ্ত দেখে সে প্রমাণের অন্বেষণে বের হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও বললেন ঃ তোমাকে সাক্ষী পেশ করতে হবে, অন্যথায় তোমার পিঠে হদ্দ কার্যকর করা হবে। হেলাল বললেন, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। আমি আমার দাবিতে অবশ্যই সত্যবাদী। নিশ্চয় আল্লাহ আমার ব্যাপারে আয়াত (বিধান) নাযিল করে আমার পিঠকে শাস্তি থেকে নিরাপদ করবেন। ঠিক তখনই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো, "এবং যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ তোলে, অথচ তাদের কাছে তারা ছাড়া অন্য কেউ সাক্ষী নেই... যদি সে সত্যবাদী হয়" (সূরা আন-নূর ঃ ৬) পর্যন্ত নবী (সা) পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়ের (হেলাল ও তার স্ত্রীর) কাছে লোক পাঠালেন। তারা উপস্থিত হলো এবং হেলাল (রা) উঠে তার শপথ বাক্য পাঠ করলেন। এসময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ্ জানেন, তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কে তওবা করবে? পরে মহিলাটি উঠে শপথ বাক্য উচ্চারণ করলো। যখন সে (স্ত্রী) পঞ্চমবারের বাক্য "আল্লাহর গযব তার নিজের উপর বর্তিত হোক, সে (স্বামী) যা বলেছে যদি সে সেই দাবিতে সত্যবাদী হয়" বলার প্রাক্কালে উপস্থিত লোকেরা তাকে (স্ত্রীকে) বলেছিলো, এ বাক্যে অবশ্যই আল্লাহর 'গযব' পতিত হওয়া অবধারিত। সুতরাং একটু ভেবে-চিন্তে বলো। ইবনে আব্বাস (রা)

বলেন, একথা শুনে মহিলাটি কিছুক্ষণ 'থ' খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো এবং পরে ধীরে ধীরে পেছনের দিকে সরে এলো। তার হাবভাব দেখে আমাদের ধারণা হলো, সম্ভবত সে বিরত থাকবে। কিন্তু সে "আমার খান্দানকে আমি চিরদিনের জন্য কলংকিত করতে পারি না" বলে পঞ্চম বাক্যটিও উচ্চারণ করলো। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা এ মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি রাখো, যদি সে কুচকুচে কালো চোখ, বড় নিতম্ব ও মোটা মোটা নলাওয়ালা সন্তান প্রসব করে, তবে তা হবে শারীক ইবনে সাহমার। বস্তুত সে এধরনের সন্তানই প্রসব করেছে। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আল্লাহর কিতাবে লি'আনের নির্দিষ্ট বিধান নাযিল না হতো তাহলে আমার ও এই নারীর মধ্যকার ফয়সালার ব্যাপারটি সংকটজনক হতো। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা সম্বলিত হাদীসটি শুধুমাত্র মদীনাবাসী মুহাদ্দিসগণ ইবনে বাশ্শার থেকে বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ 'কাযাফ' শব্দের অর্থ অপবাদ দেয়া, দোষারোপ করা, দুর্নাম করা ইত্যাদি। ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় কোন নারীর প্রতি যেনার মিথ্যা অপবাদ দেয়াকে 'কাযাফ' বলে। কাযাফকারী নিজের দাবি চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে না পারলে তাকে ভোগ করতে হবে আশিটি (৮০) বেত্রাঘাত। এরপর কোন ব্যাপারেই উক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (অনু.)।

٢٢٥٥- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ رَجُلاً حِيْنَ اَمَرَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ اَنْ يَّتَلاَعَنَا اَنْ يَّضَعَ يَدَهُ عَلٰى فِيْهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ يَقُوْلُ اِنَّهَا مُوْجِبَةٌ.

২২৫৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লি'আনকারীদেরকে লি'আন করার নির্দেশ দিলেন তখন জনৈক ব্যক্তিকে হুকুম দিয়েছিলেন, লি'আনকারীর (স্বামীর) পঞ্চমবারে বাক্যটি উচ্চারণ করার প্রাক্কালে তিনি তার মুখের উপর যেন হাত রেখে বলেন, নিশ্চিয় তাতে শাস্তি অবধারিত হবে।

٢٢٥٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ هِلاَلُ بْنُ اُمَيَّةَ وَهُوَ اَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ مِنْ اَرْضِهِ عِشَاءً فَوَجَدَ عِنْدَ اَهْلِهِ رَجُلاً فَرَاٰى بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَ بِاُذُنَيْهِ فَلَمْ يَهِجْهُ حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ جِئْتُ اَهْلِىْ عِشَاءً فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجُلاً فَرَاَيْتُ بِعَيْنَىَّ وَسَمِعْتُ بِاُذُنَىَّ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ

عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ الْاٰيَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَسُرِّيَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبْشِرْ يَا هِلاَلُ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا. قَالَ هِلاَلُ قَدْ كُنْتُ اَرْجُوْ ذَاكَ مِنْ رَبِّيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسِلُوْا اِلَيْهَا فَجَاءَتْ فَتَلاَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَّرَهُمَا وَاَخْبَرَهُمَا اَنَّ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا. فَقَالَ هِلاَلٌ وَاللّٰهِ لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ كَذَبَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَعِنُوْا بَيْنَهُمَا فَقِيْلَ لِهِلاَلٍ اشْهَدْ فَشَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيْلَ لَهُ يَا هِلاَلُ اتَّقِ اللّٰهَ فَاِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ وَاِنَّ هٰذِهِ الْمُوْجِبَةُ الَّتِيْ تُوْجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ يُعَذِّبُنِي اللّٰهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِيْ عَلَيْهَا فَشَهِدَ الْخَامِسَةَ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ثُمَّ قِيْلَ لَهَا اِشْهَدِيْ فَشَهِدَتْ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيْلَ لَهَا اتَّقِي اللّٰهَ فَاِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا اَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ وَاِنَّ هٰذِهِ الْمُوْجِبَةُ الَّتِيْ تُوْجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ اَفْضَحُ قَوْمِيْ فَشَهِدَتِ الْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ. فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَقَضٰى اَنْ لاَ يُدْعٰى وَلَدُهَا لِاَبٍ وَلاَ تُرْمٰى وَلاَ يُرْمٰى وَلَدُهَا وَمَنْ رَمَاهَا اَوْ رَمٰى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَقَضٰى اَنْ لاَ بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلاَ قُوْتَ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَلاَ مُتَوَفّٰى عَنْهَا وَقَالَ اِنْ جَاءَتْ بِهِ اُصَيْهِبَ اُرَيْصِحَ اُثَيْبِجَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلاَلٍ وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْاَلْيَتَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِيْ رُمِيَتْ

بِهِ فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا الْأَيْمَنُ لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَأْنٌ. قَالَ عِكْرِمَةُ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمِيْرًا عَلٰى مُضَرَ وَمَا يُدْعٰى لِأَبٍ.

২২৫৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা), যিনি তিনজনের একজন (যারা তাবুক অভিযানের পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিলেন) আর আল্লাহ পরে যাদের তাওবাহ কবুল করেছেন, একদা রাতের প্রথমভাগে তার কৃষিখামার থেকে ফিরে এসে তার স্ত্রীর সাথে অন্য এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলো। তিনি তাদের অপকর্ম চাক্ষুষ দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তাও নিজ কানে শুনলেন। কিন্তু তথাপি কোনরূপ বাড়াবাড়ি না করে রাত যাপন করেন। তিনি সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাতের প্রথমভাগে আমি আমার খামার থেকে ফিরে এসে আমার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তাদের কুকর্ম আমি চাক্ষুষ দেখেছি এবং নিজ কানে তাদের কথাবার্তা শুনেছি। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর নিকট ব্যাপারটি গুরুতর মনে হলো। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো, "এবং যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে (যেনার) অভিযোগ তোলে এবং তারা নিজেরা ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষীও নেই, তাদের প্রত্যেককে শপথ করতে হবে..." পূর্ণ দু'টি আয়াত নাযিল হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর ওহী নাযিল হওয়ার কঠিন অবস্থা প্রশমিত হলে বললেন ঃ হে হেলাল! সুসংবাদ গ্রহণ করো। 'অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই দিয়েছেন এবং বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন। হেলাল (রা) বললেন, আমি 'আমার রব' থেকে এমন কিছুই কামনা করেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তার স্ত্রীর কাছে লোক পাঠাও এবং তাকে আসতে বলো। সে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আয়াতটি পড়ে শুনালেন, কিছু উপদেশ দিলেন এবং তাদেরকে একথাও বললেন ঃ (জেনে নাও) পরকালের শাস্তি দুনিয়ার শাস্তির তুলনায় অনেক ভয়াবহ। হেলাল (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! স্ত্রীর বিরুদ্ধে আমি যে অভিযোগ তুলেছি, তা আমি নিরেট সত্যই বলেছি। কিন্তু মহিলাটি বললো, সে মিথ্যা বলেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকজনকে) বললেন ঃ তোমরা যাও, এদের উভয়ের মধ্যে লি'আন করাও। হেলালকে বলা হলো, তুমি সাক্ষ্য দাও। অতএব তিনি চারবার শপথ করেন যে, তিনি তার দাবিতে সত্যবাদী। আর যখন পঞ্চম কসমটি বলার সময় হলো, তখন তাকে বলা হলো, হে হেলাল! আল্লাহকে ভয় করো। কেননা দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির চাইতে অনেক লঘুতর। আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে এ (পঞ্চম) শপথ অবশ্যই তোমার উপর নিশ্চিত বিপদ এনে ছাড়বে। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের কারণে আল্লাহ আমার (পিঠের) উপর যেরূপ দোরা লাগাননি, অনুরূপভাবে এ

ব্যাপারেও আমাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। এ বলে তিনি পঞ্চম শপথটিও করলেন যে, 'তার নিজের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়'। অতঃপর মহিলাটিকে বলা হলো, তুমিও শপথ করো। সুতরাং সেও চারবার আল্লাহর শপথ গ্রহণ করলো যে, সে (স্বামী) তার দাবিতে মিথ্যাবাদী। আর যখন পঞ্চমবার শপথের সময় হলো তখন তাকেও বলা হলো, আল্লাহকে ভয় করো। কেননা দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় অনেক লঘুতর এবং এই পঞ্চম শপথ অবশ্যই তোমার উপর আযাব এনে ছাড়বে (যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও)। একথা শুনে সে কিছুক্ষণ থেমে থাকে এবং পরক্ষণে বলে, আল্লাহর শপথ! আমি আমার খান্দানকে কলঙ্কিত করবো না এবং এই বলে পঞ্চমবারের শপথটি করলো যে, তার নিজের উপর আল্লাহর 'গযব' পতিত হোক, যদি সে (স্বামী) সত্যবাদী হয়। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, তার গর্ভস্থ সন্তানের বংশপরিচয় তার পিতা থেকে হবে না, তার (মহিলাটির) উপর যেনার অপবাদ দেয়া যাবে না এবং সন্তানটিকেও জারজ বলে কলঙ্কিত করা যাবে না। আর যে ব্যক্তি উক্ত মহিলা ও তার সন্তানটিকে অপবাদ দিবে, তার উপর কাযাফের শাস্তি কার্যকর করা হবে। এই নারী তার স্বামী থেকে খোরপোষের অধিকারী হবে না। কেননা তারা তালাক ব্যতিরেকেই বিচ্ছেদ হয়েছে, আর না তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি আরো বললেন ঃ যদি উক্ত মহিলা বাজ পাখির মতো লাল-কালো বর্ণের, হালকা নিতম্ব, সামান্য কুঁজো এবং সরু নলাবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তাহলে সেটা হবে হেলালের ঔরসজাত। আর যদি সে গমের রং, কোঁকড়া চুল, মোটা বাহু, মোটা নলাওয়ালা ও বৃহৎ নিতম্ববিশিষ্ট বাচ্চা প্রসব করে, তাহলে সেটা হবে ঐ ব্যক্তির ঔরসের যাকে সম্পর্কিত করে অপবাদ দেয়া হয়েছে। সন্তান জন্মের পর দেখা গেলো, সে মহিলাটি গমের রং, কোঁকড়া চুল, ভারী বাহু, মোটা নলাওয়ালা ও বৃহৎ নিতম্ববিশিষ্ট সন্তান প্রসব করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি (এর পূর্বে) শপথের আয়াত নাযিল না হতো, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই কঙ্কর নিক্ষেপ করে হত্যা করতাম। ইকরিমা (র) বলেন, পরে উক্ত সন্তানটি মুদার গোত্রের আমীর (প্রশাসক) নিযুক্ত হয়েছিলো। কিন্তু তাকে বাপের সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো না।

٢٢٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللّٰهِ اَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِيْ. قَالَ لاَ مَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ اَبْعَدُ لَكَ.

২২৫৭। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লি'আনকারীদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদের উভয়ের হিসাব নিবেন। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। স্ত্রীর উপর তোমার কোন অধিকার নেই। স্বামী বললো, হে আল্লাহর রাসূল? আমার মাল? তিনি বললেন ঃ তুমি মাল ফেরত পাবে না যদিও তুমি তার বিরুদ্ধে সঠিক অভিযোগ করে থাকো, এক্ষেত্রে তুমি তার লজ্জাস্থানকে হালাল করে নিয়েছিলে, সুতরাং তা সেটার বিনিময়ে গেছে। আর যদি তুমি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ তুলে থাকো, এ অবস্থায় তোমার মাল তোমার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

٢٢٥٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَالَ فَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَخَوَىْ بَنِى الْعَجْلاَنِ وَقَالَ اَللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ يُرَدِّدُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

২২৫৮। সাঈদ ইবনে যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যেনার অপবাদ দিয়েছে। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-আজলান গোত্রের এক দম্পতিকে পৃথক করে দিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন ঃ আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমাদের দু'জনের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তোমাদের কেউ তাওবা করতে সম্মত আছো কি? তিনি কথাটি তিনবার বললেন। কিন্তু উভয়ই তওবা করতে অস্বীকার করলো। অতঃপর তিনি উভয়কে পৃথক করে দিলেন।

٢٢٥٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفٰى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الَّذِىْ تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ قَوْلُهُ وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ وَقَالَ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِىْ حَدِيْثِ اللِّعَانِ وَاَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعٰى اِلَيْهَا.

২২৫৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে লি'আন করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিলেন, আর সন্তানটিকে স্ত্রীর সাথে সম্পর্কিত করলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, 'তিনি সন্তানটির সম্পর্ক তার মায়ের সাথে স্থির

করলেন' কথাটি কেবল ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেছেন। আর ইউনুস (র) আয-যুহ্‌রী-সাহল ইবনে সা'দ (রা) সূত্রে লি'আন সংক্রান্ত হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) গর্ভস্থিত সন্তান অস্বীকার করে। অতএব ঐ নারীর পুত্রকে তার সাথে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো।

بَابٌ اِذَا شَكَّ فِى الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ কেউ সন্তান সম্পর্কে সন্দেহ করলে

٢٢٦٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِىْ فَزَارَةَ فَقَالَ اِنَّ امْرَأَتِىْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ اَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا قَالَ فَاَنّٰى تُرَاهُ قَالَ عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَهٰذَا عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ نَزَعَهُ عِرْقٌ.

২২৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ফাযারার জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমার স্ত্রী একটি কালো বর্ণের সন্তান প্রসব করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কিছু সংখ্যক উট তো অবশ্যই আছে? সে বললো, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেগুলোর বর্ণ কি? সে বললো, লাল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেগুলোর মধ্যে কিছু ছাই বর্ণেরও তো আছে? সে বললো, হাঁ, সেগুলোর মধ্যে ছাই বর্ণেরও আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এ বর্ণ কোথা থেকে আসছে বলে ধারণা করো? লোকটি বললো, সম্ভবত বংশগত প্রভাবের কারণে। তিনি বললেন ঃ তোমার এ বাচ্চার বর্ণেও পূর্বপুরুষের কারো বর্ণের প্রভাব পড়েছে।

٢٢٦١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَهُوَ حِيْنَئِذٍ يُعَرِّضُ بِاَنْ يَنْفِيَهُ.

২২৬১। যুহরী (র) থেকে এই সনদসূত্রে উক্ত হাদীসটির অনুরূপ বিষয়বস্তুসহ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ লোকটি তখন ইঙ্গিতে সন্তানটি অস্বীকার করলো।

٢٢٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِىَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اِمْرَأَتِىْ وَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ وَاِنِّىْ اُنْكِرُهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

২২৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে, আমি তা অস্বীকার করি। রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِى الْاِنْتِفَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ ঔরসজাত সন্তান অস্বীকার করা জঘন্যতম অপরাধ

٢٢٦٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو يَعْنِىْ ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حِيْنَ نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ اَيُّمَا امْرَاَةٍ اَدْخَلَتْ عَلٰى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللّٰهُ جَنَّتَهُ وَاَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ احْتَجَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلٰى رُؤُسِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ.

২২৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন লি'আনের আয়াত নাযিল হলো তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে নারী (এমন সন্তান) কোন বংশের মধ্যে প্রবেশ করায় যার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই সে নারী আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে এবং আল্লাহ তাকে কখনো তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে কোন পুরুষ স্বীয় সন্তানকে অস্বীকার করে, আর সে বাচ্চা তার স্নেহ-মমতার আকাঙ্ক্ষা করে, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে আড়ালে থাকবেন (তাঁর দয়া থেকে তাকে বঞ্চিত করবেন) এবং কিয়ামতের দিন পূর্বাপর সকল মানুষের সামনে তাকে অপমানিত করবেন।

بَابُ فِىْ ادِّعَاءِ وَلَدَ الزِّنَا

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ জারজ সন্তানের মালিকানা দাবি

٢٢٦٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِى الذَّيَّالِ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ مُسَاعَاةَ فِى الْاِسْلاَمِ مَنْ سَاعٰى فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنِ ادَّعٰى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُوْرَثُ.

২২৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামে যেনার কোন সুযোগ নাই। আর জাহিলিয়াতের যুগে যারা যেনায় লিপ্ত হয়েছে, এর ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, সে সন্তান যেনাকারীর সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি যেনার সন্তানকে নিজের বলে দাবি করে, সে তার ওয়ারিস হবে না এবং সে সন্তানও তার উত্তরাধিকারী হবে না।

٢٢٦٥- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ اَشْبَعُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى اَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ اَبِيْهِ الَّذِىْ يُدْعٰى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضٰى اَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ اَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ اَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ وَمَا اَدْرَكَ مِنْ مِيْرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيْبُهُ. وَلاَ يَلْحَقُ اِذَا كَانَ اَبُوْهُ الَّذِىْ يُدْعٰى لَهُ اَنْكَرَهُ. وَاِنْ كَانَ مِنْ اَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا اَوْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَاِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ بِهِ وَلاَ يَرِثُ وَاِنْ كَانَ الَّذِىْ يُدْعٰى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ اَوْ اَمَةٍ.

২২৬৫। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাথমিক পর্যায়ে মীমাংসা করতেন যে, প্রত্যেক উত্তরাধিকারী তার পিতার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিস হবে যাকে সে ওয়ারিস বলে স্বীকার করে। তিনি (স) এ ফায়সালাও দিতেন ঃ প্রত্যেক দাসীর সন্তানকে সে ব্যক্তিই পাবে, যে উক্ত দাসীর মালিক হয়ে তার সাথে সঙ্গম করেছে এবং সে সন্তানও উক্ত ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত হবে (যদি সে তার জীবদ্দশায় উক্ত সন্তানটিকে অস্বীকার না করে থাকে)। আর উক্ত সংযুক্তির পূর্বে (জাহিলিয়াতের সময়) যেসব মাল-সম্পদ ভাগ-বন্টন হয়ে গেছে, এ সন্তান (যে পরে সংযুক্ত হয়েছে) তা থেকে কিছুই পাবে না। আর যেগুলো তখনো ভাগ-বন্টন হয়নি এ সন্তান তা থেকে অংশ পাবে। হাঁ যদি তার পিতা তার জীবদ্দশায় তাকে (উক্ত সন্তানটিকে) অস্বীকার করে থাকে, তখন এ সন্তান তার সাথে সংযুক্ত হবে

না। আর যদি সন্তান এমন দাসী থেকে জন্ম নেয়, যে ব্যক্তি তার মালিক নয় অথবা এমন স্বাধীন নারী থেকে, যার সাথে সে যেনা করেছে, এমতাবস্থায় এ সন্তান উক্ত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত হবে না এবং এ সন্তান তার ওয়ারিসও হবে না, যদিও সে ব্যক্তি দাবি করে। আর যাকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, আর সেও সম্পৃক্ত হয়, সে ব্যভিচারজাত, চাই সে দাসীর গর্ভেই হোক অথবা স্বাধীন নারীর গর্ভে।

٢٢٦٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ بِاسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. زَادَ وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِاَهْلِ اُمِّهِ مَنْ كَانُوْا حُرَّةً اَوْ اَمَةً وَذٰلِكَ فِيْمَا اسْتُلْحِقَ فِىْ اَوَّلِ الْاِسْلاَمِ فَمَا اقْتُسِمَ مِنْ مَالٍ قَبْلَ الْاِسْلاَمِ فَقَدْ مَضٰى.

২২৬৬। মুহাম্মাদ ইবেন রাশেদ (র) থেকে উক্ত সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাতে অতিরিক্ত বলেছেন ঃ উক্ত সন্তানটি মায়ের জারজ সন্তান হিসাবে পরিচিত হবে, চাই সে নারী স্বাধীন হোক কিংবা দাসী। আর এ বিধানটি সেসব সন্তানের ব্যাপারে প্রযোজ্য হয়েছে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে। আর ইসলামের পূর্বে যে মাল-সম্পদ ভাগ-বন্টন হয়ে গেছে তা অপরিবর্তিত থাকবে।

بَابٌ فِى الْقَافَةِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ দৈহিক গঠনের ভিত্তিতে সম্পর্ক নির্ণয় (কিয়াফা)

٢٢٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ وَابْنُ السَّرْحِ يَوْمًا مَسْرُوْرًا وَقَالَ عُثْمَانُ تُعْرَفُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهِ فَقَالَ اَىْ عَائِشَةُ اَلَمْ تَرَىْ اَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِىَّ رَاٰى زَيْدًا وَاُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُءُوْسَهُمَا بِقَطِيْفَةٍ وَبَدَتْ اَقْدَامُهُمَا فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ اُسَامَةُ اَسْوَدَ وَكَانَ زَيْدٌ اَبْيَضَ.

২২৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় আমার নিকট আগমন করলেন এবং তাঁর চেহারার রেখাগুলো ফুটে উঠেছিল। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি অবগত আছো? এই মাত্র মুজাযযিয আল-মুদলিজী যায়েদ এবং উসামাকে একত্রে একটি চাদর দ্বারা উভয়ের

মাথা আবৃত এবং পাগুলো উন্মুক্ত দেখেছে। সে বললো, এ পাগুলো পরস্পরের থেকে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, উসামা ছিলেন কালো বর্ণের আর যায়েদ ছিলোনগৌর বর্ণের।

টীকা ঃ মানুষের হাত-পা, কিংবা মুখমণ্ডল ইত্যাদি দ্বারা এ পরিচয় নির্ণয় করা যে, সে কার পুত্র বা ভাই, এ বিদ্যার পারদর্শীকে আরবী পরিভাষায় 'কায়েফ' বলে আর এ বিদ্যাকে বলে 'কিয়াফা' (অনু.)।

٢٢٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَأَسَارِيرُ وَجْهِهِ لَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ هُوَ تَدْلِيسٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِنَّمَا سَمِعَ الْأَسَارِيرَ مِنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ وَالْأَسَارِيرُ فِيْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ يَقُوْلُ كَانَ أُسَامَةُ شَدِيْدَ السَّوَادِ مِثْلَ الْقَارِ وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ مِثْلَ الْقُطْنِ.

২২৬৮। ইবনে শিহাব (র) থেকে উক্ত সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'খুশীতে তার চেহারার রেখাগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল'। আবু দাউদ (র) বলেন, 'তাঁর মুখমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্য' কথাটি ইবনে উয়াইনা সংরক্ষণ করতে পারেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, এটা ইবনে উয়াইনা কর্তৃক অনুপ্রবিষ্ট (তাদলীস) হয়েছে। তিনি তা যুহরী থেকে শুনেননি, অন্য কারো নিকট শুনেছেন। লাইছ প্রমুখের হাদীসে ঐ কথাটি আছে। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহমাদ ইবনে সালেহ (র)-কে বলতে শুনেছি, উসামা (রা) ছিলেন আলকাতরার মতো কৃষ্ণকায়, আর যায়েদ (রা) ছিলেন তুলার মতো সাদা।

بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوْا فِي الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ যিনি বলেছেন, লটারী দ্বারা মীমাংসা করবে, যদি সন্তান নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়

٢٢٦٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْأَجْلَحِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْخَلِيْلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُوْنَ إِلَيْهِ فِيْ وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوْا عَلٰى امْرَأَةٍ فِيْ

طُهْرٍ وَّاحِدٍ فَقَالَ لِاثْنَيْنِ طِيبًا بِالْوَلَدِ لِهٰذَا فَغَلَيَا ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ طِيبًا بِالْوَلَدِ لِهٰذَا فَغَلَيَا ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ طِيبًا بِالْوَلَدِ لِهٰذَا فَغَلَيَا فَقَالَ اَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُوْنَ اِنِّىْ مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ اَضْرَاسُهُ اَوْ نَوَاجِذُهُ.

২২৬৯। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এসময় ইয়ামান দেশ থেকে এক ব্যক্তি এসে বললো, তিন ইয়ামানী একটি সন্তানের দাবি সংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে আলী (রা)-এর নিকট এসে আরজী পেশ করলো যে, একই 'তোহরে' তারা সকলে একটি নারীর সাথে সঙ্গম করেছে। আলী (রা) তাদের মধ্যকার দু'জনকে বললেন, সন্তানটি তোমাদের মধ্যকার তৃতীয় ব্যক্তির। তাতে তারা ক্ষেপে গেলো। এবার তিনি অন্য দু'জনকে বললেন, সন্তানটি তোমাদের মধ্যকার তৃতীয় ব্যক্তির। তাতে তারাও ক্ষেপে গেলো। এবার তিনি অপর দু'জনকে বললেন, সন্তানটি তোমাদের মধ্যকার তৃতীয় ব্যক্তির। তাতে তারাও নারাজ হলো। অতঃপর তিনি বললেন, এ সন্তানের দাবিতে তোমরা ঝগড়া করছো। আমি লটারী দ্বারা তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবো। সুতরাং লটারীতে যার নাম উঠবে, সন্তানটি সে পাবে, তবে সে অপর দু'জনের প্রত্যেককে এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে 'দিয়াত' প্রদান করবে। অতঃপর তিনি তাদের মধ্যে লটারী দিলেন এবং তাতে যার নাম উঠেছে সন্তানটি তাকেই দিলেন। আলী (রা)-এর এ দূরদর্শিতা ও সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধিমত্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর সম্মুখে দাঁত অথবা মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়ে।

٢٢٧٠- حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوْا عَلٰى اِمْرَأَةٍ فِيْ طُهْرٍ وَاحِدٍ. فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهٰذَا بِالْوَلَدِ قَالَا لَا حَتّٰى سَأَلَهُمْ جَمِيْعًا فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالَا لَا فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِيْ صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ. قَالَ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

২২৭০। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) ইয়ামান

দেশে অবস্থানকালে তিন ব্যক্তিকে তার কাছে আনা হলো। তারা এক নারীর সাথে একই 'তোহরে' (ঋতুস্রাবের পর পবিত্রতায়) সঙ্গম করেছে। এখন তাদের প্রত্যেকের দাবি হলো সন্তানটি তার। তিনি তাদের দু'জনকে বললেন, আমি সন্তানটি ঐ তৃতীয় ব্যক্তিকে দিচ্ছি? তারা জবাব দিলো, না। তিনি তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করলে তারা অস্বীকৃতিমূলক উত্তর দিলো। অতঃপর তিনি তাদের মধ্যে লটারী দিলেন এবং সন্তানটি সে ব্যক্তির সাথেই সংযুক্ত করলেন, লটারী যার নামে উঠেছে এবং তার উপর বাধ্যতামূলকভাবে অপর দু'জনকে দুই-তৃতীয়াংশ 'দিয়াত' আদায় করার নির্দেশ দিলেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়ে।

٢٢٧١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعَ الشَّعْبِىَّ عَنِ الْخَلِيْلِ اَوِ ابْنِ الْخَلِيْلِ قَالَ اُتِىَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ ثَلاَثَةٍ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرِ الْيَمَنَ وَلاَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ قَوْلَهُ طِيْبًا بِالْوَلَدِ.

২২৭১। খলীল অথবা ইবনে খলীল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর নিকট এমন তিন ব্যক্তিকে আনা হলো, যারা একটি মহিলার সাথে যেনা করেছিল। সে একটি সন্তান প্রসব করেছে... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় 'ইয়ামান দেশ' এবং 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আলোচনা' আর আলী (রা) এর নির্দেশ ঃ 'তোমরা দু'জনে সন্তুষ্টচিত্তে সন্তানটির দাবি প্রত্যাহার করো' ইত্যাদি উল্লেখ নাই।

بَابٌ فِىْ وُجُوْهِ النِّكَاحِ الَّتِىْ كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ জাহিলী যুগের বিবাহ পদ্ধতিসমূহ

٢٢٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يُنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ اٰخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُوْلُ لِاِمْرَأَتِهِ اِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا اَرْسِلِىْ اِلٰى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِىْ مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا اَبَدًا

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِىْ تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَاِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا اَصَابَهَا زَوْجُهَا اِنْ اَحَبَّ وَاِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ رَغْبَةً فِىْ نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هٰذَا النِّكَاحُ يُسَمّٰى نِكَاحُ لاِسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ اٰخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُوْنَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْاَةِ كُلُّهُمْ يُصِيْبُهَا فَاِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ اَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا اَرْسَلَتْ اِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ اَنْ يَمْتَنِعَ حَتّٰى يَجْتَمِعُوْا عِنْدَهَا فَتَقُوْلُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِىْ كَانَ مِنْ اَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ فَتُسَمّٰى مَنْ اَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاِسْمِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيْرُ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْاَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلٰى اَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُنْ عَلَمًا لِمَنْ اَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَاِذَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوْا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ اَلْحَقُوْا وَلَدَهَا بِالَّذِىْ يَرَوْنَ فَالْتَاطَهُ وَدُعِىَ ابْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذٰلِكَ. فَلَمَّا بَعَثَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَمَ نِكَاحَ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ اِلاَّ نِكَاحَ اَهْلِ الْاِسْلاَمِ الْيَوْمَ.

২২৭২। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন, জাহিলী যুগে চার ধরনের বিবাহের প্রচলন ছিলো। (এক) বর্তমানে যে ব্যবস্থা চলছে, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন মহিলার অভিভাবকের নিকট তার অধীনস্ত নারীকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিবে এবং তার দেন মোহর আদায়ের পর বিবাহ করবে। (দুই) কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মাসিক ঋতু থেকে মুক্ত হওয়ার পর বলতো, তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট চলে যাও এবং তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হও। অতঃপর তার স্বামী নিজ স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকতো এবং কখনো তার সাথে অবস্থান করতো না, এমনকি তাকে স্পর্শও করতো না যতক্ষণ না সে অন্য ব্যক্তি দ্বারা গর্ভবতী হতো। অতঃপর স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতো। আর স্বীয় স্ত্রীকে অন্য পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী করার উদ্দেশ্য ছিলো, যাতে সে একটি উন্নত জাতের সন্তান লাভ করতে পারে। এ ধরনের বিবাহকে বলা হতো 'আল-ইস্তিবদা'। (তিন) দশজনের কম ব্যক্তি একস্থানে একত্র হয়ে একই মহিলার সাথে পরপর সঙ্গমে লিপ্ত হতো। মহিলাটি এর ফলে গর্ভবতী হতো এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কয়েকদিন অতিবাহিত হলে, সে ঐ সব লোককে ডেকে পাঠাতো এবং কেউই আসতে অস্বীকৃতি জানাতে

পারতো না। সকলে তার সামনে উপস্থিত হলে সে তাদেরকে বলতো, তোমরা সকলেই অবগত আছো যে, তোমরা কি করেছো। এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি। সুতরাং হে অমুক! এটি তোমারই সন্তান। তাদের মধ্যে যাকে খুশী তার নাম ধরে মহিলাটি ডেকে বলতো। ফলে সন্তানটি ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত হতো। (চার) বহু পুরুষ একই নারীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতো এবং ঐ নারী যত পুরুষ তার কাছে আসতো কাউকে স্বীয় শয্যায় গ্রহণ করতে অস্বীকার করতো না। এরা ছিলো বারবণিতা। এরা প্রতীক চিহ্ন হিসেবে নিজ ঘরের সম্মুখে পতাকা টানিয়ে রাখতো। যে কেউ ইচ্ছা করতো, অবাধে এদের সাথে যেনায় লিপ্ত হতে পারতো। যদি এদের মধ্যে কেউ গর্ভবতী হতো এবং সন্তান প্রসব করতো, তাহলে সেসব পুরুষেরা উক্ত মহিলার কাছে একত্র হতো এবং একজন বংশবিশারদকে (কায়েফ) ডেকে আনা হতো। সে যে লোকটির সাথে শিশুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করতো তাকে বলতো, এটি তোমার সন্তান। তখন ঐ ব্যক্তি ঐ সন্তানকে নিজের হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হতো। পরে লোকে শিশুটিকে তার পুত্র বলে আখ্যা দিতো এবং সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করতো না। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য দীনসহ পাঠালেন, তখন তিনি জাহিলী যুগের সব ধরনের বিবাহ পদ্ধতি বাতিল করে একমাত্র বর্তমানে প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থাকে বহাল করলেন।

بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ বিছানা যার সন্তান তার

٢٢٧٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ ابْنُ زَمْعَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اِبْنِ اَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ اَوْصَانِيْ اَخِيْ عُتْبَةُ اِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ اَنِ انْظُرْ اِلَى ابْنِ اَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ فَانَّهُ ابْنُهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِيْ ابْنُ اَمَةِ اَبِيْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِيْ فَرَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِيْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ. زَادَ مُسَدَّدٌ فِيْ حَدِيْثِهِ فَقَالَ هُوَ اَخُوْكَ يَا عَبْدُ.

২২৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস (রা) ও আব্‌দ ইবনে যাম'আ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাম'আর দাসীর এক সন্তানের ব্যাপারে ঝগড়া নিয়ে গেলো। সা'দ (রা) বললেন, আমার ভাই উতবা আমার কাছে ওসিয়াত করেছে যে, আমি যখন মক্কায় আসবো, তখন যাম'আর দাসীর

সন্তানটিকে যেন আমি আমার অধিকারে নিয়ে আসি। কেননা ওটা তার পুত্র। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ আবদ ইবনে যাম'আ বললেন, এটা আমার ভাই, আমার পিতার দাসীর সন্তান, আমার পিতার বিছানায়ই তার জন্ম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানটির মধ্যে উতবার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য দেখতে পেয়ে বললেন ঃ সন্তান তার বিছানা যার। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে কংকর। তিনি সাওদা (রা)-কে বললেন ঃ তার থেকে পর্দা করো। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আরো আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'হে আব্‌দ! সে তোমার ভাই'।

টীকা ঃ কথিত আছে যে, ইসলামের পূর্বে যাম'আর দাসীর সাথে উতবার অবৈধ সম্পর্ক ছিলো। এরই প্রেক্ষিতে উতবা তার ভাইকে এ সন্তান গ্রহণ করার ওসিয়াত করেছিলো। তবে সন্তানটিকে যাম'আর বলে রায় প্রদান করলেও উতবার সাথে সাদৃশ্য থাকায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী সাওদা বিনতে যাম'আ (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, উক্ত সন্তানটির থেকে পর্দা করো। কেননা সে তোমার ভাই হওয়ার মধ্যে সন্দেহ আছে (অনু.)।

٢٢٧٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنَ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُلاَنًا اِبْنِيْ عَاهَرْتُ بِاُمِّهٖ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ دِعْوَةَ فِى الاِسْلاَمِ ذَهَبَ اَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

২২৭৪। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক আমার পুত্র, জাহিলী যুগে আমি তার মায়ের সাথে যেনা করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ অবৈধ সন্তানের দাবি করার ব্যবস্থা ইসলামে নেই। আর জাহিলী যুগের প্রথা বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং বিছানা যার সন্তান তার এবং যেনাকারীর জন্য রয়েছে কংকর।

٢٢٧٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ اَبُوْ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ يَعْقُوْبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ رَبَاحٍ قَالَ زَوَّجَنِيْ اَهْلِيْ اَمَةً لَهُمْ رُوْمِيَّةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ مِثْلِيْ فَسَمَّيْتُهُ عَبْدُ اللّٰهِ ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ مِثْلِيْ فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلاَمٌ لاَهْلِيْ رُوْمِيٌّ يُقَالُ لَهُ يُوْحَنَّهْ فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهٖ

فَوَلَدَتْ غُلاَمًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هٰذَا قَالَتْ هٰذَا لِيُوحَنَّهْ فَرُفِعْنَا اِلٰى عُثْمَانَ اَحْسِبُهُ قَالَ مَهْدِيٌّ قَالَ فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا فَقَالَ لَهُمَا اَتَرْضَيَانِ اَنْ اَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى اَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَاَحْسِبُهُ قَالَ فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وَكَانَا مَمْلُوْكَيْنِ.

২২৭৫। রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনিব-মালিকেরা আমার সাথে তাদের এক রুম দেশীয় দাসী বিবাহ দেন। আমি তার সাথে সঙ্গম করলে সে আমার মতোই একটি কালো সন্তান প্রসব করে। আমি তার নাম রাখলাম আবদুল্লাহ। আমি আবার তার সাথে সঙ্গম করলে সে পুনরায় আমার মতো একটি কালো সন্তান প্রসব করে। আমি তার নাম রাখলাম উবায়দুল্লাহ। অতঃপর আমার মনিবের ইউহান্না নামক এক রোমান দাস আমার স্ত্রীকে ফুঁসলিয়ে তার সাথে কুকর্ম করে যার ভাষা ছিল অবোধগম্য। অতঃপর সে গিরগিটি সদৃশ একটি সন্তান প্রসব করলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? সে বললো, এটা ইউহান্নার। আমি উসমান (রা)-এর নিকট এ কথা জানালাম। উসমান (রা) তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা উভয়ে তা স্বীকার করে। পরে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা এ ব্যাপারে কি রাজি আছো যে, আমি তোমাদের মাঝে সেই ফয়সালা করি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ফয়সালা করেছিলেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেন ঃ বিছানা যার সন্তান তার। অতঃপর তিনি মহিলা ও পুরুষ উভয়কে বেত্রাঘাত করেন। আর তারা উভয়ে ছিলো ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী।

بَابُ مَنْ اَحَقُّ بِالْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ সন্তান লালন-পালনে কে অগ্রগণ্য?

٢٢٧٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو يَعْنِي الْاَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنِيْ هٰذَا كَانَ بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِيْ لَهُ حِوَاءً وَاِنَّ اَبَاهُ طَلَّقَنِيْ وَاَرَادَ اَنْ يَّنْتَزِعَهُ مِنِّيْ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتِ اَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِيْ.

২২৭৬। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা আমার গর্ভজাত পুত্র, আমার স্তন তার মশক আর আমার কোল তার আশ্রয়স্থল। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে। এখন সে সন্তানটিকে আমার থেকে কেড়ে নিতে চায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ যে পর্যন্ত না তুমি অন্যত্র বিবাহ করো সে পর্যন্ত তুমিই তার অধিক হকদার।

٢٢٧٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اُسَامَةَ اَنَّ اَبَا مَيْمُوْنَةَ سَلْمٰى مَوْلٰى مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ مَعَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَاَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَطَنَتْ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِيْ يُرِيْدُ اَنْ يَّذْهَبَ بِابْنِيْ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذٰلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُحَاقُّنِيْ فِيْ وَلَدِيْ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ لاَ اَقُوْلُ هٰذَا اِلاَّ اَنِّيْ سَمِعْتُ امْرَاَةً جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ زَوْجِيْ يُرِيْدُ اَنْ يَّذْهَبَ بِابْنِيْ وَقَدْ سَقَانِيْ مِنْ بِئْرِ اَبِيْ عِنَبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقُّنِيْ فِيْ وَلَدِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا اَبُوْكَ وَهٰذِهِ اُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ اَيِّهِمَا شِئْتَ فَاَخَذَ بِيَدِ اُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

২২৭৭। হেলাল ইবনে উসামা (র) থেকে বর্ণিত। মদীনাবাসীদের সত্যবাদী এক গোলাম আবু মায়মূনা সালমা (র) বলেন, একদা আমি আবু হুরায়রা (রা)-র কাছে বসা ছিলাম, ফার্সীভাষী এক মহিলা তার একটি সন্তানসহ সেখানে উপস্থিত হলো এবং সেখানে তার তালাকদাতা স্বামীও সন্তানের দাবি নিয়ে উপস্থিত হলো। মহিলাটি ফার্সী ভাষায় বললো, হে আবু হুরায়রা! আমার স্বামী আমার সন্তানটি নিয়ে যেতে চায়। আবু হুরায়রা (র) বললেন, তোমরা এ সন্তানের ব্যাপারে লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা করে নাও। তিনি বিদেশী ভাষায় মহিলাকে কথাটি বললেন। অতঃপর তার স্বামী এসে বললো, আমার সন্তান আমার থেকে কে কেড়ে নিতে পারে? আবু হুরায়রা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্! আমি সে কথাই বলবো যা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি জনৈক মহিলাকে বলেছেন, তখন আমি সেখানে বসাছিলাম। মহিলাটি

বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আমার থেকে আমার সন্তানটি নিয়ে যেতে চায়। অথচ এ সন্তান আবু ইনাবার কূপ থেকে পানি এনে আমাকে পান করায় এবং আমার আরো অনেক খেদমত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা উভয়ে লটারীর মাধ্যমে সন্তানের ফয়সালা করে নাও। কিন্তু স্বামী বললো, আমার সন্তান আমার থেকে কে নিতে পারে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানটিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ইনি তোমার পিতা ও ইনি তোমার মাতা। সুতরাং তুমি এদের যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করো। অতএব সে তার মায়ের হাত ধরলো এবং মহিলাটি ছেলেটিকে নিয়ে চলে গেলো।

٢٢٧٨- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ اِلَى مَكَّةَ فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ جَعْفَرٌ اَنَا اٰخُذُهَا اَنَا اَحَقُّ بِهَا اِبْنَةُ عَمِّيْ وَعِنْدِيْ خَالَتُهَا وَاِنَّمَا الْخَالَةُ اُمٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ اَنَا اَحَقُّ بِهَا اِبْنَةُ عَمِّيْ وَعِنْدِيْ اِبْنَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ اَحَقُّ بِهَا فَقَالَ زَيْدٌ اَنَا اَحَقُّ بِهَا اَنَا خَرَجْتُ اِلَيْهَا وَسَافَرْتُ وَقَدِمْتُ بِهَا فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيْثًا قَالَ وَاَمَّا الْجَارِيَةُ فَأَقْضِيْ بِهَا لِجَعْفَرٍ تَكُوْنُ مَعَ خَالَتِهَا وَاِنَّمَا الْخَالَةُ اُمٌّ.

২২৭৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (উমরাতুল কাযা-এর সময়) যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) মক্কায় গমন করলেন। ফেরার সময় তিনি হামযা (রা)-র ছোট কন্যাটিকে সাথে করে নিয়ে আসেন। জা'ফার ইবনে আবু তালিব (রা) বললেন, আমিই তাকে নেবো, আমিই তার বেশি হকদার, কেননা সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী। আর খালা তো মাতৃস্থানীয়। আলী (রা) বললেন, আমিই তার অধিক হকদার, সে আমার চাচার কন্যা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা আমার স্ত্রী। সুতরাং আমার স্ত্রীই তার বেশি হকদার। যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) বললেন, আমিই এর বেশি হকদার। কেননা তাকে আনার জন্যে আমিই গিয়েছি, ভ্রমণের কষ্ট স্বীকার করেছি এবং আমিই তাকে নিয়ে এসেছি। এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আসলে একজন ঘটনাটি বর্ণনা করলো। তখন তিনি (স) বললেন ঃ আমি উক্ত কন্যাটি জা'ফারের জন্যই রায় দিলাম। খালাই তাকে পাবে, কেননা খালা তো মাতৃস্থানীয়।

٢٢٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى بِهٰذَا الْخَبَرِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهٖ قَالَ وَقَضٰى بِهَا لِجَعْفَرٍ لِاَنَّ خَالَتَهَا عِنْدَهُ.

২২৭৯। আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা (র) এই সূত্রে উক্ত ঘটনা অপূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সা) জা'ফার (রা)-কে উক্ত মেয়েটিকে দিলেন। কেননা তার খালা জা'ফারের স্ত্রী ছিলো।

٢٢٨٠- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى اَنَّ اِسْمَاعِيْلَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ هَانِىْءٍ وَهُبَيْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ تَبِعَتْنَا بِنْتُ حَمْزَةَ تُنَادِىْ يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِىٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ دُوْنَكِ بِنْتَ عَمِّكِ فَحَمَلَتْهَا فَقَصَّ الْخَبَرَ قَالَ وَقَالَ جَعْفَرٌ اِبْنَةُ عَمِّىْ وَخَالَتُهَا تَحْتِىْ فَقَضٰى بِهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ.

২২৮০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা মক্কা থেকে রওয়ানা হলাম তখন হামযা (রা)-এর কন্যা আমাদের পিছে পিছে ছুটে এসে চিৎকার দিয়ে হে চাচা! হে চাচা! বলে ডাকলো। আলী (রা) তার হাত ধরে তাকে তুলে নিলেন এবং ফাতিমা (রা)-কে এসে বললেন, এই নাও তোমার চাচার মেয়ে। অতএব ফাতিমা (রা) তাকে তুলে নিলেন। এরপর রাবী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন এবং বলেন, আর জা'ফার (রা) বললেন, সে আমার চাচার মেয়ে, তার খালা আমার স্ত্রী। অবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েটি খালাকেই দিলেন এবং বললেন ঃ খালা মাতৃস্থানীয়।

بَابٌ فِىْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দাতকাল

٢٢٨١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْبَهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ الْاَنْصَارِيَّةِ اَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ

عَزَّ وَجَلَّ حِيْنَ طُلِّقَتْ اَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ اَوَّلُ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيْهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ.

২২৮১। আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনুস সাকান আল-আনসারিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাকে তালাক দেয়া হলো। তখন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দাত পালনের প্রথা ছিলো না। সুতরাং যখন আসমা-কে তালাক দেয়া হলো তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তালাক সংক্রান্ত ইদ্দাতের আয়াত নাযিল করলেন। তিনিই হলেন সর্বপ্রথম নারী যাকে কেন্দ্র করে তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দাতের বিধান নাযিল করা হয়েছে।

بَابٌ فِيْ نَسْخِ مَا اسْتُثْنِىَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ইদ্দাত সংক্রান্ত কতক বিধান রহিত হওয়া সম্পর্কে

٢٢٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ ابْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ. وَالَّتِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ. فَنُسِخَ مِنْ ذٰلِكَ وَقَالَ وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا.

২২৮২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আল্লাহর বাণী) "তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিনটি মাসিক ঋতুকাল অপেক্ষায় থাকবে" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৮); এবং "তোমাদের যে সকল স্ত্রীর আর হায়েযগ্রস্ত হওয়ার আশা নাই তাদের ইদ্দাত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের এবং যাদের এখনো হায়েয শুরু হয়নি তাদেরও ইদ্দাতকাল তিন মাস" (সূরা আত-তালাক ঃ ৪)। এ দ্বিতীয় বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। (অর্থাৎ প্রথমে উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে সর্বপ্রকারের তালাকপ্রাপ্তা নারীই শামিল রয়েছে)। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দাত নাই যা তোমরা গণনা করবে" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৯)।

بَابٌ فِى الْمُرَاجَعَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ রিজ'ঈ তালাকের বর্ণনা

٢٢٨٣- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْعَسْكَرِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا.

২২৮৩। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসা (রা)-কে তালাক দিয়ে পরে ফিরিয়ে নিয়েছেন।

টীকা ঃ এক অথবা দুই তালাক দেয়ার পর পুনরায় তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করাকে 'রাজা'আত' বলে। কিন্তু তিনি তালাকের পর রাজা'আতের সুযোগ থাকে না (অনু.)।

بَابٌ فِىْ نَفَقَةِ الْمَبْتُوْتَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ চূড়ান্তভাবে তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষ

٢٢٨٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ اَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيْلَهُ بِشَعِيْرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمَرَهَا اَنْ تَعْتَدَّ فِىْ بَيْتِ أُمِّ شَرِيْكٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا اَصْحَابِىْ اِعْتَدِّىْ فِىْ بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ رَجُلٌ اَعْمٰى تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ وَاِذَا حَلَلْتِ فَاٰذِنِيْنِىْ. قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ وَاَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا اَبُوْ جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَاَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لاَ مَالَ لَهُ اَنْكِحِىْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. قَالَتْ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ اَنْكِحِىْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.

২২৮৪। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু আমর ইবনে হাফস (রা) এলাকার বাইরে থাকা অবস্থায় তাকে চূড়ান্ত তালাক দিলেন। তিনি তার প্রতিনিধি মারফত সামান্য কিছু যব (খোরাকী বাবত) তার কাছে পাঠালেন। ফাতিমা (রা) খুব

রাগ করলেন, তা গ্রহণই করলেন না। তাতে বাহক ক্ষুব্ধ হয়ে বললো, আল্লাহর শপথ! তোমার জন্য আমাদের উপর কোন অধিকারই নেই। ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিষয়টি তাঁকে জানান। তিনি বললেন ঃ তার (স্বামীর) নিকট থেকে তুমি নাফাকা (খোরপোষ) পাওয়ার অধিকারী নও এবং তাকে উম্মে শারীকের ঘরে ইদ্দাত পালনের নির্দেশ দিলেন। তিনি পুনরায় বললেন ঃ তার ঘরে হরহামেশা আমার সাহাবীদের আসা-যাওয়ার একটা ভিড় থাকে। বরং তুমি ইবনে উম্মে মাকতূমের ঘরে গিয়ে অবস্থান করো। কেননা সে অন্ধ মানুষ। তুমি (স্বাধীনভাবে) কাপড়চোপড় বদলাতে পারবে। তোমার ইদ্দাতকাল শেষ হলে আমাকে অবহিত করবে। ফাতিমা (রা) বলেন, আমি হালাল হলে পর তাঁকে জানলাম, মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ও আবু জাহম উভয়ে আমার নিকট বিবাহর প্রস্তাব পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই যে আবু জাহম, তার কাঁধ থেকে লাঠি কখনো নীচে নামে না। আর বেচারা মু'আবিয়া! তার কোন মাল-সম্পই নেই। সুতরাং তুমি উসামা ইবনে যায়েদকে বিবাহ করো। ফাতিমা বলেন, প্রথমে আমি তাঁর এ প্রস্তাবকে অপছন্দ করলাম। কিন্তু তিনি পুনরায় বললেন ঃ তুমি উসামা ইবনে যায়েদকে বিবাহ করো। সুতরাং আমি তাকে বিবাহ করলাম। ফলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ দাম্পত্য জীবনের মধ্যে যে খায়ের ও বরকত দান করেছেন, তাতে আমি কোন কোন নারীর ঈর্ষার পাত্র হয়েছি।

টীকা ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষ প্রাপ্তি সম্বন্ধে আলেমগণের মতভেদ আছে। ইমাম আহমাদ, ইসহাক প্রমুখ বলেন, সে খোরাকী ও বাসস্থান কিছুই পাবে না। ইমাম শাফিঈ ও অধিকাংশ মনীষী বলেন, বাসস্থান পাবে কিন্তু খোরাকী পাবে না। ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও কুফার হানাফীগণ বলেন, বাসস্থান ও খোরাকী দু'টিই ওয়াজিব, ইদ্দাত শেষ হওয়া নাগাদ তা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করতেই হবে। কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রত্যেকেরই দলীল-প্রমাণ রয়েছে (অনু.)।

٢٢٨٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيرٍ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ حَدَّثَتْهُ اَنَّ اَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ فِيهِ وَاَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَنَفَرًا مِّنْ بَنِى مَخْزُوْمٍ اَتَوُا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ ثَلاَثًا وَاِنَّهُ تَرَكَ لَهَا نَفَقَةً يَسِيرَةً فَقَالَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ مَالِكٍ اَتَمُّ.

২২৮৫। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু হাফ্স ইবনুল মুগীরা তাকে তিন তালাক দিয়েছে।

অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে ঃ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ এবং মাখযূম গোত্রীয় একদল লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আবু হাফস ইবনুল মুগীরা তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে, অথচ সে তার জন্য নামমাত্র কিছু খোরাকী রেখে গেছে। তিনি বলেন ঃ সে কোন প্রকার 'নাফাকা' (খোরাকী) পাবে না। এরপর রাবী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে মালেকের বর্ণিত হাদীসটি এর চাইতে অধিক পরিপূর্ণ।

٢٢٨٦- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو عَنْ يَحْيٰى حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْنِىْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ اَنَّ اَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُوْمِىَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَخَبَرَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلاَ مَسْكَنٌ قَالَ فِيْهِ وَاَرْسَلَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ تَسْبِقِيْنِىْ بِنَفْسِكِ.

২২৮৬। আবু সালামা (রা) বলেন, ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন, যে, 'আবু আমর ইবনে হাফস আল-মাখযূমী তাকে তিন তালাক দিয়েছে। এরপর রাবী পূর্ণ হাদীস এবং খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের কথাটিও বর্ণনা করেছেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মহিলা সম্পর্কে বললেন ঃ সে খোরাকী ও বাসস্থান পাবে না। উক্ত হাদীসে এ কথাটিও আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে বলে পাঠিয়েছেন ঃ আমার সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে কিছু করো না।

٢٢٨٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ فَطَلَّقَنِى الْبَتَّةَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ قَالَ فِيْهِ وَلاَ تُفَوِّتِيْنِىْ بِنَفْسِكِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِىُّ وَالْبَهِىُّ وَعَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَاصِمٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى الْجَهْمِ كُلُّهُمْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا.

২২৮৭। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনু মাখযূমের এক ব্যক্তির বিবাহে ছিলাম। সে আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদের তালাক দিয়েছে। অতঃপর রাবী মালেকের হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। তাতে আরো বলেছেন যে, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমাকে বলেছিলেন ঃ "আমাকে না জানিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিও না"। আবু দাউদ (র) বলেন, আশ-শা'বী, আল-বাহী এবং আতা প্রমুখ আবদুর রহমানের উদ্ধৃতি দিয়ে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু বাক্র ইবনে আবুল জাহম, এরা সবাই ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছে।

٢٢٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلاَ سُكْنٰى.

২২৮৮। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিলেন, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য খোরাকী এবং বাসস্থান কোনটিরই ব্যবস্থা দেননি।

٢٢٨٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ اَبِيْ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ وَاَنَّ اَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيْرَةِ طَلَّقَهَا اٰخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيْقَاتٍ فَزَعَمَتْ اَنَّهَا جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْهُ فِيْ خُرُوْجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَاَمَرَهَا اَنْ تَنْتَقِلَ اِلٰى ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ الْاَعْمٰى فَاَبٰى مَرْوَانُ اَنْ يُّصَدِّقَ حَدِيْثَ فَاطِمَةَ فِيْ خُرُوْجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا. قَالَ عُرْوَةُ وَاَنْكَرَتْ عَائِشَةُ عَلٰى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَشُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ وَاسْمُ اَبِيْ حَمْزَةَ دِيْنَارٌ وَهُوَ مَوْلٰى زِيَادٍ.

২২৮৯। ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হাফস ইবনুল মুগীরার বিবাহে ছিলেন। আর আবু হাফস ইবনুল মুগীরা তাকে সর্বশেষ তৃতীয় তালাকটিও দিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার (স্বামীর) ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ফতোয়া চাইলেন। তিনি তাকে ইবনে উম্মে মাকতূমের ঘরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু মারওয়ান ইবনুল হাকাম 'তালাকপ্রাপ্তা নারীর স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে চলে যাওয়া' সংক্রান্ত ফাতিমার

হাদীসকে সঠিক বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আর উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) ফাতিমা বিনতে কায়েসের হাদীসকে অস্বীকার করেছেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, সালেহ ইবনে কায়সান, ইবনে জুরাইজ, শু'আইব ইবনে আবু হামযা সকলেই আয-যুহরী (র) থেকে ঐভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, 'শু'আইব ইবনে আবু হামযা'। আর আবু হামযার নাম দীনার, যিয়াদের মুক্তদাস।

٢٢٩٠- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلٰى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَلٰى بَعْضِ الْيَمَنِ فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا فَقَالاَ وَاللّٰهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ نَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الاِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمٰى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلاَ يُبْصِرُهَا فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتّٰى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلٰى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنِ امْرَأَةٍ فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. حَتّٰى لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا. قَالَتْ فَأَيُّ أَمْرٍ يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلاَثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَمَّا الزُّبَيْدِيُّ فَرَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِمَعْنٰى مَعْمَرٍ وَحَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ بِمَعْنٰى عُقَيْلٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ قَبِيصَةَ ابْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ بِمَعْنٰى دَلَّ عَلٰى خَبَرِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حِينَ قَالَ فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلٰى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ.

২২৯০। উবাইদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। মারওয়ান ফাতিমা (রা)-র কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন যে, তিনি (ফাতিমা) আবু হাফসের বিবাহে ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে ইয়ামান দেশের কোন এলাকার শাসক নিযুক্ত করে পাঠালেন। তার স্বামীও তার সাথে তথায় গমন করেন। পরে তার স্বামী তাকে অবশিষ্ট এক তালাক দিলেন। আর তিনি 'আয়্যাশ ইবনে আবু রাবী'আ ও হারিস ইবনে হিশামকে অনুরোধ করলেন যে, তারা উভয়ে যেন তাকে (ফাতিমাকে) খোরপোষ প্রদান করেন। তারা দু'জনই বললেন, আল্লাহর শপথ! সে খোরপোষ পাবে না যদি সে গর্ভবতী না হয়। তিনি নবী (সা)-এর নিকট এলে তিনি বলেন ঃ তুমি খোরপোষ পাবে না, যদি গর্ভবতী না হয়ে থাকো। তিনি স্বামীর ঘর থেকে অন্যত্র চলে যাবার অনুমতি চাইলে তাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। ফাতিমা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কোথায় চলে যাবো? তিনি বললেন ঃ ইবনে উম্মে মাকতূমের কাছে। তিনি ছিলেন অন্ধ। তুমি তার সামনে পরিধেয় বদল করলেও সে দেখতে পাবে না। তার ইদ্দাত সমাপ্ত হওয়া নাগাদ তিনি তথায় অবস্থান করেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উসামা (রা)-এর সাথে বিবাহ দিলেন।

এরপর কাবীসা এসে মারওয়ানকে এ সংবাদ জানালেন। মারওয়ান বললেন, আমরা উক্ত হাদীসটি কেবলমাত্র একটি নারী থেকেই শুনলাম। আমরা নির্ভরযোগ্য বিষয়ে অবিচল থাকবো, লোকে যার উপর আমল করে আসছে। ফাতিমা মারওয়ানের মন্তব্য শুনতে পেয়ে বলেন, আল্লাহর কিতাবই আমার ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) ইদ্দাত পালন করার সুযোগ রেখে তালাক দাও... তুমি অবগত নও, হতে পারে আল্লাহ্ এরপর কোন উপায় করে দিবেন" পর্যন্ত (সূরা আত্-তালাক ঃ ১)। ফাতিমা (রা) বললেন, তিন তালাকের পর আবার নতুন কি ঘটার সম্ভাবনা আছে? আবু দাউদ (র) বলেন, ইউনুস যুহরী থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। আর যুবাইদী উভয় হাদীসকে উবাইদুল্লাহর হাদীসের মতই মা'মারের হাদীসের অর্থে বর্ণনা করেছেন। আর আবু সালামার হাদীস উকাইলের হাদীসের অর্থানুরূপ এবং মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক যুহরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, কাবীসা ইবনে যুআইব (র) তাকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার অর্থ উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসের অর্থকেই সমর্থন করে। সেখানে তিনি বলেছেন, "অতঃপর কাবীসা মারওয়ানের কাছে গিয়ে ফাতিমা (রা)-র বিবরণ তাকে জানালেন"।

بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَىٰ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ যিনি ফাতিমা (রা)-র হাদীসটিকে অস্বীকার করেন

٢٢٩١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ ابْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْأَسْوَدِ

فَقَالَ أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِىْ اَحَفِظَتْ ذٰلِكَ اَمْ لاَ.

২২৯১। আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কূফার জামে মসজিদে আল-আসওয়াদের সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট এলে তিনি বললেন, এক নারীর কথার উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের রবের কিতাব (কুরআন) এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত (বিধান) বর্জন করতে পারি না। কেননা আমরা জ্ঞাত নই যে, তিনি প্রকৃত ঘটনা স্মরণ রাখতে পারছেন কিনা?

٢٢٩٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقَدْ عَابَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ اَشَدَّ الْعَيْبِ يَعْنِىْ حَدِيْثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَالَتْ اِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِىْ مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيْفَ عَلٰى نَاحِيَتِهَا فَلِذٰلِكَ رَخَّصَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২২৯২। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) ফাতিমা বিনতে কায়েসের বর্ণিত হাদীসের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ফাতিমা একটি ভীতিপ্রদ স্থানে বসবাস করতেন, তথায় তার নিঃসঙ্গ অবস্থান করা নিরাপদ মনে না করায় তাকে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়েছেন।

٢٢٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ قِيْلَ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَى اِلٰى قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ أَمَا اِنَّهُ لاَ خَيْرَ لَهَا فِىْ ذِكْرِ ذٰلِكَ.

২২৯৩। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা)-কে ফাতিমার বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, তা আলোচনা করার মধ্যে তার জন্য কোন কল্যাণ নেই।

٢٢٩٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ

سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِىْ خُرُوْجِ فَاطِمَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنْ سُوْءِ الْخُلُقِ.

২২৯৪। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে ফাতিমার (স্বামীর ঘর থেকে অন্যত্র) চলে যাওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত। তিনি বলেন, তা ছিল তার অশোভনীয় আচরণের দরুন (তার দুর্ব্যবহারের কারণে)।

٢٢٩٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى ابْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ اِلٰى مَرْوَانَ ابْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتْ اتَّقِ اللّٰهَ وَارْدُدِ الْمَرْاَةَ اِلٰى بَيْتِهَا فَقَالَ مَرْوَانُ فِىْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ غَلَبَنِىْ. وَقَالَ مَرْوَانُ فِىْ حَدِيْثِ الْقَاسِمِ اَوَ مَا بَلَغَكَ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لاَ يَضُرُّكَ اَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيْثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ اِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا كَانَ بَيْنَ هٰذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.

২২৯৫। আল-কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ও সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ইবনুল 'আস তার (স্ত্রী) আবদুর রহমান ইবনুল হাকামের কন্যা (আমরাহ)-কে চূড়ান্ত (তিন) তালাক দিয়েছে এবং (তার পিতা) আবদুর রহমান তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। এ সংবাদ পেয়ে আয়েশা (রা) মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে লোক পাঠালেন এবং বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং মহিলাকে তার (স্বামীর) ঘরে ফেরত পাঠাও। সুলায়মানের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, মারওয়ান বললেন, আবদুর রহমান আমাকে পরাভূত করেছে। আর আল-কাসেমের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, মারওয়ান বলেন, আপনার কি ফাতিমা বিনতে কায়েসের ঘটনাটি স্মরণ নেই? আয়েশা (রা) বললেন, ফাতিমা বিনতে কায়েসের ঘটনাটি উল্লেখ না করলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। মারওয়ান বললেন, আপনি যদি তাতে খারাপ কিছু (স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ) লক্ষ্য করেন, তা এই দম্পতির ক্ষেত্রেও আপনার জন্য যথেষ্ট হবে।

٢٢٩٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا مَيْمُوْنُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدُفِعْتُ اِلٰى سَعِيْدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ فَقُلْتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طُلِّقَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَقَالَ سَعِيدٌ تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ انَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى.

২২৯৬। মায়মূন ইবনে মিহরান (র) বলেন, আমি মদীনায় গমন করলাম এবং সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাবের কাছে গিয়ে বললাম, ফাতিমা বিনতে কায়েসকে তালাক দেয়া হলে তিনি স্বামীর বাড়ি ত্যাগ করে (ইদ্দাত পালনের জন্য) অন্যত্র চলে যান। সাঈদ (র) বললেন, তিনি তো মানুষকে বিপদে ফেলেছেন। তিনি ছিলেন মুখরা নারী। তাই তাকে অন্ধ ইবনে উম্মে মাকতূমের বাড়িতে সরানো হয়েছে।

بَابٌ فِى الْمَبْتُوتَةِ تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ ইদ্দাত পালনকারিণী দিনের বেলায় বাড়ির বাইরে যেতে পারে

٢٢٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِى ثَلاَثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلاً لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا اُخْرُجِى فَجُدِّى نَخْلَكِ لَعَلَّكِ اَنْ تَصَدَّقِى مِنْهُ اَوْ تَفْعَلِى خَيْرًا.

২২৯৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তিন তালাক দেয়া হলো। তিনি তার খেজুর গাছ থেকে ফল কাটার উদ্দেশ্যে বের হলে, জনৈক ব্যক্তি তাকে নিষেধ করলো। অতএব তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিষয়টি তাঁকে জানালেন। তিনি বললেন ঃ তুমি বাইরে গমন করো এবং তোমার খেজুর কাটো। হয়তো তুমি তা থেকে দান-খয়রাত করবে কিংবা অন্য কোন কল্যাণমূলক কাজ করবে।

টীকা ঃ হযরত আলী (রা) ও আবু হানীফা (র) বলেন, সে কোন দীনি কিংবা দুনিয়াবী প্রয়োজনে ইদ্দাত পালন অবস্থায় দিনের বেলায় বাইরে গমন করতে পারবে, প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে যাওয়া জায়েয নেই। ইমাম মালেক, আহমাদ ও শাফিঈ প্রমুখ বলেন, প্রয়োজন ও নিষ্প্রয়োজন সর্বাবস্থায় বাইরে গমন করতে পারবে (অনু.)।

بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ ওয়ারিসী স্বত্ব নির্ধারণ করে দেয়ার পর বিধবার জন্য খোরপোষ প্রদানের ব্যবস্থা রহিত হয়েছে

٢٢٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ

بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ. فَنَسَخَ ذٰلِكَ بِاٰيَةِ الْمِيْرَاثِ بِمَا فَرَضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنَسَخَ اَجَلَ الْحَوْلِ بِأَنْ جَعَلَ أَجَلَهَا اَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا.

২২৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী ঃ "তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু আসন্ন এবং স্ত্রী রেখে যায় তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে ঘর থেকে উচ্ছেদ না করে তাদের এক বছরের খোরপোষের ওসিয়াত করে" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৪০)। এটা মীরাসের আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে যেখানে তাদের (স্ত্রীদের) জন্য কখনো এক-চতুর্থাংশ আবার কখনো এক-অষ্টমাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এক বছরের ইদ্দাত মাত্র চার মাস দশ দিন দ্বারা রহিত হয়েছে।

بَابُ اِحْدَادِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর শোক পালন করা

٢٢٩٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ بِهٰذِهِ الْأَحَادِيْثِ الثَّلاَثَةِ. قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلٰى أُمِّ حَبِيْبَةَ حِيْنَ تُوُفِّيَ اَبُوْهَا اَبُوْ سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةُ خَلُوْقٍ اَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا لِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ زَيْنَبُ وَدَخَلْتُ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ اَخُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا لِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ

اَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمِّىْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَتِىْ تُوُفِّىَ زَوْجُهَا عَنْهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَنَكْحَلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِىَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَقَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ فِى الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِىْ بِالْبَعْرَةِ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ. قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِىْ بِالْبَعْرَةِ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ. فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ اِذَا تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيْبًا وَلاَ شَيْئًا حَتّٰى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتٰى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ اَوْ شَاةٍ اَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ اِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطٰى بَعْرَةً فَتَرْمِىْ بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيْبٍ اَوْ غَيْرِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْحِفْشُ بَيْتٌ صَغِيْرٌ.

২২৯৯। হুমাইদ ইবনে নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। যয়নাব বিনতে আবু সালামা (রা) তাকে এ তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যয়নাব (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা)-র পিতা আবু সুফিয়ান (রা) মারা গেলে, আমি তার কাছে গেলাম। উম্মে হাবীবা (রা) হালকা পীত রং-এর খোশবু ইত্যাদি নিয়ে ডাকলেন। তা থেকে এক বালিকাকে খোশবু মাখালেন এবং তার গাল স্পর্শ করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহর কসম! আমার কোন খোশবুর দরকার ছিলো না। শুধু এজন্যই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করা হালাল নয়। তবে শুধু স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যয়নাব (রা) বলেন, অতঃপর আমি যয়নাব বিনতে জাহশের ভাই মারা গেলে তার ঘরে যাই। তিনিও সুগন্ধি নিয়ে ডাকলেন এবং তা ব্যবহার করলেন, অতঃপর বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার খোশবুর কোন প্রয়োজন ছিলো না। শুধু এজন্যেই ব্যবহার করলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর থেকে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক জ্ঞাপন জায়েয নেই। কেবলমাত্র স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যয়নাব (র) বলেন, আমি আমার মা উম্মে সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। মেয়েটির চোখ রোগাক্রান্ত হয়েছে। আমরা কি তার চোখে সুরমা লাগাতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না। মহিলাটি দু'বার অথবা তিনবার জিজ্ঞেস করেছে এবং তিনি প্রতিবারই 'না' বলেছেন। অথঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করতে হবে। অথচ জাহিলিয়াতের যুগে তোমাদের কোন নারীকে এক বছর ধরে ইদ্দাত পালন করতে হতো, অতঃপর পায়খানা নিক্ষেপ করে পবিত্র হতো। হুমাইদ (র) বলেন, আমি যয়নাবকে জিজ্ঞেস করলাম, বছর সমাপনান্তে বিষ্ঠা নিক্ষেপের অর্থ কি? যয়নাব বলেন, জাহিলী যুগে কোন নারীর স্বামী মারা গেলে, সে একটি ক্ষুদ্র কোঠায় ঢুকে পড়তো এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতো, আর এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সে খোশবু ব্যবহার করতে পারতো না। এরপর তার কাছে চতুষ্পদ জন্তু, যেমন গাধা, বকরী অথবা কোন একটি পাখি আনা হতো। সে তার গায়ে হাত বুলাতো, সে যেটার গায়ে হাত লাগাতো প্রায় ক্ষেত্রে সেটা মারা যেতো। অতঃপর মহিলাটি সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসতো এবং তাকে কিছু বিষ্ঠা দেয়া হতো। সে তা ছড়িয়ে দিতো, এরপর সে যে কোন কাজ, যেমন সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারতো। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, 'আল-হাফশ' অর্থ ছোট ঘর।

بَابٌ فِى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتَقِلُ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ যে নারীর স্বামী মারা গিয়েছে তার অন্যত্র গমন করা

٢٣٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ اِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِىَ اُخْتُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَخْبَرَتْهَا اَنَّهَا جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ اَنْ تَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِهَا فِىْ بَنِىْ خُدْرَةَ فَاِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِىْ طَلَبِ اَعْبُدٍ لَهُ اَبَقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِطَرَفِ الْقَدُوْمِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوْهُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِىْ فَاِنِّىْ لَمْ يَتْرُكْنِىْ فِىْ مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ. قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ. قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ فِى الْحُجْرَةِ اَوْ فِى الْمَسْجِدِ دَعَانِىْ اَوْ اَمَرَنِىْ فَدُعِيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ

الَّتِيْ ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِيْ قَالَتْ فَقَالَ اُمْكُثِيْ فِيْ بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ. قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اَرْسَلَ اِلَيَّ فَسَأَلَنِيْ عَنْ ذٰلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضٰى بِهِ.

২৩০০। যয়নাব বিনতে কা'ব ইবনে উজরা (র) থেকে বর্ণিত। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-এর বোন ফুরায়আ বিনতে মালেক ইবনে সিনান (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি তার পিত্রালয় বনু খুদরায় ফিরে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অনুমতি চাইলেন। তার স্বামী তার কয়েকটি পলাতক ক্রীতদাসের খোঁজে গিয়েছিলেন। অবশেষে তিনি আল-কাদূম এলাকার সীমায় পৌঁছে তাদের নাগাল পেলে তারা তাকে হত্যা করে। তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলেন, আমি আমার পিত্রালয়ে ফিরে যেতে চাই। তিনি আমার জন্য তার মালিকাধীন কোন বাসস্থান কিংবা কোন প্রকারের খোরপোষ রেখে যাননি। মহিলা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ। রাবী বলেন, অতএব আমি রওয়ানা হয়ে হুজরা বা মসজিদ পর্যন্ত গেলে তিনি আমাকে ডাকলেন, অথবা অন্য কারো দ্বারা আমাকে ডাকালেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি কি বলেছিলে? তখন আমি আমার স্বামীর ঘটনাটি পুনরাবৃত্তি করলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ যাও, তুমি তোমার (স্বামীর) ঘরেই ইদ্দাত শেষ হওয়া নাগাদ অবস্থান করো। মহিলাটি বললেন, আমি সেখানেই চার মাস দশ দিন ইদ্দাত অতিবাহিত করলাম। উসমান ইবনে আফফান (রা) তার যুগে আমার নিকট লোক পাঠিয়ে আমার ঘটনাটি জানতে চাইলেন। আমি তাকে তা জানালাম। তিনি তা অনুসরণ করলেন এবং সেইমতে বিধান জারি করলেন।

بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ যিনি মনে করেন, ইদ্দাত পালনকারিণী অন্যত্র যেতে পারে

٢٣٠١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ اَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ اِخْرَاجٍ. قَالَ عَطَاءٌ اِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ اَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِيْ وَصِيَّتِهَا وَاِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنْ

خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِىْ مَا فَعَلْنَ. قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيْرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنٰى تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ.

২৩০১। আতা (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আল্লাহর বাণী ঃ "নিজ পরিবারে অবস্থান করে ইদ্দাত পালন করা" সম্পর্কিত হুকুম রহিত হয়ে গেছে। অতএব সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দাত পালন করতে পারে। তা হলো মহামহিম আল্লাহ্র বাণী- "ঘর থেকে বহিষ্কার না করে" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৪০)। আতা (র) বলেন, সে ইচ্ছা করলে স্বামীর পরিবারে থেকে ইদ্দাত পূর্ণ করতে পারে এবং (স্বামীর) ওসিয়াতকৃত বাড়িতে বসবাস করতে পারে, আর যদি সে চায় অন্যত্র চলেও যেতে পারে আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী অনুসারে ঃ "কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায় তবে বিধিমত তারা নিজেদের জন্য যা করবে..." সূরা আল-বাকারা ঃ ২৪০)। আতা (র) বলেন, মীরাসের আয়াত নাযিল হলে নির্দিষ্ট বাসস্থানও রহিত হয়ে গেলো। এখন সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দাত পূর্ণ করতে পারে।

بَابُ فِيْمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّةُ فِىْ عِدَّتِهَا

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ ইদ্দাত পালনকারিণী ইদ্দাতকালে যা পরিহার করবে

٢٣٠٢- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنِىْ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ الْقُهُسْتَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ بَكْرٍ السَّهْمِىَّ عَنْ هِشَامٍ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُحِدُّ الْمَرْاَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ فَاِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيْبًا اِلاَّ اَدْنٰى طُهْرَتِهَا اِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيْضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ اَوْ اَظْفَارٍ. قَالَ يَعْقُوْبُ مَكَانَ عَصْبٍ اِلاَّ مَغْسُوْلاً. وَزَادَ يَعْقُوْبُ وَلاَ تَخْتَضِبُ.

২৩০২। উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন নারী স্বামী ব্যতীত (কোন মৃত ব্যক্তির জন্য) তিন দিনের বেশি শোক পালন করবে না, অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে সে শোক পালন করবে চার মাস দশ দিন। এ সময়ের মধ্যে সে রঙ্গিন পোশাক পরিধান করবে না, অবশ্য হালকা রংবিশিষ্ট

পোশাক পরতে পারে এবং সুরমা ও কোন প্রকারের সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। তবে হায়েয বা ঋতুস্রাবের পরে তোহরের নিকটবর্তী সময়ে 'কোসত' ও 'আযফার' নামক হাল্কা সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে, 'খেযাব'ও লাগাতে পারবে না।

٢٣٠٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَيْسَ فِيْ تَمَامِ حَدِيْثِهِمَا. قَالَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ يَزِيْدُ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ فِيْهِ وَلاَ تَخْتَضِبُ. وَزَادَ فِيْهِ هَارُوْنُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ.

২৩০৩। উম্মু আতিয়্যা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে উক্ত দু'জনের (হারূন ও মালেকের) হাদীসে পূর্ণ বর্ণনা নেই। মালেক ইবনে আবদুল্লাহ আল-মিসমায়ী বলেন, ইয়াযীদ বলেছেন, আমি মনে করি হাদীসের মধ্যে এ শব্দটিও আছে ঃ "সে খেযাব ব্যবহার করবে না"। আর হারূন আরো বলেছেন, "সে রঙ্গিন পোশাক পরিধান করবে না, তবে হালকা রঙ্গিন পোশাক পরিধান করতে পারবে।

٢٣٠٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنِيْ بُدَيْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ وَلاَ الْحُلِيَّ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ.

২৩০৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে নারীর স্বামী মারা যায় সে রঙ্গিন পোশাক, কারুকার্য খচিত পোশাক ও অলংকার পরবে না। সে খেযাব লাগাবে না এবং সুরমাও ব্যবহার করবে না।

٢٣٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ الضَّحَّاكِ يَقُوْلُ اَخْبَرَتْنِيْ أُمُّ حَكِيْمٍ بِنْتُ اَسِيْدٍ عَنْ أُمِّهَا اَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَكَانَتْ تَشْتَكِيْ عَيْنَيْهَا فَاكْتَحِلُ بِالْجِلاَءِ قَالَ اَحْمَدُ الصَّوَابُ بِكُحْلِ الْجِلاَءِ فَاَرْسَلَتْ مَوْلاَةً لَهَا اِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَاَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجِلاَءِ فَقَالَتْ لاَ تَكْتَحِلِيْ بِهِ اِلاَّ مِنْ اَمْرٍ

لاَ بُدَّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَلَيْكِ فَتَكْتَحِلِيْنَ بِاللَّيْلِ وَتَمْسَحِيْنَهُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ قَالَتْ عِنْدَ ذٰلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّىَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلٰى عَيْنِىْ صَبِرًا فَقَالَ مَا هٰذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ اِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ فِيْهِ طِيْبٌ. قَالَ اِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلاَ تَجْعَلِيْهِ اِلاَّ بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِيْهِ بِالنَّهَارِ وَلاَ تَمْتَشِطِىْ بِالطِّيْبِ وَلاَ بِالْحِنَّاءِ فَاِنَّهُ خِضَابٌ. قَالَتْ قُلْتُ بِأَىِّ شَيْءٍ اَمْتَشِطُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِالسِّدْرِ تَغْلِفِيْنَ بِهِ رَأْسَكِ.

২৩০৫। উসাইদ-কন্যা উম্মু হাকীম (র) তার মায়ের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বামী মারা গেলে পর তার চক্ষুদ্বয় রোগাক্রান্ত হলো। তাতে তিনি ইসমদি সুরমা লাগালেন। পরে তিনি তার এক দাসীকে উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে পাঠালেন। তিনি তাকে ইসমদি সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, 'তুমি কোন প্রকারের সুরমাই ব্যবহার করো না। যদি তোমার একান্তই প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তুমি রাতের বেলা সুরমা লাগাও এবং দিনের বেলা তা মুছে ফেলো। এদতপ্রসঙ্গে উম্মু সালামা (রা) বলেন, (আমার পূর্ব স্বামী) আবু সালামার মৃত্যু হলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আগমন করলেন। তখন আমি আমার চোখে 'সিবর' (এক প্রকার তিক্ত গাছের রস) লাগিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে উম্মু সালামা! এটা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা 'সিবর'। এর মধ্যে কোন প্রকারের সুগন্ধি নেই। তিনি বললেন ঃ এটা মুখমণ্ডলকে রঞ্জিত করে। সুতরাং তুমি তা রাতের বেলা ছাড়া ব্যবহার করো না এবং দিনের বেলা তা পরিষ্কার করে নিবে। আর তুমি মাথার চুলে কোন প্রকারের সুগন্ধি লাগিয়ে আঁচড়াবে না এবং মেহেদিও ব্যবহার করবে না, কেননা তাও এক ধরনের খেযাব। তিনি (উম্মু সালামা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আমি কি জিনিস মাথায় ব্যবহার করে চুল আঁচড়াবো হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন ঃ তোমার মাথায় কুল পাতা লেপে দাও।

টীকা ঃ যেসব জিনিস দেহসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে তা ইদ্দাত পালনরত অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না। অন্যথায় কেউ রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক ঔষধ সেবন, এমনকি অস্ত্রপচারও করা যাবে। যে কোন অবস্থায় চিকিৎসা সেবা গ্রহণে শরীআতের বাধা নেই (সম্পা.)।

بَابٌ فِىْ عِدَّةِ الْحَامِلِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ গর্ভবতীর ইদ্দাতকাল

٢٣٠٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ

يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ اَبَاهُ كَتَبَ اِلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ اَنْ يَّدْخُلَ عَلٰى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْاَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيْثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ اَنَّ سُبَيْعَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ اَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا اَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِيْ اَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْتَجِيْنَ النِّكَاحَ اِنَّكِ وَاللّٰهِ مَا اَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتّٰى تَمُرَّ عَلَيْكِ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِيْ ذٰلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ حِيْنَ اَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَأَفْتَانِيْ بِاَنْ قَدْ حَلَلْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِيْ وَاَمَرَنِيْ بِالتَّزْوِيْجِ اِنْ بَدَا لِيْ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلاَ اَرٰى بَأْسًا اَنْ تَتَزَوَّجَ حِيْنَ وَضَعَتْ وَاِنْ كَانَتْ فِيْ دَمِهَا غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتّٰى تَطْهُرَ.

২৩০৬। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা উমার ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম আয-যুহরীকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন আল-হারীছ আল-আসলামীর কন্যা সুবাইয়ার কাছে গিয়ে তাকে তার হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং তিনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন তিনি তাকে কি জওয়াব দিয়েছিলেন? উমার ইবনে আবদুল্লাহ (র) আবদুল্লাহ ইবনে উতবাকে অবহিত করেন যে, সুবাইয়া (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি সা'দ ইবনে খাওলা (রা)-র বিবাহে ছিলেন। আর তিনি ছিলেন আমের ইবনে লুয়াঈ গোত্রীয় এবং বদরী সাহাবীদের একজন। তিনি গর্ভাবস্থায় থাকতেই তার স্বামী বিদায় হজ্জের সময় মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর কিছুদিন পরই তার গর্ভখালাশ হলো। তিনি 'নেফাস' থেকে পাক হলে পর বিবাহের প্রস্তাব আসার জন্য সাজসজ্জা করেন। এসময় আবদুদ-দার গোত্রীয় আবুস সানাবিল ইবনে বা'কাক তার কাছে এসে বললো, আমি যে

তোমাকে সাজপোশাক অবস্থায় দেখছি? তুমি কি বিবাহের ইচ্ছা রাখো? আল্লাহর শপথ! চার মাস দশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি কোথাও বিবাহ বসতে পারবে না। সুবাইয়া (রা) বলেন, তিনি আমাকে একথা বললে আমি আমার জামা-কাপড় গুটিয়ে সন্ধ্যার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বললেন যে, 'আমি তখনই হালাল হয়েছি (ইদ্দাত শেষ হয়ে গেছে) যখন আমি গর্ভখালাস করেছি। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন ঃ আমি ইচ্ছা করলে বিবাহ বসতে পারি। ইবনে শিহাব (র) বলেছেন, সন্তান প্রসব করার পর তার বিবাহ বসার মধ্যে আমি কোন রকমের দোষ মনি করি না, যদিও সে নেফাসের রক্তে ব্যাপৃত। তবে পাক হওয়া পর্যন্ত তার স্বামী তার সাথে সঙ্গম করতে পারবে না।

টীকা ঃ গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে সন্তান প্রসবের সাথে সাথে তার ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে যায়, তা যে ক'দিন বা যে ক'ঘণ্টাই হোক না কেন। এ ব্যাপারে সমস্ত বিশেষজ্ঞ সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু গর্ভাবস্থায় যদি কোন মহিলা বিধবা হয় তার ইদ্দাতের সময়সীমা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আলী (রা) ও ইবনে আব্বাসের মতে গর্ভবতী বিধবার ইদ্দাত "দু'টি মেয়াদের মধ্যে (সন্তান প্রসবকাল অথবা ইদ্দাতকাল) দীর্ঘতর মেয়াদ। তবে বিধবার ইদ্দাত সাধারণ অবস্থায় চার মাস দশ দিন। এখন গর্ভবতী বিধবা যদি চার মাস দশ দিনের পূর্বেই সন্তান প্রসব করে, তাহলে তাকে চার মাস দশ দিনই পূর্ণ করতে হবে। আর চার মাস দশ দিনের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হলে তাকে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদ্দাত পালন করতে হবে। কিন্তু চার ইমামসহ প্রখ্যাত ইসলামী আইনবিদদের মতে সন্তান প্রসব হওয়ার সাথে সাথেই তার ইদ্দাতকাল শেষ হয়ে যায় (অনু.)।

٢٣٠٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ لَاُنْزِلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرٰى بَعْدَ الْاَرْبَعَةِ الْاَشْهُرِ وَعَشْرًا.

২৩০৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যার ইচ্ছা হয় আসুক, আমি তার সাথে 'মুবাহেলা' করতে প্রস্তুত। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি যে, ক্ষুদ্র সূরা আন-নিসা (অর্থাৎ সূরা আত-তালাক) "চার মাস দশ দিন" (২ ঃ ২৩৪) সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পরেই নাযিল হয়েছে যা সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে।

টীকা ঃ অর্থাৎ সূরা আত-তালাকের আয়াত পরে এবং বাকারার ২৩৪ নং আয়াত আগে নাযিল হয়েছে। ফলে সূরা আত-তালাক 'নাসেখ', আর আল-বাকারার আয়াত 'মানসূখ'। অতএব সাধারণ বিধবা নারীর ইদ্দাত চার মাস দশ দিন, আর গর্ভবতীর ইদ্দাত গর্ভখালাশ পর্যন্ত (অনু.)।

بَابُ فِىْ عِدَّةِ اُمِّ الْوَلَدِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ উম্মু ওয়ালাদের ইদ্দাতকাল

٢٣٠٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ ح وَحَدَّثَنَا

ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لاَ تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّتَهُ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ.

২৩০৮। আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা মহানবী (সা)-এর সুন্নাতকে আমাদের জন্য সংশয়পূর্ণ করে ফেলো না। ইবনুল মুসান্না (র) বলেছেন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক উম্মু ওয়ালাদের ইদ্দাতও চার মাস দশ দিন।

টীকা ঃ 'উম্মু ওয়ালাদ' দাসীর মনিব ও স্বামী দু'জনই মারা গেছে। কিন্তু কে আগে আর কে পরে মরলো তা জানা নেই। এমতাবস্থায় যদি মনিব আগে মরে যায় তাহলে উক্ত দাসী তখনই আযাদ বা স্বাধীন। সুতরাং মনিবের মৃত্যুতে তার কোন ইদ্দাত পালন করতে হবেনা, ফলে তার ইদ্দাত হবে চার মাস দশ দিন। আর যদি স্বামী আগে মারা যায় তাতেও তার ইদ্দাত চার মাস দশ দিন। এখানেও মনিবের মৃত্যুর সাথে তার ইদ্দাতের প্রশ্নই উঠে না। অতএব, দু'জনের যেই আগে মারা যাকনা কেন উম্মে ওয়ালাদের ইদ্দাত সেটাই।

টীকা ঃ মালিক বা মনিবের সঙ্গমে যে ক্রীতদাসীর গর্ভে সন্তান জন্মায়, ইসলামী পরিভাষায় সে দাসীকে 'উম্মু ওয়ালাদ' বলা হয়। তাকে কোনভাবে হস্তান্তর করা যাবে না। সে মনিবের মৃত্যুর সাথে সাথে দাসত্বমুক্ত হয়ে যায় (অনু.)।

بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামী তার কাছে ফিরে যেতে পারে না

٢٣٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ يَعْنِي ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوْقَ عُسَيْلَةَ الْآخَرِ وَيَذُوْقُ عُسَيْلَتَهَا.

২৩০৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলো, সে (নারী) অন্য এক ব্যক্তিকে বিবাহ করলো সে তার সাথে নির্জনবাস করার পর সঙ্গম

না করেই তাকে তালাক দিয়েছে। এখন উক্ত নারী কি তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'সে প্রথম স্বামীর জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না যতক্ষণ পরস্পর পরস্পরের মধুর স্বাদ গ্রহণ (সঙ্গম) না করবে।

بَابٌ فِيْ تَعْظِيْمِ الزِّنَا

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ ব্যভিচারের ভয়াবহ পরিণাম

٢٣١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ. قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ. قَالَ وَأُنْزِلَ تَصْدِيْقُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا.

২৩১০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে ভয়ানক পাপ কোনটি? তিনি বলেন ঃ আল্লাহর সাথে তোমার অন্য কাউকে অংশীদার করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, এরপর কোনটি? তিনি বলেন ঃ তোমার সন্তান তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে এ আশংকায় তাকে হত্যা করা। তিনি বলেন, এরপর কোনটি? তিনি বলেন ঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার যেনায় লিপ্ত হওয়া। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার সমর্থনে নাযিল করা হয়েছে, "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না এবং আল্লাহর হারাম করা কোন প্রাণকে অকারণে বধ করে না এবং যেনায় লিপ্ত হয় না। তবে যারা তা করে, তারা নিজেদের পাপের ফল ভোগ করবে" (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৮)।

٢٣١١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَتْ مُسَيْكَةُ لِبَعْضِ الْاَنْصَارِ فَقَالَتْ اِنَّ سَيِّدِيْ يُكْرِهُنِيْ عَلَى الْبِغَاءِ فَنَزَلَ فِيْ ذٰلِكَ وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ.

২৩১১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'মুসাইকা' নাম্নী এক আনসারী দাসী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমার মনিব জবরদস্তী আমাকে ব্যভিচার করতে বাধ্য করে। সুতরাং এ সম্পর্কে নাযিল হলো, "তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করো না" (সূরা আন-নূর ঃ ৩৩)।

٢٣١٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. قَالَ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ اَبِى الْحَسَنِ غَفُوْرٌ لَهُنَّ الْمُكْرَهَاتِ.

২৩১২। মু'তামির (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। "আর যে তাদের বাধ্য করে তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু" (সূরা আন-নূর ঃ ৩৩)। সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (র) বলেন, যেসব দাসীকে এ কুকর্মে বাধ্য করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল।

অধ্যায় ঃ ১৪

كِتَابُ الصِّيَامِ

(রোযা)

بَابُ مَبْدَإِ فَرْضِ الصِّيَامِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ রোযা ফরয হওয়ার সূচনা

٢٣١٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوْيَه حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَكَانَ النَّاسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلُّوا الْعَتَمَةَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ وَصَامُوْا اِلَى الْقَابِلَةِ فَاخْتَانَ رَجُلٌ نَفْسَهُ فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَلَمْ يُفْطِرْ فَاَرَادَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَّجْعَلَ ذٰلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بَقِيَ وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَةً فَقَالَ سُبْحَانَهُ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ الْاٰيَةَ وَكَانَ هٰذَا مِمَّا نَفَعَ اللّٰهُ بِهِ النَّاسَ وَرَخَّصَ لَهُمْ وَيَسَّرَ.

২৩১৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (আল্লাহর বাণী) "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের মত তোমাদের উপরও রোযা ফরয করা হয়েছে" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৩)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে (ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়) লোকেরা যখন এশার নামায পড়তো তখন থেকে তাদের উপর খানাপিনা ও স্ত্রী-সহবাস হারাম হয়ে যেতো এবং পরবর্তী দিনের রোযা আরম্ভ হয়ে যেতো। একদা জনৈক ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে অক্ষম হয়ে স্ত্রী-সহবাস করে, অথচ সে এশার নামায পড়েছে কিন্তু তখনও সে পূর্বের রোযার ইফতার করেনি। এসময় মহান ক্ষমতাশালী আল্লাহ সেই সাহাবাদের জন্য, যারা তখনও সে অন্যায়ে পতিত হননি, তাদের প্রতি সহনশীল ও কল্যাণ প্রদর্শনের ইচ্ছা করলেন এবং বললেন ঃ "আল্লাহ জানেন যে, গোপনে তোমরা নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলে..." (সূরা আল-বাকারা : ১৮৭)।

এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ মানুষের উপকার করলেন এবং এটা তাদের জন্য সহজ ও ঐচ্ছিক করে দিলেন।

٢٣١٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا صَامَ فَنَامَ لَمْ يَأْكُلْ إِلَى مِثْلِهَا وَإِنَّ صِرْمَةَ بْنَ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّ أَتَى امْرَأَتَهُ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ عِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لَا لَعَلِّيْ أَذْهَبُ فَأَطْلُبَ لَكَ شَيْئًا فَذَهَبَتْ وَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ خَيْبَةٌ لَكَ فَلَمْ يَنْتَصِفِ النَّهَارُ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَعْمَلُ يَوْمَهُ فِيْ أَرْضِهِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. قَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ الْفَجْرِ.

১৩১৪। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি রোযা রেখে ইফতার না করে বা কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কিছুই খেতে পারতো না। সিরমা ইবনে কায়েস আল-আনসারী (রা) রোযা অবস্থায় (ইফতারের সময়) স্ত্রীকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে (খাবার মতো) কিছু আছে কি? স্ত্রী জবাব দিলেন, না, তবে আমি তালাশ করে দেখে আসি আপনার জন্য কিছু যোগাড় করতে পারি কিনা। স্ত্রী খাবার তালাশে গেলেন, এদিকে ঘুমে তাঁর চোখ মুদে আসলো। স্ত্রী ফিরে এসে এ অবস্থা দেখে বললেন, তোমার জন্য বঞ্চনা। ফলে পরদিন দুপুর না হতেই তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। এ দিন তিনি নিজ ভূমিতে কাজকর্ম করছিলেন। বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করা হলে আয়াত নাযিল হলো ঃ "রমযানের রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা তোমাদের জন্য হালাল করা হলো"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতটির 'ভোর পর্যন্ত' তিলাওয়াত করলেন।

بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ "আর যারা রোযা রাখতে সমর্থ তারা ফিদ্ইয়া দিবে" এই বিধান রহিত হয়ে গেছে

٢٣١٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ.

كَانَ مَنْ اَرَادَ مِنَّا اَنْ يُّفْطِرَ وَيَفْتَدِىْ فَعَلَ حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

২৩১৫। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা)-এর মুক্তদাস ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এটা যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্ইয়া– একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৪) এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা রোযা না রেখে ফিদ্ইয়া দিতে চাইলে তাই করতো। অতঃপর পরবর্তী আয়াত (২ : ১৮৫) দ্বারা উপরের প্রথম বিধানটি রহিত হয়ে যায়।

٢٣١٦– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ. فَكَانَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ اَنْ يَّفْتَدِىَ بِطَعَامِ مِسْكِيْنٍ افْتَدٰى وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ. وَقَالَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ.

২৩১৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। "এটা যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্য়া– একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৪)। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর যে লোক প্রতিদিন খাওয়াতে সক্ষম ছিলো সে রোযা না রেখে ফিদ্ইয়া দিতো, এভাবে তার রোযা পূর্ণ হতো। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন, "আর যে ব্যক্তি অধিক দান-খয়রাত করবে তা তার জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা রোযা রাখো তবে তা অধিক উত্তম" (২ : ১৮৪)। তিনি বলেন, "অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন রোযা রাখে। কেউ রোগাক্রান্ত থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূর্ণ করবে" (২ : ১৮৫)।

بَابُ مَنْ قَالَ هِىَ مُثْبَتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلٰى

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যিনি বলেন, অতিবৃদ্ধ ও গর্ভবতীর জন্য উপরোক্ত বিধান বহাল রয়েছে

٢٣١٧– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اُثْبِتَتْ لِلْحُبْلٰى وَالْمُرْضِعِ.

২৩১৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, গর্ভবতী ও দুগ্ধ প্রদানকারিণী নারীর জন্যে ফিদ্ইয়া আদায় করার বিধান বহাল রয়েছে।

টীকা ঃ অতিবৃদ্ধ নারী কিংবা পুরুষের জন্য, সমস্ত উলামার ঐক্যবদ্ধ মত হলো, ফিদইয়ার হুকুম বহাল রয়েছে কিন্তু গর্ভবতীর ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, কাযা এবং ফিদইয়া উভয়টি প্রদান করতে হবে। হানাফীরা বলেন, শুধু কাযা করতে হবে, ফিদইয়া দিতে হবে না (অনু.)।

٢٣١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ. قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيْرَةِ وَهُمَا يُطِيْقَانِ الصِّيَامَ اَنْ يُّفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَالْحُبْلٰى وَالْمُرْضِعِ اِذَا خَافَتَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِىْ عَلٰى اَوْلاَدِهِمَا اَفْطَرَتَا وَاَطْعَمَتَا.

২৩১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী ঃ "এটা যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফ়িদ্ইয়া– একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদান" (২ : ১৮৪)। তিনি বলেন, উল্লেখিত আয়াতটির প্রেক্ষিতে অতিবৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধা নারীর জন্য রোযা ভংগ করার বিধান বহাল রয়েছে। এরা উভয়ে যখন রোযা রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, এমতাবস্থায় রোযা না রেখে প্রত্যেক দিন একজন মিসকীনকে খাবার প্রদান করবে। গর্ভবতী এবং দুগ্ধ প্রদানকারিণী যখন তাদের সন্তানের ক্ষতি হবার আশঙ্কা করে তাদের জন্যেও রোযা ভংগ (ইফতার) করার অনুমতি রয়েছে।

بَابُ الشَّهْرِ يَكُوْنُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ মাস উনত্রিশ দিনেও হয়

٢٣١٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرٍو يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ. الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَخَنَسَ سُلَيْمَانُ اِصْبَعَهُ فِى الثَّالِثَةِ يَعْنِىْ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ وَثَلاَثِيْنَ.

২৩১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমরা উম্মী জাতি, লিখতে জানি না, হিসাব-নিকাশ করতেও জানি

না। তবে মাস এতো দিনে, এতো দিনে এবং এতো দিনে হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, সুলায়মান তৃতীয় বারে একটি আঙ্গুল গুটিয়ে রেখেছিলেন। অর্থাৎ মাস কখনো ঊনত্রিশ দিনে আবার কখনো ত্রিশ দিনে হয়।

টীকা ঃ উম্মী বা নিরক্ষর জাতি বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ বা আরবদেরকে বুঝিয়েছেন। কেননা তখন কুরাইশরা সাধারণত লিখাপড়া জানতো না। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরই একজন ছিলেন (অনু.)।

٢٣٢٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتّٰى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتّٰى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ. قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ شَعْبَانُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نُظِرَ لَهُ فَإِنْ رُئِيَ فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يُرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلاَ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ صَائِمًا. قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَلاَ يَأْخُذُ بِهٰذَا الْحِسَابِ.

২৩২০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে। অতএব চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা রোযা রেখো না এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখা ক্ষান্ত দিও না। আর আকাশ মেঘে ঢাকা থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে তোমরা মাসটিকে (শা'বানকে) ত্রিশদিন পূর্ণ করবে। নাফে' (র) বলেন, যখন ইবনে উমার (রা) শা'বানের ঊনত্রিশ দিনে পৌছতেন, তখন আকাশের দিকে তাকাতেন, যদি চাঁদ দেখতেন তাহলে রোযা রাখতেন। কিন্তু যদি তা না দেখতেন আর আকাশও মেঘ কিংবা কুয়াশামুক্ত থাকতো তাহলে রোযা রাখতেন না। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কিংবা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকতো তবে তিনি পরদিন রোযা রাখতেন। রাবী বলেন, লোকেরা যেদিন রোযার মাস শেষ করতো, তিনিও সেদিন রোযা সমাপ্ত করতেন। তিনি ঐ রোযাটি গণনায় ধরতেন না।

٢٣٢١- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقْدَرُ لَهُ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا هِلاَلَ

شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا فَالصَّوْمُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لِكَذَا وَكَذَا اِلاَّ اَنْ يَّرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَ ذٰلِكَ.

২৩২১। আইউব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) বসরাবাসীদের নিকট লিখে পাঠালেন, ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস যেরূপ বর্ণনা করেছেন অনুরূপ অমুক অমুক তারিখে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তবে সবচেয়ে উত্তম হিসাব সেটাই, যখন আমরা শা'বানের চাঁদ দেখবো তখন ইনশাআল্লাহ রোযা রাখবো। তবে হাঁ, যদি এক দিন পূর্বেই চাঁদ দেখা যায় (উনত্রিশ) তখন সেই হিসেবে রোযা রাখবো।

٢٣٢٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ عَنْ اَبِى زَائِدَةَ عَنْ عِيْسَى بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِىْ ضِرَارٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَا صُمْنَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ اَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلاَثِيْنَ.

২৩২২। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ত্রিশ দিন রোযা রাখার তুলনায় তাঁর সাথে বেরিশভাগই উনত্রিশ দিন রোযা রেখেছি।

٢٣٢٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرَا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ.

২৩২৩। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈদের দু'টি মাস সাধারণত ঘাটতি (উনত্রিশ দিনে) হয় না। তা হলো রমযান এবং যিলহজ্জ মাস।

بَابٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَوْمُ الْهِلاَلَ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যখন লোকেরা চাঁদ দেখতে ভুল করে

٢٣٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ فِىْ حَدِيْثِ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ قَالَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَاَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّوْنَ

وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ.

২৩২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেদিন তোমরা রোযা সমাপ্ত করো সেদিন তোমাদের ঈদের দিন। আর যেদিন তোমরা কুরবানী করো সেদিন তোমাদের ঈদুল আযহার দিন। গোটা 'আরাফাত' এলাকাটিই অবস্থানের জায়গা। 'মিনার' সবটাই কুরবানীর স্থান, মক্কার সব অলিগলিই কুরবানীর স্থান এবং 'মুযদালিফার' পুরা এলাকাই অবস্থানস্থল।

بَابُ إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ শা'বান মাসটি মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তার বিধান

٢٣٢٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُوْمُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ.

২৩২৫। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসের হিসাব যে গুরুত্ব সহকারে রাখতেন অন্য কোন মাসের হিসাব সেরূপ গুরুত্ব সহকারে রাখতেন না। অতঃপর তিনি রমযানের চাঁদ দেখেই রোযা রাখতেন। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে তিনি শা'বান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করতেন, তারপর রোযা রাখতেন।

٢٣٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الضَّبِّيُّ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ اَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ اَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسَمِّ حُذَيْفَةَ.

২৩২৬। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ না দেখে অথবা (শা'বানের) ত্রিশ দিন পূর্ণ না করে (রমযান মাসকে) এগিয়ে আনবে না।। আবার ঈদের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত অথবা রমযানের ত্রিশ দিন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা রোযা রাখতে থাকো। কতক রাবী এ হাদীস বর্ণনায় হুযায়ফা (রা)-র নামোল্লেখ করেননি।

بَابُ مَنْ قَالَ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْا ثَلاَثِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যিনি বলেন, তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে রমযানের রোযা ত্রিশটি পূর্ণ করো

٢٣٢٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ شَيْءٌ يَصُوْمُهُ اَحَدُكُمْ وَلاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ ثُمَّ صُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ حَالَ دُوْنَهُ غَمَامَةٌ فَاَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ ثُمَّ اَفْطِرُوْا وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ اَبِى صَغِيْرَةَ وَشُعْبَةُ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَقُوْلُوْا ثُمَّ اَفْطِرُوْا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ حَاتِمُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ اَبِى صَغِيْرَةَ وَاَبُوْ صَغِيْرَةَ زَوْجُ اُمِّهِ.

২৩২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রমযান মাস আগমনের একদিন বা দু'দিন পূর্বে রোযা রাখবে না। তবে তোমাদের কেউ যদি প্রতি মাসে সেই তারিখে রোযা রাখতে অভ্যস্ত হয়, সে রাখতে পারে। তিনি আরো বলেছেন ঃ (রমযানের) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা রোযা রাখবে না এবং পরে (ঈদের) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখতে থাকো। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তবে রোযা ত্রিশ দিন পূর্ণ করো, অতঃপর রোযা ভংগ করবে। মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। আবু দাউদ (র) বলেন, হাতেম ইবনে আবু সাগীরা, শো'বা ও হাসান ইবনে সালেহ 'সিমাক' থেকে হাদীসটির একই মর্ম বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা "রোযা ভংগ করো" এ কথাটি বর্ণনা করেননি।

بَابٌ فِى التَّقَدُّمِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ রমযান মাস আসার আগেই রোযা রাখা

٢٣٢٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ

مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَسَعِيْدِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا قَالَ لاَ قَالَ فَاِذَا اَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا وَقَالَ اَحَدُهُمَا يَوْمَيْنِ.

২৩২৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি শা'বান মাসের শেষভাগে রোযা রেখেছিলে? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি রোযা রাখোনি, সুতরাং (তদস্থলে) একদিন বা দুই দিন রোযা রেখো।

٢٣٢٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْعَلاَءِ الزُّبَيْدِيُّ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِى الْاَزْهَرِ الْمُغِيْرَةِ ابْنِ فَرْوَةَ قَالَ قَامَ مُعَاوِيَةُ فِى النَّاسِ بِدَيْرِ مِسْحَلٍ الَّذِيْ عَلٰى بَابِ حِمْصَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا قَدْ رَاَيْنَا الْهِلاَلَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَاَنَا مُتَقَدِّمٌ بِالصِّيَامِ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّفْعَلَهُ فَلْيَفْعَلْهُ قَالَ فَقَامَ اِلَيْهِ مَالِكُ ابْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَئِيُّ فَقَالَ يَا مُعَاوِيَةُ اَشَيْءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْ شَيْءٌ مِنْ رَاْيِكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ صُوْمُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ.

২৩২৯। আবুল আযহার আল-মুগীরা ইবনে ফারওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুয়াবিয়া (রা) হিমস শহরের প্রবেশ দ্বারে অবস্থিত মুসতাহিল-এর বাজারে লোকদের উদ্দেশে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকেরা! আমরা অমুক দিন, অমুক দিন চাঁদ দেখেছি। কাজেই আমরা রমযানের রোযা আরম্ভ করবো। অতএব যে ব্যক্তি ভালো মনে করে সে রোযা রাখতে পারে। বর্ণনাকারী বলেন, মালেক ইবনে হুবায়রা আস-সাবঈ দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে মু'আবিয়া! এ বিষয়ে আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু শুনেছেন, না আপনার নিজস্ব মত থেকে? মু'আবিয়া (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা শা'বান মাসে রোযা রাখো এবং বিশেষভাবে এর শেষভাগে।

٢٣٣٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ قَالَ الْوَلِيْدُ سَمِعْتُ اَبَا عَمْرٍو يَعْنِى الْاَوْزَاعِيَّ يَقُوْلُ سِرُّهُ اَوَّلُهُ.

২৩৩০। আবুল ওয়ালীদ (র) বলেন, আমি আবু আমর আল-আওযাঈকে বলতে শুনেছি, سِرُّهُ অর্থ মাসের প্রথম ভাগ।

٢٣٣١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ قَالَ كَانَ سَعِيْدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُوْلُ سِرُّهُ اَوَّلُهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ سِرُّهُ وَسَطُهُ وَقَالُوْا اٰخِرُهُ.

২৩৩১। আবু মুসহির (র) বলেন, সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয (র) বলতেন, سِرُّهُ অর্থ শা'বান মাসের প্রথম ভাগ। আবু দাউদ (র) বলেন, তাদের কেউ বলেছেন, শব্দটির অর্থ মাসের মধ্যভাগ আবার কেউ বলেছেন শেষভাগ।

بَابٌ اِذَا رُؤِيَ الْهِلاَلُ فِيْ بَلَدٍ قَبْلَ الْاٰخَرِيْنَ بِلَيْلَةٍ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ এক শহরের এক রাত আগে দেখা চাঁদ অন্যান্য শহরবাসীর উপর প্রয়োগ হবে কিনা?

٢٣٣٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ حَرْمَلَةَ اَخْبَرَنِيْ كُرَيْبٌ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ اِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتُهِلَّ عَلَيْهِ رَمَضَانُ وَاَنَا بِالشَّامِ فَرَاَيْنَا الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِيْ اٰخِرِ الشَّهْرِ فَسَاَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ قُلْتُ رَاَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. قَالَ اَنْتَ رَاَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَاٰهُ النَّاسُ وَصَامُوْا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ لٰكِنَّا رَاَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُوْمُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلاَثِيْنَ اَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ اَفَلاَ تَكْتَفِيْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لاَ هٰكَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৩৩২। ইবনে আব্বাস (রা)-এর মুক্তদাস কুরাইব (র) বলেন, উম্মুল ফাদল বিনতুল হারিস (রা) সিরিয়ায় মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট তার কোন প্রয়োজনে তাকে পাঠিয়েছিলেন। কুরাইব বলেন, আমি সিরিয়ায় এসে তার কাজটি সমাধা করতে না করতেই রমযানের চাঁদ উদিত হলো। আর আমি সিরিয়াতে থাকতেই আমরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখলাম। (রমযান) মাসের শেষভাগে আমি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে ইবনে আব্বাস (রা) অন্যান্য আলোচনার পর চাঁদের কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস

করলেন, তোমরা কখন চাঁদ দেখেছো? আমি বললাম, আমি তা বৃহস্পতিবার দেখেছি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তা স্বচক্ষে দেখেছো? আমি বললাম, হাঁ, আমি নিজেই দেখেছি, লোকেরাও দেখেছে। সে হিসেবে লোকেরা রোযা রেখেছে, মু'আবিয়া (রা)-ও রোযা রেখেছেন। তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন, আমরা তা শুক্রবার সন্ধ্যায় দেখেছি। সুতরাং আমরা ত্রিশটি দিন পূর্ণ হওয়া অথবা চাঁদ দেখা নাগাদ রোযা রাখতে থাকবো। তখন আমি বললাম, মু'আবিয়ার চাঁদ দেখা ও তাঁর রোযা রাখা কি আপনার রোযা রাখা ও ইফতার করার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি জবাব দিলেন, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অনুরূপই নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٣٣٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنَا الْاَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ فِيْ رَجُلٍ كَانَ بِمِصْرٍ مِّنَ الْاَمْصَارِ فَصَامَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَشَهِدَ رَجُلَانِ اَنَّهُمَا رَاَيَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْاَحَدِ فَقَالَ لَا يَقْضِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ الرَّجُلُ وَلَا اَهْلُ مِصْرِهِ اِلَّا اَنْ يَّعْلَمُوْا اَنَّ اَهْلَ مِصْرٍ مِّنْ اَمْصَارِ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ صَامُوْا يَوْمَ الْاَحَدِ فَيَقْضُوْنَهُ.

২৩৩৩। আল-হাসান (র) থেকে কোন এক শহরের অধিবাসী সম্পর্কে বর্ণিত। সে সোমবার রোযা রেখেছে এবং দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তারা রবিবার দিবাগত সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছে। তিনি বললেন, সেই ব্যক্তিকে এবং তার জনপদবাসীকে রোযার কাযা করতে হবে না– যাবত না তারা (নিশ্চিতভাবে) জানতে পারে যে, ঐ জনপদের লোকজন রবিবার রোযা রেখেছে। তাহলে তারা রোযার কাযা করবে।

بَابُ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ সন্দেহের দিন রোযা রাখা মাকরূহ

٢٣٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ فَاُتِيَ بِشَاةٍ فَتَنَحّٰى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ هٰذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৩৩৪। সিলাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সন্দেহজনক দিনে, শা'বানের শেষ দিন না কি রমযানের প্রথম দিন আমরা আম্মার (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একটি ভাজা করা বকরী সেখানে উপস্থিত করা হলো। লোকদের কেউ কেউ এক দিকে সরে গেলো। তখন আম্মার (রা) বললেন, যে ব্যক্তি এই (সন্দেহজনক) দিনে রোযা রেখেছে, সে আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করেছে।

بَابُ فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ যে ব্যক্তি শা'বানকে রমযানের সাথে যোগ করে

٢٣٣٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقَدَّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ اِلاَّ اَنْ يَكُونَ صَوْمٌ يَصُوْمُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الصَّوْمَ.

২৩৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা রমযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে (নফল) রোযা রাখবে না। তবে কেউ প্রতি মাসে ঐ তারিখে রোযা রাখতে অভ্যস্ত হলে সে রাখতে পারে।

٢٣٣٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُوْمُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا اِلاَّ شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.

২৩৩৬। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাস ব্যতীত বছরের পূর্ণ একটি মাস কখনো রোযা রাখতেন না। তিনি রোযা রাখতে রাখতে শা'বানকে রমযানের সাথে যোগ করতেন।

بَابُ فِيْ كَرَاهِيَةِ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ শা'বানের শেষভাগে রোযা রাখা মাকরূহ

٢٣٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِيْنَةَ فَمَالَ اِلٰى مَجْلِسِ الْعَلاَءِ فَاَخَذَ بِيَدِهِ فَاَقَامَهُ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُوْمُوْا فَقَالَ الْعَلاَءُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ اَبِى حَدَّثَنِىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشِبْلُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاَبُوْ عُمَيْسٍ وَزُهَيْرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لاَ يُحَدِّثُ بِهِ. قُلْتُ لِاَحْمَدَ لِمَ قَالَ لِاَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلاَفَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ هٰذَا عِنْدِيْ خِلاَفُهُ وَلَمْ يَجِيءْ بِهِ غَيْرُ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ.

২৩৩৭। আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আব্বাদ ইবনে কাছীর (র) মদীনায় এলেন এবং আল-আ'লা (র)-এর মজলিসে উপস্থিত হলেন। তিনি তার হাত ধরে তাকে দাঁড় করালেন, অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শা'বান মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হলে আর তোমরা (নফল) রোযা রেখো না। আল-আ'লা বলেছেন, আল্লাহ সাক্ষ্য, আমার পিতা আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীস আমাকে বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, আছ-ছাওরী, শিব্‌ল ইবনুল আলা, আবু উমাইস ও যুহাইর ইবনে মুহাম্মাদ (র) আল-আ'লা (র) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুর রহ্‌মান (র) এ হাদীস বর্ণনা করতেন না। আমি ইমাম আহ্‌মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তা কেন? তিনি বলেন, তার নিকট এই মর্মে হাদীস রয়েছে যে, নবী (সা) রোযার মাধ্যমে শা'বান মাসকে রমযান মাসের সাথে যুক্ত করতেন। কিন্তু আল-আ'লা (র) নবী (সা) থেকে এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমার মতে দুই হাদীসের মধ্যে বিরোধ নাই। আল-আ'লা ব্যতীত অপর কেউ এটি তার পিতার (আবদুর রহমান) সূত্রে বর্ণনা করেননি।

بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلٰى رُؤْيَةِ هِلاَلِ شَوَّالَ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ শাওয়ালের চাঁদ দেখার বিষয়ে দু'জন লোকের সাক্ষ্য

٢٣٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ اَبُوْ يَحْيَى الْبَزَّازُ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ مِنْ جَدِيْلَةَ قَيْسٍ اَنَّ اَمِيْرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ عَهِدَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَاِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا. فَسَاَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ اَمِيْرُ مَكَّةَ فَقَالَ لاَ اَدْرِيْ ثُمَّ لَقِيَنِيْ بَعْدُ فَقَالَ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ اَخُوْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ثُمَّ قَالَ الْاَمِيْرُ اِنَّ فِيْكُمْ مَنْ

هُوَ اَعْلَمُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ مِنِّىْ وَشَهِدَ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَوْمَاَ بِيَدِهِ اِلٰى رَجُلٍ. قَالَ الْحُسَيْنُ فَقُلْتُ لِشَيْخٍ اِلٰى جَنْبِىْ مَنْ هٰذَا الَّذِىْ اَوْمَاَ اِلَيْهِ الْاَمِيْرُ قَالَ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ كَانَ اَعْلَمَ بِاللّٰهِ مِنْهُ فَقَالَ بِذٰلِكَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৩৩৮। হুসাইন ইবনুল হারিছ আল-জাদালী (র), কায়েস গোত্রের উপগোত্র জাদীলার সদস্য, থেকে বর্ণিত। একদা মক্কার আমীর (শাসক) ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন চাঁদ দেখে হজ্জের অনুষ্ঠান আদায় করি। যদি আমরা তা না দেখি তবে দু'জন নিষ্ঠাবান লোকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যেন আমাদের হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করি। আবু মালেক (র) বলেন, আমি হুসাইন ইবনুল হারিছ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মক্কার শাসক কে? তিনি বলেন, আমি জানি না। পরে এক সময় তার সাথে আমার সাক্ষাত হলে তিনি বলেন, মক্কার শাসক হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনে হাতিবের ভাই হারিছ ইবনে হাতিব। অতঃপর উক্ত শাসক বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি বর্তমান আছেন যিনি আমার চাইতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) সম্বন্ধে অধিক জ্ঞাত। আর তিনিই উক্ত কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন। একথা বলে তিনি এক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করলেন। হুসাইন (র) বলেন, আমার পাশে বসা এক প্রবীণ ব্যক্তিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে যার দিকে শাসক ইঙ্গিত করলেন? তিনি বলেন, ইনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এবং তিনি (শাসক) যে একথা বলেছেন, উনি (ইবনে উমার) আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত, তাও সত্য। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٣٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِيءُ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِىْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ اَعْرَبِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللّٰهِ لَاَهَلَّا الْهِلَالَ اَمْسِ عَشِيَّةً فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ اَنْ يُّفْطِرُوْا. زَادَ خَلَفٌ فِىْ حَدِيْثِهِ وَاَنْ يَّغْدُوْا اِلٰى مُصَلَّاهُمْ.

২৩৩৯। রিব'ঈ ইবনে হিরাশ (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের শেষদিন সম্পর্কে লোকজনের মধ্যে

মতবিরোধ হলো (আজ রমযানের ত্রিশতম দিন না কি শাওয়ালের প্রথম দিন)। ঠিক এ সময় দু'জন বেদুঈন এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিলেন যে, তারা উভয়ে গতকাল সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে রোযা ভংগ করার নির্দেশ দিলেন। খালফ (র) তার হাদীসে আরো বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সা) তাদেরকে সকালে তাদের ঈদগাহে (নামাযের জন্য) যাবারও নির্দেশ দিয়েছেন।

بَابٌ فِيْ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلٰى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ রমযানের চাঁদ দেখার বিষয়ে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য

٢٣٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ ثَوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَعْنِى الْجُعْفِىَّ عَنْ زَائِدَةَ الْمَعْنٰى عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْهِلاَلَ قَالَ الْحَسَنُ فِىْ حَدِيْثِهِ يَعْنِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ نَعَمْ. قَالَ اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلاَلُ اَذِّنْ فِى النَّاسِ فَلْيَصُوْمُوْا غَدًا.

২৩৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, নিশ্চয় আমি রমযানের চাঁদ দেখেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই? সে বললো, হাঁ। তিনি আবার বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল? সে বললো, হাঁ। এবার তিনি বললেন ঃ হে বিলাল! যাও, লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও, তারা যেন কাল রোযা রাখে।

٢٣٤١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّهُمْ شَكُّوْا فِىْ هِلاَلِ رَمَضَانَ مَرَّةً فَاَرَادُوْا اَنْ لاَّ يَقُوْمُوْا وَلاَ يَصُوْمُوْا فَجَاءَ اَعْرَابِىٌّ مِّنَ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ اَنَّهُ رَاَى الْهِلاَلَ فَاُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَشَهِدَ اَنَّهُ رَاَى الْهِلاَلَ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَنَادٰى فِى

النَّاسِ اَنْ يَّقُوْمُوْا وَاَنْ يَّصُوْمُوْا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِيَامَ اَحَدٌ اِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

২৩৪১। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। সাহাবাদের মধ্যে রমযানের প্রথম তারিখ নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হলে তারা (রাতে তারাবীহ নামাযের জন্য) না দাঁড়ানো এবং (দিনে) রোযা না রাখারই ইচ্ছা করেছিলেন। এমন সময় হাররাহ এলাকা থেকে এক বেদুঈন এসে সাক্ষ্য দিলো যে, সে চাঁদ দেখেছে। তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত করা হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর আমি আল্লাহর রাসূল? সে বললো, হাঁ' এবং সে সাক্ষ্য দিলো যে, সে (রমযানের) চাঁদ দেখেছে। এরপর তিনি বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলেন ঃ যাও, লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, তারা যেন দাঁড়ায় (রাতে তারাবীহ নামায পড়ে) এবং (দিনে) রোযা রাখে। আবু দাউদ (র) বলেন, এক জামা'আত এ হাদীসটি সিমাকের উদ্ধৃতি দিয়ে ইকরিমা (র) থেকে 'মুরসাল'রূপে বর্ণনা করেছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। তবে এক হাম্মাদ (র) ব্যতীত অন্য কেউ 'রাতের কিয়াম' তথা তারাবীহ নামাযের কথা উল্লেখ করেননি।

٢٣٤٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ وَاَنَا لِحَدِيْثِهِ اَتْقَنُ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَاَي النَّاسُ الْهِلاَلَ فَاَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنِّىْ رَاَيْتُهُ فَصَامَ وَاَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

২৩৪২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রমযানের চাঁদ দেখার জন্য খোঁজাখুঁজি করছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। অতঃপর তিনি নিজেও রোযা রাখলেন এবং লোকদেরকেও রমযানের রোযা রাখার আদেশ দিলেন।

بَابٌ فِىْ تَوْكِيْدِ السُّحُوْرِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ সাহরী খাওয়ার জন্য তাগিদ দেয়া

٢٣٤٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُلَيٍّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحَرِ.

২৩৪৩। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের ও কিতাবধারীদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ভোর রাতে খাদ্য গ্রহণ।

টীকা ঃ সাহরী খাওয়া ওয়াজিব নয়, সুন্নাত। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে সাহরী বর্জন করা নিন্দনীয়। তাদের নিয়ম অনুযায়ী ইহূদী-খৃস্টানরা রোযা রাখার জন্য ভোররাতে আহার করে না (সম্পা.)।

بَابُ مَنْ سَمَّى السُّحُوْرَ الْغَدَاءَ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যিনি সাহরীকে প্রাতকালীন নাস্তা নামে আখ্যায়িত করেছেন

٢٣٤٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ رُهْمٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى السُّحُوْرِ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ اِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ.

২৩৪৪। আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের সাহরী খেতে আমাকে ডেকে বললেন ঃ কল্যাণময় প্রাতকালীন খাবারের দিকে এসো।

٢٣٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ اَبُو الْمُطَرِّفِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ سَحُوْرُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ.

২৩৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ খেজুর দ্বারা সাহ্‌রী গ্রহণ ঈমানদার ব্যক্তির জন্য কতো উত্তম।

بَابُ وَقْتِ السُّحُوْرِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ সাহরী গ্রহণের সময়

٢٣٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُوْلُ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمْنَعَنَّ مِنْ سَحُوْرِكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ بَيَاضُ الْاُفُقِ الَّذِيْ هٰكَذَا حَتّٰى يَسْتَطِيْرَ.

২৩৪৬। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদেরকে পানাহার থেকে বিরত না রাখে, আর না (পূর্ব) দিগন্তের এরূপ শুভ্র আলো, যে পর্যন্ত না ফর্সা দিগন্তে বিস্তৃত হয়।

٢٣٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ التَّيْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمْنَعَنَّ اَحَدَكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ مِّنْ سَحُوْرِهِ فَاِنَّهُ يُؤَذِّنُ اَوْ قَالَ يُنَادِىْ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ اَنْ يَّقُوْلَ هٰكَذَا. قَالَ مُسَدَّدٌ وَجَمَعَ يَحْيٰى كَفَّهُ حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا وَمَدَّ يَحْيٰى بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ.

২৩৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদেরকে সাহরী খাওয়া থেকে বিলালের আযান যেন কখনো বিরত না রাখে। কেননা যারা রাতে (নফল নামাযে) দাঁড়িয়েছে তাদেরকে বিরত করার জন্য, আর যারা (রাতভর) ঘুমিয়েছে তাদেরকে জাগ্রত করার জন্যে সে আযান দেয় অথবা তিনি বলেছেন, আহ্বান জানায়। আর এরূপ না হওয়া পর্যন্ত ফজর হয় না। ইয়াহইয়া (র) হাতের তালুকে একত্র করে বলেন, এরূপ, ইয়াহইয়া তর্জনীদ্বয়কে বিস্তীর্ণ করেন।

٢٣٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ النُّعْمَانِ حَدَّثَنِىْ قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ يَهِيْدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْاَحْمَرُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ اَهْلُ الْيَمَامَةِ.

২৩৪৮। কায়েস ইবনে তালক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (রাতে) পানাহার করো, উর্ধাকাশে ভোরের যে লম্বা রেখা ফুটে উঠে, ওটা যেন তোমাদেরকে (পানাহার থেকে) কখনো

বিরত না রাখে। সুতরাং আকাশের দিগন্তে লাল রঙ্গের ফর্সা ফুটে উঠা পর্যন্ত তোমরা পানাহার করো।

٢٣٤٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ الْمَعْنٰى عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ قَالَ اَخَذْتُ عِقَالاً اَبْيَضَ وَعِقَالاً اَسْوَدَ فَوَضَعْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِىْ فَنَظَرْتُ فَلَمْ اَتَبَيَّنْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ فَقَالَ اِنَّ وِسَادَكَ اِذًا لَطَوِيْلٌ عَرِيْضٌ اِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. وَقَالَ عُثْمَانُ اِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

২৩৪৯। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো– "তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা (অন্ধকার) থেকে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত হয়" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৭)। তখন আমি একটি কালো ও একটি সাদা রংয়ের সুতা নিয়ে আমার বালিশের নীচে রেখে দিলাম। (রাতের বেলা) আমি তা দেখতে থাকলাম, কিন্তু তা স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে একথা উল্লেখ করলে তিনি হাসলেন এবং বললেন ঃ তোমার বালিশ তো বেশ দীর্ঘ ও প্রশস্ত। এতো হলো রাত ও দিন। উছমানের বর্ণনায় আছে, তা তো রাতের অন্ধকার এবং দিনের শুভ্রতা।

بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالْاِنَاءُ عَلٰى يَدِهِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কোন ব্যক্তি ফজরের আযান শুনছে অথচ খাবার পাত্র তার হাতে

٢٣٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعَ اَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْاِنَاءُ عَلٰى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.

২৩৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনতে পায় অথচ আহারের

পাত্র তার হাতে রয়েছে, সে যেন তা রেখে না দেয় যতটুকু তার প্রয়োজন তা পূরণ হওয়া পর্যন্ত।

টীকা ঃ এমতাবস্থায় ফজরের আযান শুরু হলেও রোযা রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তি তার প্রয়োজন পরিমাণ আহার গ্রহণ করবে, তাতে তার রোযা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না (সম্পা.)।

بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ রোযাদারের ইফতারের সময়

٢٣٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ الْمَعْنٰى قَالَ هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا زَادَ مُسَدَّدٌ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ.

২৩৫১। আসেম ইবনে উমার (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন এদিক (পূর্বদিক) থেকে রাত (অন্ধকার হয়ে) আসে এবং এদিক (পশ্চিম দিক) থেকে দিন (আলো) তিরোহিত হয় অর্থাৎ সূর্য অস্ত যায়, তখন রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে যায়।

টীকা : সূর্য গোলক সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে যেমন মাগরিবের নামায পড়া যায়, তদ্রূপ রোযাদারকেও তৎক্ষণাৎ ইফতার করতে হয়। আর প্রাকৃতিক নিয়মেই সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় পূর্ব দিগন্ত অন্ধকার হতে থাকে এবং পশ্চিম দিগন্তে দিনের পরিসমাপ্তি ঘটে (সম্পা.)।

٢٣٥٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفٰى يَقُوْلُ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا بِلاَلُ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْسَيْتَ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ.

২৩৫২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হলাম। তিনি ছিলেন রোযাদার। সূর্য ডুবে গেলো,

তিনি বললেন, হে বিলাল! সওয়ারী থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু তৈরি করে আনো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্ধ্যা হতে দিন। তিনি বললেন ঃ সওয়ারী থেকে অবতরণ করো এবং আমাদের জন্য ছাতু তৈরি করে আনো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দিন তো এখনও অবশিষ্ট আছে। তিনি আবারও বললেন ঃ অবতরণ করো এবং আমাদের জন্য ছাতু বানাও। অতঃপর তিনি অবতরণ করে ছাতু তৈরি করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করলেন, অতঃপর বললেন ঃ যখন তোমরা দেখবে, এদিক (পূর্বদিক) থেকে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন বুঝবে, রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে গেছে। তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা পূর্বদিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন।

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ تَعْجِيْلِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ অবিলম্বে ইফতার করা মুসতাহাব

٢٣٥٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَّا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِاَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ.

২৩৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দীন বিজয়ী থাকবে যাবত লোকেরা (সূর্যাস্ত যাবার সাথে সাথে) অবিলম্বে ইফতার করবে। কেননা ইহূদী ও খৃস্টানরা বিলম্বে ইফতার করে।

٢٣٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ فَقُلْنَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلاَنِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالْاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْاِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ قَالَتْ اَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْاِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ قُلْنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَتْ كَذٰلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৩৫৪। আবু আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক (র) আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম এবং আমরা বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুইজন সাহাবীর একজন সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথে (অনতিবিলম্বে) ইফতার করেন এবং খুব তাড়াতাড়ি (মাগরিবের) নামাযও পড়েন। আর

দ্বিতীয়জন ইফতারেও বিলম্ব করেন এবং নামাযেও দেরী করেন। তিনি বললেন, তাদের মধ্যে কে ইফতার অনতিবিলম্বে করেন এবং নামায তাড়াতাড়ি আদায় করেন? আমরা বললাম, তিনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করতেন।

بَابُ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ যে বস্তু দ্বারা ইফতার করবে

٢٣٥٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَمِّهَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَاِنْ لَّمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَاِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ.

২৩৫৫। সালমান ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে। যদি সে খেজুর না পায় তাহলে পানি দিয়ে ইফতার করবে। কেননা পানি পবিত্রকারী।

٢٣٥٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَخْبَرَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلٰى رُطَبَاتٍ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّيَ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلٰى تَمَرَاتٍ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

২৩৫৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাগরিবের) নামায পড়ার পূর্বে কয়েকটি সদ্য পাকা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন, তা না হলে কয়েকটি খুরমা দ্বারা, তাও না হলে কয়েক কোষ পানি দ্বারা (ইফতার করতেন)।

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْاِفْطَارِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ ইফতারের সময় দোয়া পাঠ করা

٢٣٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى اَبُوْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ الْمُقَفَّعِ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلٰى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَتْ

عَلَى الْكَفِّ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

২৩৫৭। মারওয়ান ইবনে সালেম আল-মুকাফফা' (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি তার দাড়ি মুষ্টিবদ্ধ করে ধরতেন এবং এক মুষ্টির বাড়তি অংশ কেটে ফেলতেন এবং তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতার করার সময় বলতেন ঃ 'পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, সমস্ত শিরা-উপশিরা সিক্ত হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ প্রতিদানও নির্ধারিত হয়েছে'।

٢٣٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَفْطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ.

২৩৫৮। মুয়ায ইবনে যুহরা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট হাদীস পৌঁছেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতার করার সময় বলতেন ঃ হে আল্লাহ! তোমার উদ্দেশ্যেই আমি রোযা রেখেছি এবং তোমার দেয়া রিযিক দ্বারাই ইফতার করলাম।

بَابُ الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করা

٢٣٥٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَعْنٰى قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ اَفْطَرْنَا يَوْمًا فِيْ رَمَضَانَ فِيْ غَيْمٍ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ قُلْتُ لِهِشَامٍ اُمِرُوْا بِالْقَضَاءِ قَالَ وَبُدٌّ مِنْ ذٰلِكَ.

২৩৫৯। আসমা' বিনতে আবু বাক্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় রমযানে এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে ইফতার করার পর সূর্য প্রকাশ হয়ে পড়লো। আবু উসামা (র) বলেন, আমি হিশামকে বললাম, তাদেরকে কি তা কাযা করার নির্দেশ করা হয়েছিলো? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই, তা অবশ্যই করণীয়।

টীকা ঃ চার ইমামের মাযহাব মতে, এ জাতীয় ভুলের জন্য শুধু একটি রোযা কাযা করতে হবে, কাফফারা দিতে হবে না (অনু.)।

بَابُ فِى الْوِصَالِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ সাওমে বিসাল (বিরতিহীন রোযা)

٢٣٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْوِصَالِ قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّىْ اُطْعَمُ وَاُسْقٰى.

২৩৬০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বিসাল (বিরতিহীন রোযা) রাখতে নিষেধ করেছেন। লোকজন বললো, আপনি তো সাওমে বিসাল রাখেন। তিনি বললেন ঃ আমার অবস্থা তোমাদের মতো নয়। কেননা আমাকে খাওয়ানো এবং পান করানো হয়।

টীকা ঃ প্রতিদিন সামান্য ইফতার গ্রহণ করে একাধারে কয়েক দিন রোযা রাখলে এই ধরনের রোযাকে সাওমে বিসাল বলা হয়। এই রোযা কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল (সম্পা.)।

٢٣٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ بَكْرَ بْنَ مُضَرَ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تُوَاصِلُوْا فَاَيُّكُمْ اَرَادَ اَنْ يُّوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنَّ لِىْ مُطْعِمًا يُطْعِمُنِىْ وَسَاقِيًا يَسْقِيْنِىْ.

২৩৬১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা 'সাওমে বিসাল' করো না। তবে তোমাদের কেউ 'সাওমে বিসাল' করতে চাইলে সাহরী পর্যন্ত বিসাল করতে পারে। সাহাবারা বললেন, আপনি তো সাওমে বিসাল করেন? তিনি বলেন ঃ আমার অবস্থা তোমাদের মতো নয়। আমার খাদ্যদাতা ও পানীয়দাতা আছেন। তিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

بَابُ الْغِيْبَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ রোযাদার ব্যক্তির গীবতে (পরনিন্দায়) লিপ্ত হওয়া

٢٣٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ

اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ قَالَ اَحْمَدُ فَهِمْتُ اِسْنَادَهُ مِنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ وَاَفْهَمَنِى الْحَدِيْثَ رَجُلٌ اِلٰى جَنْبِهِ اُرَاهُ ابْنَ اَخِيْهِ.

২৩৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রোযা থেকেও কেউ যদি মিথ্যা কথা বলা এবং তদনুযায়ী কাজ করা ত্যাগ না করে, তবে তার কেবল খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। আহমাদ (র) বলেন, এ হাদীসের সনদ আমি ইবনে আবু যি'ব থেকে আয়ত্ত করেছি এবং হাদীসের তাৎপর্য তার পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমার মতে তিনি ইবনে আবু যি'বের ভাইপো।

টীকা ঃ যে রোযাদার মিথ্যা বলা, গীবত করা ও অনুরূপ কাজ করা পরিত্যাগ করতে পারে না তার রোযা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। আল্লাহ এমন ব্যক্তির আমলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না (অনু.)।

٢٣٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَاِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ اَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ.

২৩৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন পাপাচারে লিপ্ত না হয় এবং মূর্খের ন্যায় আচরণ না করে। কেউ তার সাথে ঝগড়া করলে বা তাকে গালমন্দ করলে সে যেন বলে, আমি রোযাদার।

بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ রোযাদারের মিসওয়াক করা

٢٣٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ. زَادَ مُسَدَّدٌ مَا لاَ اَعُدُّ وَلاَ اُحْصِىْ.

২৩৬৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রাবীআ' (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোযা অবস্থায় এতো অধিকবার মিসওয়াক করতে দেখেছি যে, তা সংখ্যায় নির্ণয় করা মুশকিল।

بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ পিপাসার তাড়নায় রোযাদারের নিজ দেহে পানি ঢেলে দেয়া এবং অধিক পরিমাণে নাকের ছিদ্রপথে পানি দেয়া

٢٣٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى اَبِىْ بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ النَّاسَ فِىْ سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ وَصَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِىْ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلٰى رَاْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ اَوْ مِنَ الْحَرِّ.

২৩৬৫। আবু বাক্র ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের বছর এক সফরে লোকদেরকে রোযা ভংগ করার নির্দেশ দিতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন ঃ শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য তোমরা শক্তি সঞ্চয় করো। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে রোযা রেখেছেন। আবু বাক্র (র) বলেন, যিনি আমাকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন, আমি 'আল-'আরজ' নামক স্থানে পিপাসায় অথবা গরমের তাড়নায় রোযা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দেহে ও মাথায় পানি ঢালতে দেখেছি।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফার মতে রোযা অবস্থায় ভেজা কাপড় গায়ে জড়িয়ে রাখা, অধিকক্ষণ পানিতে থাকা, গায়ে-মাথায় পানি ঢালা ইত্যাদি মাকরূহ, তবে ইমাম আবু ইউসুফের মতে জায়েয। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় পানি ঢেলেছেন (অনু.)।

٢٣٦٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالِغْ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

২৩৬৬। লাকীত ইবনে সাবরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি উত্তমরূপে নাকে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করো– যদি তুমি রোযাদার না হও।

بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ রোযাদারের রক্তমোক্ষণ করানো

٢٣٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ يَعْنِي الرَّحَبِيَّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. قَالَ شَيْبَانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو قِلاَبَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৩৬৭। ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণকারী এবং যার রক্তমোক্ষণ করানো হয়েছে তাদের বলেন ঃ উভয়ের রোযা নষ্ট হয়ে যায়। শাইবান (র) বলেন, আবু কিলাবা বলেছেন, আবু আসমা আর-রাহবী তাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে শুনেছেন।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফার মতে এ দ্বারা রোযা নষ্ট কিংবা মাকরূহ হয় না (অনু.)।

٢٣٦٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ الْجَرْمِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ شَدَّادَ ابْنَ أَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

২৩৬৮। একদা শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পদব্রজে যাচ্ছিলেন... অতঃপর রাবী পূর্বে বর্ণিত হাদীসটির অবিকল বর্ণনা করেছেন।

٢٣٦٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى عَلٰى رَجُلٍ بِالْبَقِيْعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِيْ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ بِاِسْنَادِ اَيُّوْبَ مِثْلَهُ.

২৩৬৯। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের আঠার দিন অতিবাহিত হবার পর আমার হাত ধরে (মদীনার কবরস্থান) জান্নাতুল বাকী'তে এক ব্যক্তির কাছে আসলেন, যে রক্তমোক্ষণ করছিল। তিনি বললেন ঃ রক্তমোক্ষণকারী ও যার রক্তমোক্ষণ করা হলো তাদের উভয়ের রোযা নষ্ট হয়ে গেছে। ইমাম আবু দাউদ বলেন, খালিদ আল-হায্যা (র) আবু কিলাবা থেকে আইউবের সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٧٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ مَكْحُوْلٌ اَنَّ شَيْخًا مِّنَ الْحَىِّ قَالَ عُثْمَانُ فِىْ حَدِيْثِهِ مُصَدَّقًا اَخْبَرَهُ اَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَهُ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ.

২৩৭০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রক্তমোক্ষণকারী ও যে রক্তমোক্ষণ করায় তাদের উভয়ের রোযা নষ্ট হয়ে যায়।

٢٣٧١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ ابْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِىِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ.

২৩৭১। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রক্তমোক্ষণকারী ও যে রক্তমোক্ষণ করায় তাদের উভয়ের রোযা নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে সাওবান-তার পিতা-মাকহূল (র) থেকে তার সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ রোযাদারের রক্তমোক্ষণ করানোর অনুমতি আছে

٢٣٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَيُّوْبَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَهِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

২৩৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, উহাইব ইবনে খালিদ (র) এ হাদীস আইউব (র) থেকে তার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবার জা'ফার ইবনে রবী'আ (র) ও হিশাম ইবনে হাসসান (র) ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ কারো মতে শিঙ্গা লাগালে গ্রহণকারী দুর্বল হয়ে যায়। আর প্রয়োগকারীর মুখে ও পেটের ভেতর রক্ত প্রবেশ করার আশঙ্কা থাকে, তাই উভয়ের রোযা নষ্ট হয়ে যায়। আবার কারো মতে পূর্বের হাদীস মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং রক্তমোক্ষণ করানো জায়েয (অনু.)।

٢٣٧٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ.

২৩৭৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ও ইহরাম অবস্থায় রক্ষমোক্ষণ করিয়েছেন।

٢٣٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا اِبْقَاءً عَلٰى اَصْحَابِهِ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُوَاصِلُ اِلَى السَّحَرِ فَقَالَ اِنِّىْ اُوَاصِلُ اِلَى السَّحَرِ وَرَبِّيْ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِىْ.

২৩৭৪। আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করানো এবং বিরতিহীন রোযা (সাওমে বিসাল) রাখা নিষিদ্ধ করেছেন। তবে তিনি উক্ত কাজ দু'টিকে তাঁর সঙ্গীদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে হারাম করেননি। তাঁকে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো ভোর রাত নাগাদ 'বিসাল' করেন! তিনি বললেন ঃ আমি অবশ্যই ভোর রাত পর্যন্ত রোযা বিসাল করি তবে আমার রব আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

٢٣٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ مَا كُنَّا نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ اِلاَّ كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ.

২৩৭৫। সাবিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, রোযাদার রক্তমোক্ষণ করালে দুর্বল হয়ে কষ্টের শিকার হয়, তাই আমরা তা পরিত্যাগ করতাম।

بَابٌ فِى الصَّائِمِ يَحْتَلِمُ نَهَارًا فِيْ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ রমযান মাসে দিনের বেলা রোযাদারের স্বপ্নদোষ হলে

٢٣٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلاَ مَنِ احْتَلَمَ وَلاَ مَنِ احْتَجَمَ.

২৩৭৬। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ বমি করলে, কারো (দিনে) স্বপ্নদোষ হলে এবং কেউ রক্তমোক্ষণ করালে সে রোযা ভংগ করবে না।

بَابٌ فِى الْكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ রোযাদারের নিদ্রার সময় সুরমা ব্যবহার করা

٢٣٧٧- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ اَمَرَ بِالاِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ لِيَتَّقِهِ

الصَّائِمُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ لِىْ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ هُوَ حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ يَعْنِىْ حَدِيْثَ الْكُحْلِ.

২৩৭৭। আবদুর রহমান ইবনুন নো'মান ইবনে মা'বাদ ইবনে হাওযা (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে নিদ্রার সময় সুগন্ধিময় ইসমিদ সুরমা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ রোযাদার (দিনের বেলা) তা পরিহার করবে। ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন আমাকে বলেছেন, সুরমা ব্যবহার সংক্রান্ত হাদীসটি মুনকার (প্রত্যাখ্যাত)।

টীকা ঃ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে দিনের বেলা রোযা অবস্থায় সুরমা লাগিয়েছেন। সুতরাং উলামা ও ফকীহদের মতে রোযাদারের সুরমা ব্যবহারে রোযা নষ্ট হয় না। অবশ্য উপরের হাদীসটি অসমর্থিত (অনু.)।

٢٣٧٨- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُتْبَةَ اَبِىْ مُعَاذٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

২৩৭৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রোযা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন।

٢٣٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُخَرِّمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ وَكَانَ اِبْرَاهِيْمُ يُرَخِّصُ اَنْ يَّكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ.

২৩৭৯। আল-আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের সঙ্গীদের কাউকে রোযাদারের জন্য সুরমা লাগানো মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বলতে আমি দেখিনি। ইবরাহীম নাখঈ (র) রোযাদারকে 'ছাবির' (নামক) সুরমা লাগানোর অনুমতি দিয়েছেন।

بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيْئُ عَامِدًا

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে

٢٣٨٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَاِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَيْضًا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ.

২৩৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে রোযাদারের আপনা আপনি বমি হলো, তাকে তা কাযা করতে হবে না। আর কেউ যদি স্বেচ্ছায় বমি করে তাহলে অবশ্যই রোযার কাযা করতে হবে। আবু দাঊদ (র) বলেন, হাফ্স ইবনে গিয়াস (র) হিশাম (র)-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٣٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيٰى حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَعِيْشَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ حَدَّثَنِيْ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ اَنَّ اَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَاَفْطَرَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ اِنَّ اَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَاَفْطَرَ قَالَ صَدَقَ وَاَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ.

২৩৮১। মা'দান ইবনে তালহা (র) থেকে বর্ণিত। আবু দারদা (রা) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করে রোযা ভংগ করে ফেলেছেন। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবানের সঙ্গে দামিশকের জামে মসজিদে সাক্ষাত করে বললাম, আবু দারদা (রা) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করায় রোযা ভেঙ্গে ফেলেছেন। তিনি (সাওবান) বললেন, তিনি সত্য বলেছেন। তখন আমি তাঁকে উযুর পানি ঢেলে দিয়েছি।

بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমা দেয়া

٢٣٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلٰكِنَّهُ كَانَ اَمْلَكَ لِاَرَبِهِ.

২৩৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুমা দিতেন এবং একত্রে অবস্থান করতেন। কিন্তু তিনি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে অধিক ক্ষমতাবান ছিলেন।

٢٣٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ فِىْ شَهْرِ الصَّوْمِ.

২৩৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে (স্ত্রীদেরকে) চুমা দিতেন।

٢٣٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ الْقُرَشِىَّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِىْ وَهُوَ صَائِمٌ وَاَنَا صَائِمَةٌ.

২৩৮৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উভয়ের রোযা অবস্থায় আমাকে চুমা দিতেন।

٢٣٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ اَمْرًا عَظِيْمًا قَبَّلْتُ وَاَنَا صَائِمٌ. قَالَ اَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَاَنْتَ صَائِمٌ قَالَ عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ فِىْ حَدِيْثِهِ قُلْتُ لاَ بَأْسَ بِهِ ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَ فَمَهْ.

২৩৮৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, কামোদ্দিপ্ত হয়ে আমি রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমা দিলাম। পরে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমি এক মহাপাপ করে ফেলেছি, আমি রোযা অবস্থায় (স্ত্রীকে) চুমা দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, যদি তুমি রোযা অবস্থায় পানি দিয়ে কুলকুচা করতে তাহলে কি হতো? ঈসা ইবনে হাম্মাদ তার বর্ণনায় বলেন, আমি (উমার) বললাম, তাতে কোন ক্ষতি হতো না। আমি বলি ঃ তাতে দোষ নেই।

بَابُ الصَّائِمِ يَبْلُغُ الرِّيقَ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ রোযাদার নিজের থুথু গিলে ফেললে

٢٣٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ اَوْسٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ مِصْدَعٍ اَبِيْ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا. قَالَ ابْنُ الْاَعْرَابِيِّ بَلَغَنِيْ عَنْ اَبِيْ دَاوُدَ اَنَّهُ قَالَ هٰذَا الْاِسْنَادُ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ.

২৩৮৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় তাকে চুমা দিতেন এবং তাঁর জিহ্বাও চুষতেন। ইবনুল আ'রাবী বলেন, আবূ দাউদ (র) সূত্রে আমি অবহিত হয়েছি যে, তিনি বলেন, এই হাদীসের সনদসূত্র যথার্থ নয়।

بَابُ كَرَاهِيَّةِ لِلشَّابِّ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ যুবকদের জন্য (রোযা অবস্থায় চুমা দেয়া) বাঞ্ছনীয় নয়

٢٣٨٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ يَعْنِى الزُّبَيْدِيَّ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِى الْعَنْبَسِ عَنِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَاَتَاهُ اٰخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَاِذَا الَّذِىْ رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِيْ نَهَاهُ شَابٌّ.

২৩৮৭। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে একত্রে অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে অনুমতি দিয়েছেন। পরে আর এক ব্যক্তি এসে অনুরূপ জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি যাকে অনুমতি দিয়েছেন সে ছিলো বৃদ্ধ এবং যাকে নিষেধ করেন সে ছিলো যুবক।

بَابُ مَنْ اَصْبَحَ جُنُبًا فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ রমযান মাসে যে ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হয়

٢٣٨٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ الْاَذْرَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُمَا قَالَتَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ الْاَذْرَمِيُّ فِيْ حَدِيْثِهِ فِيْ رَمَضَانَ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُوْمُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مَا اَقَلَّ مَنْ يَقُوْلُ هٰذِهِ الْكَلِمَةَ يَعْنِيْ يُصْبِحُ جُنُبًا فِيْ رَمَضَانَ وَاِنَّمَا الْحَدِيْثُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ صَائِمٌ.

২৩৮৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদ্বয় আয়েশা ও উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে স্বপ্নদোষের কারণে নয়, বরং সহবাসজনিত নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হতেন, অতঃপর রোযা রাখতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, রাবী কতো সংক্ষেপে বাক্যটি উচ্চারণ করেছেন, অর্থাৎ "তিনি রমযান মাসে (সহবাসজনিত) নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হতেন"। অথচ হাদীসের বর্ণনা হলো, "নবী (সা) রোযা অবস্থায় নাপাক দেহে ভোরে উপনীত হতেন"।

٢٣٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ يَعْنِي الْقَعْنَبِيَّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْ يُوْنُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُصْبِحُ جُنُبًا وَاَنَا اُرِيْدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اُصْبِحُ جُنُبًا وَاَنَا اُرِيْدُ الصِّيَامَ فَاَغْتَسِلُ وَاَصُوْمُ. فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَعْلَمَكُمْ بِمَا اَتَّبِعُ.

২৩৮৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজার সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নাপাক অবস্থায় ভোর করেছি এবং আমি রোযা রাখতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমিও (কখনো) নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হই এবং রোযা রাখার ইরাদা করি। সুতরাং

আমি গোসল করে রোযা রাখি। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আর আমাদের মতো নন। আল্লাহ তো আপনার আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি আশা করি যে, আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করবো এবং যা আমি অনুসরণ করবো তার মাধ্যমে তোমাদের চেয়ে অধিক প্রিয় হবো।

بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ اَتٰى اَهْلَهُ فِيْ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রেখে স্ত্রীসহবাস করে তার কাফফারা

٢٣٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى امْرَأَتِيْ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ اجْلِسْ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَفْقَرُ مِنَّا قَالَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ ثَنَايَاهُ قَالَ فَاَطْعِمْهُ اِيَّاهُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِيْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ اَنْيَابُهُ.

২৩৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি ধ্বংস হয়েছি। তিনি বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে? সে বললো, আমি (রমযানে) রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে এমন কোন ক্রীতদাস আছে কি যা তুমি আযাদ করে দিতে পারো? সে বললো, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি একনাগারে দুই মাস রোযা রাখতে সক্ষম? সে বললো, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানোর সামর্থ্য রাখো? সে বললো, না। এবার তিনি তাকে বললেন ঃ আচ্ছা, বসো। ইত্যবসরে একটি ঝুড়িভর্তি খেজুর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনীত হলো এবং তিনি তাকে বললেন ঃ এগুলো সদাকা (দান) করো। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! (মদীনার) দু'টি কংকরময় ভূমির মধ্যস্থিত স্থানে আমাদের চাইতে বেশি অভাবী পরিবার আর একটিও নেই। বর্ণনাকারী বলেন, তার

একথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তাঁর সামনের দাঁতগুলো বা ছেদনদন্ত প্রকাশ হয়ে পড়লো। তিনি বললেন ঃ তাহলে এগুলো তোমার পরিবারের লোকদেরকে খেতে দাও।

টীকা ঃ কেউ রোযা রেখে স্ত্রীসহবাস করলে সেই দম্পতিকে হাদীসে উল্লিখিত কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই ব্যক্তিকে যে সুবিধা দিয়েছেন তা এই ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য (অনু.)।

٢٣٩١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِمَعْنَاهُ. زَادَ الزُّهْرِيُّ وَاِنَّمَا كَانَ هٰذَا رُخْصَةً لَهُ خَاصَّةً فَلَوْ اَنَّ رَجُلاً فَعَلَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنَ التَّكْفِيْرِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالْاَوْزَاعِيُّ وَمَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ عَلٰى مَعْنَى ابْنِ عُيَيْنَةَ. زَادَ فِيْهِ الْاَوْزَاعِيُّ وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ.

২৩৯১। আয-যুহরী (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য আয-যুহরী আরো বর্ণনা করেছেন, নিজের কাফফারা নিজেই ভোগ করা অথবা কোন প্রকারের কাফফারা তার উপর ধার্য না করা– এ ব্যক্তির বেলাই প্রযোজ্য ছিল। সুতরাং আজকাল যদি কোন ব্যক্তি অনুরূপ কাজ করে তাহলে কাফফারা না দিয়ে তার কোন উপায় নেই। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, লাইস ইবনে সা'দ, আল-আওযাঈ, মানসূর ইবনুল মু'তামির ও ইরাক ইবনে মালেক (র) ইবনে উয়াইনার বর্ণিত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আল-আওযাঈর বর্ণনায় আরো আছে, "এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো"।

টীকা ঃ কাফফারা আদায় করার পর তওবা করার আদেশ দেয়ায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, গুনাহ মার্জনার জন্য কাফফারাই যথেষ্ট নয়, তওবাও করতে হয় (অনু.)।

٢٣٩٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَفْطَرَ فِيْ رَمَضَانَ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً اَوْ يَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اَوْ يُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا. قَالَ لاَ اَجِدُ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْلِسْ فَاُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَحَدٌ اَحْوَجَ مِنِّيْ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ وَقَالَ لَهُ كُلْهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَلٰى لَفْظِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً اَفْطَرَ وَقَالَ فِيْهِ اَوْ تُعْتِقُ رَقَبَةً اَوْ تَصُوْمُ شَهْرَيْنِ اَوْ تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا.

২৩৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রমযানের রোযা নষ্ট করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি ক্রীতদাস আযাদ করার অথবা লাগাতার দুই মাস রোযা রাখার অথবা ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর নির্দেশ দিলেন। সে বললো, আমি এর কোনটিই করতে সক্ষম নই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ এখানে বসো, অপেক্ষা করো। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পূর্ণ এক ঝুড়ি ভর্তি খেজুর আনীত হলে তিনি তাকে বলেন ঃ এগুলো নিয়ে যাও এবং তা সদাকা করো। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার চাইতে অধিক অভাবী আর কেউ নেই। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তিনি লোকটিকে বললেন ঃ এগুলো তুমি খাও। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে জুরাইজ আয-যুহরীর উদ্ধৃতি দিয়ে মালেকের মূল পাঠ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রোযা ভঙ্গ করে এবং তাতে বলেছেন ঃ 'অথবা একটি ক্রীতদাস আযাদ করো অথবা দুই মাস রোযা রাখো অথবা ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও'।

٢٣٩٣- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْطَرَ فِىْ رَمَضَانَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَاُتِيَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَقَالَ فِيْهِ كُلْهُ اَنْتَ وَاَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ.

২৩৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা নষ্ট করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। উক্ত হাদীসে বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর এক ঝুড়ি খেজুর আনীত হলো যার মধ্যে ছিলো পনের সা'। তিনি আরো বলেছেন ঃ তুমি এবং তোমার পরিবারের সকলে এগুলো খাও এবং একদিন রোযা রাখো, আর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।

٢٣٩٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ

سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُوْلُ اَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ احْتَرَقْتُ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُهُ فَقَالَ اَصَبْتُ اَهْلِيْ قَالَ تَصَدَّقْ قَالَ وَاللّٰهِ مَا لِىْ شَيْءٌ وَلاَ اَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَ مَا هُوَ عَلٰى ذٰلِكَ اَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوْقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْنَ الْمُحْتَرِقُ اٰنِفًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَلٰى غَيْرِنَا فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ قَالَ كُلُوْهُ.

২৩৯৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রমযান মাসে মসজিদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার যোগ্য হয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার কি হয়েছে? লোকটি বললো, আমি স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছি। তিনি বললেন ঃ সদাকা করো। সে বললো, আল্লাহর কসম! আমার নিকট কিছুই নেই, আর আমি দান-খয়রাত করার সামর্থ্যও রাখি না। তিনি বললেন ঃ বসো। লোকটি বসলো। সে এ অবস্থায় থাকতেই এক ব্যক্তি খাদ্যের বোঝা নিয়ে একটি গাধা হাঁকিয়ে এসে উপস্থিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ এইমাত্র অগ্নিদগ্ধ হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিটি কোথায়? লোকটি দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এগুলো সদাকা করো। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের চাইতে অভাবী লোকদেরকে? আল্লাহর শপথ! আমরা সবচেয়ে বেশি অভাবী। আমাদের কাছে কোন জিনিসই নেই। তিনি বললেন ঃ এগুলো তোমরাই খাও।

٢٣٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْقِصَّةِ قَالَ فَأُتِىَ بِعَرَقٍ فِيْهِ عِشْرُوْنَ صَاعًا.

২৩৯৫। আয়েশা (রা) থেকে এই সনদ সূত্রে ঘটনাটি বর্ণিত। বর্ণনাকারী (আবদুর রহমান ইবনুল হারিস) বলেন, অতঃপর বিশ সা' (খেজুর) ভর্তি একটি ঝুড়ি আনীত হলো।

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِيْمَنْ أَفْطَرَ عَمَدًا

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গকারীর ভয়াবহ পরিণতি

٢٣٩٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُطَوِّسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى الْمُطَوِّسِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِيْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللّٰهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ.

২৩৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানে আল্লাহর দেয়া অনুমতি (রুখসত) ব্যতিরেকে রোযা ভঙ্গ করলো সে সারা বছরেও তা পূরণ করতে সক্ষম হবে না।

٢٣٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ حَبِيْبٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ قَالَ فَلَقِيْتُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ كَثِيْرٍ وَسُلَيْمَانَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اُخْتُلِفَ عَلَى سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْهُمَا ابْنُ الْمُطَوِّسِ وَاَبُو الْمُطَوِّسِ.

২৩৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ...ইবনে কাসীর ও সুলায়মানের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। আবু দাঊদ (র) বলেন, সুফিয়ান ও শো'বা (র) ইবনুল মুতাব্বিস ও আবুল মুতাব্বিসের নামের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন।

بَابُ مَنْ اَكَلَ نَاسِيًا

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ যে ব্যক্তি ভুলবশত আহার করলো

٢٣٩٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَحَبِيْبٍ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى

النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ اَطْعَمَكَ اللّٰهُ وَسَقَاكَ.

২৩৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি রোযা অবস্থায় ভুলবশত পানাহার করেছি। তিনি বলেন ঃ আল্লাহই তোমাকে পানাহার করিয়েছেন।

بَابُ تَأْخِيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ রমযানের রোযা কাযা করতে বিলম্ব করা

٢٣٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اِنْ كَانَ لَيَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقْضِيَهُ حَتّٰى يَاْتِيَ شَعْبَانُ.

২৩৯৯। আয়েশা (রা) বলেছেন, যদি আমার যিম্মায় রমযানের কাযা রোযা থাকতো, তবে শা'বান মাস আসার পূর্বে আমি তা আদায় করতে পারতাম না।

টীকা ঃ অর্থাৎ বাদ পড়ে যাওয়া রোযার বিলম্বেও কাযা করা যায়, যদিও অবিলম্বে কাযা করাই উত্তম (সম্পা.)।

بَابُ فِيْمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ কোন মৃত ব্যক্তির যিম্মায় ফরয রোযা বাকি থাকলে

٢٤٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

২৪০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মৃত ব্যক্তির যিম্মায় রোযা কাযা থাকলে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে তা আদায় করবে। আবু দাঊদ (র) বলেন, এই বিধান মানতের রোযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর এই মত।

٢٤٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى حَصِيْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِى رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ اُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَاِنْ نَذَرَ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ.

২৪০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি রমযান মাসে রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং রমযান মাস শেষ হওয়া নাগাদ আরোগ্যই না হয়, এ অবস্থায় তার পক্ষ থেকে মিসকীনকে আহার করাতে হবে। আর যদি তার যিম্মায় মানতের রোযা থাকে তবে তার পক্ষ থেকে অভিভাবক তার কাযা আদায় করবে।

بَابُ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ সফররত অবস্থায় রোযা রাখা

٢٤٠٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ حَمْزَةَ الْاَسْلَمِىَّ سَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ اَسْرُدُ الصَّوْمَ اَفَاَصُوْمُ فِى السَّفَرِ قَالَ صُمْ اِنْ شِئْتَ وَاَفْطِرْ اِنْ شِئْتَ.

২৪০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হামযা আল-আসলামী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এমন ব্যক্তি যে, অনবরত রোযা রাখি, আমি সফরেও কি রোযা রাখতে পারি? তিনি বললেন ঃ ইচ্ছা হলে রোযা রাখো আর যদি ইচ্ছা হয় রোযাহীন থাকো।

٢٤٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْمَدَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْاَسْلَمِيَّ يَذْكُرُ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ صَاحِبُ ظَهْرٍ اُعَالِجُهُ اُسَافِرُ عَلَيْهِ وَاُكْرِيْهِ وَاِنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَنِى هٰذَا الشَّهْرُ يَعْنِى رَمَضَانَ وَاَنَا اَجِدُ الْقُوَّةَ وَاَنَا شَابٌّ فَاَجِدُ بِاَنْ اَصُوْمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَهْوَنَ عَلَىَّ مِنْ اَنْ اُوَخِّرَهُ فَيَكُوْنَ دَيْنًا اَفَاَصُوْمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْظَمُ لِاَجْرِى اَوْ اُفْطِرُ قَالَ اَىَّ ذٰلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ.

২৪০৩। হামযা ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হামযা আল-আসলামী (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উটের মালিক এবং এগুলোকে ব্যবহার করি। আমি সেগুলো সফরে ব্যবহার করি এবং ভাড়ায়ও খাটাই। আমার (সফররত অবস্থায়) এই রমযান মাস উপস্থিত হয়। অপরদিকে আমি একজন স্বাস্থ্যবান যুবক। হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি (সফররত অবস্থায়) রোযা রাখতে পারি? অথচ রোযা আমার উপর ঋণ, তাই ওটাকে পিছিয়ে না দিয়ে রেখে দেয়াই আমার পক্ষে সহজ। হে আল্লাহর রাসূল! রোযা রাখাই আমার সওয়াবের জন্য মহান, না কি রোযা না রাখা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে হামযা! তোমার মন যা চায় করতে পারো।

٢٤٠٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِاِنَاءٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى فِيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدْ صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ.

২৪০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। অবশেষে 'উসফান' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি একপাত্র পানি নিয়ে ডাকলেন এবং লোকদেরকে দেখানোর জন্য তা উঁচু করে মুখের কাছে নিয়ে ধরলেন। এ ঘটনা রমযান মাসের। এ কারণেই ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে কখনো রোযা রেখেছেন, আবার কখনো রোযা রাখেননি। সুতরাং কেউ ইচ্ছা করলে রোযা রাখতেও পারে, আবার কেউ ইচ্ছা করলে রোযা নাও রাখতে পারে।

٢٤٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَاَفْطَرَ بَعْضُنَا فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

২৪০৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রমযান মাসে সফর করেছি। আমাদের কেউ ছিলেন রোযাদার, আর কেউ ছিলেন রোযাহীন। তাতে রোযাদার রোযাহীনের এবং রোযাহীন রোযাদারের ত্রুটি ধরেননি।

٢٤٠٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ وَهُمْ مُكِبُّونَ عَلَيْهِ فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ فَلَمَّا خَلاَ سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَنَازِلِ فَقَالَ إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَصْبَحْنَا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ. قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا فَكَانَتْ عَزِيمَةً مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَصُومُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذٰلِكَ وَبَعْدَ ذٰلِكَ.

২৪০৬। কাযা'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা)-এর নিকট আসলাম। তিনি লোকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। আর লোকেরা স্থির শান্তভাবে নত শিরে তাঁর কথা শুনছিলো। আমি তাঁর নির্জনতার অপেক্ষায় রইলাম। তিনি নিঃসংগ হলে আমি তাকে সফররত অবস্থায় রমযানের রোযা রাখা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমরা রমযান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখেছিলেন আর আমরাও রোযা রেখেছিলাম। এ অবস্থায় তিনি কোন এক মানযিলে পৌঁছে বললেন ঃ নিশ্চয় তোমরা শত্রুর কাছাকাছি এসে পৌঁছেছো। তাই রোযা ভঙ্গ করাটাই হবে তোমাদের শক্তিবর্ধক। ফলে আমাদের কেউ রোযাদার আবার কেউ রোযাহীন অবস্থায় ভোরে উপনীত হলাম। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আবার আমরা সফর শুরু করে আর এক মানযিলে অবতরণ করলে তিনি পুনরায় বললেন ঃ অবশ্যই তোমরা সকালে শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবে। আর রোযা ভঙ্গ করলে তোমাদের শক্তি বর্ধিত হবে। সুতরাং তোমরা রোযা ভঙ্গ করো। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ় সংকল্পের (আযীমাত) উপর স্থির থাকলেন। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে এ ঘটনার আগেও রোযা রেখেছি এবং এর পরেও রোযা রেখেছি।

টীকা ঃ সফর অবস্থায় রোযা রাখা বা না রাখা উভয়টিই জায়েয (অনু.)।

بَابُ اِخْتِيَارِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ কষ্টের আশঙ্কা হলে সফরে রোযা ভঙ্গ করাই শ্রেয়

٢٤٠٧- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلاً يُظَلَّلُ عَلَيْهِ وَالزِّحَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ.

২৪০৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তাকে ছায়া দান করা হচ্ছে এবং তার চারপাশে লোকজন ভীড় করেছে। তিনি বললেন ঃ সফরে রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয়।

টীকা ঃ প্রচণ্ড গরমে অস্থির হয়ে লোকটি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো, তবুও সে রোযা ভাঙ্গেনি। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত কথাটি বলেছেন। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় সফরে রোযা রাখতে পারলে তা যে উত্তম, সে কথার প্রতি কুরআনেও ইঙ্গিত রয়েছে (অনু.)।

٢٤٠٨- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِلاَلٍ الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِيْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ كَعْبٍ اِخْوَةِ بَنِىْ قُشَيْرٍ اَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْتُ اَوْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَاْكُلُ فَقَالَ اجْلِسْ فَاَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هٰذَا فَقُلْتُ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ اجْلِسْ اُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلاَةِ وَعَنِ الصِّيَامِ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاَةِ اَوْ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ اَوِ الْحُبْلٰى وَاللّٰهِ لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيْعًا اَوْ اَحدَهُمَا. قَالَ فَتَلَهَّفَتْ نَفْسِيْ اَنْ لاَ اَكُوْنَ اَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৪০৮। আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব গোত্রীয় এবং কুশাইর উপগোত্রীয় সদস্য আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্বারোহী বাহিনী আমাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলাম অথবা (তিনি বলেছেন), আসলাম। তখন তিনি আহার করছিলেন। তিনি বললেন ঃ বসো এবং আমাদের সাথে আহার করো। আমি

বললাম, আমি রোযাদার। তিনি বললেন ঃ বসো, আমি তোমাকে নামায ও রোযা সম্বন্ধে কিছু কথা বলবো। নিশ্চয় আল্লাহ মুসাফির, দুগ্ধদানকারিণী ও গর্ভবতী (মহিলা) থেকে অর্ধেক নামায এবং রোযা কমিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শব্দ অথবা এর একটি শব্দ বলেছেন, বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আহারে অংশগ্রহণ না করায় মনে মনে অনুতপ্ত হলাম।

بَابُ مَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ যে ব্যক্তি সফরে রোযা রাখাকেই প্রাধান্য দেন

٢٤٠٩- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَتْنِيْ اُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْضِ غَزَاوَتِهِ فِيْ حَرٍّ شَدِيْدٍ حَتّٰى اِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ اَوْ كَفَّهُ عَلٰى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ مَا فِيْنَا صَائِمٌ اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

২৪০৯। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোন এক যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হলাম। অবস্থা এমন হলো যে, (ভীষণ গরমে) আমাদের কেউ তার হাত মাথার উপর রাখেন। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) ব্যতীত আমাদের মধ্যে কেউ রোযাদার ছিলো না।

٢٤١٠- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَبِيْبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ الْهُذَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُوْلَةٌ تَأْوِيْ اِلٰى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ اَدْرَكَهُ.

২৪১০। সিনান ইবনে সালামা ইবনুল মুহাব্বাক আল-হুযালী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার

নিকট এমন সওয়ারীর ব্যবস্থা আছে যা তাকে পর্যাপ্ত আহারের স্থানে পৌছে দিবে, সে যেন অবশ্যই রমযানের রোযা রাখে যেখানেই সে রোযার মাস পাবে।

٢٤١١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِىْ عَنْ سِنَانِ ابْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فِي السَّفَرِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

২৪১১। সালামা ইবনুল মুহাব্বাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সফর অবস্থায় রমযান মাস পেয়ে যায়... অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَتٰى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ اِذَا خَرَجَ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ সফরে রওয়ানা করলে মুসাফির কখন রোযা ভাঙতে পারে?

٢٤١٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيَى الْمَعْنٰى حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ اَيُّوْبَ زَادَ جَعْفَرُ وَاللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ ابْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلٍ الْحَضْرَمِيَّ اَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ جَعْفَرُ ابْنُ جَبْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ اَبِىْ بَصْرَةَ الْغِفَارِىِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفِيْنَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِيْ رَمَضَانَ فَرُفِعَ ثُمَّ قُرِّبَ غَدَاوُهُ قَالَ جَعْفَرُ فِىْ حَدِيْثِهِ فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوْتَ حَتّٰى دَعَا بِالسُّفْرَةِ قَالَ اقْتَرِبْ قُلْتُ اَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوْتَ قَالَ اَبُوْ بَصْرَةَ اَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَعْفَرُ فِىْ حَدِيْثِهِ فَاَكَلَ.

২৪১২। জা'ফার ইবনে জাবর (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবু বাসরা আল-গিফারী (রা)-র সাথে রমযান মাসে মিসরের আল-ফুসতাত থেকে আমর ইবনুল আস (রা)-র নৌপথের সফরে ছিলাম। নৌযানের নোঙ্গর উঠানো হলে পর তার সম্মুখে ভোরের নাস্তা হাজির করা হলো। আর জা'ফার তার বর্ণনায় বলেছেন, ঘরবাড়ি অতিক্রম করতে না করতেই তিনি খাবারের দস্তরখান চাইলেন

এবং আমাকে বললেন, নিকটে এসো (খাও)। আমি বললাম, আপনি কি ঘর-বাড়ি দেখছেন না? আবু বাসরা (রা) বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ত্যাগ করতে চাও? জা'ফার তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, অতঃপর তিনি আহার করলেন।

بَابُ قَدْرِ مَسِيْرَةٍ مَا يُفْطِرُ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ মুসাফির কত দূরত্বের সফরে রোযা ভংগ করতে পারে?

٢٤١٣- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ مَنْصُوْرٍ الْكَلْبِيِّ اَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيْفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ مِّنْ دِمَشْقَ مَرَّةً اِلٰى قَدْرِ قَرْيَةِ عَقَبَةَ مِنَ الْفُسْطَاطِ وَذٰلِكَ ثَلاَثَةُ اَمْيَالٍ فِيْ رَمَضَانَ ثُمَّ اِنَّهُ اَفْطَرَ وَاَفْطَرَ مَعَهُ نَاسٌ وَكَرِهَ اٰخَرُوْنَ اَنْ يُّفْطِرُوْا فَلَمَّا رَجَعَ اِلٰى قَرْيَتِهِ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَاَيْتُ الْيَوْمَ اَمْرًا مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنِّيْ اَرَاهُ اَنَّ قَوْمًا رَغِبُوْا عَنْ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابِهِ يَقُوْلُ ذٰلِكَ لِلَّذِيْنَ صَامُوْا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ اَللّٰهُمَّ اقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ.

২৪১৩। মানসূর আল-কালবী (র) থেকে বর্ণিত। একদা রমযান মাসে দিহ্য়া ইবনে খালীফা (রা) দামিশকের এক জনপদ (আল-মিয্যা) থেকে (মিসরের) আকাবা ও ফুসতাতের মধ্যকার দূরত্বের সম-পরিমাণ দূরে অর্থাৎ তিন মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সফর করেন। তিনি রোযা ভঙ্গ করলেন এবং তাঁর সাথের কতক লোকও রোযা ভঙ্গ করলো, কিছু সংখ্যক লোক রোযা ভঙ্গ করা অপছন্দ করলো। অতঃপর তিনি স্বগ্রামে ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর কসম! আজ আমি এমন এক ব্যাপার দেখলাম, যা আমি কখনো দেখবো বলে ধারণা করিনি। কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়েছে। তিনি সেই সমস্ত লোকের নিন্দা করলেন যারা (সফরে) রোযা রেখেছিলো। এসময় তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার হেফাজতে নিয়ে নাও।

٢٤١٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَخْرُجُ اِلَى الْغَابَةِ فَلاَ يُفْطِرُ وَلاَ يَقْصُرُ.

২৪১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল-গাবা বনভূমিতে যেতেন, কিন্তু রোযা ভংগ করতেন না এবং নামাযও কসর করতেন না।

بَابُ مَنْ يَّقُوْلُ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ যে ব্যক্তি বলে, আমি গোটা রমযান মাস রোযা রেখেছি

٢٤١٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اِنِّىْ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ كُلَّهُ فَلاَ اَدْرِىْ اَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ اَوْ قَالَ لاَ بُدَّ مِنْ نَوْمَةٍ اَوْ رَقْدَةٍ.

২৪১৫। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন না বলে, আমি গোটা রমযান মাস রোযা রেখেছি এবং সারাটি রোযার মাস (রাতে নামাযে) দাঁড়িয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা) এভাবে আত্মপবিত্রতা প্রকাশ করা অপছন্দ করেছেন না কি কিছু সময় নিদ্রা ও বিশ্রাম করা আবশ্যকীয় হিসেবে বলেছেন তা আমার জানা নেই।

بَابٌ فِيْ صَوْمِ الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ দুই ঈদের দিন রোযা রাখা

٢٤١٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ فَبَدَاَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ اَمَّا يَوْمُ الْاَضْحٰى فَتَاْكُلُوْنَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ وَاَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ.

২৪১৬। আবু উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ঈদের নামাযে উমার (রা)-এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার পূর্বে নামায পড়লেন। অতঃপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঈদের) এ দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। কেননা কুরবানীর দিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশত খাও। আর ঈদুল ফিতরের দিন, তা হলো তোমাদের রোযা সমাপ্তির ঘোষণা।

٢٤١٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْاَضْحٰى وَعَنْ

لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَّحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فِىْ سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ.

২৪১৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ঃ দু'দিন রোযা রাখতে– ঈদুল ফিতরের দিন ও কুরবানীর দিন, দুই ধরনের পোশাক পরিধান করতে, (সাম্মা) এক কাপড়ে সারাটা শরীরকে পেঁচিয়ে নেয়া ও এক কাপড়ে শরীরকে এমনভাবে ঢাকা যে, হাঁটু উঁচু করে বসলে নীচের থেকে লজ্জাস্থান খোলা থাকে এবং দুই সময়ে নামায পড়তে– ফজরের পরে (সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত) ও আসরের পরে (সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত)।

بَابُ صِيَامِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখা

٢٤١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ الْهَادِ عَنْ اَبِىْ مُرَّةَ مَوْلٰى اُمِّ هَانِىْءٍ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَلٰى اَبِيْهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ اِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو كُلْ فَهٰذِهِ الْاَيَّامُ الَّتِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُنَا بِاِفْطَارِهَا وَيَنْهٰى عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ.

২৪১৮। উম্মু হানী (রা)-এর মুক্তদাস আবু মুররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমরের সাথে তার পিতা আমর ইবনুল আস (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি তাদের উভয়ের সামনে খাবার উপস্থিত করে বললেন, খাও। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি রোযাদার। আমর (রা) বললেন, এ দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রোযা ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। মালেক (র) বলেন, সে দিনগুলো হলো 'আইয়ামে তাশরীক'।

টীকা ঃ কুরবানীর দিন ছাড়া পরের তিন দিন। অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের এগার, বারো ও তেরো তারিখকে আইয়ামে তাশরীক বলা হয় (অনু.)।

٢٤١٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَهْبُ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَقِيْعٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ وَالْاِخْبَارُ فِىْ حَدِيْثِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ ابْنَ عَامِرٍ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَاَيَّامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا اَهْلَ الْاِسْلاَمِ وَهِيَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ.

২৪১৯। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আরাফাতের দিন (নবম যিলহজ্জ), কুরবানীর দিন (দশম যিলহজ্জ) এবং তাশরীকের দিনগুলো হচ্ছে আমাদের মুসলমানদের ঈদের দিন, এগুলো হচ্ছে পানাহারের দিন।

بَابُ النَّهْيِ اَنْ يَّخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ শুধু জুমু'আর দিন রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করা নিষেধ

٢٤٢٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَصُمْ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلاَّ اَنْ يَّصُوْمَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ اَوْ بَعْدَهُ.

২৪২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমু'আর দিন রোযা না রাখে। জুমু'আর আগের দিন কিংবা পরের দিনও যেন সে একটি রোযা রাখে।

بَابُ النَّهْيِ اَنْ يُّخُصَّ يَوْمَ السَّبْتِ بِصَوْمٍ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ শুধু শনিবার রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করা নিষেধ

٢٤٢١- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ قُبَيْسٍ مِنْ اَهْلِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ جَمِيْعًا عَنْ ثَوْرِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ عَنْ اُخْتِهِ وَقَالَ يَزِيْدُ الصَّمَّاءِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ اِلاَّ فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَاِنْ لَمْ يَجِدْ اَحَدُكُمْ اِلاَّ لِحَاءَ عِنَبٍ اَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مَنْسُوْخٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ حِمْصِيٌّ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ مَنْسُوْخٌ نَسَخَهُ حَدِيْثُ جُوَيْرِيَةَ.

২৪২১। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর আস-সুলামী (র) থেকে তার ভগ্নি আস-সাম্মা' (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের উপরে যেসব রোযা ফরয করা হয়েছে তা ব্যতীত তোমরা শুধু শনিবারে রোযা রেখো না। আর যদি কেউ রাখে এবং তা ভঙ্গ করার জন্য সে যদি আঙ্গুর গাছের ছাল অথবা অন্য কোন গাছের ডালা ব্যতীত কিছু না পায়, তবে যেন সেটা চিবিয়ে রোযা ভঙ্গ করে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (র) হলেন হিম্স-এর বাসিন্দা। এ হাদীস জুয়াইরিয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ শুধু শনিবার রোযা রাখার অনুমতি প্রসঙ্গে

٢٤٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ حَفْصٌ الْعَتَكِىُّ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِىَ صَائِمَةٌ قَالَ اَصُمْتِ اَمْسِ قَالَتْ لاَ قَالَ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَصُوْمِىْ غَدًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَاَفْطِرِيْ.

২৪২২। জুয়াইরিয়া বিনতুল হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন তাঁর নিকট আসলেন এবং তিনি ছিলেন রোযাদার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে? তিনি বললেন, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি আগামী কাল রোযা রাখার ইচ্ছা আছে? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে রোযা ভঙ্গ করো।

٢٤٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَالِكِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ كَانَ اِذَا ذُكِرَ لَهُ اَنَّهُ نُهِىَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ يَقُوْلُ ابْنُ شِهَابٍ هٰذَا حَدِيْثٌ حِمْصِىٌّ.

২৪২৩। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তার নিকট আলোচনা করা হলো, শুধু শনিবার রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ওটা তো হিমসী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস।

٢٤٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ مَا زِلْتُ لَهُ كَاتِمًا حَتّٰى رَاَيْتُهُ انْتَشَرَ يَعْنِىْ حَدِيْثَ ابْنِ بُسْرٍ هٰذَا فِيْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ هٰذَا كَذِبٌ.

২৪২৪। আল-আওযায়ী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শনিবারের রোযা সংক্রান্ত ইবনে বুসরের হাদীসটি আমি গোপন করেই আসছিলাম। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইমাম মালেক (র) বলেছেন, ওটা মিথ্যা (হাদীস)।

بَابٌ فِيْ صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ সারা বছর রোযা রাখা সম্পর্কে

٢٤٢٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَصُوْمُ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ عُمَرُ قَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَدِّدُهَا حَتّٰى سَكَنَ غَضَبُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لاَ صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ. قَالَ مُسَدَّدٌ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ اَوْ مَا صَامَ وَلاَ اَفْطَرَ شَكَّ غَيْلاَنُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ اَوَيُطِيْقُ ذٰلِكَ اَحَدٌ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَّصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ اَنِّىْ طُوِّقْتُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ. وَصِيَامُ عَرَفَةَ اِنِّي اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِىْ بَعْدَهُ وَصَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ اِنِّىْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ.

২৪২৫। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কিভাবে রোযা রাখেন? তার কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হলেন। উমার (রা) তা দেখতে পেয়ে বললেন, আমরা এতেই সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ আমাদের রব, ইসলাম আমাদের দীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নবী ও আল্লাহর অসন্তুষ্টি। তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টির ভাব দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত উমার (রা) উক্ত বাক্যটি আওড়াতে লাগলেন। এবার উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি সারা বছর রোযা রাখে তা কেমন? তিনি বললেন ঃ সে রোযাও রাখেনি, মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে, সে রোযাও রাখেনি আর ইফতারও করেনি। অথবা তিনি বলেছেন, তার রোযা ও ইফতার কোনটিই হয়নি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি দু'দিন রোযা রেখে একদিন রোযাহীন থাকে তার রোযা কেমন? তিনি বললেন ঃ এমনও কি কেউ সামর্থ্য রাখে? আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ব্যক্তি একদিন রোযা রাখে এবং একদিন রোযাহীন থাকে তার রোযা কেমন? তিনি বললেন ঃ এটা দাঊদ (আ)-এর রোযা। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি একদিন রোযা রেখে দু'দিন রোযাহীন থাকে তার রোযা কেমন? তিনি বললেন ঃ আমি এটাই কামনা করি, যেন আমাকে এরূপ করার শক্তি দেয়া হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ প্রতি মাসে তিনটি রোযা এবং এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত প্রতি বছরের রমযানের রোযা, এটাই হচ্ছে হামেশা রোযা রাখার সমতুল্য। আরাফাতের দিন রোযা রাখলে আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশা করি, তিনি এক বছর আগের এবং এক বছর পেছনের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর আশূরা (দশই মহররম)-এর রোযা সম্বন্ধে আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশা করি তিনি সম্মুখের এক বছরের গুনাহ মার্জনা করবেন।

٢٤٢٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. زَادَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمِ الْخَمِيْسِ قَالَ فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْاٰنُ.

২৪২৬। আবু কাতাদা (রা) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরো আছে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার ব্যাপারে আপনার কি মত? তিনি বললেন ঃ ঐ দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং সেদিনই আমার উপর প্রথম কুরআন নাযিল হয়েছে।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন হিসাবে সোমবারই প্রসিদ্ধ (সম্পা.)।

٢٤٢٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلَمْ اُحَدَّثْ اَنَّكَ تَقُوْلُ لاَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ وَلاَصُوْمَنَّ النَّهَارَ قَالَ اَحْسِبُهُ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ قُلْتُ ذَاكَ قَالَ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَاَفْطِرْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَذَاكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انِّيْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَالَ فَقُلْتُ انِّيْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا وَهُوَ اَعْدَلُ الصِّيَامِ وَهُوَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. قُلْتُ انِّيْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ.

২৪২৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন ঃ আমাকে কি অবহিত করা হয়নি যে, তুমি বলেছো, আল্লাহর কসম! আমি দিনভর রোযা রাখবো এবং রাতভর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবো? তিনি বলেছেন, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাই বলেছি। তিনি বললেন ঃ (রাতে) নামাযেও দাঁড়াও এবং কিছু সময় ঘুমাও। আর কোন দিন রোযা রাখো এবং কোন দিন রোযা রেখো না। আর প্রতি মাসে তিনটি রোযা (চাঁদের তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখ) রাখো, এতেই সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এর চাইতেও অধিক করার ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি একদিন রোযা রাখো এবং দু'দিন রোযাহীন থাকো। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও অধিক করার শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে একদিন রোযা রাখো এবং একদিন রোযা থেকে বিরত থাকো। এটিই সর্বোত্তম রোযা এবং এটিই হচ্ছে দাঊদ (আ)-এর রোযা। আমি আবারও বললাম, আমি এর চাইতেও অধিক শক্তি রাখি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এর চাইতে উত্তম আর কোন রোযা নেই।

بَابٌ فِيْ صَوْمِ اَشْهُرِ الْحُرُمِ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ হারাম (সম্মানিত) মাসগুলোর রোযা সম্পর্কে

٢٤٢٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى السَّلِيْلِ عَنْ مُجِيْبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ عَنْ اَبِيْهَا اَوْ عَمِّهَا اَنَّهُ اَتَى

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَا تَعْرِفُنِىْ قَالَ وَمَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا الْبَاهِلِىُّ الَّذِيْ جِئْتُكَ عَامَ الْاَوَّلِ قَالَ فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ قُلْتُ مَا اَكَلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارَقْتُكَ اِلاَّ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ ثُمَّ قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ زِدْنِىْ فَاِنَّ بِىْ قُوَّةً قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ قَالَ زِدْنِىْ قَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ قَالَ زِدْنِىْ قَالَ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ واتْرُكْ وَقَالَ بِاَصَابِعِهِ الثَّلاَثَةِ فَضَمَّهَا ثُمَّ اَرْسَلَهَا.

২৪২৮। বাহিলা গোত্রীয় 'মুজীবা' নাম্নী এক মহিলা থেকে তার পিতা অথবা চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা বা চাচা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে (তাঁর সাথে সাক্ষাত করে) চলে গেলেন। তিনি এক বছর পর পুনরায় আসলে তখন তার স্বাস্থ্যহানি ঘটে শারীরিক অবস্থার মারাত্মক পরিবর্তন ঘটেছিলো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে চিনতে পারেননি? তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কে? তিনি বললেন, আমি সেই বাহিলা গোত্রীয় ব্যক্তি, আমি গত বছর এসেছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি কারণে তোমার এরূপ পরিবর্তন ঘটলো, অথচ তুমি তো সুন্দর সুপুরুষ ছিলে? আমি বললাম, যখন আমি আপনার নিকট থেকে বিদায় নিয়েছি, তখন থেকে আমি রাত ছাড়া আহার করিনি (অর্থাৎ আমি অনবরত দিনের বেলায় রোযা রেখেছি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কেনো তুমি অনাহুত নিজের শরীরকে এরূপ কষ্ট দিয়েছো? অতঃপর তিনি বলেন ঃ ধৈর্যের মাসটি (রমযান মাস) এবং প্রতি মাসে একটি করে রোযা রাখো। তিনি বললেন, আমাকে আরো বাড়িয়ে দিন, কেননা আমার সামর্থ্য আছে। তিনি বললেন ঃ (তাহলে) দু'দিন রোযা রাখো। লোকটি বললেন, আরো অধিক বাড়িয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ (প্রতি মাসে) তিন দিন রোযা রাখো। লোকটি বললেন, আরো বাড়িয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ হারাম মাসে রোযাও রাখো এবং রোযাহীনও থাকো, হারাম মাসে রোযাও রাখো এবং রোযাহীনও থাকো। হারাম মাসে রোযাও রাখো এবং রোযা বর্জনও করো। একথা বলে তিনি তিনটি আঙ্গুল একত্র করে পরে ফাঁক করে দিলেন।

টীকা ঃ হারাম বা সম্মানিত মাস চারটি, যিল-কা'দাহ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব। এ মাসগুলোতে তিনটি করে রোযা রাখো। রমযান মাস পূর্ণ এবং অবশিষ্ট সাত মাসেও তিনটি করে রোযা রাখো। আঙ্গুল একত্র করার অর্থ হচ্ছে রোযা রাখার ইঙ্গিত এবং সেগুলো ফাঁক করার অর্থ হচ্ছে রোযাহীন থাকা (অনু.)।

بَابٌ فِيْ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ মুহাররম মাসের রোযা সম্পর্কে

٢٤٢٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَاِنَّ اَفْضَلَ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلاَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ شَهْرِ قَالَ رَمَضَانَ.

২৪২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযান মাসের পর আল্লাহ্‌র মাস মুহাররম-এর রোযাই সর্বোত্তম এবং ফরয নামাযের পর (নফলের মধ্যে) রাতে নামাযই সর্বোত্তম।

٢٤٣٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسٰى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِى ابْنَ حَكِيْمٍ قَالَ سَاَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ فَقَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يَصُوْمُ.

২৪৩০। উসমান ইবনে হাকীম (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবাইর (র)-কে রজব মাসের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নাগাড়ে রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি (হয়তো) এ মাসে রোযা বর্জন করবেন না। আবার (কোন মাসে) তিনি এক নাগাড়ে রোযাহীন কাটাতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি (বোধ হয়) আর রোযা রাখবেন না।

بَابٌ فِيْ صَوْمِ شَعْبَانَ

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ শা'বান মাসের রোযা সম্পর্কে

٢٤٣١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ اَحَبُّ الشُّهُوْرِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّصُوْمَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.

২৪৩১। আয়েশা (রা) বলেন, সমস্ত মাসগুলোর মধ্যে শা'বান মাসে অধিক রোযা রাখাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বেশি প্রিয় ছিলো? এমনকি তিনি এ মাসকে রোযা রাখতে রাখতে রমযানের সাথে যুক্ত করতেন।

بَابٌ فِيْ صَوْمِ شَوَّالَ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ শাওয়াল মাসের রোযা সম্পর্কে

٢٤٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ مُوْسٰى عَنْ هَارُوْنَ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ اَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ اِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِيْ يَلِيْهِ وَكُلَّ اَرْبِعَاءِ وَخَمِيْسٍ فَاِذًا اَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَافَقَهُ زَيْدٌ الْعُكْلِيُّ وَخَالَفَهُ اَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ مُسْلِمُ ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ.

২৪৩২। উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসলিম আল-কারশী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি অথবা তাঁকে সারা বছর রোযা রাখা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ অবশ্য তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে। সুতরাং তুমি রমযান মাস এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট মাসের (অর্থাৎ শা'বান) আর প্রত্যেক বুধ ও বৃহস্পতিবারের রোযাগুলো রাখো। তুমি তা করলে যেন সারা বছরই রোযা রাখলে।

بَابٌ فِيْ صَوْمِ سِتَّةِ اَيَّامٍ مِنْ شَوَّالَ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখা প্রসঙ্গে

٢٤٣٣- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ سُلَيْمٍ وَسَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِّنْ شَوَّالٍ فَكَاَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.

২৪৩৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে, সে যেন সারা বছর রোযা রাখলো।

بَابُ كَيْفَ كَانَ يَصُوْمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে রোযা রাখতেন

٢٤٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُوْلَ لاَ يَصُوْمُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ اِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِىْ شَهْرٍ اَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِىْ شَعْبَانَ.

২৪৩৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে রোযা রেখে যেতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি হয়তো রোযায় বিরতি দিবেন না। আবার কখনো তিনি রোযাহীন থাকতেন, এমনকি আমরা বলতাম, বোধ হয় তিনি আর সহসা রোযা রাখবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে কখনো পূর্ণমাস রোযা রাখতে দেখিনি, শা'বান মাস ব্যতীত। এতো অধিক (নফল) রোযা তাকে অন্য কোন মাসে রাখতে দেখিনি।

٢٤٣٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. زَادَ كَانَ يَصُوْمُهُ اِلاَّ قَلِيْلاً بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ.

২৪৩৫। আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের তাৎপর্যের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরো আছে, তিনি (শা'বান মাসে) খুব সামান্য রোযাই ভঙ্গ করতেন, বরং গোটা মাসই (শা'বানে) রোযা রাখতেন।

بَابٌ فِىْ صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ সোমবার এবং বৃহস্পতিবারের রোযা সম্পর্কে

٢٤٣٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِى الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مَوْلٰى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُوْنٍ عَنْ مَوْلٰى

أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ أُسَامَةَ اِلٰى وَادِى الْقُرٰى فِىْ طَلَبِ مَالٍ لَهُ فَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ لِمَا تَصُوْمُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ وَاَنْتَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ فَقَالَ اِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ وَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّ اَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا قَالَ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِى الْحَكَمِ.

২৪৩৬। উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-র মুক্তদাস থেকে বর্ণিত। তিনি উসামা (রা)-র সাথে তার কোন মালের খোঁজে ওয়াদিয়ুল কোরায় গমন করলেন। উসামা (রা) প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। তার মুক্তদাস তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখেন? অথচ আপনি অতি বৃদ্ধ লোক? তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ বান্দাহর আমলসমূহ সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর নিকট পেশ করা হয়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈ (র) ইয়াহ্ইয়া-উমার ইবনে আবুল হাকাম (র) সূত্রে এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِىْ صَوْمِ الْعَشْرِ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ দশ দিন রোযা রাখা

٢٤٣٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ اِمْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مَنْ كُلِّ شَهْرٍ اَوَّلَ اِثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيْسِ.

২৪৩৭। হুনায়দা ইবনে খালিদ (র) থেকে তার স্ত্রীর সূত্রে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ পর্যন্ত এবং আশূরার দিন, প্রতি মাসে তিনদিন অর্থাৎ মাসের প্রথম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।

টীকা ঃ মহানবী (সা) যিলহজ্জ মাসের শুরু থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখতেন, আর দশম তারিখ কুরবানী করতেন। অথবা তিনি যিলহজ্জ মাসে নয় দিন এবং মহররমের দশম দিনসহ মোট দশ দিন রোযা রাখতেন (অনু.)।

٢٤٣٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ يَعْنِىْ اَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ اِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ.

২৪৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের আমলের চাইতে অন্য কোন দিনের যে কোন নেক আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় নয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয় কি? তিনি বললেন ঃ না, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান-মালসহ (জিহাদে) বের হয়েছে এবং এর কোন একটিও নিয়ে ফিরে আসেনি (তার আমল স্বতন্ত্র)।

بَابٌ فِىْ فِطْرِ الْعَشْرِ

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ যিলহজ্জের দশ দিন রোযা না রাখা সম্পর্কে

٢٤٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ.

২৪৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো (যিলহজ্জের) দশ দিন রোযা রাখতে দেখিনি।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঐ রোযা রেখেছেন তখন হয়ত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। এও হতে পারে যে, তিনি পূর্ণ দশ দিন রোযা রাখতেন না, বরং নয় দিন রাখতেন। কেননা দশম দিন তো কুরবানী। আর ঐ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ (অনু.)।

بَابٌ فِىْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ আরাফাতের দিন আরাফাতের ময়দানে রোযা রাখা প্রসঙ্গে

٢٤٤٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيْلٍ عَنْ مَهْدِيٍّ

الْهَجَرِىُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ.

২৪৪০। ইকরিমা (র) বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-এর ঘরে তার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের দিন আরাফাতের ময়দানে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

٢٤٤١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِىْ صَوْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلٰى بَعِيْرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ.

২৪৪১। আল-হারিছ কন্যা উম্মুল ফাদল (রা) থেকে বর্ণিত। আরাফাতের দিন কিছু সংখ্যক লোক তার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখেছেন কিনা এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। তাদের কতক বললেন, তিনি রোযা রেখেছেন, আবার কতক বললেন, তিনি রোযা রাখেননি। অতএব আমি তাঁর খিদমতে এক পেয়ালা দুধ পাঠালাম, তখন তিনি আরাফাতে তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে অবস্থানরত ছিলেন। তিনি দুধটুকু পান করলেন।

بَابٌ فِىْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

অনুচ্ছেদ-৬৪ : আশূরার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে

٢٤٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيْضَةَ وَتُرِكَ عَاشُوْرَاءُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

২৪৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশূরা ছিল এমন একদিন, কুরাইশরা জাহিলী যুগে যেদিনে রোযা রাখতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জাহিলী যুগে এ দিন রোযা রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করে এ দিন রোযা রেখেছেন এবং লোকজনকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পরে যখন রমযানের রোযা ফরয হলো, তখন সেটিই ফরয হিসাবে বহাল হলো এবং আশূরার দিন রোযা রাখা (ফরয হিসেবে) বর্জন করা হলো। ফলে যার ইচ্ছা রোযা রাখতো এবং যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিতো।

٢٤٤٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَوْمًا نَصُوْمُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا يَوْمٌ مِنْ اَيَّامِ اللّٰهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

২৪৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশূরা ছিল এমন একদিন যেদিন আমরা জাহিলী যুগে রোযা রাখতাম। অতঃপর রমযান মাসের রোযা ফরয হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটি আল্লাহ্‌র দিনসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি দিন। অতএব যার ইচ্ছা রোযা রাখুক, আর যার ইচ্ছা রোযা না রাখুক।

٢٤٤٤- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ عَاشُوْرَاءَ فَسُئِلُوْا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا هُوَ الْيَوْمُ الَّذِىْ اَظْهَرَ اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُوْمُهُ تَعْظِيْمًا لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ اَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ.

২৪৪৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরত করে) মদীনায় পৌঁছে ইয়াহূদীদের আশূরার দিন রোযাদার পেলেন। এ সম্বন্ধে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা জবাব দিলো, এটি একটি মহান দিন, যেদিন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে ফেরাউনের উপর জয়যুক্ত করেছেন। সুতরাং এ মহান দিনের সম্মানার্থে আমরা রোযা রাখি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের তুলনায় আমরা মূসা (আ)-এর বেশি হকদার। অতঃপর তিনি ঐদিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُوْرَاءَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ
অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ বর্ণিত হয়েছে যে, আশূরা নবম দিন

٢٤٤٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ أَنَّ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ حِيْنَ صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَأَمَرَنَا بِصِيَامِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتّٰى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৪৪৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও আশূরার দিন রোযা রাখলেন এবং আমাদেরকেও উক্ত রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন, তখন লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ দিনটিকে তো ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা মহাসম্মান দিয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আগামী বছর এলে আমরা (আশূরার দিনসহ) নবম দিনও রোযা রাখবো। কিন্তু আগামী বছর না আসতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন।

٢٤٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ غَلَابٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ أَخْبَرَنِيْ حَاجِبُ ابْنُ عُمَرَ جَمِيْعًا الْمَعْنٰى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا فَقُلْتُ كَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ قَالَ كَذٰلِكَ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ.

২৪৪৬। আল-হাকাম ইবনুল আ'রাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট আসলাম। তিনি মসজিদুল হারামে তার চাদরে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। আমি আশূরার দিনের রোযা সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, যখন তুমি মুহাররমের প্রথম দিনের চাঁদ দেখবে, তখন থেকে তা গুনতে থাকো।

এভাবে যখন নবম দিন (শুরু) হবে তখন রোযা অবস্থায় ভোর করো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এভাবে রোযা রাখতেন? তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে রোযা রাখতেন।

بَابٌ فِيْ فَضْلِ صَوْمِهِ

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ আশূরার রোযার ফযীলাত

٢٤٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ اَسْلَمَ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هٰذاَ قَالُوْا لاَ قَالَ فَاَتِمُّوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِىْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ.

২৪৪৭। আবদুর রহমান ইবনে মাসলামা (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি তোমাদের (আশূরার) এই দিনটিতে রোযা রেখেছো? তারা বললো, না। তিনি বললেন ঃ দিনের অবশিষ্ট অংশটুকু পূর্ণ করো (কিছু পানাহার করো না) এবং এদিনের রোযাটি কাযা করে নাও। আবু দাউদ (র) বলেন, অর্থাৎ আশূরার দিন।

بَابٌ فِيْ صَوْمِ يَوْمٍ وَ فِطْرِ يَوْمٍ

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ এক দিন রোযা রাখা এবং এক দিন বিরতি দেয়া

٢٤٤٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَمُسَدَّدٌ وَالْاِخْبَارُ فِيْ حَدِيْثِ اَحْمَدَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًوا قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ اَوْسٍ سَمِعْتُ مِنْ عَبْدِ اللّٰه بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَاَحَبُّ الصَّلاَةِ اِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَهُ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يُفْطِرُ يَوْمًا وَيَصُوْمُ يَوْمًا.

২৪৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ দাউদ (আ)-এর রোযাই হলো আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়

এবং দাউদ (আ)-এর নামাযই হলো আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। তিনি রাতের অর্ধেক অংশ ঘুমাতেন এবং (মাঝখানে) এক-তৃতীয়াংশ (নফল নামাযে) দাঁড়াতেন। আবার এক-ষষ্ঠমাংশ (রাতের) ঘুমাতেন। আর তিনি একদিন রোযা রাখতেন না এবং এক দিন রাখতেন।

بَابٌ فِيْ صَوْمِ الثَّلاَثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখা

٢٤٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ اَنَسٍ اَخِيْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا اَنْ نَصُوْمَ الْبِيْضَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَةَ عَشْرَةَ. قَالَ وَقَالَ هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ.

২৪৪৯। ইবনে মিলহান আল-কায়সী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়ামে বীয অর্থাৎ চাঁদের তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা) বলেছেন ঃ এগুলো সারা বছর রোযা রাখার সমান ফযীলাতপূর্ণ।

٢٤٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ يَعْنِيْ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ.

২৪৫০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসের শুক্লপক্ষে তিনটি করে রোযা রাখতেন।

بَابُ مَنْ قَالَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ যিনি বলেন, (তিনটির দু'টি) সোম ও বৃহস্পতিবার

٢٤٥١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ وَالاِثْنَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ الاُخْرٰى.

২৪৫১। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন ঃ (প্রথম সপ্তাহে) সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে সোমবার।

٢٤٥٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِيْ اَنْ اَصُوْمَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ اَوَّلُهَا الاِثْنَيْنِ والْخَمِيسِ.

২৪৫২। হুনায়দা আল-খুযাঈ (র) থেকে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-র নিকট গিয়ে (নফল) রোযা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রতি মাসে তিন দিন (নফল) রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন ঃ প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার।

بَابُ مَنْ قَالَ لاَ يُبَالِيْ مِنْ اَىِّ شَهْرٍ

অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ যিনি বলেন, মাসের যে কোন তিন দিন রোযা রাখলেই চলে

٢٤٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ اَىِّ شَهْرٍ كَانَ يَصُوْمُ قَالَتْ مَا كَانَ يُبَالِيْ مِنْ اَىِّ اَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُوْمُ.

২৪৫৩। মু'আযাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, হাঁ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, মাসের কোন তিন দিন? তিনি বললেন, তিনি যে কোন তিন দিন রোযা রাখতে দ্বিধাবোধ করতেন না।

بَابُ النِّيَّةِ فِى الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ রোযার নিয়াত করা

٢٤٥٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنِ ابْنِ

شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَّمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ وَاِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ اَيْضًا جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ مِثْلَهُ وَاَوْقَفَهُ عَلٰى حَفْصَةَ مَعْمَرُ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُوْنُسُ الْاَيْلِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ.

২৪৫৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়াত করেনি তার জন্য রোযা নাই।

টীকা ঃ ইমাম মালেক (র)-সহ ক'জন সাহাবী বলেন, রাত অবশিষ্ট থাকতেই রোযার নিয়াত করা ওয়াজিব, চাই রোযা ফরয কিংবা নফল হোক। ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ ও আহমাদ (র) বলেন, নফল রোযার জন্য রাত থাকতে নিয়াত করা ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, দুপুরের পরে নিয়াত করলে রোযা দুরস্ত হবে না (অনু.)।

بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ রাত থাকতে (রোযার) নিয়াত না করলেও চলবে

٢٤٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَاِذَا قُلْنَا لاَ قَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ زَادَ وَكِيْعٌ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَحَبَسْنَاهُ لَكَ فَقَالَ اُدْنِيْهِ قَالَ طَلْحَةُ فَاَصْبَحَ صَائِمًا وَاَفْطَرَ.

২৪৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এসে বলতেন ঃ তোমাদের কাছে আহার করার মতো কিছু আছে কি? আমরা যদি বলতাম, না, তবে তিনি বলতেন ঃ আমি রোযা রাখলাম। একদিন তিনি (সা) আমাদের নিকট আসলে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে কিছু 'হাইস' উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। আমরা তা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ তা আমার কাছে নিয়ে এসো। অথচ তিনি ভোর করেছেন রোযা অবস্থায়, পরে তা খেয়ে রোযা ভাঙ্গলেন।

٢٤٥٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ هَانِىْءٍ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَت فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَن يَّسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُمُّ هَانِىْءٍ عَنْ يَّمِيْنِهِ قَالَتْ فَجَاءَتِ الْوَلِيْدَةُ بِاِنَاءٍ فِيْهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ اُمَّ هَانِىْءٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ اَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا اَكُنْتِ تَقْضِيْنَ شَيْئًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَلاَ يَضُرُّكِ اِنْ كَانَ تَطَوُّعًا.

২৪৫৬। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন ফাতিমা (রা) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাম পাশে এবং উম্মু হানী (রা) তাঁর ডান পাশে বসলেন। রাবী বলেন, এক দাসী এক পাত্র পানীয় এনে তাঁকে দিলো। তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন, অতঃপর উম্মু হানীর দিকে পাত্রটি এগিয়ে দিলেন এবং তিনি তা থেকে পান করলেন। উম্মু হানী (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যে এখন ইফতার করলাম, রোযা ভাঙ্গলাম। অথচ আমি রোযা রেখেছিলাম! তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এগুলো কাযা করার ইচ্ছা রাখো? তিনি বললেন, না। তিনি বললেন ঃ যদি এটা নফল (রোযা) হয়ে থাকে তাহলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

بَابُ مَنْ رَاٰى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ

অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ যিনি বলেছেন, নফল রোযা ভঙ্গ করলে কাযা করতে হয়

٢٤٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ زُمَيْلٍ مَوْلٰى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُهْدِىَ لِىْ وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَاَفْطَرْنَا ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهَا فَاَفْطَرْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَلَيْكُمَا صُوْمَا مَكَانَهُ يَوْمًا اٰخَرَ. قَالَ اَبُوْ سَعِيْدِ بْنُ الْاَعْرَابِىِّ هٰذَا الْحَدِيْثُ لاَ يَثْبُتُ.

২৪৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ও হাফসা (রা)-কে কিছু খাদ্যদ্রব্য উপঢৌকন দেয়া হলো। আমরা উভয়ে ছিলাম রোযাদার। আমরা রোযা ভেঙ্গে

ফেললাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলে আমরা তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছিল। তার প্রতি আমাদের লোভ হওয়ায় আমরা তা খেয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই, তবে সেটার পরিবর্তে অন্য দিন আর একটি রোযা রাখা তোমাদের কর্তব্য। আবু সাঈদ ইবনুল আ'রাবী (র) বলেন, হাদীসটি প্রমাণিত নয়।

টীকা ঃ নফল রোযা আরম্ভ করে পরে কোন কারণে ভেঙ্গে ফেললে তা কাযা করা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ওয়াজিব (অনু.)।

بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُوْمُ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী নফল রোযা রাখলে

٢٤٥٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَصُوْمُ امْرَاَةٌ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنُ فِىْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ.

২৪৫৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার সম্মতি ব্যতীত স্ত্রী রমযান মাসের রোযা ছাড়া নফল রোযা রাখবে না এবং তার উপস্থিতিতে তার সম্মতি ব্যতীত অন্য কোন লোককে তার ঘরে আসার অনুমতি দিবে না।

٢٤٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ زَوْجِىْ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِىْ اِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِىْ اِذَا صُمْتُ وَلاَ يُصَلِّىْ صَلاَةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِىْ اِذَا صَلَّيْتُ فَاِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُوْرَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا قَالَ فَقَالَ لَوْ كَانَتْ سُوْرَةً وَّاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ. وَاَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِىْ فَاِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُوْمُ وَاَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلاَ اَصْبِرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ لاَ تَصُوْمُ

امْرَأَةٌ اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا. وَاَمَّا قَوْلُهَا اِنِّىْ لاَ اُصَلِّىْ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَاِنَّا اَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ فَاِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ اَوْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ.

২৪৫৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো, তখন আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল যখন আমি নামায পড়ি আমাকে মারধর করে। আমি রোযা রাখলে সে আমাকে রোযা ভংগ করতে বাধ্য করে এবং সূর্য উঠার পূর্বে সে ফজরের নামায পড়ে না। বর্ণনাকারী বলেন, সাফওয়ানও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সুতরাং তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করেছে এ ব্যাপারে তিনি (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার অভিযোগ, 'আমি যখন নামায পড়ি তখন সে আমাকে মারধর করে', তা এজন্য যে, সে এমন দু'টি দীর্ঘ সূরা দ্বারা নামায পড়ে যা পড়তে আমি তাকে নিষেধ করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন ঃ (সূরা ফাতিহার পর) সংক্ষিপ্ত একটি সূরাই লোকদের (নামাযের) জন্য যথেষ্ট। আর তার অভিযোগ, 'আমাকে রোযা ভংগ করতে বাধ্য করে', তা এজন্য যে, সে প্রায়ই (নফল) রোযা রাখে। অথচ আমি একজন যুবক পুরুষ, (দিনের বেলা সঙ্গম না করে) ধৈর্যধারণ করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিনই বললেন ঃ কোন নারী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত (নফল) রোযা রাখবে না। আর তার অভিযোগ, 'সূর্য উঠার পূর্বে আমি (ফজরের) নামায পড়ি না', কেননা আমার পরিবারের লোকেরা সর্বদা কাজকর্মে (পানি সরবরাহে) ব্যস্ত থাকে। তাই সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে আমরা ঘুম থেকে জাগতে পারি না। তার কথা শুনে তিনি বললেন ঃ যখনই তুমি জাগ্রত হবে তখনই নামায পড়ে নিবে।

بَابٌ فِى الصَّائِمِ يُدْعٰى اِلٰى وَلِيْمَةٍ

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ রোযাদারকে বিবাহভোজের দাওয়াত দেয়া হলে

٢٤٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ للّٰه بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَالَ هِشَامٌ وَالصَّلاَةُ الدُّعَاءُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ اَيْضًا عَنْ هِشَامٍ.

২৪৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাউকে আহারের দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন তাতে অংশগ্রহণ করে। সে রোযাহীন হলে যেন খাবার খায়, আর রোযাদার হলে যেন তাদের জন্য দু'আ করে। হিশাম (র) বলেন, এখানে صلاة অর্থ দু'আ। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি হাফ্স ইবনে গিয়াসও হিশামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الصَّائِمُ اِذَا دُعِيَ اِلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ আহার গ্রহণের আহ্বান জানানো হলে রোযাদার যা বলবে

٢٤٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلٰى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ اِنِّيْ صَائِمٌ.

২৪৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন রোযাদার ব্যক্তিকে খাদ্য গ্রহণের আহ্বান জানানো হলে সে যেন বলে, নিশ্চয়ই আমি রোযাদার।

بَابُ الْاِعْتِكَافِ

অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ ই'তিকাফ সম্পর্কে

٢٤٦٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

২৪৬২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন আল্লাহ তাঁকে মৃত্যুদান না করা পর্যন্ত, তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণও।

٢٤٦٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ فِيْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً.

২৪৬৩। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। এক বছর তিনি (কোন কারণে) ই'তিকাফ করতে না পারায় পরবর্তী বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেন।

٢٤٦٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَالَتْ وَانَّهُ اَرَادَ مَرَّةً اَنْ يَّعْتَكِفَ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَتْ فَاَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ اَمَرْتُ بِبِنَائِيْ فَضُرِبَ قَالَتْ وَاَمَرَ غَيْرِىْ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ اِلَى الْاَبْنِيَةِ فَقَالَ مَا هٰذِهِ الْبِرَّ تُرِدْنَ قَالَتْ فَاَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ وَاَمَرَ اَزْوَاجُهُ بِاَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ ثُمَّ اَخَّرَ الْاِعْتِكَافَ اِلَى الْعَشْرِ الْاُوَلِ تَعْنِىْ مِنْ شَوَّالَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ اِسْحَاقَ وَالْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ نَحْوَهُ وَرَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ مِنْ شَوَّالٍ.

২৪৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা ই'তিকাফে বসার সংকল্প করলে, ফজরের নামায পড়ার পর তাঁর ই'তিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। তিনি বলেন, একবার তিনি রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করার মনস্থ করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলে তা করা হলো। আমি তা দেখে আমার জন্য একটি তাঁবু খাটানোর আদেশ দিলে তা খাটানো হলো। তিনি বলেন, আমি ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপরাপর স্ত্রীও অনুরূপ তাঁবু খাটানোর আদেশ দিলে তাদের জন্যও তা খাটানো হলো। অতঃপর তিনি (সা) ফজরের নামাযের পর তাঁবুগুলোর দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলেন ঃ এগুলো কি? তারা কি নেকী হাসিল করতে চায়? আয়েশা (রা) বলেন, তিনি নির্দেশ দিলে তাঁর তাঁবু ভেঙ্গে ফেলা হলো এবং তাঁর স্ত্রীগণও হুকুম দিলে তাঁদের তাঁবুগুলোও ভেঙ্গে ফেলা হলো। অতঃপর তিনি শাওয়াল মাসের প্রথম দশক পর্যন্ত ই'তিকাফ পিছিয়ে দিলেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে ইসহাক ও আল-আওযাঈ (র) হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম মালেক (র) ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি (সা) শাওয়াল মাসে বিশ দিন ই'তিকাফ করেছেন।

بَابُ اَيْنَ يَكُوْنُ الْاِعْتِكَافُ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ কোথায় ই'তিকাফ করবে

٢٤٦٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ اَنَّ نَافِعًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ اَرَانِي عَبْدُ اللّٰهِ الْمَكَانَ الَّذِيْ كَانَ يَعْتَكِفُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْجِدِ.

২৪৬৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। নাফে' (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের যে জায়গায় ই'তিকাফ করতেন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সেই স্থানটি আমাকে দেখিয়েছেন।

٢٤٦٦- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ حَسِيْنٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ كُلَّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا.

২৪৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রমযান মাসে দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি ইনতিকাল করেন সেই বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেছেন।

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ ই'তিকাফকারী তার প্রয়োজনে নিজ ঘরে প্রবেশ করতে পারে

٢٤٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِيْ اِلَيَّ رَأْسَهُ فَاُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلاَّ لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ.

২৪৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফরত অবস্থায় তাঁর মাথাটি আমার দিকে এগিয়ে দিতেন। আর

আমি তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম এবং তিনি মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না।

টীকা ঃ ই'তিকাফকারী পেশাব, পায়খানা ইত্যাদি মানবীয় প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হতে বা ঘরে যেতে পারে। কিন্তু তা ব্যতীত পানাহার, জানাযা, দাফন-কাফন, রোগীর সাথে সাক্ষাত, জুমু'আর নামায ইত্যাদি উদ্দেশে মসজিদ থেকে বের হলে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যায়। তবে উযু কিংবা গোসলের জন্যে বের হলে কোন ক্ষতি নেই (অনু.)।

٢٤٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يُتَابِعْ اَحَدٌ مَالِكًا عَلٰى عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ.

২৪৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইউনুস (র) যুহরী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে উরওয়া ও আমরার বর্ণনার উপর কেউই ইমাম মালেকের অনুসরণ করেননি এবং মা'মার, যিয়াদ ইবনে সা'দ প্রমুখ যুহরীর উদ্ধৃতি দিয়ে উরওয়া থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٤٦٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَيُنَاوِلُنِيْ رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ فَاَغْسِلُ رَأْسَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ فَاُرَجِّلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ.

২৪৬৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাঁর ঘরের ফাঁক দিয়ে তাঁর মাথা আমার দিকে এগিয়ে দিতেন। আর আমি ঋতুগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর মাথাটি ধুয়ে দিতাম এবং চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে দিতাম।

٢٤٧٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوْيَه الْمَرْوَازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَاَتَيْتُهُ اُزُوْرُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِيْ لِيَقْلِبَنِيْ وَكَانَ مَسْكَنُهَا

فِيْ دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رِسْلِكُمَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيْتُ اَنْ يَّقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا اَوْ قَالَ شَرًّا.

২৪৭০। সাফিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে) ই'তিকাফরত থাকাকালে আমি এক রাতে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য তাঁর কাছে এলাম। কিছুক্ষণ তাঁর সাথে কথাবার্তা বলার পর আমি ঘরে ফেরার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালে তিনিও আমাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য উঠলেন। তার (সাফিয়্যার) বাসস্থান ছিলো উসামা ইবনে যায়েদের ঘরের সাথে। দু'জন আনসারী ব্যক্তি সেখান দিয়ে যেতে যেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেয়ে দ্রুত চলে যেতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যাও। এ মহিলাটি হুয়াইর কন্যা সাফিয়্যা। তারা উভয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন ঃ শয়তান মানুষের শিরায়-উপশিরায় গমন করে রক্তপ্রবাহের ন্যায়। তাই আমার আশঙ্কা হলো, সে তোমাদের অন্তরে কোন কুধারণা বা খারাপ কিছুর উদ্রেক করে দেয় কিনা।

٢٤٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا قَالَتْ حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ الَّذِيْ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ وَسَاقَ مَعْنَاهُ.

২৪৭১। আয-যুহরী (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। সাফিয়্যা (রা) বলেন, তিনি যখন উম্মু সালামা (রা)-র দরজার নিকটস্থ মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌছলেন তখন তাঁদের পাশ দিয়ে দু'জন লোক অতিক্রম করলো। এরপর রাবী অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করলেন।

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ

অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ ই'তিকাফরত ব্যক্তির রোগীর সাথে দেখা-সাক্ষাত

٢٤٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النُّفَيْلِيُّ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْمَرِيْضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلاَ يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ. وَقَالَ ابْنُ عِيْسٰى قَالَتْ اِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ.

২৪৭২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফরত অবস্থায় রোগীর নিকট গমন করতেন এবং স্বাভাবিকভাবে তাকে কেবল দেখে চলে যেতেন, সেখানে (থেমে) তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতেন না। আর ইবনে ঈসা (র)-এর বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফরত অবস্থায় রোগীকে দেখতে যেতেন।

টীকা ঃ মানবীয় প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হলে আসা-যাওয়ার পথে রোগীকে দেখা জায়েয (অনু.)।

٢٤٧٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتِ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اَنْ لاَّ يَعُوْدَ مَرِيْضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَّلاَ يَمَسَّ امْرَاَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ اِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَلاَ اعْتِكَافَ اِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اعْتِكَافَ اِلاَّ فِيْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ لاَ يَقُوْلُ فِيْهِ قَالَتِ السُّنَّةُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ.

২৪৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ই'তিকাফরত ব্যক্তির জন্য সুন্নাত নিয়ম হলো ঃ সে কোন রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে সংগম করবে না এবং অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে যেতে পারবে না, রোযা ছাড়া ই'তিকাফ করবে না এবং জামে মসজিদেই ই'তিকাফ করবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, 'উল্লিখিত বিষয়গুলোকে আয়েশা (রা) সুন্নাত বলেছেন' একথাটি আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক ছাড়া অন্য কেউ বলেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, তিনি এটাকে আয়েশা (রা)-র নিজস্ব বক্তব্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

٢٤٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَيْهِ اَنْ يَّعْتَكِفَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً اَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَسَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِعْتَكِفْ وَصُمْ.

২৪৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) জাহিলী যুগে মানত করেছিলেন যে, তিনি এক রাত অথবা এক দিন কা'বা ঘরের চত্বরে ই'তিকাফ করবেন। তিনি এ সম্বন্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ রোযা রাখো এবং ই'তিকাফ করো।

٢٤٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبَانَ بْنِ صَالِحٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْعَنْكَرِيَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُدَيْلٍ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ مُعْتَكِفٌ اِذْ كَبَّرَ النَّاسُ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عَبْدَ اللّٰهِ. قَالَ سَبْيُ هَوَازِنَ اَعْتَقَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَتِلْكَ الْجَارِيَةُ فَاَرْسِلْهَا مَعَهُمْ.

২৪৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে বুদাইল (র) থেকে উক্ত সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। একদা উমার (রা) ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় মসজিদের বাইরে লোকদের তাকবীর ধ্বনি শুনে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুল্লাহ! এটা কিসের শব্দ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাওয়াযিন গোত্রের কয়েদীদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন, এটা তাদের সেই ধ্বনি'। তিনি বললেন, এ দাসীটিকেও তুমি এদের সাথে মুক্ত করে দাও।

بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ রক্তপ্রদরে আক্রান্ত নারীর ই'তিকাফ

٢٤٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاَةٌ مِّنْ اَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّيْ.

২৪৭৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর স্ত্রীদের একজন ই'তিকাফ করেছিলেন। তিনি স্রাবের রক্তের রং হলুদ ও লাল দেখতেন। সুতরাং আমরা কখনো তার (দুই পায়ের মাঝখানে) একটি পাত্র রেখে দিতাম (যাতে রক্ত মাটিতে পড়তে না পারে)। এ অবস্থায় তিনি নামায পড়তেন।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

সুনান আবু দাউদ ৩য় খণ্ডের প্রয়োজনীয় বরাতসমূহ

সুনান আবু দাউদের হাদীসসমূহ সিহাহ সিত্তার অন্যান্য যেসব কিতাবে উক্ত হয়েছে তা পাঠক ও গবেষকদের সহজ উপায়ে জানার জন্য নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। বিশেষ করে এতে গবেষকগণের শ্রম সাশ্রয় হবে। ক্রমিক নম্বরসমূহ তৃতীয় খণ্ডের হাদীসসমূহেরই ক্রমিক নম্বর। হাদীসের যে ক্রমিক নম্বরটি উক্ত হয়নি সেই হাদীসখানা কেবল ইমাম আবু দাউদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা অন্যান্য কিতাবে হয় একই সাহাবীর সূত্রে অথবা অন্য সাহাবীর সূত্রে, হুবহু একই শব্দে অথবা মূল পাঠের কিছুটা বিভিন্নতায়, সংক্ষেপ অথবা বিস্তারিত আকারে অথবা অংশবিশেষ বর্ণিত আছে (সম্পাদক)।

১৭২১। নাসাঈ ও ইবনে মাজা, নং ২৮৮৬; মুসলিম (আবু হুরায়রা)।

১৭২৩। বুখারী, তাকসীরুস সালাত; ইবনে মাজা, মানাসিক, নং ২৮৯৯; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৩৯।

১৭২৪। মুসলিম, হজ্জ, নং ৪২১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৮৯৯; বুখারী (অনুরূপ)।

১৭২৬। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৪০, বাব সাফারিল মারআতি মাআ মাহ্‌রাম; তিরমিযী, রিদা, বাব কারাহিয়াতি আন-ইউসাফিরাল-মারআতু ওয়াহ্‌দাহা, নং ১১৬৯; ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ২৮৯৮; বুখারী (আবু সাঈদ, অনুরূপ), নং ৩৭৯, কিতাব জাযাইস-সায়দি, বাব হাজ্জিন-নিসা।

১৭২৭। বুখারী, মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৩৮।

১৭৩০। বুখারী, হজ্জ, বাব ওয়া তাযাওয়াদূ; মুসলিম, নাসাঈ।

১৭৩২। মুসনাদ আহমাদ, ১৯৭৩-৪; মুসতাদরাক হাকেম, ১/৪৪৮; বায়হাকীর সুনান আল-কুবারা, ৪খ, ৩৩৯-৪০।

১৭৩৬। মুসলিম, হজ্জ, হাজ্জিস-সাবিয়্যি, নং ১৩৩৬; মুসনাদ আহমাদ, নং ১৮৯৮, ৩১৮৭।

১৭৩৭। বুখারী, হজ্জ, মীকাত আহলিল মাদীনা; মুসলিম, ঐ, মাওয়াকীত, নং ১১৮২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯১৪; নাসাঈ, ঐ, মীকাত আহলিল মাদীনা।

১৭৩৮। বুখারী, হজ্জ, মুহিল্লু আহলিস-শাম; মুসলিম, ঐ, মাওয়াকীত, নং ১১৮১; নাসাঈ, ঐ, মীকাত আহলিল ইয়ামান।

১৭৩৯। নাসাঈ, হজ্জ, মীকাত আহলিল ইরাক; মুসলিম, নং ১৩৮৩।

১৭৪০। তিরমিযী, হজ্জ, বাবুল-মাওয়াকীত, নং ৮৩২; মুসনাদ আহমাদ, নং ৩২০৫।

১৭৪১। ইবনে মাজা, হজ্জ, মান আহাল্লা বিউমরাহ, নং ৩০০১-২।

১৭৪২। নাসাঈ।

১৭৪৩। মুসলিম, হজ্জ, ইহরামিন নুফাসা, নং ১২০৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯১১।

১৭৪৪। তিরমিযী, হজ্জ, মা তাকদিল হায়েয, নং ৯৪৫।

১৭৪৫। বুখারী, মুসলিম, হজ্জ, আত-তীব লিলমুহরিম, নং ১১৮৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৯১৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯২৬; নাসাঈ।

১৭৪৬। বুখারী, মুসলিম, নং ১১৯০; নাসাঈ।

১৭৪৭। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ৩০৪৭।

১৭৫০। নাসাঈ, ইবনে মাজা, আদাহী, নং ৩১৩৫।

১৭৫১। নাসাঈ, ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ৩১৩৩।

১৭৫২। মুসলিম, হজ্জ, তাকলীদুল হাদয়ি, নং ১২৪৩; নাসাঈ, ঐ, আয়্যুশ-শিককায়নি ইউশআরু, নং ২৭৭৫।

১৭৫৪। বুখারী, হজ্জ, ইশআরুল-বুদন; নাসাঈ, ঐ, নং ২৭৭২-৩।

১৭৫৫। বুখারী, হজ্জ, তাকলীদুল গানাম; মুসলিম, ঐ, নং ১৩২১; নাসাঈ, ঐ, নং ২৭৮৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৯৬।

১৭৫৭। বুখারী, হজ্জ, বাব ১০৬; মুসলিম, ঐ, নং ২৭৯৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৯৫।

১৭৫৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১৭৫৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১৭৬০। বুখারী, হজ্জ, বাব ১০৩; মুসলিম, ঐ, নং ১৩২২; নাসাঈ, ঐ, নং ২৮০১।

১৭৬১। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩২৪; নাসাঈ, ঐ, বাব ৭৬, নং ২৮০৪।

১৭৬২। তিরমিযী, নং ৯১০; ইবনে মাজা, ৩১০৬; নাসাঈ।

১৭৬৩। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩২৫; নাসাঈ, আহমাদ, নং ১৮৬৯, ২১৮৯ ও ২৫১৮।

১৭৬৫। নাসাঈ।

১৭৬৮। বুখারী, হজ্জ, নাহরিল বুদনি কাইমাহ; মুসলিম, নাহরিল বুদনি, নং ১৩২০; নাসাঈ।

১৭৬৯। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১৩১৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৯৯; নাসাঈ।

১৭৭০। মুসনাদ আহমাদ, নং ২৩৫৮।

১৭৭১। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১১৮৬; তিরমিযী, নং ৮১৮; ইবনে মাজা, নং ২৯১৬; নাসাঈ, হজ্জ, বাব ২৪, নং ২৬৬১-২।

১৭৭২। বুখারী (সংক্ষেপ ও বিস্তারিত), তাহারাত, লিবাস, হজ্জ; মুসলিম, হজ্জ, নং ১১৮৭; নাসাঈ, তাহারাত, নং ১১৭, যীনাত ও হজ্জ; ইবনে মাজা, লিবাস, নং ৩৬২৬, হজ্জ; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক; তিরমিযী, শামাঈল, নং ৭৪; হজ্জ (সংক্ষেপ), নং ৯৫৯।

১৭৭৩। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ (সংক্ষেপিত)।

১৭৭৪। নাসাঈ, হজ্জ, বাব ২৫, নং ২৬৬৩।

১৭৭৬। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২০৮; তিরমিযী, বাবুল ইশতিরাত, নং ৯৪১; ইবনে মাজা, হজ্জ, শারত ফিল হজ্জ, নং ২৯৩৬; নাসাঈ, হজ্জ, বাব ৫৯, নং ২৭৬৬; বুখারী-মুসলিম-নাসাঈ (আয়েশা)।

১৭৭৭। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২২; তিরমিযী, নং ৮০২; ইবনে মাজা, নং ২৯৬৪; নাসাঈ, হজ্জ, বাব ৪৮, নং ২৭১৬।

১৭৭৮। বুখারী, হজ্জ, কাইফা তুহিল্লুল হাইদ; মুসলিম, ঐ, বাব উজূহিল ইহরাম, নং ১২১১; নাসাঈ, ঐ, নং ২৭৬৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৬৩।

১৭৭৯। বুখারী (বিস্তারিত), হজ্জ, কাইফা তুহিল্লুল হাইদ; মুসলিম, ঐ, নং ১২১১; নাসাঈ, নং ২৭৬৫; ইবনে মাজা (বিস্তারিত), নং ৩০০০।

১৭৮১। পূর্বোক্ত বরাত।

১৭৮২। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১১৯; নাসাঈ, ঐ, নং ২৮৬৪।

১৭৮৩। বুখারী, হজ্জ, বাবুত-তামাত্তু' ... ; মুসলিম, ঐ, নং ১১২; নাসাঈ, নং ২৭৬৫।

১৭৮৪। বুখারী (অনুরূপ), বাব উমরাতিত-তানঈম।

১৭৮৫। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২১৩; নাসাঈ, ঐ, নং ২৭৬৪।

১৭৮৭। বুখারী, মুসলিম, হজ্জ, নং ১৪১; নাসাঈ, ঐ, নং ২৮০৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৮০।

১৭৮৮। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা (সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত, অনুরূপ)।

১৭৮৯। বুখারী, হজ্জ, বাব তাকদিল, হায়েয আল-মানাসিক।

১৭৯০। মুসলিম, নং ১২৪১; নাসাঈ, নং ২৮১৭।

১৭৯৪। নাসাঈ (সংক্ষেপ), হজ্জ, বাব ৫০, নং ২৭৩৮।

১৭৯৫। মুসলিম (সংক্ষেপ ও বিস্তারিত), হজ্জ, নং ১২৫১; নাসাঈ, ঐ, নং ২৭৩০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯১৭, ২৯৬৮-৯।

১৭৯৬। বুখারী (অনুরূপ), হজ্জ, বাব মান বাতা বিযিল-হুলায়ফা।

১৭৯৭। নাসাঈ, হজ্জ, বাব ৫২, নং ২৭৪৬;।

১৭৯৮। নাসাঈ, হজ্জ, বাব ৪৯, নং ২৭২০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৭০।

১৭৯৯। মুসনাদ আহমাদ।

১৮০০। বুখারী, হজ্জ, বাব আল-'আকীক; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৭৬; আহমাদ।

১৮০২। বুখারী, হজ্জ, বাব ১২৫; মুসলিম, ঐ, বাব ৩৩, নং ১২৪৬; নাসাঈ, ঐ, বাব ১৮২, নং ২৯৯০।

১৮০৩। নাসাঈ, হজ্জ, বাব ১৮২, নং ২৯৯১।

১৮০৪। মুসলিম, হজ্জ, বাব ৩০, নং ১২৩৯; নাসাঈ, ঐ, বাব ৭৭, নং ২৮১৬।

১৮০৫। বুখারী, হজ্জ, বাব মান সাকাল-বুদন, নং ১০৪; মুসলিম, হজ্জ, বাব ২৪, নং ১২২৭; নাসাঈ, ঐ, বাব ৫০, নং ২৭৩৩।

১৮০৬। বুখারী, হজ্জ, বাব ১২৫; মুসলিম, ঐ, নং ১২২৯; নাসাঈ, ঐ, বাব ৪০, নং ২৬৮৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৪৬।

১৮০৭। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২২৪; নাসাঈ, ঐ, বাব ৭৭, নং ২৮১২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৮৫।

১৮০৮। নাসাঈ, নং ২৮০৯; ইবনে মাজা, নং ২৯৮৪।

১৮০৯। বুখারী, হজ্জ, বাব ১; মুসলিম, ঐ, নং ১৩৩৪; নাসাঈ, ঐ, বাব ৯, নং ২৬৩৬; ইবনে মাজা, নং ২৯০৯; তিরমিযী, নং ৯২৮।

১৮১০। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯৩০; নাসাঈ, ঐ, বাব ১০, নং ৩৬৩৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯০৬।

১৮১১। ইবনে মাজা, হজ্জ, বাবুল-হাজ্জি আনিল মায়্যিত, নং ২৯০৩।

১৮১২। বুখারী, হজ্জ, বাব ২৫; মুসলিম, ঐ, বাব ৩, নং ১১৮৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৮২৫; নাসাঈ, ঐ, বাব ৫৪, নং ২৭৪৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯১৮।

১৮১৩। ইবনে মাজা, হজ্জ, বাবুত-তালবিয়া, নং ২৯১৯।

১৮১৪। তিরমিযী, হজ্জ, বাব রাফইস-সাওত বিত-তালবিয়া, নং ৮২৯; নাসাঈ, ঐ, বাব ৫৫, নং ২৭৫৪; ইবনে মাজা, নং ২৯২২।

১৮১৫। বুখারী, হজ্জ, বাব ১০১; মুসলিম, ঐ, বাব ৪৫, নং ১২৮০; নাসাঈ ঐ, বাব ২২৭, নং ৩০৮১; ইবনে মাজা, ঐ, বাব ৬৯, নং ৩০৪০; তিরমিযী, ঐ, বাব ৭৮, নং ৯১৮।

১৮১৬। মুসলিম (অনুরূপ), হজ্জ, বাব ৪৬, নং ১২৮৪।

১৮১৭। তিরমিযী, হজ্জ, বাব ৭৯, নং ৯১৯।

১৮১৮। ইবনে মাজা, হজ্জ, বাব ২১, নং ২৯৩৩।

১৮২০-১৮২২। বুখারী, হজ্জ, বাব ১৭; মুসলিম, ঐ, বাব ১, নং ১১৮০; নাসাঈ, ঐ, বাব ৪৪, নং ২৭১০; তিরমিযী, ঐ, বাব ২০, নং ৮৩৫।

১৮২৩-১৮২৪। বুখারী, হজ্জ, বাব ২০; নাসাঈ, ঐ, বাব ৩৫, নং ২৬৭৭; মুসলিম, ঐ, বাব ১, নং ১১৭৭ (অনুরূপ)।

১৮২৫-১৮২৬। বুখারী, তিরমিযী, নং ৮৩৩; নাসাঈ, নং ২৬৮২।

১৮২৮। বুখারী, হজ্জ, বাব ২০; নাসাঈ (অনুরূপ ও পূর্ণাঙ্গ), বাব ৩৪, নং ২৬৭৫।

১৮২৯। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, বাব ১, নং ১১৭৮; ইবনে মাজা (অনুরূপ), নং ২৯৩১; নাসাঈ, ঐ, বাব ৩২, নং ২৬৭২; তিরমিযী, ঐ, বাব ১৯, নং ৮৩৪।

১৮৩২। বুখারী (পূর্ণাঙ্গ), আস-সুলহি, হজ্জ, জিহাদ, মাগাযী; মুসলিম, জিহাদ, নং ১৮৭৩।

১৮৩৩। ইবনে মাজা, হজ্জ, বাব ২৩, নং ২৯৩৫।

১৮৩৪। মুসলিম, হজ্জ, বাব ২১৯, নং ৩০৬২; নাসাঈ, ঐ, বাব ৫১, নং ১২৯৮।

১৮৩৫। বুখারী, হজ্জ, তিব্ব; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২০৩; তিরমিযী, নং ৮৩৯; নাসাঈ, বাব ৯২, নং ২৮৪৮; ইবনে মাজা, নং ৩০৮১; দারিমী, মুসনাদ আহমাদ।

১৮৩৬। বুখারী ও নাসাঈ।

১৮৩৭। নাসাঈ, নং ২৮৫২; তিরমিযী, বুয়ূ, বাব ৪৮, নং ১২৭৮।

১৮৩৮। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২০৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৫২; নাসাঈ, ঐ, বাব ৪৫, নং ২৭১২।

১৮৪০। বুখারী, হজ্জ, বাব ইগতিসাল লিল-মুহরিম; মুসলিম, ঐ, নং ১২০৫; নাসাঈ, ঐ, বাব ২৭, নং ২৬৬৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৩৪; আহমাদ, ৫খ, পৃ. ৪১৮।

১৮৪১। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪০৯; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৪০; নাসাঈ, বাব ৯১, নং ২৮৪৫; ইবনে মাজা, নিকাহ, বাব ৪৫, নং ১৯৬৬।

১৮৪৩। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪১১; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৪৫; মুসনাদ আহমাদ, ৬খ, পৃ, ৩৩৩ ও ৩৩৫।

১৮৪৪। বুখারী, হজ্জ, মাগাযী, নিকাহ; মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪১০; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৪২; নাসাঈ, ঐ, বাব ৯০, নং ২৮৪৩-৪; ইবনে মাজা, ঐ, বাব ৪৫, নং ১৯৬৫।

১৮৪৬। মুসলিম, হজ্জ, নং ১১৯৯; নাসাঈ, ঐ, বাব ৮২, নং ২৮৩১; বুখারী, হজ্জ, বাব মা ইয়াকতুলুল-মুহরিম; মুসলিম, নং ১২০০।

১৮৪৮। তিরমিযী, হজ্জ, বাব মা ইয়াকতুলুল-মুহরিম, নং ৮৩৮; ইবনে মাজা, ঐ, বাব ঐ, নং ৩০৮৯।

১৮৪৯। মুসনাদ আহমাদ (বিস্তারিত), নং ৭৮৩-৪, ৮১৪।

১৮৫০। মুসলিম, হজ্জ, নং ১১৯৫; নাসাঈ, ঐ, বাব ৭৯, নং ২৮২৩।

১৮৫১। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৪৬; নাসাঈ, ঐ, বাব ৮১, নং ২৮৩০।

১৮৫২। বুখারী, হজ্জ, হিবা, জিহাদ, মাগাযী, আতইমা, যাবাইহ; মুসলিম, হজ্জ, নং ১১৯৬; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সায়দ; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৪৭; নাসাঈ, ঐ, বাব ৭৮, নং ২৮১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৯৩।

১৮৫৬। বুখারী, হজ্জ, মাগাযী, তাফসীর, তিব্ব, আয়মান; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২০১; মুওয়াত্তা মালেক, ঐ; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৫৩; নাসাঈ, ঐ, বাব ৯৬, নং ২৮৫৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৭৯।

১৮৬২-১৮৬৩। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯৪০; নাসাঈ, ঐ, নং ২৮৬৩; ইবনে মাজা, ঐ, বাব ৮৫, নং ৩০৭৭।

১৮৬৫। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১২৫৯; মুওয়াত্তা, ঐ; নাসাঈ, ঐ, নং ২৮৬৫।

১৮৬৬। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা, নং ২৯৪০।

১৮৬৭। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১২৫৭।

১৮৬৮। বুখারী, হজ্জ, মাগাযী; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৫৮; তিরমিযী, ঐ, ৮৫৩; নাসাঈ।

১৮৭০। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৫৫; নাসাঈ, ঐ, বাব ১২২, নং ২৮৯৮ (অনুরূপ)।

১৮৭১-১৮৭২। মুসলিম (অনুরূপ), ফাতহি মাক্কা, নং ১৭৮০, জিহাদ।

১৮৭৩। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১২৭০; মুওয়াত্তা মালেক, ঐ; তিরমিযী, ঐ, নং ৮৬০; নাসাঈ, ঐ, বাব ১৪৭, নং ২৯৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৪৩; দারিমী, ঐ; মুসনাদ আহমাদ, ১খ, পৃ. ২১, ২৬, ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৪৬, ৫১, ৫৩-৪।

১৮৭৪। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, বাব ১৫৬, নং ২৯৫২; ইবনে মাজা, নং ২৯৪৬।

১৮৭৫। বুখারী, হজ্জ, ফাদলি মাক্কা; মুসলিম, ঐ, নং ১৩৩৩।

১৮৭৬। নাসাঈ, হজ্জ, বাব ১৫৫, নং ২৯৫০।

১৮৭৭। বুখারী, হজ্জ, তালাক; মুসলিম, ঐ, নং ১২৭২; নাসাঈ, ঐ, নং ২৯৫৭; তিরমিযী, ঐ, নং ৮৬৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৪৮; মুসনাদ আহমাদ, ১খ, পৃ. ২১৪, ২৩৭, ২৪৮, ৩০৪।

১৮৭৮। ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ২৯৪৭।

১৮৭৯। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৬৫ ও ১২৭৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৪৯।

১৮৮০। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৭৩; নাসাঈ, ঐ, নং ২৯৭৮।

১৮৮২। বুখারী, হজ্জ, মাসাজিদ, তাফসীর সূরা আত-তূর; মুসলিম, হজ্জ নং ১২৭৬; নাসাঈ, ঐ, ২৯২৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৬১; মুওয়াত্তা মালেক, হজ্জ।

১২৮৩। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৫৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৬৪।

১৮৬৫। মুসলিম (অনুরূপ), নং ১২৬৪; মুসনাদ আহমাদ, নং ২৭০৭, ২৮৪৩।

১৮৮৬। বুখারী, হজ্জ, মাগাযী; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৬৬; তিরমিযী, ঐ নং ৮৬৩; নাসাঈ, ঐ, বাব ১৫৪, নং ২৯৪৮; আহমাদ, ১খ, পৃ. ২৯০, ৩০৬, ৩৭৩।

১৮৮৭। ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ২৯৫২।

১৮৮৮। তিরমিযী, হজ্জ, বাব কায়ফা ইয়ারমিল জিমার, নং ৯০২।

১৮৯০। ইবনে মাজা, হজ্জ, বাব আর-রামাল হাওলাল-বাইত, নং ২৯৫৩।

১৮৯১। মুসলিম, নং ১২৬২; নাসাঈ, হজ্জ, নং ২৯৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৫০; মুসলিম (জাবির), নং ১২১৮; তিরমিযী (ঐ), নং ৮৫৬; নাসাঈ (ঐ), নং ২৯৪৭, ইবনে মাজা, ঐ নং ২৯৫১।

১৮৯৩। বুখারী, হজ্জ, বাব ইসতিলামির-রুকনিল আসওয়াদ; মুসলিম, ঐ, নং ১২৬২; মুওয়াত্তা (মালেক), ঐ, বাব রামল ফিত-তাওয়াফ; নাসাঈ, ঐ, নং ২৯৪২; মুসনাদ আহমাদ, ২খ, পৃ. ৩০; দারিমী, হজ্জ, ১খ, পৃ. ৪২।

১৮৯৪। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৬৮; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১২৫৪; দারিমী, মানাসিক, ১খ, পৃ. ৭৯; নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৫৮৬; হজ্জ, নং ২৯২৭।

১৮৯৫। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২১৫; নাসাঈ, ঐ, নং ২৯৮৯; ইবনে মাজা (ইবনে উমার, জাবের ও ইবনে আব্বাস), নং ২৯৭২।

১৮৯৭। মুসলিম (অনুরূপ), হজ্জ, বাব ১৭, নং ১৩৩০।

১৮৯৯। ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ২৯৬২।

১৯০০। নাসাঈ, হজ্জ, বাব ১৩৩, নং ২৯২১।

১৯০১। বুখারী, হজ্জ, তাফসীর সূরা আল-বাকারা, সূরা আন-নাজম; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৭৭; মুওয়াত্তা (মালেক), হজ্জ, বাব জামিইস-সাঈ; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৬৯; নাসাঈ, হজ্জ, বাব ১৬৭, নং ২৯৭১; ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ২৯৮৬।

১৯০২-১৯০৩। বুখারী, হজ্জ, মাগাযী; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৩২।

১৯০৪। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৬৪; নাসাঈ, ঐ, বাব ১৭৩, নং ২৯৭৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৭৭।

১৯০৫। মুসলিম, হজ্জ, বাব হাজ্জাতিন-নাবিয়্যি (স), নং ১২১৮; নাসাঈ, ঐ (সংক্ষেপে), বাব ৪৬, নং ২৭১৩; ইবনে মাজা, মানাসিক, বাব হাজ্জাতিন-নাবিয়্যি (স), নং ৩০৭৪।

১৯০৭-১৯০৮-১৯০৯। ১৯০৫ নং হাদীসের বরাত দ্র.।

১৯১০। বুখারী, তাফসীর সূরা আল-বাকারা, হজ্জ, বাবুল-উকূফ আল-আরাফাহ, মুসলিম, হজ্জ, বাব উকূফ, নং ১২১৯; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৮৪; নাসাঈ, ঐ, বাব ২০১, নং ৩০১৫।

১৯১১। তিরমিযী, হজ্জ, বাব খুরূজ ইলা মিনা..., নং ৮৮০।

১৯১২। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১৩০৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৬৪; নাসাঈ, ঐ, বাব ১৮৯, নং ৩০০০।

১৯১৪। ইবনে মাজা, হজ্জ, বাব আল-মানযিল বিআরাফাহ, নং ৩০০৯।

১৯১৬। নাসাঈ, হজ্জ, বাবুল-খুতবাতি ইয়াওমি আরাফাহ, নং ৩০১১।

১৯১৯। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৮৩; নাসাঈ, ঐ, বাব ২০১, নং ৩০১৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০১১।

১৯২০। বুখারী; মুসলিম, নং ১২৮২; নাসাঈ, নং ৩০২২; দারিমী, ৩খ, পৃ. ৬০; মুসনাদ আহমাদ, ১খ, পৃ. ২১১।

১৯২১। বুখারী, উযু, হজ্জ; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৮০; মুওয়াত্তা (মালেক), ঐ; নাসাঈ, ঐ, নং ৩০২৮; মাওয়াকীত, নং ৬১০; ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ৩০১৯।

১৯২২। তিরমিযী (অনুরূপ ও বিস্তারিত), বাব আল-আরাফাহ কুল্লিহা মাওকাফ, নং ৮৮৫।

১৮২৩। বুখারী, হজ্জ, জিহাদ, মাগাযী, বাব হাজ্জাতিল বিদা; মুসলিম, হজ্জ, মং ১২৮৬; মুওয়াত্তা (মালেক), ঐ; নাসাঈ, ঐ, নং ৩০২৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০১৭।

১৯২৫। বুখারী, উযু, হজ্জ; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৮০; নাসাঈ, নং ৬১০ ও ৩০২৮।

১৯২৬। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, সালাত, নং ৭০৩; হজ্জ নং ১২৮৬; নাসাঈ, হজ্জ, নং ৩০৩৩।

১৯২৯। তিরমিযী, হজ্জ, বাবুল-জুম্‌ই বাইনাল-মাগরিব ওয়াল-ইশা বিল-মুযদালিফা, নং ৮৮৭।

১৯৩১। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৮৮; তিরমিযী, নং ৮৮৭; নাসাঈ, হজ্জ, নং ৩০৩৩।

১৯৩৪। বুখারী, হজ্জ, বাব ৯৯; মুসলিম, ঐ, নং ১২৮৯; নাসাঈ, ঐ, নং ৩০৩০।

১৯৩৫। তিরমিযী, হজ্জ (বিস্তারিত), নং ৮৮৫; ইবনে মাজা, মানাসিক, নং ৩০১০।

১৯৩৬। ১৯০৭ নং হাদীসের বরাত দ্র.।

১৯৩৭। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৪৫৫; মুসলিম, নং ১২১৮; ইবনে মাজা, নং ৩০৪৮।

১৯৩৮। বুখারী, হজ্জ, ফাদাইল আসহাবিন-নাবিয়্যি (স); তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৯৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৩০৫০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০২২; দারিমী, ঐ, ২খ, পৃ. ৬০; মুসনাদ আহমাদ, ১খ, পৃ. ১৪, ২৯, ৩৯, ৪২, ৫০, ৫২।

১৯৩৯। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১২৯৩; তিরমিযী, ঐ, নং ৮৯২-৮৯৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৩০৩৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০২৫।

১৯৪০। নাসাঈ, হজ্জ, বাব ২২১, নং ৩০৬৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০২৫; তিরমিযী, নং ৮৯২।

১৯৪১। নাসাঈ, হজ্জ, নং ৩০৬৭; ইবনে মাজা।

১৯৪২। নাসাঈ, হজ্জ, নং ৩০৬৮; ইবনে মাজা, নং ৩০২৭।

১৯৪৩। নাসাঈ, হজ্জ, নং ৩০৫৩; বুখারী, ঐ; মুসলিম, ঐ, নং ১২৯১ (অনুরূপ ও পূর্ণাঙ্গ); মুওয়াত্তা (মালেক), ঐ।

১৯৪৪। নাসাঈ, হজ্জ, নং ৩০৫৫ (সংক্ষিপ্ত), ৩০২৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৮৮৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০২৩।

১৯৪৫। ইবনে মাজা, হজ্জ, বাব ৭৬, নং ৩০৫৮; বুখারী, তা'লীকান।

১৯৪৬। বুখারী, মাগাযী, হজ্জ, আদাব, হুদূদ, দিয়াত; মুসলিম, ঈমান, নং ৬৬।

১৯৪৭। নাসাঈ আদাহী; বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত)।

১৯৪৮। বুখারী, তাওহীদ, বাব ২৪, মাগাযী, বাব ৭৭; তাফসীর সূরা আত-তাওবা, বাদউল খালক, নং ২; মুসলিম, কাসামা, নং ২৯; মুসনাদ আহমাদ, ৫খ, পৃ. ৩৭; ইবনে মাজা, সুন্নাহ।

১৯৪৯। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৮৯; নাসাঈ, ঐ, বাব ২১০, নং ৩০৪৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০১৫; দারিমী, ঐ, ২খ, পৃ. ৫৯।

১৯৫০। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৯১; নাসাঈ, ঐ, বাব ২১০, নং ৩০৪৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০১৬; দারিমী, ঐ, ২খ, পৃ. ৫৯; মুসনাদ আহমাদ, ৪খ, পৃ. ২৬১-২৬২।

১৯৫৭। নাসাঈ, হজ্জ, বাব ১৮৮, নং ২৯৯৯।

১৯৫৮। বুখারী, হজ্জ, মুসলিম, ঐ, নং ১৩১৫।

১৯৫৯। বুখারী, হজ্জ, বাব ৮৩; মুসলিম, সালাত, নং ৬৯৪; নাসাঈ, তাকসীর সালাত, বাব ৩, নং ১৪৫০।

১৯৬৫। বুখারী, তাকসীরুস-সালাত; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৬৯৬; তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৮২; নাসাঈ, তাকসীর সালাত, বাব ৩, নং ১৪৪৬।

১৯৬৬। ইবনে মাজা, মানাসিক (অনুরূপ), নং ৩০৩১।

১৯৭০। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৯৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৩০৬৪।

১৯৭১। মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৯৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৮৯৪; নাসাঈ, ঐ, বাব ২২১, নং ৩০৬৫; ইবনে মাজা, ঐ, বাব ৭৫, নং ৩০৫৩।

১৯৭২। বুখারী, হজ্জ, বাব রাম্‌ইল-জিমার।

১৯৭৪। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৯০১; নাসাঈ, ঐ, বাব ২২৫, নং ৩০৭২।

১৯৭৫। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯০৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৩০৭১; ইবনে মাজা, মানাসিক, নং ৩০৩৬, ৩০৩৭; মুওয়াত্তা (মালেক), হজ্জ।

১৯৭৬। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯৫৫।

১৯৭৭। নাসাঈ, হজ্জ, নং ৩০৮০, বাব আদাদিল হাসা আল্লাতী ইউরমা বিহাল-জিমার।

১৯৭৯। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১৩০৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৯১৩।

১৯৮০। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১৩০৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৯১৩।

১৯৮১। বুখারী, উযু; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩০৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৯১২।

১৯৮৩। বুখারী, হজ্জ, বাব ১২৪; মুসলিম, ঐ, নং ১৩০৭ (অনুরূপ); নাসাঈ, ঐ, বাব ২২৩, নং ৩০৬৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৫০।

১৯৮৬। বুখারী, উমরা, বাব মান ই'তামারা কাবলাল-হাজ্জ।

১৯৮৭। বুখারী ও মুসলিম (আংশিক)।

১৯৮৮। নাসাঈ, তিরমিযী, হজ্জ, বাব ফী উমরাতি রামাদান, নং ৯৩৯ (সংক্ষিপ্ত); ইবনে মাজা (সংক্ষিপ্ত), নং ২৯৯৩।

১৯৯০। নাসাঈ (অনুরূপ, সংক্ষেপে); ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ২৯৯৩ (সংক্ষেপে)।

১৯৯২। বুখারী, হজ্জ, বাব কাম ই'তামারা রাসূলুল্লাহ (স); মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৫৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৩৬ ও ৯৩৭।

১৯৯৩। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০০৩।

১৯৯৪। বুখারী, হজ্জ, জিহাদ, মাগাযী; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২৫৩; তিরমিযী, ঐ, নং ৮১৫।

১৯৯৫। বুখারী, উমরা, বাব উমরাতিত-তানঈম; তিরমিযী, হজ্জ, বাব ঐ, নং ৯৩৪; ইবনে মাজা, হজ্জ, বাব ঐ, নং ২৯৯৯; নাসাঈ।

১৯৯৬। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯৩৫; নাসাঈ, ঐ, বাব ১০৪, নং ২৮৬৬ ও ২৮৬৭।

১৯৯৭। বুখারী, মাগাযী (আল-বারাআ); মুসলিম, জিহাদ (আল-বারাআ), নং ১৭৮৩।

১৯৯৮। বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ (সংক্ষেপে)।

২০০০। তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসনাদ আহমাদ, নং ২৬১১ ও ২৬১২।

২০০১। নাসাঈ, হজ্জ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৬০।

২০০২। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩২৭; ইবনে মাজা, ঐ, বাব তাওয়াফিল-বিদা; নং ৩০৭০।

২০০৩। বুখারী, হজ্জ, হায়েয, মাগাযী; মুসলিম, হজ্জ, নং ১২১১; মুওয়াত্তা (মালেক), ঐ; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৪৩; নাসাঈ, হায়েয, নং ৩৯১; ইবনে মাজা, মানাসিক, নং ৩০১২; মুসনাদ আহমাদ, ৬খ, পৃ. ৩৮ (আরো বহু স্থানে)।

২০০৪। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৯৪৬।

২০০৭। নাসাঈ ও বুখারীর তারীখুল কাবীর।

২০০৮। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১৩১১; তিরমিযী, ঐ, নং ৯২৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৬৭।

২০০৯। মুসলিম, হজ্জ, বাব ইসতিহ্বাবিন-নুযূল বিল-মুহাসসাব, নং ১৩১৩।

২০১০। বুখারী, হজ্জ, বাব ৪৫, জিহাদ, বাব ১৮০; মানাকিব আল-আনসার, বাব ৩৯, মাগাযী, বাব ৪৮; তাওহীদ, বাব ৩১; ইবনে মাজা, হজ্জ বাব ২৬; মুসনাদ আহমাদ, ২খ, পৃ. ২৩৭ (অন্যান্য স্থানেও)

২০১১। বুখারী, হজ্জ, বাব ৪৪; মুসলিম, ঐ, নং ১৩১৪; নাসাঈ (বিস্তারিত)।

২০১২। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ (অনুরূপ), নং ১২৭৫।

২০১৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২০১৪। বুখারী, হজ্জ; মুসলিম, ঐ, নং ১৩০৬; মুওয়াত্তা (মালেক), ঐ; তিরমিযী, ঐ, নং ৯১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৫১।

২০১৬। ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ২৯৫৮; নাসাঈ, হজ্জ, বাব ১৬১, নং ২৯৫৮।

২০১৭। বুখারী, জানাইয, বাব ৭৬, ইলম, বাব ৩৯, সায়দ, বাব ৯; বুয়ু; বাব ২৮; লুকতা, বাব ৭, জিয্য়া, বাব ২২; মাগাযী, বাব ৫৩, দিয়াত, বাব ৮; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৫৫; নাসাঈ, ঐ (ইবনে আব্বাস), নং ২৮৭৭; সায়দ, নং ২৮৯৫; ইবনে মাজা, নং ৩১০৯।

২০১৮। বুখারী, মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৫৩।

২০১৯। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৮১; ইবনে মাজা, নং ৩০০৬।

২০২০। বুখারী, তারীখুল কাবীর।

২০২১। মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩১৬; মুসনাদ আহমাদ, নং ২৯৪৬, ৩১১৪, ৩৪৯৫।

২০২২। বুখারী, উমরা; মুসলিম, নং ১৩৫২; তিরমিযী, নং ৯৪৯; নাসাঈ, নং ১৪৫৫; ইবনে মাজা, নং ১০৭৩।

২০২৩-২০২৫। বুখারী, হজ্জ, মাসাজিদ, সুতরাতুল মুসাল্লী, তাতাব্বু; জিহাদ, মাগাযী; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩২৯; মুওয়াত্তা (মালেক), হজ্জ; তিরমিযী, ঐ, নং ৮৭৪; নাসাঈ, মাসাজিদ, কিবলা, হজ্জ, বাব দুখূলিল বায়ত, নং ২৯০৮।

২০২৭। বুখারী, হজ্জ, মাগাযী, আম্বিয়া।

২০২৮। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৭৬; নাসাঈ, হজ্জ, নং ২৯১৫।

২০২৯। তিরমিযী, হজ্জ, নং ৮৭৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৬৩।

২০৩১। বুখারী ও নাসাঈ (অনুরূপ)।

২০৩২। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৪১৬।

২০৩৩। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৯৭; ইবনে মাজা, ইকামাতুস-সালাত, নং ১৪০৯; নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৭০১। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা ও মুসনাদ আহমাদে আবু সাঈদ (রা) থেকেও বর্ণিত।

২০৩৪। বুখারী, ফাদাইলুল মাদীনা, বাব ১; জিয্য়া, বাব ১০; ফারাইদ, বাব ২১; ই'তিসাম, বাব ৫; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৭০; তিরমিযী, আবওয়াবুল ওয়ালা ওয়াল-হিবা, নং ২১২৮; মুসনাদ আহমাদ, ১খ, পৃ. ১২৬ ও ১৫১, ২খ, পৃ. ৩৯৮।

২০৩৫। মুসনাদ আহমাদ, নং ১০৩৭।

২০৩৭। ঐ, নং ১৪২০।

২০৪০। বুখারী, ফাদলুস-সালাত ফী মাসজিদ মাক্কা ওয়াল-মাদীনা; মুসলিম, হজ্জ, নং ১৩৯৯; নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৬৯৯।

২০৪৩। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৩৮৭।

২০৪৪। বুখারী, হজ্জ, মুসলিম, ঐ, নং ১২৭৫; নাসাঈ, ঐ, নং ২৬৬২।

২০৪৬। বুখারী, সাওম, নিকাহ; মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪০০; নাসাঈ, নিকাহ, বাবুল হিসসি আলান-নিকাহ; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৮১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৪৫; মুসনাদ আহমাদ, নং ৩৫৯২, ৪০২৩ ও ৪১১২।

২০৪৭। বুখারী, নিকাহ, বাবুল-ইকফা বিদ-দীন; মুসলিম, রিদা, নং ১৪৬৬; নাসাঈ, নিকাহ (জাবের); ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৫৮।

২০৪৮। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, বাব ৫৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১১০০; নাসাঈ, ঐ, বাব নিকাহিল-আবকার; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৬০।

২০৪৯। নাসাঈ, নিকাহ, বাব তাযবীজিয-যানিয়া।

২০৫০। নাসাঈ, নিকাহ, বাব কারাহিয়াতি তাযবীজিল আকীম।

২০৫১। নাসাঈ, নিকাহ, বাব তাযবীযিয-যানিয়া; তিরমিযী, সূরা নূর, নং ৩১৭৬।

২০৫৩। বুখারী, নিকাহ; নাসাঈ, ঐ (সংক্ষেপ ও বিস্তারিত)।

২০৫৪। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৩৬৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১১১৫; বুখারী, নিকাহ; নাসাঈ, ঐ।

২০৫৫। তিরমিযী, নং ১১৪৭; নাসাঈ, নিকাহ (সমার্থক); বুখারী, ফারদুল খুমুস; মুসলিম, রিদা, নং ১৪৪৪; নাসাঈ; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৩৭।

২০৫৬। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, রিদা; নং ১৪৪৯; নাসাঈ, নিকাহ, বাব তাহরীমিল জুম্ই বাইনাল-উখতায়ন; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯৩৯।

২০৫৮। বুখারী, নিকাহ, লা রিদা বা'দাল হাওল; মুসলিম, রিদা, নং ১৪৫৫; নাসাঈ, নিকাহ।

২০৬০। মুসনাদ আহমাদ, নং ৪১১৪।

২০৬১। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, রিদা, নং ১৪৫৩; নাসাঈ, নিকাহ; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৪৩।

২০৬২। মুসলিম, রিদা, নং ১৪৫২; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৫০; নাসাঈ, নিকাহ; ইবনে মাজা, নং ১৯৪২।

২০৬৩। মুসলিম, রিদা, নং ১৪৫০; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৫০; নাসাঈ, নিকাহ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯৪১।

২০৬৪। নাসাঈ, নিকাহ্, বাব হাককির-রিদা; তিরমিযী, রিদা, নং ১১৫৩।

২০৬৫। বুখারী, নিকাহ (তা'লীকান); নাসাঈ, ঐ, বাব তাহরীমিল-জুমই বাইনাল মারআতি ওয়া খালাতিহা; তিরমিযী, ঐ, নং ১১২৬।

২০৬৬। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪০৮; নাসাঈ, ঐ।

২০৬৭। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৮৭৮ ও ৩৫৩০; তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১২৫।

২০৬৮। বুখারী, তাফসীর সূরা নিসা; মুসলিম, তাফসীর, নং ৩০১৮; নাসাঈ, নিকাহ, বাবুল-কিসতি ফিল-আসদিকাতি।

২০৬৯। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ফাদাইলুস-সাহাবা, বাব ফাদাইল ফাতিমা (রা), নং ২৪৪৯; ইবনে মাজা, নিকাহ, বাবুল গায়রাতি, নং ১৯৯৯।

২০৭০। পূর্বোক্ত বরাত।

২০৭১। বুখারী, নিকাহ, আল-খামীস, আল-জুমুআ; মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, নং ২৪৪৯; তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৮৬৬; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৯৮।

২০৭২। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪০৬; নাসাঈ, ঐ, বাব তাহরীমিল-মুতআ, ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯৬২; মুসনাদ আহমাদ, নং ১৫৪০২ (অনুরূপ ও পূর্ণাঙ্গ)।

২০৭৩। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৫৪০১।

২০৭৪। বুখারী, নিকাহ; তিরমিযী, ঐ, নং ১১২৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৮৩; নাসাঈ, ঐ, বাব শিগার।

২০৭৬। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১১৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯৩৫; নাসাঈ, তালাক, বাব ইহ্‌লালিল-মুতাল্লাকাতি ছালাছান; মুসনাদ আহমাদ, নং ৪২৮৩, ৪২৮৪, ৪৩০৮ ও ৪৪০৩।

২০৭৭। পূর্বোক্ত বরাত।

২০৭৮। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১১১।

২০৮০। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪০৮ (বিস্তারিত); তিরমিযী, ঐ, নং ১১৩৪; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৬৭।

২০৮১। মুসলিম, বুয়ূ, নং ১৪১২; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৮৬৮।

২০৮২। মুসলিম, নিকাহ, বাব নাদাবিন নাজর ইলা ওয়াজহিল মারআতি ...।

২০৮৩। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৮৭৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১১০২।

২০৮৫। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৮৮১; তিরমিযী, ঐ, নং ১১০১।

২০৮৬। নাসাঈ, নিকাহ, বাব আল-কিসতি ফিল-আসদিকাতি।

২০৮৭। বুখারী, নিকাহ, তালাক, তাফসীর সূরা আল-বাকারা, বাব ৪০; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আল-বাকারা, নং ২৯৮৫; নাসাঈ।

২০৮৮। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১১০; নাসাঈ, বুয়ূ, বাব আর-রাজুল ইয়াবীউল-বায়আতা...।

২০৯০। বুখারী, তাফসীর সূরা আন-নিসা; ইকরাহ, বাব মিনাল-ইকরাহ।

২০৯২। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪১৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১১০৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৭১; নাসাঈ।

২০৯৩। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১০৯; নাসাঈ, ঐ, বাব ইসতি'মারিস-ছায়্যিব ফী নাফসিহা।

২০৯৪। বুখারী, নিকাহ (সমার্থক); মুসলিম, ঐ, নং ১৪১৯; নাসাঈ, ঐ, বাব ঐ।

২০৯৬। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৮৭৫; মুসনাদ আহমাদ, নং ২৪৬৯।

২০৯৮। মুসলিম, নিকাহ, নং ৪১২১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ১১০৮; নাসাঈ, ঐ, বাব ইসতি'যানিল বিকরি।

২০৯৯। মুসলিম, নাসাঈ।

২১০০। নাসাঈ, নিকাহ, বাব ইসতি'যানিল-বিকর।

২১০১। বুখারী, নিকাহ; নাসাঈ, ঐ, বাবুস-ছায়্যিব ইউযাব্বিজুহা আবূহা ওয়াহিয়া কারিহাহ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৭৩।

২১০৫। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪২৬; নাসাঈ, ঐ, বাবুল কিসতি ফিস সিদাকাত; ইবনে মাজা; ঐ, নং ১৮৮৬।

২১০৬। মুসনাদ আহমাদ (সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত), নং ২৮৫, ২৮৭ ও ৩৪০; নাসাঈ, নিকাহ, বাবুল কিসতি ফিস-সিদাকাত।

২১০৯। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪২৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৯৪; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯০৭।

২১১০। মুসনাদ আহ্‌মাদ, নং ১৪৮৮০।

২১১১। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪২৫; নাসাঈ, ঐ; তিরমিযী, ঐ, নং ১১১৪; ইবনে মাজা (সংক্ষেপে), ঐ, নং ১৮৮৯।

২১১৪। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১৪৫; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৯১।

২১১৬। মুসনাদ আহমাদ, নং ৪০৯৯, ৪১০০ ও ৪২৭৬।

২১১৮। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১০৫; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৯২।

২১১৯। মুসনাদ আহমাদ, নং ৩৮১৮।

২১২০। বুখারী, তারীখ, ১খ, পৃ. ৩৪৩ ও ৩৪৫; সুনান আল-বায়হাকী, ৭খ, পৃ. ১৪৭।

২১২১। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪২২; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৭৬।

২১২২। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৬০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯১৭।

২১২৪। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, রিদা, নং ১৪৬১; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৩৯।

২১২৫। নাসাঈ, নিকাহ।

২১২৮। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৯২।

২১২৯। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৫৫; নাসাঈ, ঐ।

২১৩০। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯০৫; তিরমিযী, ঐ, নং ১০৯১।

২১৩৩। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৬৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৪১; নাসাঈ, ঐ।

২১৩৪। নাসাঈ, আশরাতিন নিসা; তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯৭১।

২১৩৫। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ।

২১৩৬। বুখারী, তাফসীর সূরা আল-আহযাব; মুসলিম, তালাক, নং ১৪৭৬; নাসাঈ, তালাক, বাব আত-তাওকীত ফিল-খিয়ার।

২১৩৮। বুখারী, নিকাহ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯৭০।

২১৩৯। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪১৮; তিরমিযী, ঐ, নং ১১২৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯৫৪; নাসাঈ, ঐ, বাবা আশ-শুরূত ফিন-নিকাহ।

২১৪০। তিরমিযী, রিদা, নং ১১৫৯ (আবু হুরায়রা)।

২১৪১। বুখারী, নিকাহ; মুসলিম, ঐ, নং ১৪৩৬।

২১৪২। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৮৫০।

২১৪৩। মুসনাদ আহমাদ, ৫খ, পৃ. ৫৫৩।

২১৪৫। তিরমিযী (আংশিক), নং ১১৬৩।

২১৪৬। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৮৫।

২১৪৭। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৮৬।

২১৪৮। মুসলিম, ইসতি'যান, নং ২১৫৯; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৭৭; মুসনাদ আহমাদ, ৪খ, পৃ. ৩৫৭ ও ৩৬১।

২১৪৯। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৭৮।

২১৫০। বুখারী, নিকাহ; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৯৩; মুসনাদ আহমাদ, নং ৩৬০৯, ৩৬৬৮ ও ৪১৭৫ (অংশবিশেষ)।

২১৫১। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪০৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৫৮।

২১৫২। বুখারী, ইসতি'যান, বাব ১২; মুসলিম, কাদর, নং ২৬৫৭।

২১৫৩। মুসলিম, কাদর, বাব ২১।

২১৫৪। পূর্বোক্ত বরাত।

২১৫৫। মুসলিম, রিদা', নং ১৪৫৬; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আন-নিসা, নং ৩০২০; নাসাঈ, নিকাহ, বাব ওয়াল-মুহসানাত মিনান-নিসা।

২১৫৬। মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৪১।

২১৫৮। তিরমিযী (সংক্ষিপ্ত), নিকাহ, নং ১১৩১।

২১৫৯। পূর্বোক্ত বরাত।

২১৬০। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯১৮।

২১৬১। বুখারী, বাদউল খালক, বাব ১, উযু, বাব ৮, দাওয়াত, বাব ৫৫, তাওহীদ, বাব ১৩, নিকাহ, বাব ৬৬; মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৩৪; তিরমিযী, নিকাহ, নং ১০৯২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯১৯; দারিমী, নিকাহ, বাব ২৯; মুসনাদ আহমাদ, ১খ, পৃ. ২১৭, ২২০, ২৪৩, ২৮৩ ও ২৮৬।

২১৬২। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯২৩।

২১৬৩। বুখারী, তাফসীর সূরা আল-বাকারা; মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৩৫; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৮২; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯২৫।

২১৬৫। মুসলিম, হায়েয, নং ৩০২ (আবু দাউদ ২৫৮ নং হাদীস); তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৮১; নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৮৯, হায়েয, নং ৩৬৯; দারিমী, উযু, নং ১০৮; আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ১৩২ ও ২৪৬; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৬৪৪।

২১৬৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৮৫ (আবু দাউদ, নং ২৬৯)।

২১৬৭। বুখারী, হায়েয, বাব ৫ (আবু দাউদ, নং ২৬৮); মুসলিম, নং ২৯৩ (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত); তিরমিযী, নং ১৩২; নাসাঈ, নং ২৮৬; ইবনে মাজা, নং ৬৩৬।

২১৬৮। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩৬ ও ১৩৭; নাসাঈ, নং ২৯০ ও ৩৭০; ইবনে মাজা, নং ৬৪০ (আবু দাউদ, নং ২৬৪, ২৬৫ ও ২৬৬); মুসনাদ আহ্‌মাদ, নং ২১৬৯।

২১৬৯। নাসাঈ।

২১৭০। মুসলিম, নিকাহ্, নং ১৪৩৮; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৩৮; নাসাঈ, ঐ, বাব আল-'আযল।

২১৭২। বুখারী, নিকাহ্, বাব ৯৭; মুসলিম, ঐ, নং ১৪৩৮; নাসাঈ, ঐ (আযল)।

২১৭৩। মুসলিম, নিকাহ্, নং ১৪৩৯; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৮৯।

২১৭৪। তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৮৮; নাসাঈ (সংক্ষেপে); তিরমিযী।

২১৭৫। নাসাঈ।

২১৭৬। বুখারী, শুরূত; মুসলিম, নিকাহ্, নং ৩৮, বুয়ূ, নং ১২; তিরমিযী, তালাক, নং ১১৯০; নাসাঈ, নিকাহ্।

২১৭৮। ইবনে মাজা; নং ২০১৮।

২১৭৯। মুসলিম, তালাক, নং ১৪৭১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০১৯; নাসাঈ, ঐ, বাব ওয়াক্তিত-তালাক লিল-ইদ্দাত।

২১৮০। পূর্বোক্ত বরাত।

২১৮১। পূর্বোক্ত বরাত।

২১৮২। বুখারী, তালাক, বাব ইযা তাল্লাকতুমুন-নিসা; মুসলিম, ঐ, নং ১৪৭১; নাসাঈ, ঐ।

২১৮৪। বুখারী, তালাক, ইযা তুল্লিকাতিল-হায়েয; মুসলিম, ঐ, বাব ৭, নং ১৪৭১; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৭৫; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০২২।

২১৮৫। নাসাঈ, তালাক, বাব ওয়াক্তিত-তালাক লিল-ইদ্দাত।

২১৮৬। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০২৫।

২১৮৭। মুসনাদ আহমাদ, নং ২০৩১ ও ৩০৮৮।

২১৮৮। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৮২; নাসাঈ, ঐ, বাব তালাকিল আব্‌দ।

২১৮৯। তিরমিযী, তালাক, নং ১১৮২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০৮০; তিরমিযী, ঐ।

২১৯০। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৪৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৮১।

২১৯১। পূর্বোক্ত বরাত।

২১৯২। পূর্বোক্ত বরাত।

২১৯৩। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৪৬; বাব তালকিল মুকরাহ।

২১৯৪। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৩৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৮৪।

২১৯৫। নাসাঈ, নিকাহ।

২১৯৬। মুসনাদ আহমাদ, নং ২৩৮৭।

২২০০। মুসলিম, তালাক, নং ১৪৭২; নাসাঈ, ঐ।

২২০১। বুখারী, বাদউল ওয়াহ্‌য়ি, ঈমান, বাব ৪১, ইত্‌ক, বাব ৬, নিকাহ্, বাব ৫, নুযূর, বাব ২৩, হিয়াল, বাব ১, তালাক, বাব ১১, মানাকিবুল আনসার, বাব ৪৫; মুসলিম, ইমারা, নং ১৯০৭; তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, নং ১৬৪৭; নাসাঈ, তাহারাত, নং

৭৫; তালাক; ইবনে মাজা, যুহদ, নং ৪২২৭; মুসনাদ আহমাদ, ১খ, পৃ. ২৪ ও ৪৩; দারা কুতনী, ইবনে হিব্বান, বায়হাকী, মুওয়াত্তা মালেক।

২২০২। বুখারী, গাযওয়া তাবূক ও অন্যত্র; মুসলিম, তাওবা, নং ২৭৬৯; তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩১০১; নাসাঈ, তালাক, বাব ইলহাকী বিআহলিক।

২২০৩। বুখারী, তালাক; মুসলিম, ঐ, নং ১৪৭৭; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৭৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০৫২; নাসাঈ, ঐ।

২২০৪। নাসাঈ, তালাক, বাব আমরুকে বিয়াদিকে; তিরমিযী, নং ১১৭৮।

২২০৮। তিরমিযী, নং ১১৭৭; ইবনে মাজা, নং ২০৫১।

২২০৯। বুখারী, তালাক, বাবুত তালাক ফিল-ইগলাক; মুসলিম, ঈমান, নং ২০১; তিরমিযী, তালাক, নং ১১৮৩; নাসাঈ, ঐ, মান তাল্লাকা ফী নাফসিহি; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০৪০।

২২১২। বুখারী, আম্বিয়া, বাব ৮, নিকাহ, বাব ১২; মুসলিম, ফাদাইলুল আমাল, নং ১৫৪; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আম্বিয়া, নং ৩১৬৫; আহমাদ, ২খ, পৃ. ৪০৩।

২২১৩। তিরমিযী, তালাক, নং ১২০০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০২৬।

২২২১। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৬৫; নাসাঈ, ঐ, বাব যিহার; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৯৯।

২২২২। পূর্বোক্ত বরাত।

২২২৭। নাসাঈ, তালাক, বাব ফিল-খুলই।

২২২৯। তিরমিযী, তালাক, নং ১১৮৫; নাসাঈ, ঐ, বাব খোলা।

২২৩১। বুখারী, তালাক (সমার্থক)।

২২৩২। বুখারী, তালাক, বারীরা প্রসঙ্গ; তিরমিযী, রিদা, নং ১১৫৪; ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৭৭; নাসাঈ, ঐ; দারা কুতনী।

২২৩৩। মুসলিম, ইত্‌ক, নং ৯; তিরমিযী, রিদা, নং ১১৫৪; নাসাঈ, তালাক।

২২৩৪। মুসলিম, ইত্‌ক, নং ১৪; নাসাঈ, তালাক।

২২৩৫। বুখারী, তিরমিযী, রিদা, নং ১১৫৫; ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৭৪; নাসাঈ, ঐ।

২২৩৭। ইবনে মাজা, ইত্‌ক, নং ২৫৩২; নাসাঈ, তালাক।

২২৩৮। তিরমিযী, নিকাহ, নং ২২৩৮।

২২৩৯। ইবনে মাজা, নিকাহ, বাব আয-যাওজাইনে ইউসলিমু আহাদুহুমা কাবলাল আখার।

২২৪০। তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১৪৩; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ২০০৯।

২২৪১। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৫২; তিরমিযী, নং ১১২৮ (ইবনে উমার); ইবনে মাজা; নং ১৯৫৩; মুসনাদ আহমাদ, নং ৪৬০৯।

২২৪৩। ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ১৯৫১; তিরমিযী, ঐ, নং ১১২৯।

২২৪৪। নাসাঈ, তালাক।

২২৪৫। বুখারী, তালাক; মুসলিম, লি'আন, নং ১৪৯২; ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৬৬।

২২৫৩। মুসলিম, লি'আন, নং ১৪৯৫; ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৬৮।

২২৫৪। বুখারী, তালাক; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আন-নূর, নং ৩১৭৮; ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৬৭।

২২৫৫। নাসাঈ, তালাক।

২২৫৬। মুসনাদ আহমাদ, নং ২১৩১; আবু দাউদ তায়ালিসী, নং ২৬৬৭।

২২৫৭। বুখারী, তালাক; মুসলিম, লি'আন, নং ৫; নাসাঈ, তালাক; আহমাদ, নং ৪৫৮৭।

২২৫৯। বুখারী, তালাক; মুসলিম, লি'আন, নং ১৪৯৪; তিরমিযী, তালাক, নং ১২০৩; নাসাঈ, তালাক; ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৬৯; মুসনাদ আহমাদ, নং ৪৫২৭; মুওয়াত্তা মালেক।

২২৬০। বুখারী, তালাক; মুসলিম, লি'আন, নং ১৫০০; তিরমিযী, ওয়ালাআ, নং ২১২৯; নাসাঈ, তালাক; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ২০০২।

২২৬১। পূর্বোক্ত বরাত।

২২৬২। পূর্বোক্ত বরাত।

২২৬৩। নাসাঈ, তালাক; ইবনে মাজা, ফারাইদ, নং ২৭৪৩।

২২৬৪। মুসনাদ আহমাদ, নং ৩৪১৬।

২২৬৭। বুখারী, মানাকিব, বাব ২৩; ফাদাইল আসাহাবিন নাবিয়্যি (স), বাব ১৭; ফারাইদ, বাব ৩১; মুসলিম, রিদা, নং ১৪৫৯; তিরমিযী, ওয়ালাআ, নং ২১৩০; নাসাঈ, তালাক; ইবনে মাজা, আহকাম, নং ২৩৪৯; মুসনাদ আহমাদ, ২খ, পৃ. ৮২ ও ২২৬।

২২৬৯। নাসাঈ, তালাক, বাবুল কুরআ ফিল-ওয়ালাদ।

২২৭০। নাসাঈ, তালাক; ইবনে মাজা, আহকাম, নং ২৩৪৮।

২২৭২। বুখারী, নিকাহ, বাব লা নিকাহ ইল্লা বিওয়ালী।

২২৭৩। বুখারী, বুয়ু, ফারাইদ, বাব ১৮ ও ২৮; মুসলিম, রিদা, নং ১৪৫৭; নাসাঈ, তালাক, বাব ফিরাশুল-আমাতি; ইবনে মাজা, নিকাহ, নং ২০০৪; দারিমী (সংক্ষেপে), নিকাহ, বাব ৪১; তিরমিযী, রিদা, নং ১১৫৭ (আবু হুরায়রা) ও ২১২১ (আবু উমামা)।

২২৭৫। মুসনাদ আহমাদ, নং ৪১৬-৭, ৪৬৭, ৫০২ ও ৮২০।

২২৭৭। নাসাঈ, তালাক, বাব ইসলামি আহাদিয-যাওজাযন; ইবনে মাজা, আহকাম, নং ২৩৫১; তিরমিযী, তালাক, নং ১৩৫৭।

২২৭৮। তিরমিযী (আল-বারাআ), বির, নং ১৯০৫; বুখারী (বারাআ), মাগাযী, বাব উমরাতিল কাযা; সুলহ, বাব কাইফা ইয়াকতুবু হাযা মা সালাহা।

২২৭৯। পূর্বোক্ত বরাত।

২২৮০। মুসনাদ আহমাদ, নং ৭২০ ও ৯৩১; বায়হাকীর সুনান, ৮খ, পৃ. ৬।

২২৮২। নাসাঈ, তালাক, বাব মাসতাছনা মিন ইদ্দাতিল মুতাল্লাকাত।

২২৮৩। নাসাঈ, তালাক, বাবুর-রুজআতি; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০১৬।

২২৮৪। মুসলিম, তালাক, নং ১৪৮০; নাসাঈ, ঐ, বাব নাফাকাতিল হামিল ...।

২২৮৫। মুসলিম, নং ১৪৮০ (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত); তিরমিযী, তালাক, বাবুল মুতাল্লাকাতি ছালাছান লা সুকনা লাহা; নাসাঈ, তালাক, বাব নাফাকাতিল বায়েনা।

২২৮৯। মুসলিম, তালাক, নং ৩৮ ও ৪০; নাসাঈ, ঐ।

২২৯০। মুসলিম, তালাক, নং ৪১; নাসাঈ, তালাক, বাব নাফাকাতিল হামিল।

২২৯১। মুসলিম, তালাক, নং ৪৬ (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত); তিরমিযী, ঐ, নং ১১৮০; নাসাঈ, ঐ, বাবুর-রুখসাতি ফী খুরূজিল মাবতূতাহ।

২২৯২। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৩২; বুখারী, তালাক (তা'লীকান)।

২২৯৩। বুখারী, তালাক, বাব ফিল মুতাল্লাকাতি ইযা খাশিয়া আলাইহা... (অনুরূপ); মুসলিম, ঐ, নং ৪০।

২২৯৫। মুসলিম, তালাক, নং ১৪৮১ (সংক্ষেপে)।

২২৯৭। মুসলিম, তালাক, নং ১৪৮৩; নাসাঈ, ঐ, বাব খুরূজিল মুতাওয়াফফা আনহা বিন-নাহার; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০৩৪।

২২৯৮। নাসাঈ, তালাক, বাব নুসখিল মাতাইল-মুতাওয়াফফা আনহা...।

২২৯৯। বুখারী, তালাক, বাব তুহিদ্দিল মুতাওয়াফফা আনহা যাওজুহা...; মুসলিম, ঐ, নং ১৪৮৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৯৭; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০৮৪।

২৩০০। তিরমিযী, তালাক, নং ১২০৪; নাসাঈ, ঐ, বাব মাকামিল মুাওয়াফফা আনহা যাওজুহা ...; ইবনে মাজা; ঐ, নং ২০৩১।

২৩০১। বুখারী, তালাক, বাব ওয়াল্লাযীনা ইউতাওয়াফফাওনা মিনকুম...; নাসাঈ, ঐ, বাবুর-রুখসাতি লিল-মুতাওয়াফফা আনহা যাওজুহা।

২৩০২। বুখারী, জানাইয, বাব হাদ্দিল মারআতি আলা গাইরি যাওজিহা; হায়েদ, বাব ১২; তালাক, বাব ৪৬ ও ৪৯; মুসলিম, তালাক, নং ৯৩৮; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০৮৭।

২৩০৪। নাসাঈ, তালাক, বাব মা ইয়াজতানিবুল হাদাতু মিনাস-ছিয়াব।

২৩০৫। নাসাঈ, তালাক, বাবুর-রুখসাতি লিল-হাদাতি আন-তামতাশিতা।

২৩০৬। বুখারী, তালাক, বাব ওয়া উলাতুল হামলি আজালুহুন্না; মুসলিম, ঐ, নং ১৪৮৪; নাসাঈ, ঐ, বাব ইদ্দাতিল হামিল; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০২৭।

২৩০৭। নাসাঈ, তালাক, বাব ফী ইদ্দাতিল হামিল ...; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২০৩০।

২৩০৮। ইবনে মাজা, তালাক, নং ২০৮৩।

২৩০৯। নাসাঈ, তালাক, বাব ইহলালিল মুতাল্লাকাতি ছালাছান; বুখারী, তালাক, বাব ইযা তাল্লাকাহা ছালাছান; মুসলিম, নিকাহ, নং ১৪৩৩; নাসাঈ, তালাক, বাব ইহলালিল মুতাল্লাকাতি ছালাছান; তিরমিযী, নিকাহ, নং ১১১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৯৩২।

২৩১০। বুখারী, তাফসীর সূরা আল-বাকারা; আদাব, বাব ২০; তাওহীদ, বাব ৪০, দিয়াত, বাব ১; হুদূদ, বাব ২০; মুসলিম, ঈমান, নং ৮৬; তিরমিযী, তাফসীর সূরা-আল-ফুরকান, নং ৩১৮১; নাসাঈ, তাহরীমুদ দাম; আহমাদ, ১খ, পৃ. ২৮০, ৪২১, ৪২৪, ৪৬২; ৬খ, পৃ. ২৮৪-৫।

২৩১১। মুসলিম।

২৩১৪। বুখারী, সাওম, বাব উহিল্লা লাকুম লাইলাতাস-সিয়াম ... ও তাফসীর; নাসাঈ, সাওম; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৭২।

২৩১৫। বুখারী, তাফসীর সূরা আল-বাকারা; মুসলিম, সাওম, নং ১১৪৫; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩১৮; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৯৮।

২৩১৯। বুখারী, সাওম, বাব ইযা রাআইতুমুল হিলাল; মুসলিম, সাওম, নং ১০৮০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৫৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২১৪২।

২৩২০। মুসলিম, সাওম, নং ১০৮০; নাসাঈ, সাওম, নং ২১২২; বুখারী, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৫৪।

২৩২২। তিরমিযী, নং ৬৮৯; আহমাদ, নং ৩৭৭৬, ৩৮৪০, ৩৮৭১, ৪২০৯, ৪৩০০।

২৩২৩। বুখারী, সাওম, বাবু শাহরা ঈদ লা ইয়ানকুসান; মুসলিম, ঐ, নং ১০৮৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৫৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৯২।

২৩২৪। তিরমিযী, সাওম, নং ৬৯৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৬০।

২৩২৬। নাসাঈ, সাওম, নং ২১২৮-৯।

২৩২৭। তিরমিযী, সাওম, নং ৬৮৮ (অনুরূপ); নাসাঈ, ঐ, নং ২১২১ ও ২১২৬; মুসলিম, ঐ, নং ১০৮১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৫৫।

২৩২৮। বুখারী, সাওম, বাব ৬১; মুসলিম, ঐ, বাব সাওমি সারারি শা'বান।

২৩৩২। মুসলিম, সাওম, নং ১০৮৭; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৯৩; নাসাঈ, ঐ, নং ২১১৩; আহমাদ, নং ২৭৯০।

২৩৩৪। তিরমিযী, সাওম, নং ৬৮৬; নাসাঈ, ঐ, নং ২১৯০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৪৫।

২৩৩৫। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১০৮২; ইবনে মাজা, নং ১৬৫০; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৮৪ ও ৬৮৫।

২৩৩৬। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৩৬; নাসাঈ, ঐ, নং ২১৭৭; ইবনে মাজা, নং ১৬৪৮।

২৩৩৭। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৩৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৫১।

২৩৪০। তিরমিযী, নং ৬৯১; নাসাঈ, নং ২১১৫; ইবনে মাজা, নং ১৬৫২।

২৩৪৩। মুসলিম, নং ১০৯৬; নাসাঈ, নং ২১৬৮; তিরমিযী, নং ৭০৯।

২৩৪৬। মুসলিম, সাওম, নং ১০৯৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২১৭৩; তিরমিযী, নং ৭০৬।

২৩৪৭। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১০৯৩; ইবনে মাজা, নং ১৬৯৬; আহমাদ, নং ৩৬৫৪, ৪১৪৭ ও ৩৭০৭।

২৩৪৮। তিরমিযী, সাওম, নং ৭০৫।

২৩৪৯। বুখারী, সাওম, তাফসীর; মুসলিম, নং ১০৯০; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৭৪-৫।

২৩৫০। মুসনাদ আহমাদ, নং ৯৪৬৮।

২৩৫১। বুখারী, সাওম, বাব ৪২; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৯৮; মুসলিম, ঐ, নং ১১০০।

২৩৫২। বুখারী, সাওম, বাব মাতা ইয়াহিল্লু ফিতরুস সাইম; মুসলিম, ঐ, নং ১১০১।

২৩৫৩। ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৬৯৮; বুখারী, (সাহল ইবনে সা'দ), বাব ৪৪; মুসলিম, নং ১০৯৮; তিরমিযী, নং ৬৯৯; ইবনে মাজা, নং ১৬৯৭; নাসাঈ।

২৩৫৪। মুসলিম, সাওম, নং ১০৯৯; নাসাঈ, নং ২১৬০; তিরমিযী, নং ৭০২।

২৩৫৫। তিরমিযী, সাওম, নং ৬৯৫; ইবনে মাজা, নং ১৬৯৯।

২৩৫৬। তিরমিযী, সাওম, নং ৬৯৪।

২৩৫৯। বুখারী, সাওম, বাব ইযা ইফতারা ... ছুম্মা তালাআতিশ-শাম্‌স; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৭৪।

২৩৬০। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১০২; আহমাদ, নং ৪৭২১।

২৩৬১। বুখারী, সাওম, বাবুল-বিসাল।

২৩৬২। বুখারী, সাওম; বাব মান লাম ইয়াদা কাওলায-যূর; তিরমিযী, ঐ, নং ৭০৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৮৯।

২৩৬৩। মুসলিম, সাওম, নং ১১৫১; নাসাঈ, ঐ, নং ২২১৮-১৯; বুখারী, ঐ।

২৩৬৪। তিরমিযী, সাওম, নং ৭২৫; বুখারী, সাওম, তারজুমাতুল বাব।

২৩৬৫। নাসাঈ, সাওম (সংক্ষেপে)।

২৩৬৬। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৮৮; নাসাঈ, তাহারাত, নং ৮৭; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪০৭।

২৩৬৭। ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৬৮০।

২৩৬৮। ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৬৮১।

২৩৭২। বুখারী, তিব্ব, বাব ১১; তিরমিযী, সাওম, নং ৭৭৫; ইবনে মাজা, নং ১৬৮২; মুওয়াত্তা মালেক, সিয়াম, নং ৩০ ও ৩২।

২৩৭৩। তিরমিযী, নং ৭৭৭; ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৬৮২।

২৩৭৫। বুখারী, সাওম, বাবুল-হাজামাহ।

২৩৭৬। তিরমিযী, সাওম, নং ৭১৯।

২৩৮০। তিরমিযী, সাওম, নং ৭২০; নাসাঈ; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৭৬।

২৩৮১। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৮৭।

২৩৮২। বুখারী, সাওম, বাবুল-মুবাশারা লিস-সাইম; মুসলিম, ঐ, নং ১১০৬; নাসাঈ; ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৬৮৪।

২৩৮৩। মুসলিম, সাওম, নং ৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ৭২৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৮৩।

২৩৮৫। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৩৮ ও ৩৭২; হাকেম, ১খ, পৃ. ৪৩১।

২৩৮৫। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৩৮ ও ৩৭২ : হাকেম, ১খ, পৃ. ৪৩১।

২৩৮৮। বুখারী, সাওম, বাবুস সাইম ইউসবিহু জুনুবান; মুসলিম, ঐ, নং ১১০৯।

২৩৮৯। মুসলিম, সাওম, নং ১১১০।

২৩৯০। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১১১; তিরমিযী, ঐ, নং ৭২৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৭১।

২৩৯৪-২৩৯৫। বুখারী, সাওম, বাব ইযা জামাআ ফী রামাদান; মুসলিম, ঐ, নং ১১১০; নাসাঈ (অনুরূপ)।

২৩৯৬। তিরমিযী, সাওম, নং ৭২৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৭২।

২৩৯৮। বুখারী, সাওম, বাব ... ইযা আকালা নাসিয়ান; মুসলিম, ঐ, নং ১১৫৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৭২১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৭৩।

২৩৯৯। বুখারী, সাওম, .. মাতা ইয়াকদী কাদাআ রামাদান; মুসলিম, ঐ, নং ১১৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৯৬; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩২১।

২৪০০। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৪৭।

২৪০২। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১২১; নাসাঈ, ঐ, নং ২২৯৬ ও ২৩৮৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৬২; তিরমিযী, ঐ, নং ৭১১।

২৪০৩। মুসলিম, সাওম, নং ১১২১; নাসাঈ (অনুরূপ)।

২৪০৪। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১১৩; নাসাঈ, ঐ, নং ২২৮৯।

২৪০৫। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১১৮।

২৪০৬। মুসলিম, সাওম, নং ১১২০; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩১১; তিরমিযী, ঐ, নং ৭১২

২৪০৭। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১১৫; নাসাঈ, ঐ, নং ২২৫৯।

২৪০৮। তিরমিযী, সাওম, নং ৭১৫; নাসাঈ, ঐ, নং ২২৭৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৬৭।

২৪০৯। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১২২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৬৬৩।

২৪১৫। নাসাঈ, সাওম।

২৪১৬। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৩৭; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৭১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭২২; নাসাঈ, ঐ।

২৪১৭। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৪০; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৭২।

২৪১৯। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৭৩; নাসাঈ, ঐ; মুসলিম, ঐ, নং ১১৪২ (কা'ব ইবনে মালেক) ও ১১৪১ (নুবায়শা)।

২৪২০। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৪৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৪৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭২৩।

২৪২১। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৪৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭২৬।

২৪২২। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৪৪ (আবু হুরায়রা); নাসাঈ।

২৪২৬। মুসলিম, সাওম, নং ১১৬২; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৬৭; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩৮৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৩০।

২৪২৭। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৫৯; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩৯৩।

২৪২৮। নাসাঈ; ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৭৪১।

২৪২৯। মুসলিম, সাওম, নং ১১৬৩; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৪২।

২৪৩০। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৫৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭১১; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩৪৮।

২৩৩১। নাসাঈ, সাওম, নং ২৩৫৮।

২৪৩২। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৪৮।

২৪৩৩। মুসলিম, সাওম, নং ১১৬৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৫৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭১৬।

২৪৩৪। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৫৬; নাসাঈ, ঐ, নং ২১৭৯।

২৪৩৫। বুখারী ও মুসলিম।

২৪৩৬। নাসাঈ, সাওম, নং ২৩৬০; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৪৫ (আয়েশা); নাসাঈ, ঐ, নং ২১৮৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৩৯।

২৪৩৭। নাসাঈ, সাওম।

২৪৩৮। বুখারী, সাওম; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৫৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৩৯।

২৪৩৯। মুসলিম, সাওম; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৫৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৩৯; নাসাঈ।

২৪৪০। নাসাঈ, হজ্জ; ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৭৩২।

২৪৪১। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ২২৮৯।

২৪৪২। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১২৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৫৩; নাসাঈ।

২৪৪৩। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১২৬।

২৪৪৪। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৩০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৩৪।

২৪৪৫। মুসলিম, সাওম, নং ১১৩৪।

২৪৪৬। মুসলিম, হজ্জ, নং ১১৩৩; তিরমিযী, সাওম, নং ৭৫৪; নাসাঈ।

২৪৪৭। নাসাঈ।

২৪৪৮। বুখারী, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ১১৫৯; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩৯৩ : ইবনে মাজা , ঐ, নং ১৭১২।

২৪৪৯। নাসাঈ, সাওম, নং ২৪৩৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭০৭।

২৪৫০। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৪২ : নাসাঈ, ঐ, নং ২৩৭০।

২৪৫১। নাসাঈ, সাওম, নং ২৪১৮ (বিস্তারিত)।

২৪৫২। নাসাঈ, সাওম, নং ২৪২১।

২৪৫৩। মুসলিম, সাওম, নং ১১৬০; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৬৩ : নাসাঈ, ঐ, নং ২৪১৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭০৯।

২৪৫৪। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৩০; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩৩৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭০০।

২৪৫৫। মুসলিম, সাওম, নং ১১৫৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩২৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৩৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭০১; বায়হাকী।

২৪৫৬। তিরমিযী, সাওম, নং ৭৩২।

২৪৫৭। নাসাঈ, সাওম।

২৪৫৮। মুসলিম, যাকাত, নং ১০২৬; বুখারী, সাওম ও নিকাহ; তিরমিযী, সাওম, নং ৭৮২।

২৪৬০। মুসলিম, সাওম, নং ১১৫০; নিকাহ, নং ১৪২৯ (ইবনে উমার); তিরমিযী, ঐ, নং ৭৮০; নাসাঈ; বুখারী, নিকাহ, বাব হাক্কি ইজাবাতিল-ওয়ালীমা।

২৪৬১। মুসলিম, সাওম, নং ১১৫০; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৮১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৫০; নাসাঈ।

২৪৬২। বুখারী, ই'তিকাফ; মুসলিম, ঐ, নং ১১৭২; তিরমিযী, সাওম, নং ৭৯০।

২৪৬৩। ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৭৭০।

২৪৬৪। বুখারী, ই'তিকাফ, বাব ই'তিকাফিন-নিসা; মুসলিম, ঐ, নং ১১৭৩; ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৭৭১; তিরমিযী, সাওম, নং ৭৯১ (সংক্ষেপে)।

২৪৬৫। বুখারী, ই'তিকাফ; মুসলিম, ঐ, নং ১১৭১।

২৪৬৬। বুখারী, ই'তিকাফ; ইবনে মাজা, সাওম, নং ১৭৭০।

২৪৬৭। বুখারী, ই'তিকাফ; মুসলিম, হায়েদ, নং ২৯৭; তিরমিযী, সাওম, নং ৮০৪; নাসাঈ, হায়েদ, নং ৩৮৬; তাহারাত, নং ২৭৭; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৬৩৩।

২৪৬৯। পূর্বোক্ত বরাত।

২৪৭০ ও ২৪৭১। বুখারী, আহকাম, বাব ২১; বাদউল খাল্ক, বাব ১১; ই'তিকাফ, বাব ১১ ও ১২; ইবনে মাজা, সিয়াম, বাব ৬৫; দারিমী, রিকাক, বাব ৬৬; আহ্মাদ, ৩খ, পৃ. ১৫৬, ২৮৫ ও ৩০৯; ৬খ, পৃ. ৩৩৭; মুসলিম, সালাম, নং ২১৭৫।

২৪৭৩। নাসাঈ, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক (র)।

২৪৭৪। নাসাঈ; তিরমিযী, নুযুর, নং ১৫৩৯।

২৪৭৫। বুখারী, ই'তিকাফ; মুসলিম, আয়মান, নং ১৬৫৬।

২৪৭৬। বুখারী, ই'তিকাফ, বাব ই'তিকাফিল মুসতাহাদাতি; ইবনে মাজা, সিয়াম, নং ১৭৮০।